ন্যাণগীতা।

পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামী

কৃত।

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন ও শ্রীযুক্ত নীলকমল মুখোপাধ্যায়

মহোদয়গণের সাহায্যে

শ্রীমোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

৫৫ নং অপর চিৎপুর রোড।

বৈশাখ ১২৯৬ সাল।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

বিজ্ঞাপন।

পরম কল্যাণ গীতা প্রচারিত হইল। রাজা প্রজা, গৃহস্থ সন্ন্যাসী, আদি সকলেই ঘোর তামসিক ভাবে মগ্ন হইয়াছেন; সত্য গুরুতে ও সত্য ধর্ম্মে কাহারও নিষ্ঠা নাই। আপন আপন ধর্ম্ম কর্ম্ম হইতে বিমুখ হইয়া সকলেই নানা প্রকারের দুঃখভোগ করিতেছেন; বস্তুতঃ অল্প লোকই বেদ, বেদান্ত, গীতাদি আধ্যাত্মিক শাস্ত্র পাঠ করেন। অনেকে এমন আছেন যে, ঐ সকল গ্রন্থের ভাষা পর্য্যন্তও জানেন না আর অনেকে ভাষা জানিয়াও গ্রন্থের তাৎপর্য্য বুঝেন না। যাহাতে সকলেই উত্তমরূপে ব্যবহার ও পরমার্থ কার্য্য বুঝিয়া তাহার অনুষ্ঠান করেন; আর যাহাতে চরাচর, রাজা প্রজার উপকার হয়, পরব্রহ্মের প্রয়োগ হেতু এই গ্রন্থ সেই উদ্দেশে রচিত হইল। যাহাতে পণ্ডিত ও মূর্খ, জ্ঞানী ও অজ্ঞানী সকলেই ইহার ভাব বুঝিয়া আপন আপন অবস্থা অনুসারে সৎকর্ম্ম ও সদ্ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত ও পরব্রহ্মে নিষ্ঠাযুক্ত হয়েন এই অভিপ্রায়ে ভাষার লালিত্য এবং বাক্যের অলঙ্কারের উপর দৃষ্টি না রাখিয়া এই গ্রন্থ সরল চলিত ভাষাতে লিখিত হইয়াছে। পরব্রহ্মের কৃপায় সমস্ত দুঃখ, দ্বন্দ্ব দূর হইয়া যাইবে। এই গ্রন্থের উপদেশ কোন মতের কিম্বা সম্প্রদায়ের পক্ষে কি বিপক্ষে লিখিত হয় নাই। যে মতে ও ধর্ম্মে সত্যস্বরূপ পরব্রহ্মে নিষ্ঠা ও ভক্তি হয় সেই মত ও ধর্ম্ম সত্য আর যাহা ইহার

বিরুদ্ধ ভাবে থাকে তাহা অসত্য। পরব্রহ্মে নিষ্ঠা ভক্তি রাখা মুখ্য ফলদায়ী, উহাতে সকলই সিদ্ধ হয় এবং পরব্রহ্মে নিষ্ঠা ভক্তি না হইলে কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না। পাঠকগণ! আপনারা এই গ্রন্থ আদ্যন্ত উত্তমরূপে পাঠ করিয়া গম্ভীরভাবে বিচার পূর্ব্বক ইহার সার অংশ গ্রহণ করিয়া আনন্দরূপ থাকিবেন।

পরিশেষে এই বক্তব্য যে, "ইণ্ডিয়ান্ মিরার" সংবাদপত্রের সম্পাদক মহামান্য মহাত্মা স্বদেশহিতৈষী শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন ও স্বদেশহিতৈষী মহাত্মা শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু নীলকমল মুখোপাধ্যায় মহাশয়দিগের একান্ত যত্ন এবং আগ্রহতা হেতু এইগ্রন্থ হিন্দি ভাষা হইতে বঙ্গভাষায় অনুবাদিত হইল। এরূপ স্বদেশহিতৈষী মহাত্মাগণ এ জগৎসংসারে ধন্য ধন্য।

প্রকাশকের নিবেদন।

এগ্রন্থে পূর্ণ পরব্রহ্ম প্রতিপাদিত হইয়াছেন ও তৎপ্রাপ্তির পথ প্রদর্শিত হইয়াছে। পরব্রহ্ম অমূল্য অতএব এগ্রন্থও অমূল্য। কেবল মুদ্রাঙ্কণের ব্যয় নির্ব্বাহের নিমিত্ত ইহার যৎকিঞ্চিৎ মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। নানা কারণ বশতঃ গ্রন্থে যে সকল বর্ণাশুদ্ধি বাক্যাশুদ্ধি প্রভৃতি লক্ষিত হইবে পাঠকগণ তাহা শুদ্ধ করিয়া লইবেন, এই প্রার্থনা রহিল।

সূচিপত্র।

বিষয়।		পৃষ্ঠা।
ঈশ্বর ও জীবের জ্ঞান অজ্ঞান প্রভেদ	...	৩৬
মৃত্যুর বিবরণ	...	৩৭
আহার বিবরণ	...	৩৮
সুখ দুঃখের বিবরণ	...	৩৮
পরব্রহ্মের বহুরূপ	...	৩৮
বিন্দু ও অর্দ্ধ মাত্রা অর্থাৎ ওঁকার প্রণবের বিচার	..	৪০
পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের নানা নাম কল্পনার বর্ণন		৪২
সকল মতের ভ্রম মীমাংসা	...	৪৫
বিদ্যার বিষয়	..	৫০
চারি বেদ বিভাগ বিবরণ	...	৫২
শব্দার্থ বিচার	...	৫৩
ব্যাকরনোক্ত বর্ণ সকলের তত্ত্ব নিরূপণ	..	৫৪
বর্ণের উচ্চারণ স্থান ও স্বরূপ	...	৫৬
শাস্ত্র উপদেশের সার বর্ণন	...	৫৯
বিচার জ্ঞান উপাসনা কর্ম্ম নির্ণয়	...	৬১
সত্য ধর্ম্ম নির্ণয়	...	৬৪
বিচার ও আচার	...	৬৫
সৎসঙ্গ নির্ণয়	...	৬৬
সাকার ব্রহ্ম সম্বন্ধে	...	৬৭
পূজা সম্বন্ধে	...	৬৭
নিরাকার সাকার ব্রহ্মের ধ্যান নির্ণয়	...	৬৮
উপাসনা সম্বন্ধে	...	৭৪
পূর্ণ পরব্রহ্মের নমস্কার বিধি	...	৭৪
প্রতিমা পূজা	...	৭৬
গুরুমন্ত্র	...	৭৬
নাম মাহাত্যের অভেদ নির্ণয়	...	৭৮
শব্দ ব্রহ্ম বিচার	...	৭৯
গুরু উপদেশ বিবরণ	...	৮০

বিষয়। | পৃষ্ঠা।

পরিশিষ্ট।

ওঁ

পূর্ণ পরব্রহ্মণে নমঃ।

পরম কল্যাণ গীতা।

যাহা

সর্ব্ব দুঃখ মোচন কর্ত্রী ও পৃথিবীর ভার উদ্ধার কর্ত্রী।

মঙ্গলাচরণ।

শুদ্ধ চৈতন্য, পরিপূর্ণ, নিরাকার, নির্ব্বিকার, নির্গুণ, নিরঞ্জন, অনীহ, অগাধ, অপার, অগম্য, নিষ্ক্রিয়, কূটস্থ, নিরাধার, অব্যয়, সর্ব্বব্যাপী, অন্তর্যামী, সর্ব্ব-শব্দাতীত, বিলক্ষণ, পরমগুরু, জগতের পিতামাতা—যাঁহা হইতে এই সমস্ত জগৎ উৎপন্ন হইতেছে, যাঁহাতে স্থিত রহিয়াছে, এবং পুনর্ব্বার যাঁহাতেই লয় হইয়া যাইতেছে; এবং সমস্ত জগৎ যাঁহারই রূপ মাত্র,—আমি সেই পরব্রহ্ম নারা-য়ণকে নমস্কার করিতেছি।

তিনি নিজেই জগৎরূপ হইয়া প্রকাশ আছেন, আর চর, অচর, রাজা, প্রজা, স্ত্রী, পুরুষ ইত্যাদি হইতেছেন। যাঁহার বিরাটরূপ বেদশাস্ত্রে এইরূপ বর্ণন করা হইয়াছে যে, সূর্য্য উহাঁর নেত্র আর চন্দ্র উহাঁর মন। এই কথা আবরণ দিয়া বলা হইয়াছে, বস্তুতঃ সূর্য্য এবং চন্দ্র উহাঁর নেত্র ও মন বটে, এবং নাও বটে। এই দুই যদ্যপি পরব্রহ্মের নেত্র আর মন হন, তবে অঙ্গাঙ্গিভাবে দেখিলে ইহারদের স্বয়মেব পর-ব্রহ্ম বলিতে পারা যায়; আর যদি বিচার করিয়া দেখা যায়, তবে ইহা সিদ্ধ হইতে পারে যে জগতের কার্য্য নির্ব্বাহ বিষয়ে সৃষ্টির নিয়মের রীতিতে এই দুইটি মুখ্য কারণ হন; এই জন্য উহাদিগকে পরব্রহ্ম বলিতে কিম্বা মানিতে কিছুই আপত্তি দেখা যায় না। পুরাকালে ঋষি, মুনি, এবং জ্ঞানলোকগণ সূর্য্য নারায়ণেতেই

পরব্রহ্মের জ্যোতির ধ্যান করিয়া পরমকল্যাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন ; আর ইহাও লিখা আছে যে, "সূর্য্যে হৃদি ব্যোম্নিচ জ্যোতিরেক স্ত্রিধাস্থিতম্" । * এবং তাঁহারই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ, দেবী, ভদ্রকালী, দুর্গা, শালগ্রাম, ওঁকার আদি নাম কল্পিত হইয়াছে, তিনিই সেই পরব্রহ্ম নারায়ণ।

---

* অর্থাৎ "একই জ্যোতি তিন ভাগ হইয়া সূর্য্যে, জীবের হৃদয়ে ও আকাশে অবস্থিত রহিয়াছে।"

ওঁ

তত্ত্ব-কাণ্ড।

প্রথম অধ্যায়—ব্রহ্মতত্ত্ব।

ব্রহ্ম আভাস।

পরব্রহ্ম নারায়ণ জ্যোতি স্বরূপ সর্ব্বকালাতীত আপনি শুদ্ধ সত্ত্বগুণ দ্বারা এমনি প্রকাশ হইয়া রহিয়াছেন, যে প্রত্যেক জীব কিঞ্চিৎমাত্র বিচার করিলেই উহাঁকে চিনিতে পারে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ছোট হইতে বড় পর্য্যন্ত, মূর্খ হইতে পণ্ডিত পর্য্যন্ত, এবং গৃহস্থ হইতে বিবেকী পর্য্যন্ত, প্রত্যেক ব্যক্তি পার্থিব দ্রব্য সমূহ, রাজ্য, বিদ্যা, যৌবন, রূপ আদির মদে উন্মত্ত হইয়া আত্মা এবং পরমাত্মাকে জানিতে পারিতেছে না; আর সর্ব্বসাধারণে ইহাও জানিতেছেন না যে, আমি কোথা হইতে কোথায় আসিয়াছি এবং কি জন্যই বা আসিয়াছি; আত্মা এবং পরমাত্মা কোন্ পক্ষের নাম, আর জ্যোতিঃস্বরূপ যিনি সকলের মাতাপিতা আত্মা, তিনি কে, এবং কোথায় থাকেন? সকলেই আপনি আপনি গাহিতে গাহিতে চলিয়া গিয়াছেন, চলিয়া যাইতেছেন এবং চলিয়া যাইবেন; পরন্তু সিদ্ধান্ত কথা এই যে "জল বহুদূরেই আছে ও এই সেই মুক্তা (সারবস্তু) অর্থাৎ পরব্রহ্ম যাহা, বিচারসাগরে না ডুবিলে কথনই হস্তগত বা আয়ত্ত হইতে পারে না।" আর যিনি আপনাকে দীনহীন ভাবেন, তিনিই বিচার করিতে সমর্থ হন। কিন্তু দেখিতেছি যে সকলই গুরু হইয়া বসিয়াছেন, শিষ্য বলিয়া কাহাকেও দৃষ্টিগোচর হয় না। ক্ষুদ্রকায় পিপীলিকা হইতে বৃহৎকায় হস্তী পর্য্যন্ত সকলেই আপনি আপনাকে মহৎ বলিয়া মনে করে, এবং আরো মহৎ হইতে ইচ্ছা করে; দীনতা কাহারও মনে দেখা যায় না। তবে বলুন, কিপ্রকারে ঐ

সকল লোকের বিচারে প্রবৃত্তি জন্মিবে? যিনি অহংকারে মত্ত হইয়া আপনাকে মহৎ আর অপরকে নীচ বলিয়া মনে করেন, তিনিই নীচ। কারণ যিনি ঐশ্বর্য্যবান হইয়াও আপনাকে আপনি দীনহীন জানেন এবং অপরকে মহৎ বলিয়া মনে করেন, পরোপকারে কটিবদ্ধ হন, অপরের দুঃখে দুঃখী এবং সুখে সুখী হন, আর সমস্ত জগৎকে ব্রহ্মময় অর্থাৎ আত্মরূপ দেখেন, তাঁহাকেই মহৎ বলা যায়; এবং তিনিই অপূর্ব্ব সুখ প্রাপ্ত হইতে পারেন। গীতাতে লিখিত আছে যে,

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনিচৈব শ্বপাকেচ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥

অর্থাৎ যিনি যথার্থ পণ্ডিত তাঁহার নিকট বিদ্যা ও বিনয়যুক্ত ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী, কুকুর এবং চণ্ডাল ইত্যাদি সকলেই সমতুল্য হয়; কারণ তিনি সকলকেই আত্মারূপ দেখেন।

হে জ্যোতিঃস্বরূপ, করুণানিধান জগদীশ্বর! এই সকল রাজা, প্রজা, নর, নারী, বাল, বৃদ্ধ, চর, অচর যে নানা প্রকারের দুঃখ ভোগ করিতেছে, ইহার কারণ কি? আর কি প্রকারেই বা ঐ সকল শঙ্কট বা দুঃখ নিবারণ হইতে পারে? বেদ ও অপর শাস্ত্রে যে সকল বিধান আছে, আপনার ঐ সকল আজ্ঞা লোক সকল পালন করিতেছে না বলিয়া কি এই দুঃখ ভোগ? আপনার সেবা না করিয়া আত্মাকে তিরস্কার ও হনন করিতেছে, তজ্জন্যই কি এই দুঃখ ভোগ? হে শঙ্কট মোচন! যদ্যপি ঐ সকল লোকে এই অপরাধ কিম্বা অন্য কোন অপরাধ করিয়া থাকে, অথবা জ্ঞানকৃত বা অজ্ঞানকৃত কোন মহা অপরাধে অপরাধী হইয়া থাকে; আর আপনাতে উহাদের নিষ্ঠাও না হয়, এবং উহারা এই মায়া প্রপঞ্চের সাজ সাজিয়া থাকে, তথাপি আপনি নিজগুণে উহাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া উহাদিগকে সর্ব্ব সুখের পাত্র করিয়া দিন। হে দুঃখদমন! যদি আপনি ঔদাস্য করেন, আর প্রেমার্দ্র হইয়া কৃপাদৃষ্টি না করেন, এবং পিতা পুত্রভাবে বিচার

করিয়া করুণা রূপ ক্রোড়ে লইয়া আহার না দেন ; তবে আপনি ভিন্ন আর কে আছে যে উহ'দের সহায়তা করিবেক ? কারণ আপনিই সর্ব্বজগতের মাতা, পিতা, ও গুরু। এই নিমিত্ত প্রার্থনা করি যে, ইহাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া ইহাদিগকে অজ্ঞানরূপ ঘোর অন্ধকার হইতে জ্ঞানরূপ জ্যোতিতে লইয়া যাইতে হইবে ও ইহাদিগকে পরমানন্দ প্রদান করিতে হইবে, কেবল আপনারই উপর ইহা নির্ভর করিতেছে। অতএব হে নিরুপদ্রব, সচ্চিদানন্দ, একরস শান্তি রূপ! হে দীন দুঃখহারি! এক্ষণে আপনি প্রেমরসার্দ্র হইয়া সর্ব্ব দুঃখের শান্তি এবং সর্ব্ব সুখের প্রাপ্তি বিধান করুন।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

সত্য উপদেশ বিবরণ।

এক্ষণে আজ হইতে সমুদায় স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ, রাজা, প্রজা, এবং ছোট বড় সকলেরই উচিত যে, সকলে আপন আপন মিথ্যা পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া আনন্দ পূর্ব্বক সেই পরব্রহ্মের, অর্থাৎ যিনি এই জগৎকে নির্ম্মাণ করিয়া আপনাতেই স্থিত রাখিয়াছেন, এবং পুনর্ব্বার এই জগৎকে আপনাতেই লয় করিয়া লইতেছেন ; এবং প্রকাশ করিয়া বলিতে হইলে যিনি স্বয়ংই জগৎ রূপ তাঁহার জয় কীর্ত্তন করুন। তাঁহার জয় কীর্ত্তন করাতে তাঁহার কিছু মাত্র হানিও নাই, এবং কোন লাভও নাই ; ইহাতে কেবল তাঁহার শরণ লওয়া হয় মাত্র। আর তাঁহার আজ্ঞা পালন করিবার জন্য তাঁহার জয়মাননার প্রয়োজন হয়।

আজ কাল এই সংসারে এত অধিক কপোলকল্পিত মত দেখা যাইতেছে যে, পুরাকালে কোন সময়েই এরূপ ছিল না। এবং ঈশ্বরের এত অধিক ভিন্ন ভিন্ন নাম রচনা করিয়া সকলে পরস্পর বিরোধ বৃদ্ধি করিয়াছেন যে তাহার বর্ণন করা অতিদুরূহ ব্যাপার। ইহার কারণ এই যে, সকলেই আপন আপন দধি মিষ্ট, এবং অপরের দধি অম্ল বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করেন ; কেবল মাত্র শব্দ লইয়া বিবাদ করিয়া থাকেন। যেমন এক কুকুরের নাম কেহ শ্বান, কেহ সর্গ, কেহ ডগ্, কেহ কলব বলিয়া থাকে ; আর পক্ষপাতিত্বের পাটা গলায় পরিধান করিয়া একজন

অপরকে গ্রাস করিয়া থাকেন। বিচার করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে সকলেরই ধ্রুব সেই এক অদ্বিতীয়, দ্বিতীয় কিছুই ছিল না ও কখন হইবেকও না। যেমন শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে,

"একমেবাদ্বিতীয়ম্ব্রহ্ম।"

বিবেচনা করিয়া দেখিলে এইরূপ বোধ হয় যে, এই গ্রন্থখানিকে অনেকে ভাল ও অনেকে মন্দ বলিবেন। কারণ, এই গ্রন্থ যাহাদের মতের অনুকূল হইবেক, তাঁহারা ইহাকে উত্তম বলিয়া স্বীকার করিবেন; এবং যাঁহাদের মতের প্রতিকূল হইবেক, তাঁহারা ইহাকে অধম বলিবেন। কিন্তু আমি সে আশঙ্কা ত্যাগ করিয়া সত্যের প্রতিপাদনে দৃঢ়পদ বিক্ষেপে অগ্রসর হইব।

যখন ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত যে, সকলেরই ধ্রুব সেই এক অদ্বিতীয়, তখন পরস্পরে বাদবিতণ্ডা করা বৃথা বরং তাহাতে পরস্পরের মনের শান্তিভঙ্গ জন্য পরস্পরের পথে কণ্টক পড়িবারই বিশেষ সম্ভাবনা; অতএব সকলেই একমত হইয়া সেই এক-পরব্রহ্মের আজ্ঞাপালন করা এবং তাঁহাকে জানা আবশ্যক।

যেহেতুক জ্ঞানী মহাত্মা লোক, জিজ্ঞাসুদিগের জন্য "অহম্ব্রহ্মাস্মি ইত্যাদি পদ দেখাইয়াছেন নতুবা কোন মহাত্মাই আপন মুখে আত্মশ্লাঘা প্রচার করেন না। যে রূপ সমুদ্র কখনই আপন মুখে বলে না যে, "আমি সমুদ্র"; সেইরূপ পরব্রহ্ম কি প্রকারে বলিবেন যে, আমি সচ্চিদানন্দ অথবা অদ্বিতীয়। কেবল জ্ঞানপিপাসুদিগের তৃপ্তি সাধনের উদ্দেশে এই অমৃত রূপী মহাবাক্য কহা হইয়াছে। জ্ঞানবান পণ্ডিতের লক্ষণ এই যে, তিনি যে কোন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবেন, তাহার আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমগ্র গ্রন্থের ভাব বিচার করিয়া তাহার মধ্যে অসত্য, অজ্ঞান ও দোষ পরিহার করিয়া সত্য শুদ্ধ চৈতন্য পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ শুদ্ধ আত্মাকে অঙ্গীকার করেন; সেই জন্য নিরাকার রূপেই হউক অথবা সাকার বিস্তাররূপেই হউক, যে রূপে তাঁহার ইচ্ছা হয়, তিনি সেই পরমপদার্থে লক্ষ্য রাখিয়া আপন মত স্থির রাখিতে পারেন, তাহাতে কোনই হানি নাই। কারণ,

নিরাকার ও সাকার, কার্য্যকারণ হেতু রূপান্তর মাত্র ; রূপান্তর ভেদে বস্তুভেদ ঘটে না, অতএব তজ্জন্য ব্রহ্মের প্রভেদ জন্মিবার কোন সম্ভাবনা হইতে পারে না। এই গ্রন্থে যদ্যপি কোন শব্দের ভুল অথবা বর্ণের ভুল ইত্যাদি হইয়া থাকে, তবে সে সকল দোষ পরিত্যাগ করিয়া এবং সত্য অসত্যের বিচার পূর্ব্বক ইহার সার বাহির করিয়া বুঝিয়া লইবেন ; পুনশ্চ তীক্ষ্ণ দৃষ্টে বিচার করিয়া ইহারও সকল দোষ ত্যাগ করিবেন, এবং তদনুরূপ ইহার গুণ গ্রহণ করিলে নিশ্চয়ই রাজা, প্রজা সকলেই সুখী হইবেন। সকল বিষয়েই এইরূপে বুঝিয়া লইতে হইবে, নতুবা কেবল প্রতিশব্দ বা প্রতিপংক্তি পাঠ করিয়া "অশুদ্ধং অশুদ্ধং" শব্দ উচ্চারণ করিলে পণ্ডিত বলা যায় না ; ইহা অতি মূর্খ ও অবোধের লক্ষণ মাত্র। জ্ঞানবান পণ্ডিত মহাত্মাগণের চিত্ত অতি কোমল ও দয়ার্দ্র হইয়া থাকে এবং যেরূপ আপনার সুখ দুঃখ বুঝেন, তদ্রূপ পরেরও সুখ দুঃখ বুঝেন। নিজের পায়ে কাঁটা ফুটিলে যেরূপ দুঃখ হয় ও ক্ষুধা তৃষ্ণা লাগিলে যেরূপ কষ্ট হয়, তদ্রূপ সকলেরই হয় ইহা বুঝেন ; আর ইহ সংসারে চরাচর, রাজা, প্রজা কি উপায়ে সেই যুক্তি অবলম্বন করিয়া সুখে অবস্থান করিবেন—এই চিন্তাই তাঁহার মনে সর্ব্বদা জাগরূক থাকে। এরূপ পরোপকারী মহাত্মা ব্যক্তি ইহ-সংসারে ধন্য !

যাঁহার এরূপ সমদৃষ্টি আছে, তিনি সকলকে আপনার আত্মা ভাবিয়া পরোপকার করিয়া থাকেন এবং নিজের কোনই প্রয়োজন রাখেন না ; আর আপনি কষ্ট স্বীকার করিয়াও পরোপকার করেন। আপনার আত্মা জানিয়া যতক্ষণ পর্য্যন্ত শিক্ষক বালককে 'ক' না বলিবেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত অবোধ বালক কিরূপে বলিবে। নাচ-শিক্ষক গুরু আপনি নাচিয়া শিষ্যদিগকে নাচ দেখাইয়া নাচ-শিক্ষা দেন ; কারণ নাচশিক্ষার্থীরা পরিশুদ্ধরূপে নাচিবার অঙ্গভঙ্গী, হাবভাব না দেখিলে কিরূপে তাহারা শিক্ষা করিবে ? তদ্রূপ সৎগুরুর কৃপায় সদুপদেশ ভিন্ন কিরূপে লোক সৎবস্তু প্রাপ্ত হইবেক ? এইরূপ সত্যধর্ম্ম কার্য্যে বোধ করা উচিত। আরও জ্ঞানবান ব্যক্তির এই লক্ষণ যে আপনার স্ত্রীই হউক, আর যে কেহই হউক, সুবুদ্ধিসম্পন্ন সৎপাত্র হইলেই তাহাকে গুরু বলিয়া মনে

করিয়া যে কোন কার্য্য করেন তাহা উঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াই করেন। অবোধ ব্যক্তি আপন অহংকারে মত্ত হইয়া থাকে, জ্ঞানবানের বাক্য মান্য করে না এবং সর্ব্বদা দুঃখ পায়। সত্য ধর্ম্মের সদনুষ্ঠানে এক মুহূর্ত্ত কালও বিলম্ব করা উচিত নহে। পারমার্থিকই হউক, আর ব্যবহারিকই হউক, সকল সৎকার্য্যেই তৎপর হওয়া উচিত। সত্য ধর্ম্মসাধনে যিনি বিলম্ব করেন, তিনি নিতান্ত অবোধ মূঢ় ও কাপুরুষ এবং তিনি সর্ব্বদা দুঃখভাগী হন। জ্ঞানবান ব্যক্তি নেত্রবান এবং অবোধ মূঢ় ব্যক্তি অন্ধের সমান। উঁহাদের হাত ধরিয়া সৎপথে লইয়া যাওয়া নিতান্ত আবশ্যক; কারণ ঐ অবোধ ব্যক্তিগণ ঘোর অজ্ঞান-অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া নানা প্রকার কষ্ট ভোগ করিয়া থাকেন, অতএব তাহাদিগকে অজ্ঞান-অন্ধকার হইতে জ্ঞান-জ্যোতিতে লইয়া যাওয়াই তাহাদের পরিত্রাণের একমাত্র উপায়। ইহাই তাহাদের পক্ষে যথার্থ উপকার। ইহ সংসারে অবোধ অজ্ঞানীকে সদুপোদেশ দিয়া সত্যজ্ঞানরূপ পরম সুখকর পরম পদার্থ দান করিয়া পরমানন্দ লাভ করান অপেক্ষা মহত্তর কার্য্য আর কিছুই নাই; এই সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া, মহাত্মা জ্ঞানবান পণ্ডিতগণ অবোধ লোকদিগকে সদুপদেশ দ্বারা সৎপথে লইয়া যাইবাব জন্য সর্ব্বদা প্রাণপণে চেষ্টিত থাকেন, তিল মাত্রও আলস্য করেন না। এইরূপ প্রকার জ্ঞানে সংসারে সকল কার্য্যই করা বিধেয়। এ বিষয়ে কথা কহাতে আমার নিজের কোন লাভ বা ক্ষতি নাই। কিন্তু কেবল, পাঠকগণ! আপনারা চরাচর, রাজা এবং প্রজা সকলে নানা প্রকার দুঃখ, ভ্রম, দ্বৈত, অদ্বৈত ও উপাসনাতে নানা নামের কল্পনা করিয়া পরস্পর কেহ কাহার সহিত একমত না হইয়া নানা প্রকার মহাকষ্ট ভোগ করিতেছেন, ইহাই আমার একমাত্র ক্ষতি বলিয়া বোধ করিতেছি। আপনারা চরাচর, রাজা প্রজা হিন্দু, মুসলমান ইংরেজ, স্ত্রী, পুরুষ ইত্যাদি নিজ নিজ পক্ষপাত, মান অপমান পরিত্যাগ করিয়া পরস্পরকে মাতা ভগিনী, ভ্রাতা জ্ঞানে মিলিত হইয়া সুখী থাকেন; এবং আনন্দরূপ হইয়া কাহারও সহিত বিদ্বেষ বা বৈরভাব না রাখেন, সকলকেই আত্মা ও পরব্রহ্মের রূপ বলিয়া জ্ঞান করেন, বিচার পূর্ব্বক

আত্মাকে জানেন, পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু আত্মা মাতাপিতাকে জানিতে পারেন, এবং উহাঁতে নিষ্ঠাভক্তি রাখিয়া যাহাতে সর্ব্বদা সুখী থাকেন, ইহাই আমার পরম লাভ এবং একমাত্র বাঞ্ছনীয়। নচেৎ শূকর বিষ্ঠাভক্ষণ করিয়া এবং কুকুর হাড় চর্ব্বণ করিয়া আপনার শরীরের পুষ্টি বৃদ্ধি করিতেছে, এবং সন্তোষ লাভ ও করিয়া থাকে; তবে তাহাদের সহিত মনুষ্যের প্রভেদ কি? মহাত্মা মনুষ্যের, শূকর ও কুকুরের সহিত প্রভেদ এই যে, তিনি পরোপকারকে আত্মস্বার্থ জ্ঞান করিয়া, পরোপকারে আত্মস্বার্থ স্থাপন করেন; এবং সেই পরোপকারে কৃতকার্য্য হইয়া আত্মস্বার্থ লাভ বোধে নিষ্কাম পরমানন্দ ভোগ করিতে থাকেন। আর নিকৃষ্ট জীব সকল আত্মস্বার্থ সাধনে দৃঢ়ব্রত থাকায় সেই আত্মস্বার্থে কৃতকার্য্য হওয়াতে তাহাদের সেই ইচ্ছা ক্রমাগত অধিকতর বলবতী হইয়া উঠে, এজন্য তাহারা নানা প্রকার মহাকষ্ট ভোগ করিতে থাকে। পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু আত্মার নিকট আমার প্রাপ্তব্য কিছুই নাই, এবং আপনারাই বা আমাকে কি দিবেন? আপনারা রাজা, বাদসাহ প্রজা নিজেই সকলে বিষয়তৃষ্ণায় কাতর হইয়া অনিত্য ইন্দ্রিয়ভোগের পদার্থ কৈলাশ, বৈকুণ্ঠ আদির জন্য সর্ব্বদা লালায়িত হইয়া রহিয়াছেন এবং আরও হইতেছেন। জ্ঞানবান পুরুষের পরব্রহ্মই সর্ব্বস্ব ধন। স্বপ্নের পদার্থের ন্যায় এই অসৎ বস্তু রাজ্যমদে উন্মত্ত হইয়া পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু, মাতা, পিতার প্রতি শুদ্ধভাব রাখিতেছেন না; আর এ চিন্তাও করিতেছেন না যে, কাহার প্রতাপে ও কাহার তেজে এই বৈকুণ্ঠ ও কৈলাশ ভোগ করিতেছেন। এ চিন্তাও করেন না যে, ইনি কে? মস্তক তুলিয়া উহাঁর দিকে একবার দৃষ্টি মাত্রও করেন না। গ্রামে গ্রামে কোন ব্যক্তি কি জন্য কি দুঃখ পাইতেছে ইহার কোন সংবাদও লন না। সাধু অভ্যাগত, অন্ধ, খঞ্জ, ক্ষুধার্ত্ত ও পিপাসার্ত্তকে উপকার দৃষ্টিতে দেখেন না। কিন্তু যখন রাজ্য, ঐশ্বর্য্য নাশ হয়, তখন বলিয়া উঠেন যে, হায়! হায়! পরমেশ্বর এ কি করিলেন! পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ, গুরু আত্মা মাতা পিতাই আমার সর্ব্বস্বধন রাজ্য; উহাঁ ভিন্ন আর দ্বিতীয় সত্য পদার্থ কিছু নাই, অপর সকলই স্বপ্নের

পদার্থের ন্যায় মিথ্যা। সদ্গুরু, চৈতন্য, পূর্ণপরব্রহ্ম, আত্মা, গুরু বিনা অপর কি সত্য আছে? আত্ম বোধ ভিন্ন আর কি প্রকৃত বা সত্য পদার্থ আছে? আপনারা রাজা, প্রজা, চরাচর ইত্যাদি সকলেই যাহাতে সুখী থাকিবেন, তাহাও করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য কর্ম্ম। রাজা, বাদশাহ জমিদার সকলেরই এই ধর্ম্ম যে প্রজা সকলকে পুত্র কন্যার ন্যায় সমদৃষ্টিতে দেখেন ও মনে রাখেন। যাহাতে কোন প্রজাদি লোক কোন বিষয়ে কষ্ট না পায়, তাহাই করা কর্ত্তব্য। আর ঐ সকল স্ত্রী, পুরুষ আদি লোকদিগকে বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া অতীব আবশ্যক; কারণ পরব্রহ্ম জ্যোতিস্বরূপ গুরু আত্মা কে? কিম্বা আমি কে? ইহা বিদ্যাবিনা জানিতে পারা যায় না; এবং আত্মবোধ ভিন্ন মনুষ্য পশুর সমান হইয়া থাকে। সকলই আপনার আত্মা। আর প্রজাদিগের ও এই ধর্ম্ম যে সত্য ধর্ম্ম পরব্রহ্ম জ্যোতি স্বরূপ গুরু মাতা পিতার প্রতি নিষ্ঠা ভক্তি রাখে এবং রাজা, জমিদারকে মাতাপিতার সমান জ্ঞান করে ও আত্মার স্বরূপ বলিয়া জানে। পাঠকগণ! রাজা, প্রজা আপনারা সকলেই নিদ্রা হইতে জাগরুক হউন, চেতন হউন। আর সত্যধর্ম্মে মতি রাখুন এবং পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতা পিতাতে নিষ্ঠা রাখুন, এবং সত্য কার্য্য ও সত্যধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে এক মুহূর্ত্ত কালও বিলম্ব করিবেন না। এই পুস্তক সকল দেশের ভাষাতে মুদ্রিত করিয়া দিন; যাহাতে সকল দেশের সমস্ত রাজা প্রজার ইহার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে প্যারেন এবং সুখী হইতে পারেন। এই পুস্তক সকলের এবং সকল জাতির স্ত্রী পুরুষ ইত্যাদির পাঠ করিবার অধিকার আছে, ইহাতে কোন বিষয়ের বিভিন্নতা নাই; কারণ সকলেই পূর্ণ পরব্রহ্ম, গুরু, মাতা, পিতা, আত্মার স্বরূপ হন। এই পুস্তক আদ্যন্ত প্রীতি ও পরমভক্তি পূর্ব্বক যাঁহারা পাঠ করিবেন কিম্বা পাঠ করাইবেন; অথবা শ্রবণ করিবেন বা শ্রবণ করাইবেন, তাঁহাদের মনে কোন বিষয়ে দুঃখ ও ভ্রম থাকিবে না এবং মৃত্যু সম্বন্ধেও কোন ভয় বা সংশয় থাকিবে না। জ্ঞান উদয় হইয়া উঁহারা মুক্তিরূপ নির্ভয়ে থাকিবেন। যিনি যেরূপ ভাবনা করিয়া প্রীতি ও শ্রদ্ধা পূর্ব্বক এই গ্রন্থ পাঠ ও শ্রবণ করিবেন, তিনি সেইরূপ ফল প্রাপ্ত হইবেন। জ্ঞানবান ব্যক্তি

সকল বিষয়ই জানেন এবং বুঝেন যে ব্যবহারিক কার্য্য কিম্বা পারমার্থিক কার্য্য তিন প্রকার হইয়া থাকে; এক প্রীতিও ভক্তিতে দ্বিতীয় ভয়ে; তৃতীয় কোন বস্তু বিশেষের লাভ জন্য। যে কার্য্য প্রীতি ও ভক্তি পূর্ব্বক সম্পন্ন হয় তাহা জ্ঞানমান, নিরীক্ষিত, নিষ্কাম, পরোপকারী, পরব্রহ্মের প্রিয়, আত্মদর্শী পুরুষের দ্বারাই হইয়া থাকে; যিনি সকলকে আপনার আত্মা বলিয়া জানেন; সকলই পরব্রহ্মের স্বরূপ মাত্র এবং "এই কর্ম্ম আমার অবশ্য কর্ত্তব্য" এইরূপ বোধ করিয়া থাকেন। জ্ঞানবান ব্যক্তি এবং সাধু মহাত্মাগণ ইহার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; এই-পরোপকার করিবার নিমিত্তই তাঁহারা আবির্ভূত হইয়াছেন। আর যে কার্য্য ভয়-হেতু হয় তাহা অবোধ অজ্ঞান ব্যক্তি দ্বারাই হইয়া থাকে। আর যে কার্য্য দ্রব্য বিশেষের প্রয়োজন বশতঃ হইয়া থাকে; অর্থাৎ দ্রব্য বিনা যে কার্য্য করা হয় না, তাহা লোভী বিষয়তৃষ্ণা কলুষিত ব্যক্তি দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে। এইরূপে অপর সকল বিষয়েই বোধ করা উচিত। এই পুস্তক, সত্য শুদ্ধ চৈতন্য পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ, গুরু মাতা, পিতা আত্মা, অন্তর্যামির আজ্ঞা ও নিয়োগ অনুসারে লিখা গিয়াছে। রাজা প্রজা চরাচরের প্রতি যখন তাঁহার কৃপা হইয়াছে, তখনই লিখা গিয়াছে, অর্থাৎ সকলের সর্ব্বদুঃখ মোচন ও পৃথিবীর ভার উদ্ধার নিমিত্ত রচিত হইয়াছে। রাজা, প্রজা প্রভৃতি সকলেরই বিচার পূর্ব্বক সকল কার্য্য করা উচিত। যে ব্যক্তি বিচার পূর্ব্বক কোন কার্য্য না করে, তাহাকে অবোধ মূঢ় বলা হয়। যেরূপ, যদ্যপি কোন ব্যক্তি বলে যে, "আমি দেখিয়াছি তোমার কাণ কাকে লইয়া গিয়াছে" তাহা হইলে ঐ ব্যক্তির কথা শুনিয়া কাকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়ান উচিত নহে। প্রথমতঃ আপন কাণে হাত দিয়া দেখা উচিত, নতুবা অপরের কথা শুনিবামাত্র কাকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়ান, ইহা অতি অবোধ ও মূঢ় ব্যক্তির কর্ম্ম। যে ব্যক্তি বলিতেছেন যে, "তোমার কাণ কাকে লইয়া গিয়াছে" উনি, বেদ, নানাশাস্ত্র, পুরাণ, বাইবেল, কোরাণ ইত্যাদি অপরাপর নানামত রচয়িতা ঋষি, মুণি স্থানীয়। এবং 'কাণ' শব্দে শুদ্ধ, চৈতন্য পূর্ণ, পরব্রহ্ম, জ্যোতি স্বরূপ, গুরু, আত্মা, মাতা, পিতাকে বলা হইতেছে। 'কাক'

শব্দ অবিদ্যা, অজ্ঞানকে বুঝাইতেছে। যিনি যেরূপ বলিতেছেন, অথবা লিখিতে- ছেন, তাহাতে কোন তর্ক করা উচিত নহে ; কেবল মাত্র তাহার সমস্ত ভাবের বিচার করিয়া সারাংশ, শুদ্ধ, পূর্ণ, পরব্রহ্ম, জ্যোতিঃস্বরূপ, "কাল" শব্দ বাচ্যকে গ্রহণ করা আবশ্যক। নিরাকাররূপেই হউক, আর সাকার প্রত্যক্ষ জ্যোতিঃস্বরূপ ভাবেই হউক, অথবা নিজের স্বরূপ বলিয়াই হউক, যেরূপে হয় তাঁহাকে গ্রহণ করাই উদ্দেশ্য সিদ্ধি।

জ্যোতিঃ মণ্ডলের আভাস।

সূর্য্য নারায়ণের মণ্ডলে পরব্রহ্ম ঈশ্বর থাকেন, অর্থাৎ বিষ্ণুভগবান থাকেন। গীতায় লিখিত আছে যে, "আদিত্যানামহং বিষ্ণুরিত্যাদি।" এই কথা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আবরণ দিয়া অর্জ্জুনের নিকট বলিয়াছেন, ইহার তাৎপর্য্য এই যে, "সূর্য্য আমিই সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ"। যদি কেহ বলেন যে অগ্নিমণ্ডলে অগ্নির উষ্ণতা আছে তাহা হইলে অবোধ মূঢ় ব্যক্তি অগ্নিকে ভিন্ন বলিয়া মনে করিবেন, আর ঐ প্রকাশমান মণ্ডল অর্থাৎ অগ্নিশিখাকেও ভিন্ন বলিয়া মনে করিবেন। আর ঐ অগ্নিশিখাতে যে পীত রক্ত, শুক্ল আদি নানা বর্ণ প্রকাশমান দেখা যায়, এবং ঐ সকল বর্ণের প্রকাশ শক্তি যাহা বোধ হয় ; ঐ সকল নানাপ্রকার নাম যাহা কল্পনা করা গিয়াছে, অবোধ ব্যক্তি ঐ সকল নামের প্রত্যেককে ভিন্ন পদার্থ বলিয়া মনে করে। যিনি জ্ঞানবান ব্যক্তি, তিনি বিচার করিয়া দেখেন যে সমস্তই এক অগ্নিরই নাম পীত রক্ত শুক্লবর্ণ, এবং মণ্ডল ও প্রকাশগুণ এবং উষ্ণতা শক্তি কল্পনা হইয়াছে মাত্র ; অগ্নিতে যে প্রকাশগুণ তাহাই মণ্ডল এবং অগ্নিতে যে উষ্ণতা শক্তি তাহাই ধ্যেয় ঈশ্বর বলিয়া কল্পনা হইয়াছে মাত্র। কারণ যতক্ষণ অগ্নি আছে ততক্ষণ উহার প্রকাশ ও উষ্ণতা আদি নানারূপ দেখা যায় এবং বোধ হয়। স্বরূপে অগ্নি ভিন্ন আর দ্বিতীয় পদার্থ কিছুই নাই, ঐ সকল গুণ একমাত্র অগ্নিই। যখন অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়া যায় তখন নামরূপ আদি সকলই উহাতে লয় হইয়া যায়, অর্থাৎ নিরাকার নির্গুণ হইয়া যায় ; এই প্রকারে সাকার ব্রহ্ম সূর্য্য নারায়ণকেও

বোধ করা উচিত। সূর্য্য নারায়ণ নাম শব্দেতে পীতবর্ণ, রক্তবর্ণ ও শুক্লবর্ণ এবং উষ্ণতা আর প্রকাশ শক্তি; তথা উহার মণ্ডল মধ্যে যে উষ্ণতা আছে সেও সূর্য্য নারায়ণের মণ্ডলেতে আছে; তথা বিষ্ণু ভগবান ঈশ্বর রহিয়াছেন, অর্থাৎ তিনকালেতে সদা জ্ঞানরূপেতে বর্ত্তমান রহিয়াছেন, কেবল ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হইতেছেন। পরন্তু এক সূর্য্য নারায়ণই আছেন, তিনি পরব্রহ্ম বিষ্ণুভগবান ঈশ্বর। এক পরব্রহ্মের নানা নাম কল্পনা মাত্র, যেমন সূর্য্য নারায়ণ ইত্যাদি। কিন্তু তিনি যাহা, তিনি তাহাই আছেন।

নির্গুণ সগুণ নির্ণয়।

নির্গুণ সগুণ কাহাকে বলে, ইহার ব্যাখ্যা সংক্ষেপে বলিতে হইলে এই বলা যায়, যে 'নির্গুণ' শব্দে নির্বিকার, গুণরহিত যাহাতে কোনও গুণ নাই এবং সর্ব্বগুণই আছে। আর সগুণ শব্দে যাহাতে গুণ প্রকাশ আছে, অর্থাৎ তেজ শক্তি বল বুদ্ধি, জ্ঞান, বিজ্ঞান উৎপত্তি প্রলয় এবং স্থিতি করিবার ক্ষমতা আছে; আর যাহাতে ভয়, নানা দুঃখ, অজ্ঞান ভ্রম দ্বৈত অদ্বৈত, সত্য ও অসত্যের বিচার আদিগুণ সকল আছে। অর্থাৎ যিনি সকলের নাশ করিয়া দেন, সকল ভ্রম নাশ করেন, এক অদ্বৈত, পূর্ণ পরব্রহ্মকে দেখান, অর্থাৎ আত্ম বোধ করাইয়া দেন। যেমন স্বপ্নাবস্থাতে নানা প্রকারের ভ্রম, দুঃখ সত্য বলিয়া বোধ হয়, পরন্তু যখন স্বপ্নাবস্থার লয় হয় অর্থাৎ যখন নিদ্রাভঙ্গ হইয়া জাগ্রত অবস্থা হয়, তখন স্বপ্নাবস্থার নানাপ্রকার দুঃখ ভ্রম লয় হইয়া যায়। এই স্বপ্নরূপ জগৎ দ্বৈত অদ্বৈত অজ্ঞান অবিদ্যা ভ্রম ভয় নানা দুঃখ প্রকাশ হইতেছে; এই দুঃখ ভ্রমের জাগ্রতরূপ অদ্বৈতজ্ঞান জ্যোতি-স্বরূপ পূর্ণ পরব্রহ্ম প্রকাশ করিবেন। সকল ভ্রম দুঃখ নাশ হইয়া এক আনন্দ রূপ আপনিই থাকিয়া যাইবেন, অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্ম গুরু আত্মাই প্রকাশ হইবেন, দ্বৈতভাব থাকিবে না, এবং আনন্দরূপ হইয়া সুখী থাকিবে। সগুণ ব্যতীত নির্গুণ হইতে কার্য্য প্রকাশ হইতে পারে না। দৃষ্টান্ত, যেমন অগ্নি; ঘর, বাড়ী, কাষ্ঠ, বন, শরীর আদি সকল বস্তু নানা রূপ যাহা উহাতে,

দেওয়া যাইবেক, উহাদিগকে ভস্মসাৎ করিয়া আপনার স্বরূপ করিয়া লইবেন। পুনশ্চ ঐ অগ্নি যখন নির্ব্বাণ হইয়া বায়ু রূপ হইয়া যায়, তখন ঐ বায়ু একটী সামান্য তৃণ মাত্রকেও ভস্ম করিতে পারেন না; তৃণ যাব, যাবই থাকে, বায়ু বায়ুই থাকেন। আর বায়ু যে নির্গুণ ব্রহ্ম শব্দ, তিনি কি করিয়া ভস্ম করিবেন? যাঁহা হইতে যে কার্য্য হইবার তাঁহা হইতেই সেই কার্য্য হইবেক। আর অগ্নি শব্দ সাকার পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ, গুরু, মাতা, পিতা, আত্মা, জ্ঞান, অদ্বৈত রূপে প্রকাশ করিবেন। অর্থাৎ তৃণ যাব শব্দ বাচ্য জগৎরূপ ভ্রম দুঃখ নানা প্রকারের দ্বৈত, অদ্বৈত; মৃত্যু ভয় আদি নানা দুঃখ তৃণ সমান ভস্ম করিয়া এক অদ্বৈত পূর্ণ পরব্রহ্মময় প্রকাশ হইবেন অর্থাৎ আপনিই মুক্তি ও আনন্দরূপ থাকিবেন, দ্বৈত ভ্রম কখনই থাকিবে না। সাকার সগুণ পরব্রহ্ম অথবা নিরাকার নির্গুণ পরব্রহ্ম কেবল নাম মাত্র আর আপনাদিগকে লইয়া সাকার বিরাট পরব্রহ্ম বলা যায়; অথবা বিষ্ণু ভগবান্ আদি নাম কল্পিত হয়। স্বরূপ বিরাট পরব্রহ্মের প্রত্যক্ষ জ্যোতিস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্য নারায়ণ নেত্র স্বরূপ হন, অর্থাৎ পরব্রহ্ম হন; তিনিই এই সমস্ত চরাচর, রাজা, প্রজার গুরু, মাতাপিতা, আত্মা হন; আর পৃথিবীর ভার এবং সমস্ত দুঃখ ভয় আদির মোচনকারী হন; ইহা সত্য বলিয়া জানা উচিত; তিনি এতদ্ভিন্ন অন্য কিছু নহেন। কারণ কি না, শ্রুতি উচ্চৈঃস্বরে প্রকাশ করিতেছেন (অর্থাৎ ভূয়োভূয়ঃ উক্ত হইয়াছে) যে, "একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম"; যথার্থই অপর আর কেহই নাই যে, দুঃখ মোচন করেন। নির্গুণ নিরাকার পরব্রহ্মের সহিত সৃষ্টির কোনও সংস্রব নাই; সৃষ্টির সমস্ত কার্য্য সাকার সগুণ ব্রহ্ম হইতে সম্পন্ন হইতেছে। যিনি নিরাকার পূর্ণ পরব্রহ্ম, তিনিই সাকার রূপ প্রত্যক্ষ পরব্রহ্ম হন; আর আপনারা আদি চরাচর সকলই নির্গুণ পরব্রহ্মও বটে, পুনশ্চ রূপান্তর ভেদে সগুণও বটে। যেমন অগ্নি যখন সাকার থাকেন, তখন নানা গুণ, নানা রূপ ও নাম ধারী হইয়া থাকেন, আর তৈল, ঘৃত পান করেন ও প্রকাশিত হন। যখন অগ্নি নির্ব্বাণ হন, তখন নির্গুণ হন ও নির্গুণ বলা যায়; আবার পুনর্ব্বার সাকার হইলে সাকার ব্রহ্ম বলা যায়। যিনি নির্গুণ পর-

ব্রহ্ম, তিনিই সাকার ও বিস্তার হইলে সগুণ ব্রহ্ম বলা হয়। উনি যখন সাকার হন তখনও নির্গুণ পর ব্রহ্মই থাকেন এবং যখন গুণ বোধ হইতেছে তখনও উঁহাতে গুণ, নাম রূপ নাই, অর্থাৎ নির্গুণ আর সগুণ সাকার শব্দ উঁহাতে প্রযোজ্য নহে; তিনি যাহা তিনি তাহাই। আর এই নির্গুণ সগুণাত্মক ভ্রম, অজ্ঞান হেতু আপনাদের মনেই উদয় হয় মাত্র; বস্তুতঃ "আমি সগুণ" বা 'আমি নির্গুণ,' এরূপ ভাব পরব্রহ্মে নাই। তিনি যাহা তিনি তাহাই। আর যখন আপনারা স্বপ্নাবস্থায় থাকেন তখন গুণযুক্ত রূপ আশা, তৃষ্ণা, কাম, ক্রোধ, লোভ, আদি নানা প্রকার বোধ হয়, তখন আপনাদিগকে সগুণ বলা যাইবেক। আর যখন স্বপ্নাবস্থা এবং নানা প্রকারের গুণ ক্রিয়া লয় হইয়া যাইবেক, তখন আপনাকে এক জাগ্রত অবস্থাতে কেবল নির্গুণ বলা যাইবেক। আর জাগ্রত ও স্বপ্নাবস্থা সুষুপ্তিতে লয় হইয়া থাকে অর্থাৎ সুষুপ্তি অবস্থাতে স্বপ্নাবস্থা অর্থাৎ সগুণ ভাব এবং জাগ্রত অবস্থা অর্থাৎ নির্গুণ ভাব, উভয়ই একেতে লয় হইয়া যায়, এবং কোন গুণ বিশেষের কার্য্য থাকে না। এইরূপে যখন জ্ঞান প্রকাশ হইবে, অর্থাৎ স্বরূপ বোধ হইবে, তখন নির্গুণ আর সগুণ পরব্রহ্মে ভেদ করিবেন না। কেবল আপনাদের ভ্রম জন্য নির্গুণ আর সগুণ ব্রহ্মেতে প্রভেদ জ্ঞান হইতেছে। এক অদ্বিতীয় পূর্ণ পরব্রহ্ম নিরাকার স্বতঃপ্রকাশ এবং সাকার বিস্তার রূপে ভাসমান বিরাজ করিতেছেন। পরব্রহ্ম জ্যোতিস্বরূপ পরমেশ্বর সূর্য্য নারায়ণ ইনি অচ্ছেদ্য, কূটস্থ অবিনাশী হন। ইহাঁর আদি ও অন্ত নাই, ইনি আদি পুরুষ; আর শাস্ত্র পুরাণেতে ইহাঁর দেব ব্যষ্টি নাম কল্পনা করা হইয়াছে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত জীব অজ্ঞান অবোধ থাকেন, স্বরূপ বোধ হয় না, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ইহার ব্যষ্টিতে আর সমষ্টি দেবতাতে পৃথক্ ভাব থাকে; আর যখন জ্ঞান উদয় হয়, অথবা স্বরূপের বোধ হয়, তখন ব্যষ্টি ও সমষ্টি ভাবের লয় প্রাপ্ত হইয়া যায়; তখন ভিতর আর বাহির হইতে পূর্ণ পরব্রহ্ম প্রকাশ হইয়া থাকেন।

ব্যষ্টি সমষ্টি নির্ণয়।

ব্যষ্টি এবং সমষ্টি অখণ্ডাকারের অর্থ এই যে, যেরূপ এক বৃক্ষেতে দুই অথবা তিন শাখা থাকিলে ঐ শাখা শব্দকে ব্যষ্টি কহা যায়, পাতা ফল ফুল আদি লইয়া সমস্ত বৃক্ষকে সমষ্টি অখণ্ডাকার কহা যায়। এখানে বৃক্ষ শব্দে পূর্ণ পরব্রহ্ম অখণ্ডাকার বাচক জানিবে; আর শাখা শব্দ ঈশ্বর, দেব, ও মায়া স্থানীয় এবং পাতা ফল ফুল শব্দ চরাচর জীব আদি অপর সমস্ত লইয়া নিগুর্ণ পূর্ণ অখণ্ডাকার পরব্রহ্ম, গুরু মাতা পিতা আত্মা বলিয়া জানিবে; অর্থাৎ যিনি নিগুর্ণ,পরব্রহ্ম তিনিও তোমাদের মাতা পিতা আত্মা গুরু; আর যিনি সগুণ, পরব্রহ্ম তিনিও তোমাদের মাতা পিতা আত্মা গুরু। আর যাহা কিছু আছে সে সকলই উনি হন। যেমন বলা হইয়াছে যে, অগ্নি ব্রহ্মেতে নানা বস্তু দিলে, তিনি ভস্ম করিয়া সকলকে আপনারই রূপে পরিণত করিয়া লন; সকলই অগ্নি হইয়া যায় পরে অগ্নিরও নাম রূপ গুণ ক্রিয়া নির্ব্বাণ হইয়া নিরাকার হইয়া যায়, তবে অগ্নিতে সমস্ত কি রূপে ভস্ম হইল? অর্থাৎ পূর্ব্বে সকলই অগ্নি ব্রহ্মের রূপ ছিল, পরে অগ্নি রূপ হইয়াছে। আর জল ব্রহ্ম স্বরূপ হইতে নানা রূপ বিস্তার হইতেছে, ও অগ্নি তেজরূপে নামরূপে আদি সকলই আপনাতে লয় করিয়া আপনি নির্ব্বাণ হইয়া যাইতেছেন; অর্থাৎ নিরাকার ও নামরূপ রহিত হইয়া যাইতেছেন। প্রথমে নিরাকার ছিলেন, পরেও নিরকার হন। আর যখন সাকার প্রকাশ হইতেছেন, তখনও নিরাকার রহিয়াছেন।

নিরাকার পরব্রহ্ম সাকার কিরূপে হন তাহার নির্ণয়।

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, নিরাকার ব্রহ্ম হইতে সাকার কিরূপে হইতে পারে? যেরূপ নিরাকার হইতে উৎপন্ন রামধনুতে সাকার নানারূপ পীত, রক্ত, শুক্ল ও হরিৎ বর্ণ ইত্যাদি নানারূপ ও নামে রং ইত্যাদি নানা প্রকারেররূপ বোধ হইতেছে; এবং ঐ রং যেখান হইতে উদয় হয় সেই আকাশেই পুনর্ব্বার লয় হইয়া যায় এবং পুনর্ব্বার প্রকাশ হইয়া আইসে। সেইরূপে নিরাকার নিগুণ ব্রহ্ম সাকার

রূপ বিস্তার প্রকাশ হইতেছে। তিনি স্বয়ং নিরাকার হইতে সাকার হইতেছেন এবং আপন ইচ্ছাতে সাকার হইতে নিরাকার হইতেছেন তদ্ধেতু কেহ কেহ মায়া নামে ব্রহ্মকে উক্ত করেন।

নিরাকার হইতে সাকার হইবার ক্ষমতা।

শাস্ত্র পুরাণেতে নানারূপে আবরণ দেওয়া হইয়াছে। পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ চৈতন্য, সমষ্টি, নিরাকাররূপেই অথবা ব্যষ্টি সাকাররূপেই বিরাজমান থাকুন, তাহা হইলে ইহাতে হানি কি আছে? যদ্যপি কোন অবোধ ব্যক্তি সন্দেহ করেন যে, নিরাকার পরব্রহ্ম কিরূপে সাকার হইতে পারেন? ইহার উত্তর এই যে, যে পরব্রহ্মের প্রতাপেতে নিরাকার হইতে নানারূপ সাকার জন্মিয়া প্রকাশমান আছে, তাঁহাতে কি এ ক্ষমতা নাই যে, তিনি স্বয়ং সাকার রূপ হইয়া প্রকাশ হন? তিনি কি তেজোহীন, বলহীন, কিম্বা শক্তিহীন? আর এক কথা এই যে, তিনি যেরূপেই থাকুন, রাজা প্রজার তো কেবলমাত্র শুদ্ধ চৈতন্য পূর্ণ পরব্রহ্মের সহিত প্রয়োজন।

অনুলম্ব, বিলম্ব কাহাকে কহে।

শুদ্ধ চেতন পরম ব্রহ্ম ইচ্ছা রূপ হইয়া বিস্তার জগৎ স্বরূপ নাম রূপ হন, এই নিমিত্ত তাঁহার নাম অনুলম্বশব্দ কল্পিত আছে। এই জগৎ নাম রূপ সকলকে সঙ্কোচ করিয়া সর্ব্বকে আপনাতে লয় করিয়া কারণ রূপে স্থিত হন, ইহাকে বিলম্ব কহে।

অর্থাৎ কারণ শুদ্ধ চেতন পরব্রহ্ম যখন স্বয়ং বিস্তারিত হন, তখন কারণ হইতে বিন্দু স্বরূপ, বিন্দু হইতে অর্দ্ধ-মাত্রা স্বরূপ, অর্দ্ধমাত্রা হইতে মহাকাশ স্বরূপ, মহাকাশ হইতে আকাশ অথবা শব্দ স্বরূপ, আকাশ হইতে বায়ুস্বরূপ বায়ু হইতে অগ্নি স্বরূপ অগ্নি হইতে জল স্বরূপ এবং জল হইতে পৃথিবী স্বরূপ হন এইরূপে অনুলম্ব শব্দ প্রতিপন্ন হইল। পুনশ্চ, পৃথিবী জলে লয় হন, জল অগ্নিতে লয় হন, অগ্নি বায়ুতে লয় পান, বায়ু আকাশে লয় পান, আকাশ মহাকাশে লয় পান,

মহাকাশ অর্দ্ধমাত্রাতে লয় পান, অর্দ্ধমাত্রা বিন্দুতে লয় পান, এবং বিন্দু কারণ পরব্রহ্মেতে লয় পান; এইরূপে বিলয় শব্দ প্রতিপন্ন হইল। এই অনুলয় এবং বিলয় শব্দ হইতে এই পরিদৃশ্যমান সমস্ত চরাচর জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে। অর্থাৎ পৃথিবী তত্ত্ব অংশ হইতে অস্থি মাংস, জল তত্ত্ব অংশ হইতে রক্ত, অগ্নিতত্ত্ব অংশ হইতে তেজ, সেই তেজ হইতে অন্নাদি পরিপাক হইতেছে, বায়ুতত্ত্ব অংশ হইতে নিশ্বাস প্রশ্বাস আদি কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে, আকাশতত্ত্ব অংশ হইতে শ্রবণেন্দ্রিয়ের কার্য্য হইতেছে, মহাকাশ হইতে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে হিতাহিত বিবেচনা করিয়া সমস্ত কার্য্যাদির সুশৃঙ্খল ভাবে নির্ব্বাহ হইতেছে।

অর্দ্ধমাত্রা শব্দ জ্যোতি মূর্ত্তি চন্দ্রমা মনোরূপ হইয়া চরাচর জগৎ মধ্যে কার্য্য নিষ্পন্ন করিতেছেন।

বিন্দু শব্দ সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিস্বরূপ; যাঁহার প্রভাবে নেত্র দ্বারে দেখিতে পাইতেছ এবং শাস্ত্রাদি পড়িতেছ, সৎ অসতের বিচার করিতেছ, পরমাত্মাতে নিষ্ঠা হইতেছে এবং জ্ঞান স্বরূপ হইয়া কারণে স্থিতি হইতেছে।

কারণ শব্দে নিরাকার, নির্ব্বিকার নিরঞ্জন এক রস (যাহাতে সমস্ত সৃষ্টি হইয়াছে তাহার স্বরূপ) লক্ষিত হয়েন—এইরূপে স্থিরভাবে বুঝিয়া লইবে।

উদাহরণ। যেরূপ সমুদ্র হইতে নানারূপ ফেণ বুদ্ বুদ্ সমুত্থিত হয় কিন্তু সমুদ্র একরূপই থাকে তাহাতে তাহার বিকার বা পরিবর্ত্তন হয় না। ফেণ বুদ্ বুদ্ নানা রূপ রূপান্তর ভেদে এবং উপাধিভেদে তাহাতে তাহার পরিবর্ত্তন বা বিকার হয়। সেইরূপ, সমুদ্র স্থানীয় পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতি স্বরূপ, তাঁহার বিকার বা পরিবর্ত্তন হয় না। অর্থাৎ তাঁহাতে অজ্ঞানতা জন্মে না। তিনি সর্ব্বত্র পরিপূর্ণ, একই ভাবে থাকেন অর্থাৎ জ্ঞান স্বরূপ থাকেন। এবং ফেণ বুদ্ বুদ্ স্বরূপ জীবের নানারূপ নাম, গুণ, ক্রিয়া, প্রভৃতি উপাধি ভেদেতে অজ্ঞানতা জন্মে। ইহাতে সংশয় হইতে পারে যে সমুদ্রেতে বায়ু লাগিয়া ফেণ বুদ্ বুদাদি ঢেউ উঠে তাহাতে তাহার বিকার বা পরিবর্ত্তন হয় কিন্তু শুদ্ধ চৈতন পরব্রহ্ম হইতে কিপ্রকারে জগৎরূপ ঢেউ উত্থিত হয় যে তাহাতে অজ্ঞানতা জন্মে?

ইহার তাৎপর্য্য এই যে পরব্রহ্মে "আমি বহুরূপ হইব" এইরূপ ইচ্ছারূপ বায়ু দ্বারা জগৎরূপ ঢেউ উত্থিত হইতেছে—এইরূপ রূপান্তর ভেদে জীবের অজ্ঞানতা বা বিকার জন্মে।

চেতন কিপ্রকারে অচেতন বা জড় হন।

চেতন যে কি প্রকারে অচেতন বা জড় হন, তাহার প্রমাণ এই যে, যেরূপ অঙ্গুলির নখ যতক্ষণ পর্য্যন্ত চেতনভাবে থাকে অর্থাৎ যখন পর্য্যন্ত অঙ্গুলির সহিত লিপ্তভাবে থাকে তখন ঐ নখ কাটিলে আপনাকে লাগিয়া থাকে কিন্তু যখন ঐ নখ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ নির্লিপ্ত ভাবে থাকে তখন তাহাকে কাটিলে পর আপনাকে লাগে না অর্থাৎ তখন ঐ নখ চেতন হইতে জড়ত্ব প্রাপ্ত হয়। স্বরূপ পক্ষে চেতন বা জড় শব্দ নাই তাহা যাহা তাহাই থাকে রূপান্তর অর্থাৎ অবস্থাভেদে চেতনও অচেতন শব্দ বলা যায়। যে প্রকার জাগ্রত অবস্থাতে সম্পূর্ণ চেতনা থাকে স্বপ্নাবস্থায় সামান্য চেতনা থাকে এবং সুষুপ্তি অবস্থাতে জড়তা প্রাপ্ত হয় কিন্তু উক্ত তিন অবস্থাতে স্বরূপের কোন প্রকার পরিবর্ত্তন বা বৈলক্ষণ্য হয় না যাহা তাহাই থাকে এই প্রকারে মনুষ্যের অজ্ঞান হইতে জ্ঞান স্বরূপ এবং জ্ঞান হইতে বিজ্ঞানাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই প্রকারে কারণ পরব্রহ্মকে স্থূল, সূক্ষ্ম, এবং কারণ স্বরূপে বুঝিয়া লইবেন। রূপান্তর ভেদে চেতন অচেতন এবং জড় শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে; স্বরূপপক্ষে যাহা আছে তাহাই থাকে তাহাতে চেতন অচেতন এবং জড় শব্দের প্রচার নাই।

বিনশ্বর এবং অবিনশ্বরের বিষয়।

যে পুরুষের পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপে বা আপনাতে নিষ্ঠা নাই ও বিনাশী এবং অবিনাশী কাহাকে বলে অজ্ঞানতাবশতঃ তাহা জানেন না তিনি এখানে স্থির ভাবে বিচার করিয়া দেখিবেন। যদ্যপি কেহ কহে যে সাকার সমস্ত পদার্থ এবং জ্যোতি মূর্ত্তি নশ্বর পদার্থ তাহা হইলে যত অবতার ঋষি মুনি ইত্যাদি, মহম্মদ ও যিশুখৃষ্ট এবং বুদ্ধ ইত্যাদি ও জীব সকলেই নশ্বর হইবেন ইহাতে সন্দেহ

নাই কারণ এই সকল লোক সমস্তই সাকার হইয়া কার্য্য নিষ্পন্ন করিয়া গিয়াছেন এবং তোমরাও করিতেছ। নিরাকার হইতে কোন কার্য্য হয় না, যাহা কিছু হয় সমস্তই সাকার ব্রহ্ম হইতেই হয় শাস্ত্র, বেদ, বেদান্ত, বাইবেল, কোরাণ, পড়া শুনা লেখা, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ ইত্যাদি যাহা হয় সমস্ত সাকার হইতেই হয় নিরাকার ব্রহ্ম হইতে এই সকল কার্য্য নিষ্পন্ন হয় না, এইরূপ বিচার করিয়া দেখ যদি সাকার জ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্ম নাশবন্ত হন তাহা হইলে তোমরা সকলেই নাশবন্ত হইবে; কারণ তোমরা সকলেই সাকার হইয়া কার্য্য নিষ্পন্ন করিতেছ। গম্ভীর এবং স্থিরভাবে নশ্বর এবং অবিনশ্বরের বিচার করিতে হয় এবং তোমাদের আপনার স্বরূপ কি সাকার বা নিরাকার তাহাও বিবেচনা করিয়া দেখিবে। স্বরূপ পক্ষে কেহই নাশবন্ত হয় না। কেবল রূপান্তর ভেদ হইয়া নিরাকার অবস্থা প্রাপ্ত হয়। সুধী এবং সত্যনিষ্ঠ সাধু ব্যক্তি ইহা স্থির এবং গম্ভীর ভাবে বুঝিয়া লইবেন।

পঞ্চতত্ত্ব ব্রহ্মের নির্ণয়।

পরব্রহ্ম হইতেই ভিন্ন ভিন্ন পঞ্চতত্ত্ব বোধ হইতেছে। যেমন আতসী নামক কাঁচ সূর্য্যনারায়ণের সম্মুখে ধরিলে উহাতে অগ্নি প্রকাশ হয়, এবং সেই অগ্নিতে হাজার হাজার প্রদীপ জ্বালাইয়া লওয়া যায়। আর একটি প্রদীপের শিখার উপর একটী ধাতু নির্ম্মিত কিম্বা মৃত্তিকার পাত্র ঢাকিয়া রাখিলে ঐপাত্রে যে কালী লাগিয়া যায়, ঐকালীকে পৃথিবীতত্ত্ব জানিবেন; আর জ্যোতির শিখা হইতে ঊর্দ্ধদিকে যে ধূয়াঁ যায় উহাকে বায়ু কহা যায়, ঐ বায়ুকে বায়ুতত্ত্ব জানিবেন; আর, ঐ পাত্র অগ্নিশিখাতে ঢাকা দিলে বিন্দু বিন্দু যে জল পড়িতে থাকে, উহাকে জলতত্ত্ব জানিবেন; আর ঐ ধূয়াঁর ভিতরস্থিত যে উষ্ণতার শক্তি হইতে বায়ু আর ধূয়াঁ ঊর্দ্ধ মুখে যায় তাহাকে অগ্নিতত্ত্ব জানিবেন; আর ঐ যে খোলা আকাশ ঐ অগ্নিও বায়ুর ভিতর ও বাহিরে থাকে উহাকে আকাশ তত্ত্ব জানিবেন। আর ঐ অগ্নি নির্ব্বাণ হইলে সেই সঙ্গে সকল নির্ব্বাণ হইয়া যায়; অর্থাৎ এক শুদ্ধ চৈতন্য কারণ, পরব্রহ্ম হইতে পাঁচতত্ত্ব শব্দ ব্রহ্ম প্রকাশ

হইয়াছেন ও কারণ পরব্রহ্মের স্বরূপই হন। এই পাঁচতত্ত্ব-শব্দ ব্রহ্ম হইতে চরাচর ইত্যাদি স্ত্রী পুরুষের প্রকাশ হইয়াছে। পৃথিবীব্রহ্মের শরীর হইতে হাড়মাস, জলতত্ত্বব্রহ্মের অংশ হইতে রক্ত ইত্যাদি; অগ্নিব্রহ্মের অংশ হইতে অন্ন পরিপাক হইয়া থাকে; বায়ুতত্ত্ব ব্রহ্মের অংশ হইতে নাসিকা দ্বারা প্রাণ বায়ুরূপ শ্বাস প্রশ্বাস চলিয়া থাকে; আর আকাশ শব্দ ব্রহ্মের অংশ হইতে স্ত্রী পুরুষ আদি কর্ণ দ্বারে শুনিয়া থাকে; এই পাঁচতত্ত্ব হইতে এইরূপ হইয়া থাকে ইহা বুঝিয়া লইবেন। আর জ্যোতিস্বরূপ সূর্য্যনারায়ণ শব্দব্রহ্মের প্রতিবিম্ব আদি স্ত্রী, পুরুষের নেত্র আর নাসিকা দ্বারা স্বয়ং জ্যোতিস্বরূপ মস্তকেতে বিরাজমান আছেন। তাহা হইতে বিচার আর জ্ঞান প্রকাশ হইয়া থাকে। আর চন্দ্রমা শব্দ জ্যোতিঃস্বরূপের প্রতিবিম্ব জ্ঞান গঙ্গা যাহা নাসিকা দ্বারা কণ্ঠ ভাগেতে বাক্য বলেন এবং বলান। উভয় ব্রহ্মজ্যোতি সমস্ত চরাচর স্ত্রীপুরুষ-শব্দ ইত্যাদির শরীরেতে ভিতর বাহির বিস্তৃত গুরু আত্মা জগৎজননী হন, ইহারই এই সকলরূপ, ইহা বোধ করা উচিত। বাহিরের দিকে ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া বোধ হইয়া থাকে, ভিতরদিকে দৃষ্টি হইলে তখন একই পূর্ণপরব্রহ্ম গুরু-আত্মার উপলব্ধি হয়। কারণ সূক্ষ্ম ও স্থূল রূপ বিস্তার বোধ হইয়া থাকে। যেমন বাহিরে তোমাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পৃথক্ পৃথক্ বোধ হইতেছে, কিন্তু ভিতরে তুমি একই পুরুষ; সেইরূপ সূর্য্য নারায়ণ ঈশ্বর বিরাট স্বরূপে পৃথক্ অঙ্গ বলিয়া বোধ হইতেছে।

ব্রহ্ম শক্তি নির্ণয়।

আর যদি সন্দেহ হয় যে, শক্তি আর ব্রহ্ম কাহাকে বলে। ইহার অর্থ এই যে, একই অগ্নি ব্রহ্ম, উহাতে যে উষ্ণতা শক্তি তাহা সমস্ত স্থূলবস্তুকে ভস্ম করিতে পারে, অর্থাৎ লয় করিবার স্বভাব রূপ হয়; আর ঐ অগ্নি ব্রহ্মেতে যে প্রকাশ শক্তি আছে, যাহা অন্ধকার ঘরেতে আলো করেন, এও একশক্তি; আর অগ্নি নির্ব্বাণ হইলে শক্তির নানারূপ গুণ ক্রিয়া উহাতেই লয় হইয়া নির্গুণ নিরাকার হইয়া যায়। আর প্রকাশ হইলে পর সমুদায় শক্তি নাম রূপ সহিত

প্রকাশ হন; অর্থাৎ আপনাদিগেতে যে বল আছে, সেই শক্তি; শক্তি ব্যতীত বলিতে কহিতে শুনিতে দেখিতে খাইতে পান করিতে শাস্ত্র বেদের বিচার করিতে, উঠিতে বসিতে পারা যায় না। একারণ যাহা কিছু সকলই শক্তি দ্বারা হইতেছে। শক্তি আপনারই রূপ উহা আপনা হইতে স্বতন্ত্র নহে। অর্থাৎ যখন আপনি নিদ্রিত অবস্থায় থাকেন, তখন আপনার শক্তি আপনার সহিত একতাতে লয় হইয়া থাকেন। এইরূপে পরব্রহ্মের শক্তি যখন জগৎ রূপে প্রকাশ হন তখন তাঁহার নানাশক্তি নানারূপ নাম কল্পনা করা হয়। বিনা ব্রহ্মের শক্তি কোনই পরমার্থ অথবা ব্যবহার কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে না; আর এইরূপে পরব্রহ্ম বিস্তার রূপ প্রকাশ হওয়াতে সর্ব্বশক্তিমান বলা যায়। পরব্রহ্ম হইতে শক্তি কিছুই ভিন্ন পদার্থ নহে; পরব্রহ্মেরই রূপ মাত্র অর্থাৎ পরব্রহ্মই হন। কোন স্ত্রী বা পুরুষ বিশেষের নাম শক্তি নয়। অবোধ ব্যক্তি বুঝে যে, স্ত্রীলোকের নামই শক্তি।

ব্রহ্মকলা বিবরণ।

শাস্ত্রে উক্ত আছে যে, অগ্নির দশকলা, সূর্য্য নারায়ণের বার কলা, আর চন্দ্রমার ষোলকলা। অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত অজ্ঞান (অন্ধকার) থাকে সে পর্য্যন্ত অগ্নি ব্রহ্ম দশ ইন্দ্রিয়ের সহিত দশকলায় পরিপূর্ণ আছেন, অর্থাৎ জগৎ চরাচরের সহিত অন্যের অধিকার নাই। আর যখন অন্ধকার (অজ্ঞান) লয় হইয়া যায়, তখন দশ ইন্দ্রিয়গণ (পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়) ও মন এবং বুদ্ধিকে লইয়া সূর্য্য নারায়ণ বারকলাতে পরিপূর্ণ হয়েন; জগৎচরাচর ইত্যাদি সহিত অন্যের অধিকার নাই। আর যখন অজ্ঞান ও জ্ঞান এই দুই শব্দই লয় হইয়া বিজ্ঞান অবস্থা উপস্থিত হয়, তখন দশ ইন্দ্রিয়গণও মায়া, অবিদ্যা, মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার এই ষোলকলায় চন্দ্রমা ব্রহ্ম পূর্ণ হইয়া থাকেন; আর জগৎ চরাচরের সহিত অন্যের অধিকার থাকে না, অন্য দ্বিতীয় কেহই থাকেন না। যখন জ্ঞান উদয় হইবেক, অর্থাৎ স্বরূপ বোধ হইবেক, তখন এই তিন প্রকার পৃথক্ পৃথক্ কারণ বোধ রূপ অজ্ঞান প্রকাশ হইবে না। কেবল মাত্র সর্ব্বকলারূপ ও সর্ব্বকলাতীত পরিপূর্ণ

সর্ব্বজ্ঞ এক পরব্রহ্মই ভিতরে বাহিরে প্রকাশ হইবেন। পরব্রহ্ম ভিন্ন অপর কোন কলা নাই ও হইবে না এবং হইতে পারে না। কলা অর্থে অংশ, ভাগ, যেমন শরীরের মধ্যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ উহার অংশ মাত্র অর্থাৎ সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদিকে লইয়া এই সমষ্টি শরীর বাক্য প্রতিপন্ন হইয়াছে; তদ্রূপ পরব্রহ্ম, যিনি বিরাট স্বরূপ বিস্তাররূপে বিরাজমান আছেন, উহাঁর অংশ কি ? শক্তিগুণ। অর্থাৎ যে শক্তি-গুণ দ্বারা কার্য্য হইয়া থাকে, সেই শক্তি গুণকেই কলা বলা হয়। যেমন তোমার শরীরের মধ্যে মস্তকেতে শাতটী কলা আছে যথা দুইটী চক্ষু, দুইটী কর্ণ, দুইটী নাসা-রন্ধ্র, একটী মুখ। এইরূপ সমষ্টি পরব্রহ্ম বিরাট শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের নাম কলা বলিয়া বুঝিয়া লইবেন। যেমন তুমি একই ব্যক্তি জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি তিন অবস্থাতেই একই পুরুষ থাক, অবস্থা ভেদে গুণ ভেদ হয় মাত্র। যেমন স্বপ্নাবস্থাতে রূপান্তর ভেদে তুমি বাসনা সংযুক্ত দশ কলা থাক, যখন জাগ্রত হও স্বপ্নের পদার্থের বাসনা রহিত হইয়া বার কলাযুক্ত জ্ঞান স্বরূপ থাক; যখন স্বপ্ন ও জাগ্রত অবস্থা লয় হইয়া তুমি সুষুপ্তি অবস্থাতে পূর্ণরূপে ষোল কলাতে থাক; স্বরূপের কোন প্রভেদ হয় না। সেইরূপ গাঢ় অন্ধকার, জ্যোৎস্না এবং দিবস একই পদার্থ, অবস্থা ভেদে গুণ ভেদ মাত্র, নচেৎ পদার্থ পক্ষে কোন বিভিন্নতা ঘটে নাই। অর্থাৎ যখন গাঢ় অন্ধকার হয় তখন সূর্য্যনারায়ণ ও চন্দ্রমা থাকেন না; এবং যখন রাত্রিকালে চন্দ্ররূপ জ্যোতি উদয়ে জ্যোৎস্না হয়, তখন গাঢ় অন্ধকার ও দিবা থাকে না; এবং যখন সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ উদয়ে দিবস প্রকাশ হয়, তখন গাঢ় অন্ধকার ও জ্যোৎস্না থাকে না অর্থাৎ তিন অবস্থাতে কেবল মাত্র একই পুরুষ জ্যোতি মূর্ত্তি থাকেন।

সত্য অসত্যের বিচার।

কথিত আছে যে, সত্য হইতে অসত্য হয় না, আর অসত্য হইতে সত্য হয় না। ইহার অর্থ এই যে, এই সত্য রূপী মৃত্তিকা, তাহা হইতে যে সহর, বাটী প্রস্তুত হইয়া থাকে তাহাও অসত্য হইবে না, কারণ কি, যখন মৃত্তিকা সত্য পদার্থ তখন উহাতে,

ইট সুরকি গৃহ প্রস্তুত হইয়া থাকে, সেও সত্য পদার্থ। তাহা কখনই অসত্য পদার্থ হইতে পারে না; কারণ যে পদার্থ সত্য তাহার কার্য্যও সত্য হইয়া থাকে। অসত্য পদার্থ হইতে কদাচ সত্য হয় না; যখন ঐ গৃহ ভগ্ন হইয়া মৃত্তিকাতে পড়ে তখন উহা কারণ মৃত্তিকাতে মিশাইয়া কারণ মৃত্তিকাই হয়, কখন অসত্য হইতে পারে না। শুদ্ধ চৈতন্য কারণ পরব্রহ্ম, গৃহ শব্দে জগৎ চরাচর ইত্যাদি। অসত্য হইতে সত্য হয় না, ইহার অর্থ এই যে, যখন আকাশ শূন্য অসৎ রূপ তখন ঐ আকাশ শূন্যাকার অসৎ পদার্থ হইতে দুইতালা বাটী কি রূপে প্রস্তুত হইবে? অসৎ পদার্থ হইতে কখনই সত্য পদার্থ গৃহ প্রস্তুত হইতে পারে না। সিদ্ধান্ত এই যে, যদ্যপি শুদ্ধ চৈতন্য কারণ পরব্রহ্ম সত্য না হইতেন, তবে চরাচর ইত্যাদি জগৎ যাহা প্রত্যক্ষ বিস্তার রূপে প্রকাশমান আছেন তাহা কখনই সত্য রূপ বোধ হইত না। যদ্যপি ব্রহ্ম কারণ সত্য না হইতেন. তবে অসত্য হইতে কখনই সত্যরূপ প্রকাশমান হইত না। যখন কারণ অসত্য হইবেক, তখন কার্য্যও অসত্য হইবেক, অর্থাৎ সত্য যে কারণ পরব্রহ্ম তিনিই জগৎ রূপ প্রকাশমান আছেন। যখন এই জগৎ রূপ গৃহ পড়িয়া যাইবে, তখন কারণ পরব্রহ্মেতেই লয় হইয়া যাইবে, অর্থাৎ সমস্ত একাকার হইয়া কারণেতে মিলিয়া যাইবে, আর সূক্ষ্ম হইয়া নিরাকার রূপে বিরাজমান থাকিবেন। পূর্ণ পরব্রহ্মকে সত্য অসত্য হইতে অতীত জানিবেন এবং ঐ দুই শব্দও উনিই। এখনও তিনিই বিরাজমান, যে রূপেতেই থাকুন সকলই পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু আত্মারই রূপ। আর আপনারা বিচার করিয়া দেখুন যে, যদ্যপি আদিতে আপনারা সত্য না হইতেন, তবে এক্ষণে কোথা হইতে আসিতেছেন। আর যদ্যপি এক্ষণে সত্য হন, তবে অন্তেতেও সত্য থাকিবেন।

পূর্ব্বাপর জন্ম বিচার।

কোন কোন মতে বলে যে জন্ম হয় না, এবং কোন কোন মতে বলে যে জন্ম হয়। ইহার ব্যাখ্যা সংক্ষেপেতে এইরূপে করা যাইতেছে যে, যাহারা কহেন যে

পুনশ্চ জন্ম হয় না, উঁহাদের মতের দৃষ্টান্ত এই যে, মৃত্তিকাত মৃত্তিকাই আছে, ঐ মৃত্তিকা হইতে গৃহ ইত্যাদি যাহা প্রস্তুত হয় সেও মৃত্তিকাই, কেবল মাত্র রূপাদি ভিন্ন ভিন্ন বোধ হইতেছে, কিন্তু যখন গৃহ ইত্যাদি ভগ্ন হইবে, পুনশ্চ মৃত্তিকাতেই মিলিয়া যাইবে ও মৃত্তিকা হইয়া যাইবে, মৃত্তিকা হইতে পৃথক্ কোন পদার্থ হইবে না, একারণ স্বরূপ মৃত্তিকা ও রূপান্তর ঘটাদির দৃষ্টান্ত হইতে এই মতের লোকেরা ইহা প্রতিপন্ন করেন যে, পুনশ্চ জন্ম হয় না। যাঁহারা বলেন যে, পুনশ্চ জন্ম হয়, উঁহাদের মত এই যে, মৃত্তিকা এক ভাবে আছে, এবং ঐ মৃত্তিকা হইতে গৃহ ইত্যাদি প্রস্তুত করাতে উহার ভাব পৃথক্ পৃথক্ হইয়াছে; পৃথক্ পৃথক্ গুণ ক্রিয়াদির ভেদের জন্য ভাবও ভিন্ন ভিন্ন হইয়াছে, আর রূপান্তরও হইয়াছে, এই রূপান্তরকেই জন্ম কহে। জ্ঞানবান পুরুষের এই দুই মতই স্বীকার করা আবশ্যক। স্বরূপেতে রূপান্তর হয় না; যাহা তাহাই বিরাজমান থাকেন। মৃত্তিকা শব্দ কারণ পরব্রহ্ম এবং গৃহ ও ঘটাদি শব্দ চরাচর ইত্যাদি বুঝিয়া লইবেন।

কারণ, সূক্ষ্ম ও স্থূল বর্ণন।

পরব্রহ্মের কারণ সূক্ষ্ম ও স্থূল এই তিন প্রকার শরীর কহা গিয়াছে। কেহ পাঁচ তত্ত্বকে উঁহার স্থূল শরীর বলেন, এবং ইহার উপর সূক্ষ্ম শরীর অনুমান করেন, এবং কারণ শরীর শুদ্ধ চৈতন্যকে বলেন। ইহার অর্থ এইরূপ বুঝিবেন যেমন জল, মেঘ, বরফ এই তিনেতেই জল কারণ শরীর, ও মেঘ সূক্ষ্ম শরীর, ও বরফ স্থূল শরীর। জল শব্দ কারণ শুদ্ধ চৈতন্য, নির্গুণ, নিরাকার, পরব্রহ্ম, সেই নির্গুণ কারণ পরব্রহ্ম সূক্ষ্ম, স্থূল রূপেতে জগৎরূপ বিস্তার আছেন। স্থূল শব্দের অর্থ পৃথিবী, জল, চরাচর ইত্যাদির শরীর বুঝিয়া লইবেন। সূক্ষ্ম শরীরের অর্থ এই যে, চরাচর ইত্যাদির নাসিকা দ্বারে যে প্রাণবায়ু চলিতেছেন, ও যাহার সূর্য্য নারায়ণ প্রত্যক্ষ স্বরূপ ঈশ্বর আর যাহার প্রয়োগে আপনারা বলিতেছেন, ও শাস্ত্র ইত্যাদি পড়িতেছেন, সেই সূক্ষ্ম শরীর।

চারি প্রকার চৈতন্য বর্ণন।

কারণ চৈতন্য, কূটস্থ চৈতন্য, ঈশ্বর চৈতন্য, ও জীব চৈতন্য যাহা বলা হয়, ইহার অর্থ এইরূপ বুঝা আবশ্যক।—যেমন গুণ ক্রিয়া ও রূপান্তর ভেদ এক জলেরই চারি নাম রাখা গিয়াছে যথা, জল, মেঘ, বরফ, ও ফেণ বুদ্‌বুদ্‌। জল শব্দ কারণ চৈতন্য, মেঘ শব্দ কূটস্থ চৈতন্য, বরফ শব্দ ঈশ্বর চৈতন্য, ও ফেণ বুদ্‌বুদ্‌ শব্দ জীব চৈতন্য বুঝিয়া লইবেন। এই রূপেতে পূর্ণ পরব্রহ্ম গুরু মাতা পিতা আত্মা শব্দেতে বুঝিবেন। ব্যবহার কার্য্যেতে পরব্রহ্মকে গুরু মাতা পিতা ইত্যাদি রূপ ভাবে ভক্তি শ্রদ্ধা করিবে; স্বরূপেতে তিনি যাহা, তিনি তাহাই।

দ্বৈত অদ্বৈত বর্ণন।

অদ্বৈত কাহাকে বলে, এবং দ্বৈত কাহাকে বলে। ইহার অর্থ এই যে, আদি হইতে দুই অনাদি পদার্থ চলিয়া আসিতেছে, এবং কোনও যুক্তি ও উপায়ে এক হইতে পারে না। তিন কালেতেই ভিন্ন ভিন্ন দুই অনাদি কারণ বিরাজমান থাকেন, উহাকে দ্বৈত বলা হয়। আর অদ্বৈতের অর্থ এই যে, আদিতে অর্থাৎ অনাদি একই পদার্থ, উহাতে তিলমাত্র কোনও অপর পদার্থ নাই, উহাকে অদ্বৈত বলা হয়; যেহেতুক উহাতে কোন কারণ কার্য্যরূপ হইতে নামরূপ গুণ ক্রিয়া ইত্যাদিতে ভিন্ন বোধ হইলেও উহাকে অদ্বৈতই বলা যাইবেক। বেদান্তের মতে বীজ (কারণ) এক অদ্বৈত, উহা হইতে অঙ্কুর হইয়া শাখা, পাতা, ফল, ফুল আদি নানা নাম রূপ গুণ ক্রিয়া হওয়াতেও এক বৃক্ষ অদ্বৈত বলা যাইবেক। দ্বৈতবাদী নৈয়ায়িকের মত অনুসারে বীজ এক পদার্থ এবং শাখা, পত্র, ফল, ফুল ইত্যাদি নাম রূপ উপাধিতে ইহারা বৃক্ষ হইতে পৃথক্‌ বস্তু হয়, এ জন্য পদার্থও পৃথক। অর্থাৎ ঈশ্বর স্বতন্ত্র এবং জীব পরতন্ত্র, এবং স্বতন্ত্র ও পরতন্ত্র হইতে তিনি অতীত; তাঁহার জন্ম হয় না। স্বতন্ত্র জল, এবং পরতন্ত্র ফেণ্‌ বুদ্‌বুদ্‌। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে, যদ্যপি কারণ স্বরূপ অদ্বৈত পরব্রহ্ম, আর কার্য্যরূপ দ্বৈত জগৎ,

এই দুই তিন কালেতেও কখন এক না হইতে পারে তবে দ্বৈত বলা যাইবেক; জীব ও পরব্রহ্ম (ঈশ্বর, গড, আল্লাহ, খুদা) দ্বৈত বলা যাইবেক, অদ্বৈত শব্দ হইবেক না। আর জীবের সম্বন্ধে বেদ শাস্ত্রে ইহা কথিত আছে, বিচার ও ভক্তি করিলে জ্ঞান উদয় হইয়া পরব্রহ্ম ও জীব অভেদ হইয়া থাকে, অর্থাৎ এক রূপ হয়; আনন্দ রূপেতে মুক্ত স্বরূপ বিরাজমান থাকেন। যদ্যপি আদিতে জীব পরব্রহ্ম হইতে অভেদ না হইত, তবে পরে ভক্তি যোগ দ্বারা জ্ঞান উদয় হইলে পর কেন অভেদ হইয়া থাকে? অবশ্য আদিতে অভেদ ছিল এ জন্যই পশ্চাতে অভেদ হয়। আর যে নানা স্বভাব, গুণ, ক্রিয়া, নাম, রূপ ইত্যাদি হইতেছে তথাপিও জীব এবং পরব্রহ্ম স্বরূপ পক্ষে অভেদ ও অদ্বৈত। আদি মধ্য এবং অন্তেতে অভেদ অদ্বৈত বলা যাইবেক, উহাতে দ্বৈত বলা যাইবেক না, সদা অনাদি পরব্রহ্ম জ্যোতিস্বরূপ গুরু আত্মা, জীব হইতে অভেদ ও অদ্বৈত বিরাজমান আছেন। অর্থাৎ অদ্বৈত পরব্রহ্ম অবোধ বা অজ্ঞান হেতু দ্বৈত অদ্বৈত রূপ প্রকাশমান হইতেছেন আর যিনি অদ্বৈত তিনিই দ্বৈতরূপ প্রকাশমান আছেন। যিনি দ্বৈত, তিনিই অদ্বৈত। পরব্রহ্মে স্বরূপ পক্ষে দ্বৈত অদ্বৈত শব্দ নাই, অজ্ঞানহেতু দ্বৈত অদ্বৈত প্রতিপাদন করা যাইতেছে। আপন পক্ষপাত ত্যাগ করিয়া দ্বৈত অদ্বৈত বাদ উভয়ই গম্ভীরভাবে বিচার করিয়া সার গ্রহণ করিবেন।

পূর্ণতা বর্ণন।

পূর্ণ শব্দে কি বুঝায়? ইহার অর্থ এই যে, যেমন জল পরিপূর্ণ কলসী, যাহাতে কিছুই খালি নাই, অর্থাৎ একেবারে সম্পূর্ণরূপে পরিপূর্ণ, যাহাতে এক অনুমাত্র পদার্থও রাখিবার স্থান নাই, তাহাকেই পূর্ণ কলসী বলা হয়। আর যদ্যপি ঐ কলসীতে কিঞ্চিৎ কম জল থাকে তবে তাহাকে পূর্ণ কলসী বলে না, কারণ উহার একদিক খালি। এইরূপ কলসী শব্দে আকাশ আর জলপূর্ণ শব্দে পরব্রহ্ম জ্যোতি স্বরূপ। পরব্রহ্ম আকাশে সর্ব্বব্যাপক রূপে পূর্ণ আছেন। যদ্যপি আকাশের কিঞ্চিৎ খালি থাকে, অর্থাৎ তথায় পরব্রহ্ম না থাকেন তাহা হইলে পরব্রহ্মের

পূর্ণতার হ্রাস হয় এবং উপাসনাও পূর্ণ হইতে পারে না, অতএব তিনি সাকার ও নিরাকার রূপে পরিপূর্ণ আছেন। যদ্যপি কেহ বলেন যে, পূর্ণ নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্ম পরমেশ্বর গড্ আল্লাহ খুদা অর্থাৎ পরব্রহ্ম, আত্মা, পিতা মাতাকে নমস্কার প্রণাম ও ভক্তি উপাসনা করি, আর সাকার ব্রহ্মকে উপাসনা করিব না। তাহা হইলে পূর্ণ পরব্রহ্মের উপাসনা হইল না, এক দেশীর উপাসনা হয়। যদ্যপি কেহ সাকার উপাসক বলেন যে, নিরাকার নির্গুণ পরব্রহ্মকে মানিব না তাহা হইলে উভয়েই অবোধ বালকের মতন বুঝিতেছেন; কারণ কি, বৃক্ষ শব্দে মূল, শাখা, পাতা, ফুল, ফল ইত্যাদি লইয়া পূর্ণবৃক্ষ বুঝা যায় আর কহা হয়। যদ্যপি শাখা ইত্যাদি ছাড়িয়া দিয়া কেবল মূলকে পূর্ণ বলা যায় তাহা হইলে হইবে না। একে-দেশী মূল আর একদেশী শাখা ইত্যাদি দুই শব্দ ব্যষ্টি হইবে। এইরূপ পূর্ণ বৃক্ষ শব্দ; নিরাকার নির্গুণ, সাকার সগুণ বিস্তার শব্দ; উভয় শব্দ লইয়া পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিস্বরূপ বিরাজমান আছেন; কিম্বা পরব্রহ্মেতে ঈশ্বর গড্ খুদা ইত্যাদি নাম কল্পিত মাত্র বুঝিয়া লইবেন। আর যে কেহ বলে যে, সাকারকে মানি, কিম্বা নিরাকারকে মানি। সাকারকে যদি না মানিতে হয়, তবে নিরাকার শব্দ ঈশ্বর ব্যষ্টি হইলেন এবং সাকার ব্রহ্মও ব্যষ্টি হইলেন; পূর্ণ কেহই হইলেন না, উভয়ই ব্যষ্টি পদবাচ্য। এইরূপেই বিচার করিয়া লইবেন। আর একই অদ্বিতীয় পূর্ণ পরব্রহ্ম নিরাকার নির্গুণ শুদ্ধ আত্মা, তিনিই সাকার বিস্তার প্রত্যক্ষ জ্যোতিস্বরূপ জগৎরূপ হইয়া প্রকাশমান আছেন। এই জ্যোতিস্বরূপই রাজা প্রজার আত্মা, গুরু, মাতা পিতা। আর বিষয় মদে অন্ধ হইয়া রাজা প্রজা বুঝিতেছন না এবং মাথা তুলিয়াও দেখেন না, যে ইনি কে? এবং আমি কে? আর মৃগতৃষ্ণাকে জল এই মনে করিয়া দেশে দেশে তীর্থে তীর্থে কাতর হইয়া ভ্রমণ করিতেছেন। আর আপন ইষ্টকে ত্যাগ করিয়া বলিতেছেন যে, এই চন্দ্র, এই সূর্য্য; কিন্তু যদি কোন বন্ধুকে মান্য পূর্ব্বক উক্তি করেন তবে বলেন যে "তিনি আসিতেছেন," আর চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণের প্রতি উক্তি করেন যে "চন্দ্র সূর্য্য উঠিতেছে, অস্ত হইতেছে।" নিজ সনাতন ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ক্ষত্রিয়গণ নিক্ষত্রিয় হইয়াছেন,

আর ব্রাহ্মণ শূদ্র তুল্য পশু হইয়াছেন। নিজ সনাতন ধর্ম্ম পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতি-স্বরূপের উপাসনা না করিয়া, কিম্বা নিগুর্ণ সগুণ পরব্রহ্মকে না চিনিতে পারিয়া ও না জানিয়া কেবল পরস্পরে বিতণ্ডায় বিবাদ তর্ক, করিয়া মরিতেছেন। অগ্নি হোত্রী নিজ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ভ্রমণ করিতেছেন, অসৎপদার্থতে নিষ্ঠা করিতেছেন, বিষয়েতে আসক্ত হইতেছেন; এবং সত্যতে নিষ্ঠা হইতেছে না। বিনাশ কালে বিপরীত বুদ্ধি, সত্যকে অসত্য ও অসত্যকে সত্য বোধ হইতেছে; এবং মিত্রকে শত্রু বোধ হইতেছে অর্থাৎ জ্যোতিস্বরূপ গুরু আত্মা দীনবন্ধু দয়াময়কে বুঝিতে-ছেন না; তাঁহাকে অগ্রাহ্য করিতেছেন।

ব্রহ্ম এবং জগৎ পক্ষে সত্য অসত্যের বর্ণন।

শাস্ত্রে কথিত আছে যে, ব্রহ্ম সত্য এবং জগৎ অসত্য, ইহার অর্থ সংক্ষেপে এই রূপ বুঝিয়া লইবেন, যেন (ব্রহ্ম শব্দ) জল, ঐ জলেতে যে তরঙ্গ (ঢেউ) উঠিতেছে, উহাতে ফেণ (ফেণা) বুদ্‌বুদ্ (বিম্ব) বৃহৎ ক্ষুদ্ররূপে বোধ হইতেছে, তাহাই এই জগৎ (চরাচর আপনারা)। এবং জলেতে যে ফেণ বুদ্‌বুদ্ ও তরঙ্গ উঠিতেছে তাহা ঐ জলই অপর কোন বস্তু নহে, ইহাতে কোন সন্দেহই নাই; ইহা জলই, নিঃসন্দেহ রূপে প্রতিপাদন হইতেছে। কেবল মাত্র নাম রূপ গুণ ক্রিয়া ভেদে তরঙ্গ, ফেণ, বুদ্‌বুদ্ নানা প্রকার নাম দেওয়া হইয়াছে মাত্র; বস্তুতঃ উহা কেবল জলই মাত্র অপর কোন পদার্থই উহাতে নাই। এ কারণ জল শব্দ সত্য কারণ চৈতন্য এবং তরঙ্গ ফেণ বুদ্‌বুদ্ ইত্যাদি নাম কল্পনা অসত্য জগৎ। জলের উপর উভয়েতে (জল ও ফেণ বুদ্‌বুদাদিতে) আন্তরিক দৃষ্টি করিলে কেবল জলই সত্য বোধ হইয়া থাকে। এইরূপ কারণ পরব্রহ্ম হইতে এই জগৎ রূপ প্রকাশমান আছেন; তবে ইহা জগৎ নহে, জগৎ হইবে না এবং হইতে পারিবে না। এ যাহা তাহাই অর্থাৎ কেবল মাত্র পরব্রহ্মই। ইহাতে জগৎ রূপ যে ভাবনা তাহা অসত্য (অজ্ঞান, ভ্রম)।

পরব্রহ্মের রূপান্তর ভেদে অনাদি ছয় নামে বর্ণন।

শাস্ত্রে কথিত আছে যে, ঈশ্বর, অহংকার, জীব, বুদ্ধি, মন, কর্ম্ম এ সকল অনাদি। এবং ইন্দ্রিয়গণ হইতে মন সূক্ষ্ম, মন হইতে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে মহৎতত্ত্ব, মহৎতত্ত্ব হইতে প্রকৃতি পুরুষ, প্রকৃতি পুরুষ হইতে পুরুষ চৈতন্য সূক্ষ্ম। এই উভয় শব্দ একই বাক্য, ইহার অর্থ সংক্ষেপে বুঝিয়া লইবেন। যেমন এক অগ্নি জ্যোতিতে উষ্ণতা, প্রকাশ, শুক্ল, রক্ত, পীতবর্ণ, এবং উহাতে ধূম বাহির হই-তেছে। অগ্নির নাম রূপ গুণ ক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন বোধ হইতেছে। উষ্ণতা হইতে তাপ লাগে, প্রকাশ গুণ হইতে অন্ধকার লয় হয় ও রূপ (বস্তুর গঠন) দেখা যায়, ধূম হইতে কালি লাগে। এই সকলেতে কেবল একমাত্র কারণ অগ্নিই। গুণ, ক্রিয়া, রূপান্তর ভেদে কেবল নানা প্রকার নাম কল্পনা করা গিয়াছে। যখন অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়া যায় তখন উহার সহিত নামরূপ আদি সকলই লয় হইয়া যায়। এ সমস্ত উঁহারই রূপ, আর প্রকাশ উঁহারই স্বরূপ ; অর্থাৎ অগ্নি শব্দে পূর্ণ পর-ব্রহ্ম, আর ঐ অগ্নিতে যে উষ্ণতা শক্তি তাহাই ঈশ্বর, গড্, অল্লাহ, খুদা শব্দ বলিয়া জানিবেন। আর ঐ অগ্নিতে যে শুক্ল বর্ণ তাহাই অহংকার শব্দ, আর উহাতে যে রক্তবর্ণ তাহা বুদ্ধি শব্দ, আর উহাতে যে পীতবর্ণ তাহা মন শব্দ জানিবেন। আর অগ্নি জ্যোতিতে যে প্রকাশ, তাহা জীব শব্দ এবং অগ্নি হইতে যে ধূম বাহির হয় তাহা কর্ম্ম শব্দ জানিবেন। এইরূপ অনাদি ছয় শব্দ বুঝিয়া লইবেন।

ইন্দ্রিয় হইতে মন সূক্ষ্ম।

এবং ইন্দ্রিয়গণ হইতে মন সূক্ষ্ম, ইহার অর্থ এই যে, অগ্নি হইতে যে ধূম বাহির হইতেছে তাহাই কর্ম্ম ইন্দ্রিয় ইত্যাদি ইন্দ্রিয়গণকে জানিবেন। আর অগ্নিতে যে প্রকাশ তাহাকে মন জানিবেন। উল্টা নাম কল্পনা করাতে দৃষ্টান্তের অঙ্গ বদল হইয়াছে, বুঝিয়া লইবেন। ধূম রূপ ইন্দ্রিয়গণ হইতে মন সূক্ষ্ম, আর প্রকাশ হইতে অগ্নিতে যে পীতবর্ণ তাহা সূক্ষ্ম, আর পীতবর্ণ হইতে উহাতে যে রক্তবর্ণ তাহা

সূক্ষ্ম, রক্ত বর্ণ হইতে শুক্ল বর্ণ সূক্ষ্ম (প্রকৃতি পুরুষ সূক্ষ্ম,) আর শুক্ল বর্ণ হইতে উহাতে যে উষ্ণতা শক্তি (পুরুষ চৈতন্য অর্থাৎ ঈশ্বর, গড্ আল্লাহ, খুদা পরমেশ্বর) তাহা সূক্ষ্ম। আর ইত্যাদি নামের কেবল একমাত্র অগ্নিই কারণ, অর্থাৎ সমষ্টি অগ্নি শব্দ কারণ পরব্রহ্ম কে জানিবেন। আর সর্ব্বকারণ রূপই তিনি। এইরূপ ইত্যাদিতে বুঝিয়া লইবেন।

এইরূপে শুদ্ধ চৈতন্য পরব্রহ্ম হইতে এই ছয় শব্দ অনাদি ঈশ্বর ইত্যাদি প্রকাশিত হইয়াছেন। আর পরব্রহ্মেরই রূপ এই সকল, অর্থাৎ পরব্রহ্মই ; দ্বিতীয় অন্য কেহ নহে। শাস্ত্র পুরাণেতে ঋষি মুনিগণ নানাভাবে নানা নাম কল্পনা করিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহা এইরূপে বুঝিয়া লইবেন। পরব্রহ্ম জ্যোতিঃ স্বরূপেতে কিম্বা আপনার স্বরূপেতে ঘটাইয়া লইবেন।

পরমপদ বর্ণন।

উত্তর গীতাতে লেখা আছে—

"অনাহতস্য শব্দস্য তস্য শব্দস্য যা ধ্বনিঃ,
ধ্বনেরন্তর্গতং জ্যোতি র্জ্যোতিরন্তর্গতো রবিঃ।
রবেরন্তর্গতং স্থানুঃ স্থানোরন্তর্গতং মনঃ।
তন্মনঃ বিলয়ং যাতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমংপদম্।
তৎপদং পরমং ধ্যানং তদ্ধ্যানং ব্রহ্ম উচ্যতে।"

ইহার অর্থ এই যে, "অনাহত শব্দকে ত্যাগ করিয়া" "ঈশ্বর ইত্যাদির" আর "ইন্দ্রিয়গণ হইতে সূক্ষ্ম মন" এই তিন বাক্য একই। যেরূপ অগ্নিতে উষ্ণতা, প্রকাশ ইত্যাদি। ঐ অগ্নি জ্যোতিতে অর্থাৎ পরব্রহ্মেতে ইত্যাদিকে বুঝিয়া লইবেন। অনাহত শব্দে অগ্নি-ব্রহ্মকে বুঝিবেন। অর্থাৎ অহংকার, মান, অপমান, বর্ণের (জাতির) অহংকৃতি, এই অজ্ঞান যখন লয় হইয়া যাইবে, তখন এই সকল ভাব বুঝিবেন। সর্ব্ব পরম পদ শব্দ ইত্যাদি পরব্রহ্ম কারণকে জানিবেন, সকল পদই তাঁহাতে আছে এবং সকল পদই তিনি। অথবা সাকার জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্যনারায়ণ

পরব্রহ্ম গুরু আত্মা মাতা পিতাকে জানিবেন। আর ঐ জ্যোতি ব্রহ্মেতেই সর্ব্বপদ বিরাজমান আছেন, এইরূপ বুঝিয়া লইবেন।

জীব ও ঈশ্বর উভয়ের কর্ত্তা ভোক্তা বিবরণ।

কেহ বলেন যে, জীব কর্ত্তা ভোক্তা; কেহ ঈশ্বরকে কর্ত্তা ভোক্তা বলিয়া মানেন, কেহ উভয়কেই বলিয়া থাকেন। ইহার অর্থ এই যে, যখন জীব স্বপ্নাবস্থাতে থাকে, তখন নানা প্রকার ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতেছে, তাহার এইরূপ বোধ হয়, আর তখন আপনাকে কর্ত্তা ভোক্তা বলিয়া মনে করে; আর ঈশ্বরকেও কর্ত্তা ভোক্তা বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। আপনাকে জানিতেছে যে আমার মতন রাজা ও ধনী কেহই নাই, এ সকলই আমি উৎপন্ন করিয়াছি, আমিই ইহার কর্ত্তা ভোক্তা, আমিই এই নানা কর্ম্ম করিতেছি, সুখ দুঃখ সত্য সত্য বোধ হইতেছে। আর মনে করিতেছেন যে, আমি বড় পণ্ডিত, আমার মতন আর কেহই নাই, আমি সকলকেই জয় করিতেছি, আর কর্ত্তা ভোক্তা সকলই আমি। যখন স্বপ্নাবস্থা লয় হইয়া যায়, তখন স্বপ্নের পণ্ডিত, কর্ত্তা, ভোক্তা সকলই লয় হইয়া যায়, কেবল আপনি স্বয়ং বিরাজমান থাকেন। তখন স্বপ্নের অবস্থাতে ত্যাগী হইয়া বসেন এবং বলেন যে, আমি অসত্য স্বপ্নের পদার্থের কর্ত্তা ভোক্তা হইয়াছিলাম ও অহংকার করিয়াছিলাম, আর যখন স্বপ্নের পদার্থ কর্ম্ম ইত্যাদি অসত্য হইল তখন কোন্ পদার্থের কর্ত্তা ভোক্তা হইয়াছি; যখন স্বপ্নের পদার্থই অসত্য তখন আমাতে কর্ম্ম কোথায়? আর আমি বৃথা ঈশ্বরকে ও আপনাকে কর্ত্তা ভোক্তা মানিতেছিলাম। ঈশ্বর ভিন্ন দ্বিতীয় কে আছে যে তিনি তাহার কর্ত্তা ভোক্তা হইবেন, তিনিই কেবল মাত্র পূর্ণ। আর স্বপ্নের কর্ত্তা ভোক্তাকে জাগ্রত অবস্থার অকর্ত্তা বুঝিয়া লইবেন। আর স্বপ্ন ও জাগ্রত উভয় অবস্থা সুষুপ্তি লয় হইয়া যায়, তখন কর্ত্তা ভোক্তা ও অকর্ত্তা এই তিন শব্দই থাকে না। স্বপ্নের পদার্থের যে কর্ত্তা, জাগ্রত অবস্থাতে অকর্ত্তা হয়, এবং স্বপ্নের কর্ত্তা ও জাগ্রতের অকর্ত্তা উভয়ই সুষুপ্তি অবস্থাতে কর্ত্তা হইতে

অতীত হইয়া যায়। তখন আর কিছুই বোধ থাকে না যে, কে কর্ত্তা ভোক্তা ? এইরূপে মনুষ্য যতক্ষণ পর্য্যন্ত অজ্ঞান অবস্থাতে থাকে ততক্ষণ পর্য্যন্ত আপনাকে কর্ত্তা ভোক্তা বলিয়া মনে করে ; অথবা উভয়কে, অর্থাৎ আপনাকে ও ঈশ্বরকে কর্ত্তা ভোক্তা বলিয়া বোধ হয়। আর যখন জ্ঞান প্রকাশ হয়, তখন অকর্ত্তা হইয়া থাকে। আর যখন স্বরূপের বোধ হইয়া যায়, তখন কর্ত্তা, ভোক্তা ও অকর্ত্তা শব্দ থাকে না, কেবল মাত্র পূর্ণ পরব্রহ্ম প্রকাশমান থাকেন। যে রূপ জলেতে তরঙ্গ সকল লয় হয়, সেই রূপ জীব পরব্রহ্মেতে লীন হইয়া যায় অর্থাৎ অভেদ হইয়া যায়। "চলি পুত্তলি নুনকে সমুদ্রকে থহ লেন। আপাপলট আপহি ভই কৌন কহেগা বএন॥" যেমন একটী নুনের পুতুল আপন কুতূহল চরিতার্থের জন্য সমুদ্রের তলে যাইলে, তাহা ঐ লবণাক্ত জলে গলিয়া লবণাক্ত জল হইয়া যায় তাহার পূর্ব্ব শরীরের কোন চিহ্ন মাত্রও থাকে না ; তখন সে আর ফিরিয়া আসিতে পারে না, সুতরাং তাহা দ্বারা সমুদ্রের তলে যে সকল মনোহর আশ্চর্য্য পদার্থ থাকে তাহার কোন আখ্যান উক্ত হইতে পারে না। সেইরূপ যখন জীবের ভিতর পরমা ভক্তির উদয় হয়, তখন জীব পূর্ণ পরব্রহ্মের লীলার মনোহর আশ্চর্য্য বিষয় সকল জানিবার নিমিত্ত সেই পূর্ণ পরব্রহ্ম রূপ সমুদ্রে নিমগ্ন হয় এবং আপন স্বরূপ পূর্ণ পরব্রহ্মেতে নিমগ্ন হওয়াতে সে তদ্রূপ হইয়া যায়, আর ফিরিয়া আসিতে পারে না, সুতরাং তাহা দ্বারা সেই মনোহর আশ্চর্য্য লীলার কোন প্রসঙ্গ হয় না তখন সেই মহাত্মা আপন স্বরূপেতে নিমগ্ন হইয়া থাকেন, অর্থাৎ স্বরূপই স্বরূপ মাত্র দেখিতে থাকেন। রামপ্রসাদী পদ "যেতে পারি, আসিতে নারি, শ্যামা মায়ের আজ্ঞা যেমন"। যতক্ষণ পর্য্যন্ত অজ্ঞান অবস্থাতে মনুষ্য ব্যবহার কার্য্যেতে থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আপনাকে কর্ত্তা ভোক্তা বলিয়া বোধ করে; যে ব্যবহার কার্য্য আপনাদের দ্বারা হইতেছে, আপনারাই যেন উহার কর্ত্তা। ইহা বলাতে কিছুই লাভ বা ক্ষতি নাই। সৃষ্টি পালন ও সংহার করিবার কর্ত্তা ঈশ্বর পরব্রহ্মকে জানিবেন, কারণ কি, সৃষ্টি পালন ও সংহার করিবার ক্ষমতা আপনাদের নাই। সৃষ্টির অর্থ এই যে, বিশ্ব

সংসার, যাহা নানা প্রকারে বিচিত্র, সেই সংসার রচনা করিয়া দেওয়া তাকেই সৃষ্টি বলে, আর এই বিশ্ব সংসারকে পালন করা তাহাকেই পালন বলে, আর এই বিশ্ব সংসারকে ভস্ম করিয়া আপনাতে লয় করা তাহাকেই লয় বলে। কিন্তু জ্ঞান পক্ষে অর্থাৎ স্বরূপ পক্ষে এই রূপ বুঝিবেন যে, যেমন স্বপ্নের নানা ভোক্তা কর্ত্তা ইত্যাদি পদার্থ রচনা হয়; সেইরূপ সৃষ্টি ও পালন বুঝিবেন। আর সুষুপ্তি অবস্থাকে প্রলয় দৃষ্টান্ত জানিবেন। আর ঐ দুইএর মধ্যভাগেতে যে জাগ্রত অবস্থা, উহাতে না সৃষ্টি, না প্রলয় উভয়ই থাকে না। এইরূপ প্রকাশ পরব্রহ্ম গুরু আত্মাকে পূর্ণ রূপে জানিবেন। যাহা আছেন তাহাই। স্বরূপেতে সৃষ্টি ও পালন হয় নাই। আর কেহ কেহ অবোধ লোক বলেন যে, স্বপ্নের পদার্থ হইতে জাগ্রতের সৃষ্টির বিশেষ আছে। ইহাতে বুঝিবার প্রভেদ মাত্র, উভয় অবস্থারই সৃষ্টি সমান, যেরূপ স্বপ্নেতে পাঁচ মিনিটের মধ্যে কত যে স্বপ্ন দেখে, যাহাকে অনেক দিন বলিয়া বোধ হয়; যখন নিদ্রা ভঙ্গ হয় তখন তাহা লয় হইয়া যায়। আর জাগ্রত অবস্থাতে কোটী মোন বারুদ বজ্র পর্ব্বত রূপ দেখা যায়, কিন্তু কিছুমাত্র অগ্নি সংযোগ করিয়া দিলেই শীঘ্র আকাশ হইয়া যায়; এ কারণ জাগ্রত ও স্বপ্নের সৃষ্টিকে সমান বলিয়া জনিবেন। মায়ারূপী ঈশ্বর আত্মা যখন স্বপ্নের পদার্থ ও অবস্থাকে যেরূপে বোধ করান তখনই সেইরূপ সত্য সত্য বোধ হয়, আর যখন স্বপ্নের সৃষ্টি প্রলয় করেন, তখন প্রলয়ন্তু হইয়া জাগ্রত অবস্থা হয়, তখনই সেই স্বপ্ন জগৎ অসত্য বোধ হইতে থাকে। জাগ্রতের সৃষ্টিও এই রূপ বোধ হইতেছে; আর যখন জাগ্রতের সৃষ্টি জগৎরূপী বারুদ জ্ঞানরূপী অগ্নি দ্বারা ঈশ্বর লয় করিবেন, তখন এই জগৎ বারুদের মতন আকাশ হইয়া যাইবেক, এইরূপ বুঝিয়া লইবেন।

জ্ঞানী ও মূর্খের প্রভেদ।

পরমাত্মা ঈশ্বরেরই সকল ক্ষমতা। কেহ কোন বিষয়ে চিন্তা ও অহংকার করিবেন না যে, আমি বড় পণ্ডিত ও মহাত্মা, আমি সকলই জানি আর সকলেই মূর্খ অবোধ। কেহই মূর্খ অবোধ নন এবং কেহই পণ্ডিত নন, স্বরূপেতে সকলেই

পরব্রহ্মের রূপ, নিজেরই আত্মা। যেমন কোন রাজসভাতে একজন বাজিকর আসিয়া নানা প্রকারের তামাসা দেখায়, উহাতে রাজা ও সভাসদ পণ্ডিত এবং প্রহরী ইত্যাদি অবোধ ব্যক্তিগণ, যাঁহারা তথায় দর্শক থাকেন, সকলেরই প্রতি সমান রূপে ঐ বাজিকরের ইন্দ্রজাল প্রত্যক্ষ সত্য বোধ হয়, অর্থাৎ ঐ দর্শকদিগের মধ্যে কি রাজা, কি পণ্ডিত, কি মূর্খ কেহই ঐ ইন্দ্রজালের অসত্য প্রতিপাদন করিতে সমর্থ হন না; সকলেই সমান রূপে (অর্থাৎ কাহার মনে অল্প পরিমাণে ও অন্যের মনে অধিক পরিমাণ এমত নহে) ইহার সত্যতা আপন মনে প্রতিপাদন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হন। তাহাতে এমন কথনই হয় না যে, রাজা ও পণ্ডিত-গণের ভয়ে তাঁহাদের চক্ষে একরকম দেখায় এবং অপর মূর্খগণের চক্ষে আর একরকম দেখায়; যদ্যপি এরূপ হয় তাহা হইলে বাজিকরের তামাসা দেখাইবার বিদ্যার কোনই সামর্থ্য নাই জানিবেন। অবোধ মূর্খ হইতে জ্ঞানবান রাজা পণ্ডিতের এই মাত্র প্রভেদ যে, তাঁহারা ঐ বাজিকরের ইন্দ্রজালকে সত্যরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াও মনে মনে ইহাকে অসত্য বলিয়া নিশ্চয় রূপে জানেন; কিন্তু অবোধ মূর্খেরা ইহাকে যেরূপ সত্য প্রত্যক্ষ করে, সেইরূপ সত্য সত্য বলিয়া দৃঢ় রূপে মনে স্বীকার করে। অর্থাৎ বাজিকর শব্দে মায়া ব্রহ্ম যে লীলা দেখান, তাহাই আপনারা দেখিতেছেন। এই জগৎ সৃষ্টি নানা রূপে সত্য সত্য বোধ হই-তেছে। জ্ঞানির এই লক্ষণ যে, সমদৃষ্টিতে, জলেতে, বরফেতে আর মেঘেতে ইত্যাদিতে জলভাবে দেখেন; অর্থাৎ সকলকে আপনারই আত্মা জানেন, যে সকলই পরব্রহ্মের রূপ। আর অবোধ ব্যক্তি পৃথক্ ভাবে জল ভিন্ন, আর বরফ ভিন্ন, আর মেঘ ভিন্ন ইত্যাদি ভিন্ন ভাব দেখেন, আপনাকে এবং অপর সকলকেও ভিন্ন মনে করেন; আত্ম-দৃষ্টি রাখেন না, যে সকলেই আমার আত্মা; এবং যে সকল নানা ভাবের পদার্থ প্রকাশমান আছে, উহাতে সত্য সত্য মনে করিয়া অঙ্গীকার করেন ও আসক্তি রাখেন। আর জ্ঞানবান ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন ভাবের যে সকল পদার্থ রূপ প্রকাশমান আছে, সকলকেই অসত্য জানিয়া চিত্তের আসক্তি রাখেন না; সকলেতেই আত্মদৃষ্টি রাখেন, আর সকল ইন্দ্রিয়গণের ভোগ ও নানা

কর্ম্ম করিতেছেন বটে, কিন্তু উঁহাতে চিত্তের আসক্তি রাখেন না। সকলই করিতেছেন এবং কিছুই করিতেছেন না। আমি কর্ত্তা এরূপ অহংকৃত ভাব উঁহাতে প্রকাশজ্ঞান নাই; কিন্তু অবোধ ব্যক্তি এই ভাব রাখেন যে, যাহা কিছু সকলই আমি করিতেছি। ইহাতে কোনও চিন্তা করিবেন না। যে রূপই বোধ হউক, এবং যে রূপেতেই থাকুন, বিদ্যা পাঠ করুন, পাঠ করান, পুর্ণ পরব্রহ্মেতে নিষ্ঠা রাখিবেন, সকলকেই আপনারই আত্মা জানিবেন।

কর্ম্ম এবং কর্ম্মের ফল অবস্থা ভেদে মানিতে হইবে, যে রূপ স্বপ্নাবস্থাতে পুরুষ নানা প্রকারের কর্ম্ম করিতেছেন এবং আপনাকে কর্ত্তা বলিয়া বিবেচনা করিতেছেন, যে এই যে-সকল কর্ম্ম আমি করিতেছি তাহার ফল আমি ভুগিব এবং ভুগিতেছি। ইহা সত্য সত্য বলিয়া বোধ হয়। তখন ইহা বোধ হয় না যে আমি স্বপ্ন দেখিতেছি। এই জন্য স্বপ্নের ভোগ এবং স্বপ্নের কর্ম্মের ফল যতক্ষণ পর্য্যন্ত স্বপ্নাবস্থায় থাকে ততক্ষণ সত্য বলিয়া মানিতে হইবে। যখন স্বপ্নাবস্থা লয় হইয়া জাগ্রত অবস্থা হয় তখন স্বপ্নের পদার্থ সকল মিথ্যা বলিয়া বোধ হয়। তখন স্বপ্নের কর্ম্মও মিথ্যা বলিয়া বোধ হয়। কেন না যদ্যপি স্বপ্নের পদার্থ মিথ্যা হইল তখন স্বপ্নের কর্ম্মও মিথ্যা। সেই রূপ এ জগতে স্বপ্নে অজ্ঞান অবস্থাতে কর্ম্ম এবং কর্ম্মের ফল এবং কর্ত্তাও ভোক্তা বলিয়া বোধ হয় এবং মানিতে হইবে। যখন জ্ঞান রূপ জাগ্রত অবস্থা প্রাপ্ত হইবে তখন এই জগৎরূপী স্বপ্ন মধ্যে কর্ম্মও কর্ম্মের ফল কর্তৃত্ব এবং ভোক্তৃত্ব থাকিবে না।

ঈশ্বর ও জীবের জ্ঞান অজ্ঞান প্রভেদ।

অবোধ মনুষ্য অজ্ঞানবশতঃ জ্ঞানবান মনুষ্যের নিকট সন্দেহ করিয়া জিজ্ঞাসা করেন যে, যদ্যপি সকলই এক পুর্ণ পরব্রহ্মের রূপ, তবে ঈশ্বরেতে জ্ঞান ভাব ও জীবেতে অজ্ঞান ভাব, এরূপ প্রভেদ কেন? একজন লোক মরিলে সকলেই কেন মরিয়া যায় না? একজন খাইলে সকলেই কেন তৃপ্ত হয় না, এবং একজনের দুঃখ হইলে সকলেরই কেন দুঃখ হয় না? এইরূপে যে ব্যক্তি প্রশ্ন করেন,

তিনিই ধন্য; কারণ কি, ঐ ব্যক্তির চিত্তের বৃত্তি পূর্ণ পরব্রহ্মেতে সংযুক্ত হইয়াছে, যখন সে এইরূপ প্রশ্ন করিতেছে তখন সে মূর্খ নহে। ইহার অর্থ এইরূপ যে, সূর্য্যনারায়ণ পরমাত্মার সম্মুখে আতসী কাঁচ দেখাইলে অগ্নিব্রহ্ম বাহির হয়, ঐ অগ্নি হইতে কোটী দীপক জ্বালান, উহাদিগের এক দীপের অগ্নি নির্ব্বাণ করিলে, সেই অগ্নি বায়ুপ্রাণ হইয়া যান, আর যখন প্রাণ নিষ্পন্ন হইয়া যান, তখন উঁহাকে আকাশ বলা যায়। দীপকের অগ্নি বায়ু প্রাণের অবস্থা জানেন না, কেন না বায়ু সূক্ষ্ম এবং অগ্নি স্থূল, অতএব কেমন করিয়া বুঝিবেন? এই জন্য ভেদ থাকে। আর স্থূল দৃষ্টিতে অগ্নি তৈল পলিতা আহার করিতেছেন, সুখ দুঃখ বোধ ঘটাইতেছেন, আর স্থূল রূপেতে বিরাজমান আছেন; আর বায়ু যে প্রাণ, তাহা অগ্নি হইতে সূক্ষ্ম, সেই সকল স্থূল রূপের অবস্থা জানিতেছেন, কারণ কি বায়ু হইতে আকাশ সূক্ষ্ম, আকাশ ব্রহ্ম, সকলের অবস্থা জানেন, কিন্তু প্রাণবায়ু আকাশ ব্রহ্মের অবস্থা জানিতেছেন না। এইরূপ ব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ হইতে জীব শব্দের ভেদ হইয়া থাকে। অগ্নি শব্দ জীব, প্রাণবায়ু শব্দ ঈশ্বর। অগ্নি নির্ব্বাণ হইলে বায়ু রূপ হয়। আর বায়ু শব্দ ঈশ্বর নিষ্পন্ন হইলে আকাশ শব্দ ব্রহ্মেতে স্থিত হয়, আর আকাশ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়া কারণ পরব্রহ্মেতে স্থিত হয়। সেইরূপ রূপান্তর ভেদে জীব ও ঈশ্বরের জ্ঞান ও অজ্ঞানে ভেদ হয়, কেন না ঈশ্বর জ্যোতিঃস্বরূপ, সূক্ষ্ম, সর্ব্বব্যাপী, জ্ঞান স্বরূপ, সকলের অন্তরের অবস্থা জানেন। জীব শব্দ রূপান্তর ভেদে স্থূল রূপ বিষয় ভোগেতে আসক্ত থাকেন, এজন্য উহাকে অজ্ঞান বলা হয়, এবং ঈশ্বরকে জ্ঞানরূপ বলা হয়। মন বিষয় বাসনা হইতে নিবৃত্ত হইলে সূক্ষ্ম হয়, অর্থাৎ অভেদ হইয়া আনন্দ রূপে বিরাজমান থাকেন। জীব ও ঈশ্বরেতে জ্ঞান ও অজ্ঞানের ভাব এইরূপ বুঝিতে হইবে, জ্ঞানবান পুরুষ ইহা জানেন।

মৃত্যুর বিবরণ।

একজন মনুষ্যের মৃত্যু হইলে কেন সকলে মরিয়া যায় না, ইহার ব্যাখ্যা এই যে, আতসী কাঁচ দেখাইয়া সূর্য্যনারায়ণ হইতে অগ্নি উৎপন্ন করিয়া ঐ অগ্নিতে কোটী দীপ জ্বালাইয়া এক দীপের অগ্নি নির্ব্বাণ করাতে সকল দীপের অগ্নি নির্ব্বাণ

হয় না অথবা সুর্য্যনারায়ণও নির্ব্বাণ হয়েন না; সকল দীপের অগ্নি উঁহারই একারণ একজন মনুষ্য মরিলে অপর কেহ কিরূপে মরিবে? সকলেই ত উঁহার রূপ।

আহার বিবরণ।

আর একজন মনুষ্য আহার করিলে অপরের উদর কেন পূরণ হইবে না, ইহার ব্যাখ্যা এই যে, পূর্ব্বোক্ত কোটী প্রজ্জলিত দীপের মধ্যে কোন একটী দীপে তৈল দিলে অপর দীপ সকলের অগ্নির উদর কেমনে পূরণ হইবেক? এ কারণ একজন মনুষ্যের ভোজন করাতে সকলের পেট কেমনে ভরিবে!

সুখ দুঃখের বিবরণ।

একজন মনুষ্যের দুঃখেতে সকলের দুঃখ কেন হয় না, ইহার ব্যাখ্যা এই যে, এক দীপের অগ্নিতে ময়লা তৈল ও জলের ছিটা পড়াতে পট পট করে, আর উহার যে দুঃখ হয়, এ অবস্থা সকল দীপের অগ্নিতে হয় না। এই প্রকারে এক জন মনুষ্যের দুঃখে সকলে দুঃখী হইতে পারে না। দীপ শব্দে জীবের শরীর ও তৈল শব্দে জল যাহা আপনারা পান করেন, আর সলিতা শব্দে অন্ন যাহা আপনারা আহার করেন, আর অগ্নি শব্দে আপনারা জীব, যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহা শরীরেতে থাকে ততক্ষণ পর্য্যন্ত জল অন্ন পান ভোজন করিতে হইবেক, ইহা প্রাণের ধর্ম্ম। আর ময়লা তৈল যেমন অগ্নিকে দুঃখ দিতেছে, তদ্রূপ অবিদ্যা রূপ আশা, তৃষ্ণা, কাম, ক্রোধ, অহংকার, মান, অপমান, জয়, পরাজয়, মনুষ্যের এই সকল দুঃখদায়ক। এই রূপেতে ইহা বুঝিয়া লইবেন।

পরব্রহ্মের বহুরূপ।

একই ব্রহ্ম সকল রূপেতে প্রকাশমান; যথা বিষ্ণুর সহস্র নামেতে লিখা আছে "অনেকরূপরূপায় বিষ্ণবে প্রভবিষ্ণবে" অর্থাৎ একই কারণ পরব্রহ্ম

অনেকরূপেতে জগৎরূপ বিস্তার আছেন; আর পুনর্ব্বার অনেক হইতে এক হইয়া যান। আর যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রদীপে অগ্নিব্রহ্ম সাকার রূপেতে থাকেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত উঁহার তৈল সলিতার প্রয়োজন থাকে আর তাহা দেওয়া আবশ্যক হয় এবং সুখ দুঃখও বোধ হয়। আর যখন অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়া যান, নামরূপ রহিত নিরাকার হন, তখন কোটী মোন তৈল সলিতা দেও অগ্নি ব্রহ্মের কিছুই প্রয়োজন নাই! নিরাকার হইলে উঁহাতে পান, ভোজন, সুখ, দুঃখ ভোগ কিছুই থাকে না। কিন্তু সাকাররূপ থাকিলে সকল কিছুই হইয়া থাকে এবং বোধ হইয়া থাকে। এইরূপই আপনাতে আপনি বুঝিয়া লইবেন। যতক্ষণ আপনি সাকাররূপে বর্ত্তমান আছেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সকল ব্যবহার কার্য্য করিতে হইবেক; যে ইন্দ্রিয়ের যে ভোগ, তাহা ভোগ করিতে হইবেক। পাঠকরা, দেখা, শুনা, রসনা ইত্যাদি, আর বাসনা, খাওয়া, পাণ করা, বস্ত্র পরিধান, চলা, বেড়ান ইত্যাদি সকলই করিতে হইবেক ইহা ভিন্ন শরীরের কোন কার্য্যই চলিবেক না। ইহা বলপূর্ব্বক বন্ধ করিবার চেষ্টা করিলে দুঃখ ভোগ করিতেই হইবেক; দ্বিতীয় কেহই নাই যে ইহা খণ্ডন করে। যেমন এক তোলা জলপাণ করা তাহার ভোগ ও কর্ম্ম, আর সমস্ত জগতের ভোগ ভোগকরা ও ভোগ ও কর্ম্ম। একতোলা মাত্র জলপাণ করা আর সমস্ত পৃথিবীকে ভোগ করা এ উভয়ই সমান। যখন আপনাদের নির্ব্বাণ (মৃত্যু) হইবেক, নামরূপ রহিত হইবেন, তখন আপনার এই পার্থিব নানা প্রকারের ভোগ পড়িয়া থাকিবে, তখন আপনাদেরও কোন ভোগ্য বস্তুরই আবশ্যক থাকিবে না। আর মড়া শরীরকে কোটী কষ্ট দেয়; তাহা জিবের বোধ হয় না ঐ শরীরকে মাটিতে পুতিলে মাটীই হইবেক, জলেতে দিলে গলিয়া জল হইয়া যাইবেক কিম্বা জীব জন্তু পক্ষীতে খাইয়া ফেলিবে, আর অগ্নিতে দিলে ভস্ম হইয়া লয় হইয়া যাইবেক; ঐ মড়ারূপ প্রদীপে আপনাদের কিছুই প্রয়োজন নাই। যতক্ষণ শরীরেতে থাকিতে হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সকল কিছুই বোধ হইতেছে। স্বপ্ন অবস্থায় সুখ দুঃখ ভোগ, ভয় আদি জাগ্রত অবস্থাতে থাকে না, এবং জাগ্রত অবস্থার ভোগ সুষুপ্তি অবস্থাতে থাকে না, ইত্যাদি এইরূপে সকল বুঝিয়া লইবেন।

বিন্দু ও অর্দ্ধমাত্রা অর্থাৎ ওঁকার প্রণবের বিচার।

অকার, উকার, মকার রূপান্তর ভেদে পরব্রহ্মের নানা নাম কল্পিত আছে তাহা সংক্ষেপে লিখিতেছি বুঝিয়া লইবেন। ইহার অর্থ এই যে, যেরূপ একবীজ হইতে অঙ্কুর হয়, ঐ অঙ্কুর হইতে দুই শাখা হয়। এক শাখা ঠুঠা হইয়া থাকে, আর অপর শাখা হইতে প্রশাখা বাহির হয়। আর শাখার উপর শাখা হয় আর ঐ শাখার উপর ফল ফুল আদি ধরে। দেখ! একবীজ হইতে কতই শাখা, পাতা, ফল, ফুল অম্ল, মিষ্ট, পানসে, সুগন্ধ আর নানা নাম রূপগুণ ক্রিয়া কল্পিত হয়; আর ভিন্ন ভিন্নরূপ বোধ হয়। বীজশব্দে অর্থাৎ যিনি বীজ অবীজ, সত্য অসত্য, কারণ অকারণ, শূন্য অশূন্য, নিগুণ সগুণ, ব্রহ্ম পরব্রহ্ম ইত্যাদি শব্দ হইতে বিলক্ষণ অতীত তাহাঁকেই বীজ বলা হয়। অর্থাৎ শুদ্ধ চেতন কারণ পরব্রহ্মের নাম বীজ। সেই বীজ হইতে যে অঙ্কুর হয়, তাহাই বিন্দু শব্দ বাচ্য। সেই অঙ্কুর হইতে দুই শাখা হইয়াছে, একটী ঠুঠা শব্দ বাচ্য তাহাই অর্দ্ধ মাত্রা; আর একটী শাখা হইতে যে তিন শাখা হইয়াছে তাহাই অকার, লকার মকার অর্থাৎ ব্রহ্মা বিষ্ণু, মহেশ চন্দ্রমা সূর্য্য নারায়ণ অগ্নি এবং শাখার উপরে যে শাখা হয় তাহা চারি অন্তঃকরণ মন বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার; এবং লোভ, মোহ, আশা তৃষ্ণা ইত্যাদি। আর শাখার উপরে যে পল্লব পাতা ফল ফুল শব্দ; পাতা শব্দ জীবই ইত্যাদি পুংলিঙ্গ, ফুল শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ, ফল শব্দ ইন্দ্রিয়ের ভোগ। এইরূপ প্রণালীতে বুঝিয়া লইবেন। কেহ অকারকে ব্রহ্মা কহিতেছেন, আর উকার শব্দকে বিষ্ণু ভগবান কহিতেছেন, আর মকার শব্দকে শিব কহিতেছেন। এই তিন শব্দ প্রত্যক্ষ সাকার জ্যোতিঃমূর্ত্তি অর্থাৎ অগ্নি, চন্দ্রমা, সূর্য্যনারায়ণ স্বরূপ ব্রহ্মই হন। আর অকার শব্দ রজোগুণ ব্রহ্মা সূর্য্য নারায়ণ শব্দকে বলেন; কেহ বকারকে কেহ রুকারকে অকার বলেন। আর অকার শিবকে বলেন, আর শব্দকে বিষ্ণু ভগবান বলেন। কেহ উকার সত্বগুণ বিষ্ণু ভগবান চন্দ্রমা জ্যোতি ব্রহ্মকে বলেন। আর মকার অগ্নিব্রহ্ম শিবের নাম বলেন; যে তিনি তমোগুণ। উঁহাকে কেহ মকারও বলেন, কেহ চন্দ্রমাকেও মকার বলেন, কেহ সূর্য্যনারা-

রণকেও মকার বলেন, এ বিচারের সীমা নাই। এই প্রকার নানা নাম আপন আপন মতে কল্পনা করা হইয়াছে। কিন্তু না ব্রহ্মাই রজোগুণী না বিষ্ণু ভগবানই সত্বগুণী না শিব দেবতাই তমোগুণী; তিন শব্দই শুদ্ধ পরব্রহ্ম হইতে, ও স্বতঃপ্রকাশ পরব্রহ্মই। যিনি শিব বিশ্বনাথ নাম বাচ্য তিনিই ব্রহ্ম শব্দ, তিনিই ব্রহ্মা. তিনিই বিষ্ণু ভগবান, তিনিই দেবী মাতা অর্থাৎ পরব্রহ্মই। আর যিনি যেরূপ নাম কল্পনা করুন না কেন, কিন্তু উনি যাহা, উনি তাহাই, উঁহাতে এ অহংকার নাই যে, আমি অগ্নি, চন্দ্রমা, সূর্য্যনারায়ণ অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ। সত্ত রজ তমোগুণ শব্দের অর্থ এই যে, যে গুণ হইতে সৃষ্টি হয় তাহাকে রজোগুণ, আর যে গুণে সৃষ্টিকে পালন করে তাহাকে সত্বগুণ, আর যে গুণের দ্বারা অগ্নি তেজ রূপ হইয়া সকলকে ভস্ম করিয়া আপন রূপ কারণে স্থিত হন তাহাকে তমোগুণ সংহারকর্ত্তা নাম কহে, এই তিন গুণ পরব্রহ্ম হইতে পৃথক্ নহে অর্থাৎ পরব্রহ্মের স্বরূপ। আর এই তিন শব্দ জ্যোতি ব্রহ্মের "ত্রিস্থানং চ ত্রিমাত্রং চ ত্রিতং ব্রহ্ম চ" ইত্যাদি অর্থাৎ ইনি পরব্রহ্মই, ইনি অনাদি স্বতঃপ্রকাশ, অকার, উকার, মকার। এই তিন শব্দ জ্যোতিঃ ব্রহ্ম হইতে রাম শব্দ বলা যায়। চরাচর হইতে অবতার লোক পর্য্যন্ত ইঁহা হইতেই হইতেছেন আর ইহাতেই লয় হইতেছেন; ইনি অনাদি স্বতঃপ্রকাশ সদা একই ভাবে থাকেন। ব্রহ্মা ও শিব এবং বিষ্ণু ভগবান পৃথিবীর উপর নানা শরীর ধারণ করিয়া বেদ, শাস্ত্র ও তপস্যা করিয়াছেন ও কোটি কোটি বার জন্ম লইয়াছেন ও লয় হইয়া গিয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই, কিন্তু ইনি একই ভাবে আছেন। আর সূর্য্যনারায়ণের বীজ হইতে অকার, চন্দ্রমার বীজ হইতে মকার, আর অগ্নি ব্রহ্মের বীজ হইতে রকার এই তিনে রাম শব্দ হইতেছেন; অর্থাৎ রাজা প্রজা, চরাচর ইত্যাদি লইয়া ইহাঁকে রাম শব্দ বলা হয়। এইরূপে সকল বুঝিয়া লইবেন ও বিন্দু শব্দে সূর্য্যনারায়ণ ঈশ্বরকে জানিবেন।

ধর্ম্মাবলম্বী মতে জীবকে পরমাত্মার অধীন বলা হয় কিন্তু বিজ্ঞান মতে বলা হয় যে, প্রকৃতির অধীন জীব। ইহার অর্থ এইরূপে বুঝিয়া লইবেন, যেমন জলের অধীন মেঘ ও বরফ। এবং মেঘের অধীনতাতে কেবল বরফ। কারণ.

রূপ জল হইতে মেঘরূপ হয়, এবং সেই মেঘ রূপ হইতে বারি বর্ষণ হয়; সেই জল জমিয়া বরফ রূপ হয়। জলের, মেঘের এবং বরফের উপর কারণ রূপ জল-ভাবে দৃষ্টি দিলে কেহ কাহার অধীন নহে তিনটাই কারণ স্বরূপ বোধ হইবেক। রূপান্তর উপাধি ভেদে কারণ কার্য্যভাবে অধীনতা স্বাধীনতা ঘটিতেছে কিন্তু স্বরূপ পক্ষে অধীনতা ও স্বাধীনতা নাই তিনি বস্তুতঃ যাহা তাহাই আছেন। জল শব্দে পূর্ণ পরব্রহ্ম, মেঘ শব্দে প্রকৃতি পুরুষ ঈশ্বর, এবং বরফ শব্দে জীবকে বুঝি-বেন। যখন কারণ পূর্ণ পরব্রহ্ম জগৎরূপ বিস্তার হন তখন তাঁহার নাম প্রকৃতি পুরুষ ঈশ্বর। এবং অবিদ্যা আচ্ছন্ন রূপ জীব সংজ্ঞা বুঝিয়া লইবেন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত জীব মায়া মোহ তৃষ্ণাতে আসক্ত থাকে ততক্ষণ পর্য্যন্ত পরব্রহ্মের ও প্রকৃ-তির অধীনতা বলিয়া বোধ হইয়া থাকে।

পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের নানা নাম কল্পনার বর্ণন।

পরব্রহ্ম, ব্রহ্ম, ঈশ্বর, সচ্চিদানন্দ, বিষ্ণুভগবান, বিশ্বনাথ, দুর্লভ, দেবীমাতা, গড্ আল্লাহ, খুদা, অব্যয়, কূটস্থ, নিষ্ক্রিয়, সর্ব্বব্যাপী, অন্তর্যামী, ব্রহ্ম-গায়ত্রী, সাবিত্রী, শালগ্রাম, ব্যষ্টি, সমষ্টি, নির্গুণ, সগুণ, নিরাকার, সাকার, কারণ, সূক্ষ্ম, স্থূল, নারায়ণ, মহামায়া, মহালক্ষ্মী, মহাদেবী, মহাসরস্বতী, মহাভগবতী, শক্তি, চন্দ্রমা, সূর্য্যনারায়ণ, ইন্দ্রদেব, দৃশ্য, অদৃশ্য, নাশী, অবিনাশী, সত্য, অসত্য একই পরব্রহ্মের নাম দেশে দেশে আর মতামতের প্রভেদে নানা প্রকারে কল্পনা করা হইয়াছে। এই সমস্ত নাম রাশির কোনই অন্ত নাই, আর হইবেও না। এক অদ্বিতীয় সত্য শুদ্ধ চৈতন্য পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ শুদ্ধ আত্মা নিরাকার ও সাকার রূপেতে বিস্তার হইয়া আপনিই স্বয়ং বিরাজমান আছেন; দ্বিতীয় কেহ নাই, হয় নাই, হইবেও না। এই সকল নাম কেবল কল্পনা মাত্র। ঐ পর-ব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপে এরূপ নাই যে, "এইটী আমার নাম, আর ঐটী আমার নাম নহে।" উনি যাহা উনি তাহাই। আর যেমন, জল একই, কিন্তু ঐ জলের দেশে দেশে আর নানা ভাষার প্রভেদে অনেক নাম কল্পিত হইয়াছে; যেমন জল

পানী; সংস্কৃতে নীর, অম্বু, তোয়ঃ সরিতা, বারি, জীবন; ইংরাজিতে ওয়াটর, ফারসীতে আব্, বলা হয়; দক্ষিণ দেশে নীলু, কোন অন্য দেশে তণী, কোন কোন দেশে গরুণী, তরুণী, আর ভরণী কহা হয়; এই প্রকারে নানা নাম কল্পনা করা গিয়াছে, কিন্তু জল পদার্থ একই। কেহ জল বলিয়া পান করে, আর কেহ পানী বলিয়া পান করিতেছে। যে জল বলিয়া পান করিতেছে, তাহারও তৃষ্ণা নিবৃত্তি হইতেছে, আর যে পানী বলিয়া পান করিতেছে, তাহারও তৃষ্ণা নিবৃত্তি হইতেছে। আর জল রূপ ব্রহ্মের মনে এ ইচ্ছা নাই যে, "আমার এই নাম সত্য আর ঐ নাম অসত্য।" গীতাতে লিখা আছে যে,

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে, তাং স্তথৈব ভজাম্যহং"।

অর্থাৎ, যে যেরূপে আমাকে ভজনা করিবে, সে সেইরূপে আমাকে প্রাপ্ত হইবে।

কোন কোন অবোধ ব্যক্তি, যাহাদের স্বরূপের বোধ অথবা সমদৃষ্টি জ্ঞান নাই, কোন বিশেষ নামের সম্বন্ধে বলে, এই নামটী কল্যাণ রূপ; যেমন শিব নাম কল্পনায় কল্যাণ রূপের নাম হয়। যদ্যপি শিব নাম কল্যাণ রূপ হয়, তবে অপর অপর ইত্যাদি নাম কি অকল্যাণ রূপ? এসমস্ত নামই কল্পনা করা গিয়াছে। একটী নাম যদি কল্যাণরূপ হয়, তবে সকল নামই কল্যাণরূপ; না হয়ত সকল নামই অকল্যাণরূপ জানা উচিত। নিজ পক্ষপাত ত্যাগ কর, যাঁহার এই সকল নাম, তাঁহাকেই জান। আর এইরূপ ইত্যাদি নাম, পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃ স্বরূপে বোধ করিবে। আর জল ইত্যাদি নানা নাম উপাধি ত্যাগ কর, জল-পদার্থকে জান যে, এক রূপেরই জল ইত্যাদি নানা নাম কল্পনা হইয়াছে, আর জল পদার্থকে গ্রহণ কর। অর্থাৎ জল শব্দ পূর্ণ পরব্রহ্ম শব্দ, নানা নাম কল্পনা ইত্যাদি ত্যাগ করিয়া পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃ স্বরূপ গুরু আত্মাকে জান। জল দেখাতে কিম্বা জল জল শব্দ মুখে বলাতে তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয় না; জলপান করিলে পরে তবে তৃষ্ণার নিবৃত্তি হইবেক। এইরূপ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃ স্বরূপ গুরুকে জানিয়া লও। পূর্ণ রূপ জানিয়া উহাঁকেই গ্রহণ কর, অর্থাৎ ধারণা কর (দৃঢ়রূপে বিশ্বাস কর)। আর

নিরাকার রূপেতেই থাকুন অথবা সাকার প্রত্যক্ষ রূপেতেই থাকুন, তাঁহাকেই অঙ্গীকার কর। উনি যেরূপেই থাকেন, নিরাকার অথবা সাকার রূপে, তাহাতে কোন হানি নাই। কেহ বলেন যে, যদ্যপি পরব্রহ্মের ইচ্ছা নাই যে কেহ তাঁহাকে ভজনা করে অথবা না করে, তবে কেন তাঁহাকে ভজনা করিব ? ইহার উত্তর এই যে, যেমন জলের এ ইচ্ছা নাই যে, কেহ তাহাকে পান করে আর না করে, কিন্তু পিপাসার্ত্ত ব্যক্তি জল-পান করিয়া পিপাসা নিবারণ করেন। সেইরূপ তাঁহার ও ইচ্ছা নাই যে, কেহ তাঁহাকে ভজনা করে অথবা না করে ; কিন্তু অজ্ঞান দুঃখ নিবারণ জন্য তাঁহার উপাসনাদি করিতে হয়।

যতক্ষণ পর্য্যন্ত অজ্ঞান অবস্থাতে থাকা যায় ততক্ষণ এ জ্ঞান হয় না যে আমি কি আর কোন্ স্বরূপ, পরব্রহ্ম কি আর কোন্ স্বরূপ ; এই অজ্ঞান অবস্থার নাম স্বপ্নাবস্থা বলা যায়। যখন উপরিউক্ত রূপ জ্ঞান জন্মায় তখন জাগ্রত অবস্থা বলা যায় আর বিজ্ঞান অবস্থার নাম সুষুপ্তি অবস্থা, অর্থাৎ তখন পরব্রহ্ম ও আপন স্বরূপেতে নিষ্ঠা হইতে থাকে, আর যখন স্বপ্ন, জাগ্রত ও সুষুপ্তি তিন অবস্থার লয় হইয়া যায় অর্থাৎ অজ্ঞান জ্ঞান বিজ্ঞান এই তিন ভ্রম লয় হইয়া যায় তখন তুরীয় অবস্থা বলা হয় এবং সর্ব্বজ্ঞ পূর্ণ পরব্রহ্ম আপনি স্বয়ং বিরাজমান থাকেন। অর্থাৎ ব্রহ্ম আর পরব্রহ্ম শব্দের বোধ থাকে না, তিনি যাহা তাহা তিনিই। ইহার নাম তুরীয়াতীত জানিবেন।

অজ্ঞান রূপ অন্ধকার রাত্রিকে নাশ করিবার জন্য যখন চন্দ্রমা দেব জ্ঞানের প্রকাশ হন তখন অন্ধকার রাত্রি অজ্ঞান উঁহাতে লয় হইয়া যায় ; আর যখন সূর্য্যনারায়ণ বিজ্ঞান প্রকাশ হয় তখন উঁহাতে অজ্ঞান অন্ধকার কৃষ্ণপক্ষ চন্দ্রমা শুক্লপক্ষ জ্ঞান উভয়ই লয় হইয়া থাকে। যখন একই সূর্য্যনারায়ণ বিরাজমান থাকেন তখন বিজ্ঞান বলা হয় ; আর প্রাতঃকাল সূর্য্য উদয়ের পূর্ব্বে যখন কেবল জ্যোতির আভা মাত্র প্রকাশ হয়, তখন সূর্য্যনারায়ণ ব্রহ্ম থাকেন না এবং কৃষ্ণ-পক্ষ ও শুক্লপক্ষ রাত্রিও থাকে না, ইহাই তুরীয় অবস্থা ; এই অবস্থা অতীত হইলে সর্ব্বজ্ঞ পূর্ণ পরব্রহ্ম আপনি স্বয়ং বিরাজমান থাকিবেন। যদিও রূপান্তর

ভেদে পৃথক্ পৃথক্ বোধ হইতেছে বটে, কিন্তু তিনি যে অবস্থাতেই হউন স্বরূপই আছেন, অর্থাৎ যাহা তাহাই বিরাজমান আছেন।

যাঁহাকে পরব্রহ্ম বল তাঁহাতে এ ভাব নাই যে, আমি পরব্রহ্ম কিম্বা গড্ খুদা আল্লাহ আমিই; নিরাকার কিম্বা সাকার, নির্গুণ সগুণ বিষ্ণুভগবান, বিশ্বনাথ, দেবী মাতা, সূর্য্যনারায়ণ, চন্দ্রমা ব্রহ্ম আমি; উঁহাতে ব্যষ্টি সমষ্টি ভাব নাই, তিনি যাহা তাহা তিনিই; তিনি কি আর কোন্ বস্তু, তাঁহার আদি অন্ত তিনিই জানেন। উনি ভিন্ন আর অপর বস্তু জগতে কি আছে? অহং ভাব উঁহাতে হইতে পারে না কারণ যদি উঁহা ভিন্ন অতিরিক্ত কোন বস্তু থাকিত তবে উঁহার বলিবার ইচ্ছা হইত যে আমি পরব্রহ্ম, সচ্চিদানন্দ অথবা ব্রহ্ম। যখন সমস্ত তিনিই; তবে কেন তিনি বলিবেন আর কাহাকেই বা বলিবেন? এইরূপে পরব্রহ্মের কল্পিত নামে বুঝিয়া লইবেন। আর উঁহার যে সকল নানা প্রকার ভক্তি প্রীতির ভাবের নাম কল্পনা করা গিয়াছে তাহা কেবল অবোধ জিজ্ঞাসু লোকদিগের সংশয় ছেদের জন্য আর কিছুই নহে। যেহেতুক কোনও নাম লইয়া উপাসনা করিবে; যথা পরমেশ্বর, সচ্চিদানন্দ, গড্, আল্লাহ, খুদা, ঈশ্বর ইত্যাদি নাম বুঝিয়া লইবেন, যে নামে যে ভক্তি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক উপাসনা করেন, ঐ নামের অনুসারে তাঁহাকে ফল প্রাপ্ত হয়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত জীব অজ্ঞান অবস্থাতে থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ব্রহ্ম বাচক শব্দ বোধ হইয়া থাকে, আর বলেন যে "আমি ব্রহ্ম" ও তদ্রূপ অহংকার হয়; অর্থাৎ জ্ঞান, বিজ্ঞান অবস্থা পর্য্যন্ত বোধ হইয়া থাকে যে, আমিই পরব্রহ্ম; আর যখন আপনাকেই পূর্ণ সর্ব্বজ্ঞ দেখেন অথবা আপনিই রহিয়া যান, তখন উঁহাতে পরমেশ্বর, গড্, আল্লাহ, খুদা, ব্রহ্ম, সচ্চিদানন্দ শব্দ থাকে না, তিনি যাহা তাহাই বিরাজমান থাকেন, আর এখনও তাহাই, চাই যে রূপেতে থাকেন।

সকল মতের ভ্রম মীমাংসা।

জ্ঞানী ব্যক্তি ও নানা মতের বা সম্প্রদায়ের ব্যক্তি যাঁহার যেপর্য্যন্ত বোধ হইয়াছে, আপন আপন মত অনুসারে প্রতিপাদন করিয়াছেন; কিন্তু সকলের

উদ্দেশ্য একই, কেবল বুঝিবার ভেদ। যেমন, কেহ বলেন যে, আত্মা হইতে এই সকল সৃষ্টি হইয়াছে, অতএব সকলই আত্মা রূপ। আর কেহ বলেন যে ব্রহ্ম হইতে সৃষ্টি হইয়াছে, সকলই ব্রহ্মরূপ। আর কেহ বলেন যে, বীজ হইতে সৃষ্টি হইয়াছে, সকলই বীজ রূপ; আর কেহ বলেন যে চৈতন্য হইতে সৃষ্টি হইয়াছে, সকলই চৈতন্য রূপ; আর কেহ বলেন যে কারণ হইতে সৃষ্টি হইয়াছে, সকলই কারণ রূপ; অথবা কেহ বলেন যে আল্লাহ খুদা হইতে সৃষ্টি হইয়াছে সকলই আল্লাহ খুদারূপ, আর কেহ বলেন যে গড্ হইতে সৃষ্টি হইয়াছে সকলই গড্ রূপ; আর কেহ বলেন পরমেশ্বর হইতে সৃষ্টি হইয়ায়ছে, সকলই পরমেশ্বর রূপ; ইত্যা-দিতে সকলেরই ভাবার্থ এক, ইহান্ত ভিন্ন ভিন্ন বুঝিবেন না। যেমন জল সকল দেশেই এক পদার্থ, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা হওয়াতে উহার ভিন্ন ভিন্ন নাম উপাধি হইয়াছে, বস্তুতঃ শব্দার্থে একই পদার্থ বুঝায়, যেমন কেহ বলেন যে জল হইতে বরফ আর বৃষ্টি আদি হইতেছে অতএব সকলই জল রূপ। আর কেহ বলেন যে পানী ইত্যাদি হইতেছে সকলই পানী রূপ। আর কেহ বলেন যে বারি হইতে সকল হইতেছে সকলই বারি রূপ। আর কেহ বলেন যে তোয় হইতে সকল হইতেছে, সকলই তোয় রূপ; কেহ কহেন যে অম্বু হইতে সকল হইতেছে সকলই অম্বু রূপ; আর কেহ বলেন যে আব হইতে সকল হইতেছে সকলই আব রূপ; কেহ বলেন যে, ওয়াটর হইতে সকল হইতেছে সকলই ওয়াটর রূপ; আর কেহ বলেন যে নীলু হইতে বরফ ইত্যাদি হইতেছে, সকলই নীলু রূপ; ইহার অর্থ একই—এক পূর্ণ পরব্রহ্মকে জানিবেন। উহাঁরই নাম নানা দেশেতে আর নানা মতে কল্পনা করিয়া ব্যবহার কার্য্য ও পরমার্থ কার্য্য, পূর্ণ পরব্রহ্মের উপাসনা ভক্তি আপন আপন ইষ্ট জানিয়া সকলেই করিতেছেন। রাজা, প্রজা, স্ত্রী, পুরুষ ইত্যাদি সকলের ইষ্ট, গুরু, মাতা পিতা, পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃ স্বরূপ আত্মা এক জানিবেন।

যে যে রূপেতে বলেন তাহা প্রীতিপূর্ব্বক শুনিবেন এবং বিচার করিবেন, কাহারও সহিত কোন বিষয়ে তর্ক করিবেন না। সকলই সেই পরব্রহ্ম জ্যোতি-

স্বরূপ বিষ্ণুভগবানের স্বরূপ, আর সকলেই আপনাদের আত্মা যে যেমন বলেন তাহাতে ভেদ সংশয় করিবেন না। কেহ জলকে জল বলিয়া পান করিতেছেন, কেহ পানী বলিয়া পান করিতেছেন। জলের যে কোন নাম বলিয়া পান করুন না কেন, উহাতে অবশ্যই তাঁহার তৃষ্ণা নিবারণ হইবেক। কিন্তু ইহা নিশ্চয় ধারণা থাকা উচিত যে, সকল ভাষাতে ঐ জলেরই এই সমস্ত নাম। এই রূপ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিস্বরূপ গুরুতে বুঝিয়া লইবেন। আর এইরূপ শূন্যবাদী আত্মা অর্থাৎ নাস্তিক আর স্বভাব বাদী আর স্বতঃপ্রকাশ বাদী আত্মা অহমস্মি বাদী আত্মা আর সত্যবাদী আত্মা, আর অসত্যবাদী আত্মা, এবং অপরাপর মতবাদী কাহার সহিত পরস্পর বিরোধ রাখিবেন না, এবং বিরোধ করিবেন না। এই সকল নাম মাত্র। ইহার নাম রামলীলা। সকলই আপনার আত্মা। যে যেমন বলেন তাহার সার ভাবার্থ বুঝিয়া লইবেন। আর আপন অন্তরেতে পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিস্বরূপ গুরুর প্রতি নিষ্ঠা রাখিবেন। যে যেরূপ বলে, তাহা শুনিবেন, তর্ক করিবেন না, আপনাতে আনন্দে থাকিবেন। ইহা কি রূপ লীলা? যেমন নিদ্রাবস্থাতে নানা ব্যক্তি নানা প্রকারের স্বপ্ন দেখেন আর পরস্পর সকলেরই আপন আপন স্বপ্ন সত্য বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু কেহ অপরের স্বপ্নের অবস্থা জানেন না যে তিনি কি দেখিতেছেন; কিন্তু যে পুরুষ স্বপ্ন দেখান তিনি সকলের স্বপ্নাবস্থা জানেন। কেহ রাজ্য কৈলাস ভোগ করিতেছেন, কেহ আকাশ দেখিতেছেন, কেহ বেদ শাস্ত্র পড়িতেছেন, ও তপস্যা করিতেছেন, যে অহমস্মি আমি সচ্চিদানন্দ, আর কেহ শূন্য দেখিতেছেন, আর কেহ স্বভাব রূপ হইতে স্বভাব দেখিতেছেন যে, স্বভাব হইতে এই জগৎ হইতেছে আর ইহা স্বভাবেরই রূপ। সকলকে সমানই বোধ হইতেছে। যখন জাগ্রত হন তখন সকল ব্যক্তিরই ঐ স্বপ্ন অসত্য হইয়া যায়, আর তাঁহারা আপন আপন ঐ সৎ অসৎ স্বপ্নকে প্রতিপাদনে নানা মত ও সম্প্রদায়িক শাস্ত্র রচনা করিয়া থাকেন। কেহ বলেন যে, আকাশ শূন্য কেহ বলেন যে সত্য অহমস্মি আমি সচ্চিদানন্দ ইত্যাদি। কারণ কি, বিচার করিয়া দেখুন্! যে স্বপ্নাবস্থা ও জাগ্রতাবস্থা উভয় অবস্থাতে শূন্য

শব্দ আকাশ আর সত্য অহমস্মি সচ্চিদানন্দ বোধ হইতেছে। আর যখন দুই ব্যক্তি অথবা অনেক লোক সুষুপ্তি অবস্থাতে থাকেন তখন উঁহাদের কিছুই বোধ থাকে না যে, শূন্য আকাশ আর অহমস্মি সচ্চিদানন্দ এই দুই শব্দের অভাব হইয়া যাইতেছে। এইরূপে স্বরূপ ভাব বোধ হইলে অহংভাব থাকিবে না। এই রূপই কাহারো অজ্ঞানাবস্থার স্বপ্ন ও কাহারো জ্ঞানাবস্থার স্বপ্ন ও কাহারো বিজ্ঞানাবস্থার স্বপ্নকে মতান্তর ভেদে ভেদাভেদ করিয়া গিয়া থাকায় নানা ভ্রম বোধ হইতেছে। বিচার করিয়া দেখুন্ যে, জন্মের পূর্ব্বের কথা কিছুই জানা যায় না যে, এমন সৃষ্টি কখন দেখিয়াছিলাম কি না সত্য ছিল কিম্বা শূন্য ছিল? আর পশ্চাতেরও নিশ্চয় নাই যে, কোন্ সময় প্রাণ বাহির হইয়া যাইবে। এক মুহূর্ত্তেরও নিশ্চয় থাকে না যে কি হইবে। আর আপনারা আপন আপন মত সিদ্ধ করিতেছেন, আর অপরাপরের মতকে অসত্য বলিতেছেন। বিচার করিয়া দেখুন্, যে কাহার মত সত্য আর কাহার মত অসত্য। স্বপ্নেতে সকলকেই সত্য বোধ হইতেছে, আর জাগ্রত অবস্থাতে সকলকেই অসত্য দেখাইয়া দিতেছেন; আপনি স্বয়ং বিরাজমান থাকেন, অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্মই বিরাজমান থাকেন; তিনি সত্যও নয়, এবং মিথ্যাও নয়; শূন্যও নয় এবং অশূন্যও নয়। সকল শব্দ হইতে অতীত যিনি তিনিই। আর যখন ব্রহ্ম কারণ সত্য স্বরূপ, তখন শূন্য ও সত্য শব্দ তাঁহারই প্রতিপাদন করিতেছে। তিনি সত্য রূপ আছেন বলিয়া তবেত আপনারা হইয়াছেন আর নানা প্রকার প্রতিপাদন করিতেছেন। যদ্যপি পরব্রহ্ম না থাকিতেন, তবে আপনারা সত্য অসত্য শব্দ কোথা হইতে বলিতেন। আর যে রূপ, মায়া ব্রহ্ম নানা প্রকারের সৃষ্টি করেন, যাহাকে যে রূপ দেখাইয়াছেন তাহাকে সেইরূপ বোধ হইতেছে, তদ্রূপ আপনারা বুঝিবেন যে, এই সকল নানা মত ও শব্দ তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন ও বলাইতেছেন। ইহার সার ভাব এই বুঝিবেন যে, শূন্য দ্বৈত অদ্বৈত সত্য বলিবার অর্থ এই যে, যদি শূন্য অথবা দ্বৈত না বলা যায়, তবে সত্য বা অদ্বৈত কিরূপে প্রতিপাদন করা যাইবেক কিম্বা বোধ হইবেক। আর শূন্য বলাতে সত্য সিদ্ধ হইতেছে এবং দ্বৈত বলাতে

অদ্বৈতের বিচার হইতেছে, এ কারণ মায়া ব্রহ্ম শূন্য ও সত্য কিম্বা দ্বৈত অদ্বৈত বলাইয়াছেন। শূন্যবাদী কিম্বা দ্বৈতবাদী গরিবদের কিছুই দোষ নাই, সকলেই আপনারি আত্মা। যদ্যপি আপনারা এই সার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিয়া থাকেন, তবে উঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিবেন; যাহাতে সকলই মিলিয়া সুখে থাকেন, শাস্ত্রের যে মতে যাঁহার সংস্কার হইয়া গিয়াছে, তিনি সেই মত প্রতিপাদন করিতেছেন অর্থাৎ যাঁহার দ্বৈত মতের সংস্কার তিনি দ্বৈত এবং যাঁহার অদ্বৈত মতের সংস্কার তিনি অদ্বৈত মত প্রতিপাদন করিতেছেন। কাহারও ইহা বোধ নাই যে, এই লীলা কি রূপ; যেমন একদিকে রামচন্দ্র প্রভুর দল সাজিতেছে, আর একদিকে রাবণের দল সাজিতেছে, যখন উভয় দলই সাজেন তখন রামলীলা উত্তম রূপে সম্পন্ন হয়; আর যখন উভয়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপ না সাজিবে অর্থাৎ এক দল মাত্র থাকিবেক, তখন কি রূপে রামলীলা হইবেক। এই প্রকার নানা মত ইত্যাদিতে শূন্যবাদী ও সত্যবাদী দ্বৈতবাদী ও অদ্বৈতবাদী অহমস্মিবাদী আর শাস্ত্র পুরাণ বেদ বেদান্ত বাইবেল কোরাণ ইত্যাদির সম্বন্ধে বুঝিয়া লইবেন। আর যদ্যপি সকলেরই একই ভাব মত বুদ্ধি হইত, তবে উত্তর প্রশ্ন, যুদ্ধ রামলীলা কেমন করিয়া হইত; এইরূপ সকল মতের সম্বন্ধেই জানিবেন, কোন গরিবেরই দোষ নাই। কাহারও মত অসত্য নয়, এবং কাহারও মত সত্যও নয়। সকলেরই মত সত্য কিম্বা সকলেরই মত অসত্য মায়া ব্রহ্ম বাজিকর রূপ ধারণ করিয়া যাহাকে যে রূপ দেখাইতেছেন, তাহার তাহাই বোধ হইতেছে। সকলই পূর্ণ পরব্রহ্মের রূপ, আর সকলই আপনারই আত্মা; সকলেই মিলে মিশে চলুন যাহাতে সকলে সুখী থাকিবেন। আর মায়া ব্রহ্ম কোন মতেই পরব্রহ্ম হইতে কিঞ্চিৎ মাত্রও ভিন্ন নন।

দ্বিতীয় অধ্যায়—শাস্ত্র তত্ত্ব।

বিদ্যার বিষয়।

বিদ্যা কাহাকে বলে? বেদ শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করিয়া লওয়ার নাম বিদ্যা নহে, এই অর্থে শ্লোক যথা—

"মথিত্বা চতুরান্ বেদান্ সর্ব্ব শাস্ত্রানি চৈ বহি।
সারন্তু যোগিনো পীত্বা তক্রং পীবন্তি পণ্ডিতাঃ॥"

ইহার অর্থ এই যে, চারি বেদ, ছয় শাস্ত্র, আঠার পুরাণ পাঠ করিয়া যতক্ষণ পর্য্যন্ত শুদ্ধ চৈতন্যতে ভক্তি, শ্রদ্ধা নিষ্ঠা না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত পণ্ডিত ঘোল পান করিয়া থাকেন এবং অহংকারে ভুলিয়া থাকেন। আর যোগী সাধু মহাত্মা ও প্রিয় ভক্তজন পরব্রহ্ম রূপ সার ঘৃত পান করিয়া থাকেন। শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে অন্তর হইতে দ্বৈতভাব দূর হয় না; শঙ্কা কিঞ্চিৎ থাকিয়া যায়; একেবারে অন্তঃকরণ নিঃসন্দেহ হয় না। এনিমিত্ত শাস্ত্র অধ্যয়নের নাম বিদ্যা নহে যাহার দ্বারা ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয় তাহাকেই বিদ্যা বলে। অভেদ, নির্ভয়, অচল নিষ্ঠা, যাহা চঞ্চল নয় দৃঢ়, তাহাই বিদ্যা। ব্রহ্ম ভিন্ন ব্রহ্ম প্রাপ্তি কেহই করাইতে পারেন না, ব্রহ্ম প্রাপ্তি ব্রহ্মই করান। তাঁহার কৃপা ব্যতীত মনুষ্যের কি সাধ্য আছে যে, তাঁহাকে প্রাপ্ত হইতে পারে? তাঁহার প্রাপ্তি উদ্দেশে যে কোন কার্য্য করা হয়, তাহাকে ও তাঁহার কৃপা বলিয়া জানা উচিত; কারণ তাঁহার কৃপা ভিন্ন তাঁহার প্রাপ্তি কামনা কদাচই জীবে উদয় হয় না। "নিজগুণে যদি নাথ, করুণা নয়নে দেখ; নইলে জপ করে যে তোমায় পাওয়া সেসব কথা ভূতের সাঙ্গা" (কমলাকান্ত-পদ)। দেবী মাতাকে বিদ্যা কহে, অর্থাৎ সদা জ্ঞানস্বরূপ পরব্রহ্মের নামই বিদ্যা শাস্ত্র পুরাণেতে উঁহার অনেক নাম লিখা আছে। বিদ্যা অর্থাৎ মহা বিদ্যা, মহাশক্তি প্রাপ্ত হইলে এ সংসারে তাহার আর কিছুই বাকি থাকে না। ইহাতে আত্ম-বোধ স্বরূপে নিষ্ঠাও হয়, এবং

পৃথিবী কৈলাস বৈকুণ্ঠ ইত্যাদির ভোগ প্রাপ্তও হইয়া থাকে। অর্থাৎ যাহার পূর্ণ পরব্রহ্মেতে নিষ্ঠা অথবা অচলা ভক্তি নাই অর্থাৎ যাহার স্বরূপ বোধ নাই, সে বলে সেব দেবী মাতার মুক্তি দিবার সামর্থ নাই। যিনি যে কামনাতে সত্য কর্ম্ম, সত্য ধর্ম্ম, আদি করিতেছেন তাঁহার তাহাই প্রাপ্ত হয়। যেমন রাজার নিকট দরিদ্রগণ ধন আকাঙ্ক্ষা করিয়া যাচ্ঞা করিতে যাইলে, বাহিরে প্রহরীগণ উহাকে নিবারণ করিয়া রাখে, রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে দেয় না, যাহা কিছু নিয়মিত বাঁধা থাকে, তাহাই সে পাইয়া থাকে। সেই রূপ যিনি যে বাসনা করেন তাঁহার তাহাই প্রাপ্তি হয়; তখন তিনি এইরূপ বর্ণন করেন যে, রাজার এই দ্রব্য দিবার সমর্থ আছে, ইহা ভিন্ন অপর কিছুই দিবার ক্ষমতা নাই, কিন্তু যে অযাচক ব্যক্তি কেবল রাজারই সহিত মিলিতে যান, রাজা আসিয়া তাঁহার সহিত মিলেন। যে ঋষি মুনি প্রভৃতি যে যেরূপ বাসনা করিয়া যে যে বাঞ্ছিত পদার্থকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি কহিয়াছেন যে, দেবী মাতা অর্থাৎ জ্যোতিঃ-স্বরূপের সেই সেই পদার্থ দিবার সামর্থ আছে।

রাজা শব্দে পূর্ণ পরব্রহ্ম,আর দরিদ্র শব্দে তৃষ্ণাযুক্ত ব্যক্তি,আর প্রিয় লোক শব্দে যে নিষ্কামী এবং সকল সত্য ,কর্ম্ম ও ধর্ম্ম করেন ও করান কিন্তু ফলাফলের ইচ্ছা রাখেন না; আর আত্ম পিপাসু পরব্রহ্মের প্রিয়,তাঁহার নিকট পরব্রহ্ম শীঘ্র প্রত্যক্ষ, বাহির হইতে প্রকাশমান হইয়া যান,নিরাকার সাকার প্রত্যক্ষ বিস্তার রূপেতে,ভিতর সর্ব্বদা জীবন্মুক্ত আনন্দ স্বরূপ থাকেন; যেমন স্বপ্ন হইতে জাগ্রত হইয়া থাকেন। নচেৎ কাগজে কালীর অক্ষর পাঠ করাকে বিদ্যা বলা যায় না। ব্রহ্মের নাম বিদ্যা। নিষ্কাম কিম্বা সকাম যেরূপেতেই হউক, সত্য কর্ম্ম কর, তাহাতে কোন চিন্তা নাই, উভয়ই শুভদায়ক,অর্থাৎ এই যে,সুপাত্র পুত্র ও কন্যা মাতাপিতার সেবা করে অথবা উহাদের আজ্ঞানুসারে কার্য্য করে, তাহাদের এ ইচ্ছা করা উচিত নয় যে, আমি মাতাপিতার সেবা করিব, ইহার ফল উহাঁদের নিকট হইতে লইব। আর জানা উচিত যে, ইহা আমার মাতাপিতার কর্ম্ম, অতএব তাহা আমারই কর্ত্তব্য কর্ম্ম। আর মাতাপিতার আপনা হইতেই ইচ্ছা থাকে যে, আমার পুত্র কন্যা কি উপায়েতে

সুখে থাকিবে, এবং তাহাই তাঁহারা করিয়া থাকেন। এইরূপে রাজা প্রজা পুত্র কন্যা কি উপায়েতে সুখী থাকিবেন, তাহাই পরব্রহ্ম আপনিই করিয়া থাকেন। এস্থানে মাতাপিতা শব্দে পরব্রহ্ম জ্যোতি স্বরূপ এবং পুত্র কন্যা শব্দে রাজা প্রজা চরাচর সংসার বুঝিয়া লইবেন। আর বিচার করিয়া দেখুন যে, সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে পরব্রহ্ম মাতা পিতা প্রসূতীর স্তনে দুগ্ধ দিয়া তবে সন্তান ভূমিষ্ঠ করান। তাঁহার আজ্ঞা এই যে, সত্য ধর্ম্ম আদির বিচার আর উপাসনা যজ্ঞাহুতি ইত্যাদি করা ও করান; ক্ষুধার্ত্তকে ভোজন ও পিপাসার্ত্তকে জল, দুঃখীকে সুখ দেওয়া ইত্যাদি। কাহারও রাজ্যে কেহ কোন বিষয়ে দুঃখ না পায়, তাহাই যত্ন করিবেন। আপনারা রাজা প্রজা যে বিষয়ে সুখী থাকিবেন, তাহাই ঈশ্বর করিবেন। সকল কার্য্যেতে দোষ ত্যাগ করিয়া গুণকে গ্রহণ করা, ইহাই সুপাত্র পুত্র কন্যা জ্ঞানবানের লক্ষণ। সদা চিত্তের বৃত্তি পূর্ণ পরব্রহ্মেতে সংযুক্ত রাখিবেন, রাজ্য ভোগেতে ভুলিয়া থাকা উচিত নহে।

চারি বেদ বিভাগ বিবরণ।

কেহ কেহ সন্দেহ করেন যে, আদিতে একটী মাত্র বেদ ছিল মধ্যে ব্যাসদেব এক বেদের চারি ভাগ করিয়া চারি প্রকার উপাধি করিলেন কেন। ইহার অর্থ এই যে, যেমন ব্যবহার কার্য্যেতে উত্তম অধিকারী, মধ্যম অধিকারী, অধম অধিকারী; এবং অধমাধম অধিকারী বলা যায়। যেমন বালককে প্রথমে ক, খ ইত্যাদি শিক্ষা দিতে হইবেক। তাহার পর যুক্ত অক্ষর শিক্ষাদিতে হইবেক; পরে বর্ণাশুদ্ধি শিক্ষা দিতে হইবেক পরে ব্যাকরণ শাস্ত্র পাঠ করাইতে হয় পরে বহুবিধ উত্তম উত্তম গ্রন্থাদি পাঠ করাইতে হয়। ক্রমশঃ বালক বিদ্যা পক্ষে ব্যুৎপত্তি লাভ হেতু উত্তর উত্তর তাহার অধিকার বৃদ্ধি হইতে থাকে। এইরূপ বেদ পক্ষে যে ব্যক্তি যেমন অবস্থার অধিকারী তাহাকে সেইরূপ উপদেশ বলা হইয়াছে। যথা, সাম বেদে উপাসনা বিষয় বিশেষ রূপে বর্ণন আছে। ঋক্ বেদে জ্ঞান কাণ্ড বিশেষ রূপ বর্ণন আছে। এবং যজুর্ব্বেদে কর্ম্মকাণ্ড বিশেষ রূপে বর্ণন আছে।

আর অথর্ব্ববেদে মারণ উচ্চাটন বশীকরণ ইত্যাদি ইন্দ্রজাল বিদ্যা বিশেষ রূপ বর্ণন আছে। যখন অবোধ নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির ব্যক্তিগণের ইন্দ্রজাল করিবার ইচ্ছা হয় তখন সে অথর্ব্ব বেদের মতাবলম্বী হয়। পরে যখন সে তাহাতে কষ্ট ভোগ করিয়া পরমার্থ পক্ষে কোন ফল লাভ না পায় তখন যজুর্ব্বেদের কর্ম্ম করিয়া কৈলাস বৈকুণ্ঠ ইত্যাদি ভোগের ইচ্ছায় যজুর্ব্বেদোক্ত নানাবিধ সকাম কর্ম্মকাণ্ডে প্রবৃত্ত হয়। পুনশ্চ তাহাতেও পরমার্থ পক্ষে কোন ফল লাভ না পাইয়া তখন সে পূর্ণ পরব্রহ্মের উপাসনাতে প্রবৃত্ত হইয়া সাম বেদের মতাবলম্বী হওয়াতে বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হইয়া সৎ অসৎ, দ্বৈত অদ্বৈতের বিচারে সক্ষম হইল তখন সে ঋক্‌বেদের অধিকারী হইল। পরে যখন আপন স্বরূপ এবং পরব্রহ্মের স্বরূপ অভেদ বোধ হইল তখন চারিবেদই তাহার অন্তরে লয় হইল। তখন আর তাহার বেদের প্রয়োজন থাকিল না।

শব্দার্থ বিচার।

অজ্ঞান বশতঃ লোকে শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ না বুঝিয়া বিবাদ বিশম্বাদ করিয়া বৃথা কাল ক্ষেপ করিয়া কষ্ঠ পান। শব্দার্থ কামধেনুবৎ, ইহার অন্ত নাই। যেমন জল একটি শব্দ ইহার দেশ এবং নানা ভেদে কত নাম কল্পিত আছে তাহার সংখ্যা নাই। যদ্যপি এক জল শব্দের অর্থকরা যায় তাহা হইলে দেখ (জ-অ-ল) তিন শব্দ হইল যদ্যপি বর্গীয় "জ" হয় তাহা হইলে এই পরিদৃশ্য মান সমস্ত স্থূল পদার্থকে বুঝায় আর যদ্যপি অন্তস্থ "য" হয় তাহা হইলে চারি অন্তঃকরণ মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার, আশা, তৃষ্ণা, লোভ, লালসা, মান এবং অপমান ইত্যাদি সূক্ষ্ম ভাবে যে কার্য্য হইতেছে তাহাকে বুঝায়, ও "অ" শব্দ অব্যয়, যাহাদ্বারা শব্দ উচ্চারণ হইতেছে তেজ স্বরূপ, ও "ল" শব্দ লিঙ্গাকার স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ লিঙ্গ শরীর এইরূপে জল শব্দ ইহাতে নানা প্রকার অর্থ হইল এবং আরও হইতে পারে, এই জলের কত নাম আছে যদ্যপি এক এক নামের অর্থ করিয়া দেখা যায় তাহা হইলে বুঝিতে পারা যাইবে যে এই শব্দার্থের অন্ত নাই কিন্তু

জলের কোন পরিবর্ত্তন হয় না জল যাহা তাহাই থাকে কেবল শব্দার্থ করিয়া নিস্প্রয়োজনীয় বৃথা বিবাদের উদয় হয়। শাস্ত্রে ঋষি, মুনি কত প্রকারের শব্দার্থ করিয়া গিয়াছেন তাহার সংখ্যা নাই। অতএব এই জলের বিশেষ বিশেষ যে শব্দার্থ নাম তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক জল যে পদার্থ তাহাকে গ্রহণ করিলেই সমস্ত সন্দেহ ভঞ্জন হইতে পারে। সেই প্রকার জল শব্দ স্বরূপ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃ-স্বরূপকে নানা দেশে নানা মতে নানা নাম কল্পিত করিয়া পরমেশ্বর খোদা আল্লা ঈশ্বর প্রভৃতিতে উপাসনা করিতেছে। এই সকল নানা নাম শব্দার্থ উপাধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বার যে শুদ্ধ চেতন, পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিস্বরূপ, আত্মা গুরু তাঁহাকে গ্রহণ করিলেই সমস্ত সন্দেহ ভঞ্জন হইতে পারে।

ব্যাকরণোক্ত বর্ণ সকলেরতত্ত্ব নিরূপণ।

ব্যাকরণেতে যে স্বর আর ব্যঞ্জন বর্ণ বলা হইয়াছে; এবং ক্লীবলিঙ্গ, পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ বলা হইয়াছে; তাহা কাহাকে বলা হয়, ইহার অর্থ সংক্ষেপেতে কিঞ্চিৎ বলিতেছি আপনারা বুঝিয়া লইবেন। যেরূপ এক কারণ কালিতে তেরটী স্বর বর্ণ এবং পঁইত্রিশটী ব্যঞ্জন বর্ণ লিখা যায়, আর একই কালিতে পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ শব্দ লিখা হয়। ক শব্দ পুংলিঙ্গ এবং কাঁ শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ আর কিং শব্দ ক্লীবলিঙ্গ। এবং এই তিনটী শব্দই কল্পিত নাম মাত্র, তিনের কারণ একই কালি। আর ব্যবহার কার্য্যেতে ক স্থানে হ লিখাতে আর 'কি' স্থানে ক লিখাতে অথবা বলাতে কিম্বা সমুদায় বর্ণও শব্দকে কালি বলিলেও ব্যবহার কার্য্য চলিবে না অর্থাৎ বুঝিতে পারা যাইবে না। এ কারণ ভিন্ন ভিন্ন নানা নাম ও রূপ এ প্রকারে গুণ ক্রিয়াও কল্পনা করা গিয়াছে। আর কালি শব্দে শুদ্ধ কারণ পূর্ণ পর-ব্রহ্ম। আর যখন নিরাকার হইতে সাকার বিস্তার রূপ বিরাজমান আছেন তখন উঁহারই নাম ওঁকার প্রণব ব্রহ্ম কল্পনা করা গিয়াছে। আর উঁহা হইতে দুই ভাগ, স্বর ও ব্যঞ্জন শব্দ, বিস্তার হইয়াছে। বিরাট বৃক্ষ রূপ চরাচর স্বারা প্রজা-গণ বিস্তার রূপ পূর্ণ। অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ এ ঐ ও ঔ এই তেরটী স্বর বর্ণ;

কিন্তু হিন্দু শাস্ত্র মতে ষোলটী স্বর বর্ণ। স্বর বর্ণ স্বতঃ প্রকাশ তথা এই শরীরেতে জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল স্বর বর্ণ। চরাচরেতে নাসিকা দ্বার দুই (প্রাণরূপ,) আর কর্ণ দ্বার দুই আর নেত্র দ্বার দুই আর হস্তেতে দুই পায়ে দুই সেইরূপ পারু (গুহ্য দেশ) ও লিঙ্গ দ্বারে দুই মুখেতে এক এই তেরই স্বর বর্ণ সূক্ষ্ম রূপে জ্যোতির অংশ আছেন। আর কেহ এরূপ সন্দেহ না করেন যে বৃক্ষাদিতে কোনই ইন্দ্রিয় নাই। বিনা ইন্দ্রিয় উহাতে কি রূপে জল প্রবিষ্ট হইতেছে, যাহাতে বৃক্ষাদি বৃদ্ধি হইতেছে, আর সজীব রহিয়াছে; এবং চৈতন্য ভিন্ন কিরূপে বৃদ্ধি হইবে? আর ব্যঞ্জন বর্ণ ৩৫টী যথা, কখগঘঙ। চছজঝঞ। টঠডঢণ। তথদধন। পফবভম। যরলবশষসহঃং। ব্যঞ্জন বর্ণ পরতঃ প্রকাশ হইতেছেন। এই পিণ্ড দেহ শরীরেতে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহায়তায় প্রকাশ হইতেছে। এই ৩৫ বর্ণেতে ক হইতে ম পর্য্যন্ত পঁচিশ স্পর্শ বর্ণ বলা হইয়াছে; আর পঁচিশ তত্ত্ব ব্রহ্ম, আর পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয় আর পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, আর ছয় রিপু (কাম ক্রোধ ইত্যাদি) আর তিনগুণ (রজ স্তমো সত্বঃ) আর মন, এই পঁচিশ প্রকৃতি শব্দ বুঝিয়া লইবেন। য র ল ব এই চারি বর্ণ চারি অন্তঃকরণ বাচক শব্দ। আর শ, ষ, স, হ এই চারি বর্ণকে উষ্ম বর্ণ বলা হয়, অর্থাৎ চারি বেদ জ্যোতিঃ স্বরূপ জানিবে। আর অনুস্বর ও বিসর্গকে বুদ্ধি আর চিত্ত বুঝিয়া লইবেন। বিসর্গ জ্যোতিঃ স্বরূপ বিরাটের নেত্র, অর্থাৎ চন্দ্রমা ও সূর্য্য নারায়ণ। অনুস্বর শব্দ তিল মাত্র যাহা সকলের মস্তকের উপর বিরাজমান আছেন অর্থাৎ জ্যোতি ব্রহ্মকে বুঝা উচিত।

প্র হইতে আ পর্য্যন্ত বিংশতি অব্যয় অর্থাৎ ব্রহ্মকেই উপসর্গ বলা হয়, এই বিংশতি শব্দের অর্থ এই যে, পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, আর চারি অন্তঃকরণ অর্থাৎ মন বুদ্ধি চিত্ত অহংকার; আর ছয় রিপু অর্থাৎ কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য। ইহাদের গুণ সকলকে উপসর্গ জানা উচিত। আর এক একটীকে বর্ণ বলা হয়। চরাচর সহিত এই সকলকে একই বিরাট পূর্ণ পরব্রহ্ম বুঝিয়া লইবেন। বলা, শুনা, চলা ইত্যাদি যে বর্ণ হইতে যে কার্য্য হইবার হয় তাহা হইতেছে।

বর্ণের উচ্চারণ স্থান ও স্বরূপ।

অ আ ই ইহাদের উচ্চারণ স্থান কণ্ঠ ভাগ; উহাদিগকে কণ্ঠ্য বর্ণ বলে; উহারা অগ্নি, চন্দ্রমা এবং সূর্য্যনারায়ণের প্রতিবিম্ব ও স্বরূপ। কখগঘঙ। ইহাদের উচ্চারণ স্থান জিহ্বা মূল, এজন্য ইহাদিগকে জিহ্বা মূলীয় বর্ণ বলা হয়। ক বায়ুর অংশ, খ অগ্নির অংশ, গ পৃথিবীর অংশ, ঘ জলের অংশ, ঙ আকাশের অংশ; এবং এইরূপ সকল বর্ণেই পরব্রহ্মের অংশ কল্পনা করা গিয়াছে। ই ঈ চছজঝঞ-যশ ইহাদের উচ্চারণ স্থান তালু এজন্য ইহাদিগকে তালব্য বর্ণ বলা হয়, ইহারা সূর্য্যনারায়ণ ও চন্দ্রমা উভয়ের প্রতিবিম্ব। ঋ ৠ টঠডঢণরষ ইহাদের উচ্চারণ স্থান মূর্দ্ধ, এজন্য ইহাদিগকে মূর্দ্ধণ্য বর্ণ বলা হয়; সূর্য্যনারায়ণ, চন্দ্রমা ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব। ৯ তথদধনলস ইহাদের উচ্চারণ স্থান দন্ত, এজন্য ইহাদিগে দন্ত্য বর্ণ বলা হয়, পাচ তত্ব চন্দ্রমা ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব। উ ঊ পফবভম ইহাদিগের উচ্চারণ স্থান ওষ্ঠ, এজন্য ইহাদিগকে ওষ্ঠ্য বর্ণ বলা হয়, প্রতিবিম্ব পাঁচ তত্ব চন্দ্রমা ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব শক্তি রূপ বিরাজমান আছেন। এ ঐ ইহাদের উচ্চারণ স্থান কণ্ঠ ও তালু এজন্য ইহাদিগকে কণ্ঠ তালব্য বর্ণ বলা হয়, চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণ ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব। ও ঔ ইহাদিগের উচ্চারণ স্থান কণ্ঠ ও ওষ্ঠ এ জন্য ইহাদিগকে কণ্ঠৌষ্ঠ্য বর্ণ বলা হয়, জল ব্রহ্ম ও চন্দ্রমার প্রতিবিম্ব ও স্বরূপ। অন্তস্থ ব এর উচ্চারণ স্থান দন্ত ও ওষ্ঠ, এ জন্য ইহাকে দন্তৌষ্ঠ্য বর্ণ বলা হয়, প্রাণ চন্দ্রমা ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব। অনুস্বরের উচ্চারণ স্থান নাসিকা এ জন্য ইহাকে অনুনাসিক বর্ণ বলা হয়, সূর্য্যনারায়ণ ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব, যাহা চরাচর লোকের মস্তকেতে তিল মাত্র জ্যোতি বলা হয় তিনিই। বিসর্গের উচ্চারণ স্থান অযোগ, স্বর বর্ণের শেষেতে থাকে অর্থাৎ স্বর বর্ণের শেষেতে শুদ্ধ চৈতন্য জ্ঞান রূপ বিরাজমান আছেন সেই বিসর্গের উচ্চারণ স্থান; আর চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণ ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব। আর কণ্ঠেতে যেখান হইতে সকল প্রাণী শব্দ উচ্চারণ করিতেছে তাহাই বিসর্গের উচ্চারণ স্থান। আর ঙ ঞ ণ ন ম ইহাদের উচ্চারণ স্থান জিহ্বা মূল তালু ইত্যাদি

আর নাসিকা হইতেও হইয়া থাকে এ জন্য ইহাদিগকেও অনুনাসিক বর্ণ বলা হয়, অর্থাৎ এই সকলই জ্ঞানেন্দ্রিয় সংজ্ঞক, আর ইহারা পাঁচতত্ত্ব ও চন্দ্রমা ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব। আর স্বর বর্ণ ও ব্যঞ্জন বর্ণ হইতে চরাচরের সূক্ষ্ম স্থূল শরীর হইয়াছে। এই সকল বর্ণ কণ্ঠ জিহ্বার উপর যোগ হইয়া সমস্ত শরীরে প্রবিষ্ট আছে।

স্বর সন্ধি আর ব্যঞ্জন সন্ধি কাহাকে বলে? স্বর সন্ধির তাৎপর্য্য এই যে, সূর্য্যনারায়ণ ও চন্দ্রমা ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব সূক্ষ্ম রূপে প্রাণ বায়ু চরাচরের মধ্যেতে অর্থাৎ শরীরের ভিতরে জ্যোতিরূপে বিরাজমান আছেন। আর দুই কণ্ঠা ও জিহ্বার উপর যোগ হইয়া আছেন, ইহাকে স্বর সন্ধি বলা হয়, যাহা দ্বারা আপনারা কথা কহিতেছেন এবং সকল কার্য্যও করিতেছেন। ব্যঞ্জন সন্ধি শব্দে পৃথিবী, জল, অগ্নি ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব এই চরাচরের যে স্থূল শরীর, ইহাই ব্যঞ্জন শব্দ। অগ্নি ব্রহ্ম উঁহাদিগের শরীরেতে অন্ন পরিপাক করিতেছেন ইত্যাদি সকল কার্য্য বুঝিয়া লইবেন। আর স্বর বর্ণের সাহায্য ভিন্ন ব্যঞ্জন বর্ণের উচ্চারণ সম্ভব হইতে পারে না ইহার তাৎপর্য্য এই যে কোন কার্য্য হইতে পারে না, যেমন আপনারা স্বর বর্ণ যখন শয়ন করেন, গাঢ় নিদ্রা যান ঐ সময় ব্যঞ্জন রূপ স্থূল শরীর পড়িয়া থাকে; আর যদ্যপি উঁহাকে কেহ ডাকে তাহা হইলে সে উত্তর দিতে পারে না; আর যখন আপনারা পুনশ্চ জাগ্রত হইয়া কথা কহিতে থাকেন, তখন স্বর বর্ণ এবং ব্যঞ্জন বর্ণ যোগ হইয়া বলিতে থাকেন অর্থাৎ সকল কার্য্য করিতে থাকেন। এইরূপে বুঝিয়া লওয়া উচিত।

শাস্ত্রে কথিত আছে যে, যখন বিরাট ভগবানের শরীর ইন্দ্রিয় ইত্যাদি সমষ্টি হইয়াছিল, আর উঠিবার শক্তি ছিল না, তখন চৈতন্য ব্রহ্ম শক্তি দেওয়াতে তবে উঠিয়াছিলেন। ইহার অর্থ এই যে, যখন আপনারা শুইয়া নিদ্রা যান, তখন আপনাদের সমষ্টি শরীর ইন্দ্রিয়াদি পড়িয়া থাকে, আর প্রাণ প্রতিবিম্ব চলিতে থাকেন; শরীর রূপ বিরাট পড়িয়া থাকে, উঠিবার শক্তি থাকে না। আর যখন পূর্ণ চৈতন্য পরব্রহ্ম প্রয়োগ করেন, তখন আপনারা জাগ্রত হন, আর আপনারা জাগ্রত হওয়াতে তখন বিরাট মূর্ত্তি অর্থাৎ আপনাদের শরীর উঠিতে সক্ষম হয়। অর্থাৎ.

চৈতন্ত পরব্রহ্ম সূর্য্যনারায়ণ শক্তিরূপে অন্তর বাহিরে শক্তি দিতেছেন ; আপনাদের বিরাট শরীরের উঠা বলার শক্তি হইতেছে। সম্পূর্ণ বিরাট পরব্রহ্মেতেও এইরূপ বুঝিয়া লওয়া উচিত। পরব্রহ্ম শব্দ ও বিরাট শব্দ পরব্রহ্ম হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে, যেমন তুমিও তোমার শরীর কোন ভিন্ন পদার্থ নহে, রূপান্তর এবং গুণ ক্রিয়ার ভেদে তুমিও তোমার শরীরে প্রভেদ অনুভব হয় ; বস্তুতঃ পদার্থ বিষয়ে একই।

অন্তস্থ য, বর্গীয় জ কাহাকে বলা হয়। ইহার অর্থ এই যে কোটী মোন বারুদ আর অগ্নিব্রহ্ম এই দৃষ্টিগোচর হইতেছে ইহাই বর্গীয় জ বলা হয়, আর প্রাণকে অন্তস্থ য জানিবেন। যখন অগ্নি আর বারুদকে এক সঙ্গে করিবে তখন বারুদ সেই মুহূর্ত্তেই অগ্নি হইয়া যাইবে, আর অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়া বায়ু ব্রহ্মেতে যাইবেন, আর সেই বর্গীয় জ পুনশ্চ তিনিই অন্তস্থ য হইবেন। যে অন্তস্থ য সেই বর্গীয় জ, এবং যে বর্গীয় জ সেই অন্তস্থ য ; কেবল মাত্র রূপান্তর ভেদে বর্গীয় জ ও অন্তস্থ য নাম কল্পিত আছে। এইরূপ দন্ত্য ন চরাচরের স্থূল শরীর আর মূর্দ্ধণ্য ণ তোমরা জ্যোতিরূপ। এইরূপ সকল বর্ণগণ সম্বন্ধে বুঝিয়া লইবেন। অর্থাৎ অন্তস্থ ব, এবং য ব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপকে জানিবেন, আর বর্গীয় ব ও জ আপনারা চরাচর ইত্যাদি স্থূল শরীর। জগৎ বারুদ শব্দ, অগ্নি শব্দ জ্ঞান। ব্রহ্ম প্রকাশ হইলেই জগৎরূপী বারুদ (দ্বৈতভাব) ভস্ম হইয়া গিয়া থাকে। এক অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম পূর্ণ রূপেতে প্রকাশ থাকেন ; নিরাকার ও সাকার, এই দ্বৈত ভ্রম লয় হইয়া যায়।

অপাদান কারক। বৃক্ষাৎ পত্রং পততি, ইহার অর্থ এই যে, বৃক্ষ হইতে পাতা পড়িতেছে আর নবীন নবীন পাতা হইতেছে। বৃক্ষ কারণ অর্থাৎ কর্ত্তা আর পড়া শব্দ ক্রিয়া। বৃক্ষ শব্দে পূর্ণ পরব্রহ্মকে বুঝিয়া লইবেন, আর পাতা শব্দে আপনারা চরাচর ইত্যাদি জন্ম লইতেছেন, আর পড়িয়া যাইতেছেন অর্থাৎ উৎপত্তি লয় হইতেছে ; ইত্যাদি সেই ক্রিয়া বুঝিয়া লইবেন। ব্যাঘ্রাৎ বিভেতি অর্থাৎ ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক ভীত হইতেছে ; কি না মায়ারূপী ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক আপনারা জীবগণ ভীত হইতেছেন। এইরূপে ব্যবহার কার্য্যেতে ও পরমার্থেতে ঘটাইয়া লইবেন।

প্রথমা আদি বিভক্তি। বিভক্তি সাতটি, উহাদের আকৃতি এইরূপ বিসর্গ (ঃ) অম্ আঃ, এ অঃ অঃ ই। ইহার অর্থ এই যে, এক হইতেই সাত বোধ হইতেছে, কিম্বা পুনশ্চ সাতটীই এই এক হইয়া যাইতেছে, অর্থাৎ এক অদ্বিতীয় শুদ্ধ চৈতন্য কারণ পরব্রহ্ম নিরাকার হইতে স্বতঃ প্রকাশ সাকার জগৎরূপ বিস্তার হইয়াছেন, কিম্বা ভিন্ন ভিন্ন বোধ হইতেছে, এজন্য সাত বিভক্তিকে আকৃতি বলা হয়। এই সাতটী প্রত্যক্ষ বিরাট পরব্রহ্মের শরীর—পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, চন্দ্রমা, সূর্য্যনারায়ণ। প্রথমা বিভক্তিতে (ঃ) সূর্য্যনারায়ণ চন্দ্রমা জ্ঞান স্বরূপ চরাচর সহিত বিরাট পরব্রহ্মের চক্ষুর স্বরূপ। এইরূপ সকল বিভক্তিতে বুঝিয়া লইবেন। যথা এই শরীরেতে আপনারা চক্ষু দ্বারা দেখিতেছেন, কর্ণেতে শুনিতেছেন, মুখে বলিতেছেন ইত্যাদি এই সকলকে ভিন্ন ভিন্ন বোধ হইতেছে, কিন্তু সমষ্টি শরীরের অন্তরেতে আপনিই একমাত্র আছেন। এইরূপ প্রকার পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ পক্ষে বুঝিয়া লইবেন।

প্রথমেতে বিসর্গঃ অর্থাৎ জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্যনারায়ণ কারণ রূপ, দ্বিতীয়া শব্দ চন্দ্রমা জ্যোতি ব্রহ্ম, আর তৃতীয়া শব্দেতে অগ্নি ইত্যাদি চরাচর ব্রহ্মকে বুঝিয়া লইবেন। এক মাত্র সূর্য্যনারায়ণ পরব্রহ্মই হন।

শাস্ত্র উপদেশের সার বর্ণন।

শাস্ত্রকারগণের শাস্ত্র লিখিবার সারমর্ম্ম এই যে, সৎ অসতের বিচার করিয়া সৎকে সৎবোধ করা এবং অসৎকে অসৎ বোধ করা। সৎশব্দ যে পূর্ণব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ ঈশ্বর আত্মা গুরুকে রাজা প্রজার গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। বিচার পূর্ব্বক যে কার্য্য করিলে পরমার্থ ও ব্যবহার কার্য্য উত্তমরূপে সিদ্ধ হয় তাহাই কর্ত্তব্য। যাহাতে রাজা প্রজা সকলে মিলিত ও একমতি হইয়া সকল বিষয়ে সুখে থাকা হয় এবং সকলে পরস্পর সমদৃষ্টি রাখিয়া অর্থাৎ সকলেই আপন আত্মা, ইহা জানিয়া কার্য্য করা হয়। পরস্পর কাহার সহিত কাহার বিরুদ্ধ ভাব না জন্মে; শান্ত গম্ভীর ভাবে সকল কার্য্যের সমাধা হয় ইহাই সকলশাস্ত্র-

কারগণের শাস্ত্র উপদেশের মুখ্য উদ্দেশ্য কিন্তু তাহা না হইয়া তদ্বিপরীতে এক্ষণে কেবল বাক্য পরম্পরের যাথার্থ করিয়া বিবাদ আরম্ভ করিয়াছেন। পাঠকগণ! যাহাতে এ বিষম বিবাদের ভঞ্জন হয় বিশেষ যত্ন পূর্ব্বক সার গ্রহণ করিয়া সেইরূপ কার্য্য করুন।

তৃতীয় অধ্যায়—সাধন তত্ত্ব।

বিচার জ্ঞান উপাসনা কর্ম্ম নির্ণয়।

কোন কোন মতে জ্ঞানবান ব্যক্তি বিচারকে অথবা জ্ঞানকে প্রধান বলিয়া থাকেন, আর কোন কোন জ্ঞানীপুরুষ উপাসনা আর কর্ম্মকে প্রধান বলিয়া থাকেন। ইহাতে আপনারা রাজা প্রজা জ্ঞানবান ব্যক্তি ইত্যাদি বিচার করিয়া দেখুন্ যে, এক পক্ষীর একদিকের পাখা যদি না থাকে, তবে উহার উড়িবার ক্ষমতা কিরূপে হইতে পারে। আর যখন ঐ পক্ষীর দুইটী পাখা হয়, তখন অনায়াসে যথা ইচ্ছা উড়িতে পারে। পক্ষী শব্দে জীব বুঝা যায়; উহার এক পাখা বিচার; যাহা থাকিলেও উহার উড়িবার ইচ্ছা হইলেও উড়িতে পারিবে না। আর যখন পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুতে নিষ্ঠা উপাসনা হয়, তখন জীবের অদ্বৈত জ্ঞানরূপ অপর পাখা হয়, তখন উহা পরমসুখে যেখানে ইচ্ছা উড়িয়া যাইয়া স্বরূপ অভেদ হয়; অর্থাৎ পূর্ণপর ব্রহ্মে মিলিয়া গিয়া সদা নির্ভয় জীবন্মুক্ত রূপে বেড়াইতে থাকে। আর শাস্ত্র পুরাণ বেদ বেদান্তের বিচার করিবার অর্থ এই যে সত্য অসত্য দ্বৈত অদ্বৈতের বিচার করিয়া সত্যকে সত্য বোধ করা অর্থাৎ অঙ্গীকার করা, আর অসত্যকে অসত্য বোধ করা; অর্থাৎ উহাতে প্রবৃত্তি না করা আর উহাতে লিপ্ত না হওয়া কেবল অসত্য পদার্থে চিত্তকে আসক্তি হওয়া উচিত নয়। অসত্য শব্দ জগৎরূপ যে নানা রমণীয় ইন্দ্রিয়দিগের ভোগ আদি প্রকাশ হইতেছে, আর স্বপ্নের ন্যায় সত্য বলিয়া বোধ হইতেছে। আর যে ইন্দ্রিয়ের যে ভোগ তাহা উপভোগ করিবে, কিন্তু তাহাকে স্বপ্নের ন্যায় মিথ্যা জানিয়া আসক্তিযুক্ত হইবে না। আর সত্য শব্দ শুদ্ধ চৈতন্য পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতা পিতা আত্মাতে সর্ব্বদা নিষ্ঠা ভক্তি রাখিবে। বেদ বেদান্তের বিচারের অর্থ এই যে, কেবল এক অদ্বিতীয় পূর্ণ পরব্রহ্ম আছেন, যিনি নানারূপে পৃথক্ পৃথক্ বোধ হইতেছেন, তথাপি তিনি অদ্বিতীয় পরিপূর্ণ।

যদ্যপি এক না হইতেন, তবে তমঃ অর্থাৎ নিরাকার, আর কোটি মন বারুদ আর অগ্নি আর সূর্য্যনারায়ণ কিরূপে ভিন্ন বলিয়া বোধ হইতেছেন? কিন্তু কিঞ্চিৎ অগ্নি বারুদেতে সংযোগ করিলেই বারুদ সেই মুহূর্ত্তে অগ্নি হইয়া যায়; আর অগ্নি আকাশেতে নির্ব্বাণ হইয়া যায়। আর যখন সূর্য্যনারায়ণ প্রকাশ হন, তখন তমঃ (রাত্রি) সূর্য্যনারায়ণেতে লয় হইয়া যায়। সূর্য্যনারায়ণ আর অগ্নির রূপ যদি বারুদ আর অন্ধকার তমঃ (রাত্রি) এক না হইত তবে উহাঁর রূপ হইয়া উহাঁতেই কিরূপে লয় হয়; এজন্য উহাঁরই রূপ ছিল, আর এখনও সেই উনিই। যখন সূর্য্যনারায়ণ নিরাকার হন, তখন আকাশেই পূর্ণরূপ অচল ভাবে স্থিত থাকেন; আর এখনও তাহাই আছেন। আর বারুদ শব্দ জগৎ ইন্দ্রিয়ের ভোগাদি ব্যঞ্জক, যাহা নানা রূপ বোধ হয়; আর অগ্নি শব্দে জ্ঞান আর তমঃ (রাত্রি) শব্দে অজ্ঞান অবিদ্যা দ্বৈতভাব আর সূর্য্যনারায়ণ শব্দে আত্ম প্রকাশ অদ্বৈত পূর্ণ পরব্রহ্ম আত্মা গুরু অর্থাৎ আপনিই আত্মারূপ হইয়া আছেন। এই বেদ বেদান্ত শাস্ত্রের মত বিচার হইল। এই পর্য্যন্ত বিচারের দৌড়, ইহার অতিরিক্ত ইহাতে অন্য কিছুই ক্ষমতা নাই। এই পর্য্যন্তই সম্পূর্ণ বিচার। চারি বেদের মহাবাক্যে লেখা আছে, যথা আদৌ ঋক্ বেদের "প্রজ্ঞানামানন্দ ব্রহ্ম"। যজুর্ব্বেদের "তত্ত্বমসি।" সামবেদের "অয়মাত্মা ব্রহ্ম"। অথর্ব্ববেদের "[illegible]।" এক্ষণে এইখানেই বিচার করিয়া দেখুন্ যে, যে বিচার হইল ইহাতে পূর্ণ পরব্রহ্ম একই হউন বা না হউন তাহাতে কোন্ কার্য্য সিদ্ধ হইল? সকল বেদ বেদান্তের বিচার মুখে করা হইয়াছে, কিন্তু বিচার করিবার আবশ্যকতা কি প্রতিপন্ন হইল। সূর্য্যনারায়ণ সূর্য্যনারায়ণই রহিয়া গেলেন; রাত্রি রাত্রিই রহিয়া গেল; বারুদ বারুদই রহিয়া গেল; অগ্নি অগ্নিই রহিয়া গেল। বিচার করাতে আর মুখে বলাতে তমঃ (রাত্রি) আর বারুদ কিছুই লয় হইল না। আর যখন সূর্য্যনারায়ণ প্রকাশ হইবেন তখন তমঃ (রাত্রি) লয় হইবে, অথবা অগ্নি আর বারুদকে একত্র করিলে বারুদের স্বভাব লয় করিয়া অগ্নি আকাশে লয় হইয়া যাইবেন; কেবল মাত্র মুখে বলাতে কিছুই

লয় হয় না। কার্য্যে করিলে তবে লয় হইয়া থাকে। এই প্রকারে সকল কথা (উপদেশ) বুঝা উচিত। অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু উপাসনাতে আর জ্ঞান কর্ম্ম আদিতে এইরূপ বিচার করা উচিত। বিচার করা ব্যতীত কিরূপে বুঝিবেন যে, পূর্ণ পরব্রহ্মগুরু আত্মা কি? আর আমি কি? জগতের ব্যবহার কার্য্য করে আমার কি কি কার্য্য করা উচিত, কোন্ কোন্ কার্য্য না করা উচিত, আর কি কার্য্য করিলে সুখ পাওয়া যায়। আত্মবোধ (পূর্ণ পরব্রহ্ম গুরুর প্রাপ্তি) কি প্রকারে হয়; আর কি-কি কার্য্য করিলে দুঃখ হয় ইত্যাদি; এই সকল কার্য্য বিচার করিলে বোধ (জ্ঞান) হইয়া থাকে। এই কারণে প্রথমে শাস্ত্রের বিচার সিদ্ধ হইয়াছে। আপনার অন্তর হইতে আর প্রীতিপূর্ব্বক শাস্ত্র বেদ বেদান্তের বিচারে পরিশ্রম করিয়া মগ্ন হইলে তবে বিচারের প্রকাশ হয়, আর এই বিচারকে কর্ম্ম বলা যায়। সকলেই অবোধ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন, পরে বিদ্যাভ্যাস করিয়া পণ্ডিত হইতে হয়।

বিদ্যাভ্যাসের জন্য যে পরিশ্রম তাহার নাম কর্ম্ম। এই রূপেই সকল কর্ম্ম বুঝিয়া লইবেন। কর্ম্ম ও ব্যবহার কার্য্য ব্যতীত শরীরের ধর্ম্ম নির্ব্বাহ হইতে পারে না। সকল শুভ সত্য কর্ম্ম আর শাস্ত্র পাঠ করা আর জ্ঞান অগ্নি অথবা আত্ম অগ্নি অথবা পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুর উপাসনা অগ্নিতে হোম করা আর প্রশ্ন উত্তর করা; তপঃ, যোগ, দেখা, শুনা, রসনা দ্বারা খাওয়া, পান করা; আর চলা ফেরা ইত্যাদিতে সত্য অসত্যের বিচার এবং স্পর্শ আদিকে কর্ম্ম বলা যায়। ইহা বিনা ব্যবহার কি রূপে চলিবে? আর যদ্যপি হট্ করিয়া কোন অবোধ ব্যক্তি বলেন যে, আমি সত্য কর্ম্ম করিব না, আমি ত্যাগী; তাহা হইলে সেও কর্ম্ম (কারণ এইরূপ অভিমান চিন্তা সেওত কার্য্য বটে); অতএব কর্ম্মের শুভা-শুভ ফল ত্যাগকে কর্ম্ম ত্যাগ বলে, নচেৎ শুভ কর্ম্ম ত্যাগকে কর্ম্ম ত্যাগ বলা যায় না। আর তাহারও সুখের ইচ্ছা আছে; কৈলাস বৈকুণ্ঠের সুখ ভোগের অভি-লাষ থাকে। আর সত্য কর্ম্ম কখনও ত্যাগ করা উচিত নহে; কারণ যতক্ষণ পর্য্যন্ত নদী পার না হওয়া যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত নৌকার প্রয়োজন থাকে; সেই

রূপ যতক্ষণ পর্য্যন্ত স্বরূপ বোধ না হইবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত শুভ কর্ম্ম বিচার এবং পর ব্রহ্মের উপাসনা ত্যাগ করা কোন মতেই উচিত নয়—অবশ্য কর্ত্তব্য। বিচার দ্বারা সত্য অসত্যের বোধ হইয়া থাকে, আর কর্ম্ম যজ্ঞ, আহুতি দেওয়াতে অন্তঃ-করণ শুদ্ধ হইয়া থাকে, এবং সমস্ত বিঘ্ন নষ্ট হইয়া যায়; কিন্তু কেবল মাত্র কর্ম্ম দ্বারাই মুক্তি হয় না। পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুর উপাসনা দ্বারা জ্ঞানাগ্নি উদয় হইয়া থাকে; অজ্ঞান, অবিদ্যারূপী তমঃ (রাত্রি) বারুদ শব্দ জগৎ ইত্যাদি সকল ভ্রম ভস্ম (নাশ) হইয়া থাকে, অর্থাৎ লয় হইয়া যায়। আর সূর্য্য নারায়ণ পূর্ণ পরমাত্মা, যিনি স্বয়ং প্রকাশ হন, ভিতরে বাহিরে প্রকাশ হন, আর আপনি স্বয়ং নির্ভয় আনন্দরূপ হইয়া থাকেন। আর জ্ঞানবান ব্যক্তির পরব্রহ্মেতে অথবা স্বয়ং আত্মবোধেতে যাহার যেরূপ নিষ্ঠা হইয়াছে, তাহাকেই সত্য সত্য জানিবেন। যে রূপই নিষ্ঠা থাকুক্ না কেন স্বরূপেতে কোন বিষয়ের হানি নাই। রাজা প্রজা পাঠকগণ! আপনাদিগকে আমার এই বলা যে সনাতন ধর্ম্ম ত্যাগ করা উচিত নয়; সত্য ধর্ম্মকে ত্যাগ করিলে নানা বিঘ্ন আর দুঃখ হইয়া থাকে। রাজা প্রজা পশু সমান হইয়া থাকেন।

সত্যধর্ম্ম নির্ণয়।

সত্য ধর্ম্ম কাহাকে বলে, আর কি করিলে সুখী থাকিবে, আর কি কি করিতে হইবে তাহা শুন। যে সত্য শব্দ শুদ্ধ চৈতন্য পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ তিনিই সত্য হন। আর উহাঁরই নাম ধর্ম্ম। আর উহাঁরই আধার হইতে সর্ব্বাধার রূপ জগৎ উৎপন্ন আর ঐ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতাপিতাতে নিষ্ঠা ধারণ কর। উনি ভিন্ন চরাচর আর পৃথিবী আদির দুঃখ, অপর কেহই নাই যে মোচন করিতে পারিবে। কারণ উহাঁর (পরব্রহ্মের) ক্ষমতা বিনা আর কি আছে যে, দুঃখ দূর করিতে পারিবে? যদি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের লোক বিমুখ হয়, কিন্তু যদি পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুর কৃপা সহায় থাকে, তাহা হইলে একটী রোমও বক্র হইতে পারে না আর যদ্যপি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের লোক প্রসন্ন থাকে, আর পরব্রহ্ম

জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু বিরুদ্ধ হন, তবে বিচার করিয়া দেখুন যে, পৃথিবীর দুঃখ কে মোচন করিতে পারিবে? আর চরাচর রাজা প্রজালোক কতই দুঃখ পাইতেছেন, তাহা আপনাদের সম্মুখে প্রত্যক্ষ রহিয়াছে। যদ্যপি আপনারা সুখে থাকিতে চাহেন, তবে সকলে মিলিয়া সত্য অসত্যের বিচার ও পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু আত্মাতে নিষ্ঠা, অগ্নি ব্রহ্মেতে আহুতি দেওয়া এবং সুগন্ধ, মিষ্টান্ন, মেওয়া ঘৃত আদি দ্বারা হোম করিতে এবং করাইতে প্রস্তুত হউন, আর খোঁড়া লুলা ক্ষুধার্ত্ত, বিধবা স্ত্রীলোক আদিকে অন্ন, বস্ত্রাদি দিবেন। আর ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন ও পিপাসার্ত্তকে জল আর বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দেওয়ায় অতীব সুফল হইয়া থাকে। শূন্য কলসীতে জলদিলে কার্য্য হয়; পূর্ণ কলসীতে জলঢালিলে পৃথিবীর উপর বহিয়া যাইয়া নষ্ট হয় (অর্থাৎ পূর্ণ কলসী হইতে চারিদিগে ছড়াইয়া পড়িয়া নষ্ট হয় মাত্র, কোন কার্য্যের হয় না; ঐ জল ঢালা বৃথা)। ভগবান শ্রী কৃষ্ণ বলিয়াছেন যে "দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয় মা প্রযচ্ছেশ্বরে ধনম্।" অর্থাৎ, "হে যুধিষ্ঠির তুমি দরিদ্রদিগকে পোষণ কর ঐশ্বর্য্যবানকে ধনদান করিও না। যে গাছ শুকাইয়া যাইতেছে উহাতে জল দেওয়া উচিত। অর্থাৎ ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন দেওয়ায় ফল আছে, ইহার সমান ফল আর নাই। সত্য বল, সত্য চল, সত্য মান আর সত্যই ব্যবহার কার্য্য কর, আর বিদ্যা পড়, আর প্রজাদিগকে বিদ্যা পড়াও, সকল সমান দৃষ্টিতে দেখ, যে সকলই আমার আত্মা, বিষ্ণু পরব্রহ্মের স্বরূপ। ইহারই নাম সনাতন ধর্ম্ম। অনেকে নানা প্রপঞ্চকে সত্য বলিয়া থাকেন।

বিচার ও আচার।

বিচার এবং আচার কাহাকে বলে? বিচারের সারমর্ম এই যে, সৎ অসতের বিচার করিয়া সত্যেতে নিষ্ঠা রাখা এবং অসৎ পদার্থতে চিত্ত আসক্তি না থাকে; অর্থাৎ পরমার্থ ও ব্যবহার কার্য্য উত্তমরূপে বিচার পূর্ব্বক করা, যাহাতে শারীরিক কিম্বা আন্তরিক কোন প্রকার বিঘ্ন না ঘটে। এ প্রকারে বিচার পূর্ব্বক আপন এবং পরের বিঘ্ন খণ্ডন করিয়া কার্য্য করাকেই যথার্থ বিচার বলা যায়। আচার

শব্দের প্রকৃত অর্থ এই যে, অন্ধকার গৃহে কিছুই দৃষ্টিগোচর হইতেছে না সেই ঘোর অন্ধকার নাশ জন্য অগ্নি প্রজ্বলিত করিতে হয়।

অন্ধকার গৃহে অগ্নি প্রজ্বলিত করার আবশ্যক তাহাকে বিচার বলা হয় এবং ঐ অন্ধকার নাশক কর্ম্মকে আচার বলে অর্থাৎ অন্ধকার শব্দে এই যে মায়া মোহ, অহঙ্কার, আশা তৃষ্ণা, মান অপমান, ভেদাভেদ পরনিন্দা ইত্যাদি আন্তরিক ক্লেদ (ময়লা) কে গম্ভীর ভাবে বিচার পূর্ব্বক নাশ করিয়া সকলের প্রতি সমদৃষ্টিতে দেখাকে আচার কহে। নতুবা কেবল মাত্র এই শবসদৃশ শরীরের প্রতি অহংকার দৃষ্টিতে দিবা রাত্রি বিনাবিচারে ধৌত করাকে আচার বলা যায় না; বরং ইহাকে অনাচারই বলা হয়। অতএব কোন প্রকার অস্পৃশ্য দ্রব্য সংস্রবে শরীরের স্পৃষ্টস্থানমাত্র ধৌত করাই আবশ্যক নচেৎ একবিন্দু অস্পৃশ্য জল সংস্রব নাশ জন্য একেবারে স্নান করিয়া কফাচ্ছন্ন হওয়া ব্যবস্থা নহে। কারণ শাস্ত্রের সারমর্ম্ম এই যে, শরীরের ভিতর বাহির সর্ব্ব প্রকারে বিশুদ্ধরূপে পরিষ্কার রাখা যাহাতে সর্ব্বপ্রকারে শারীরিক এবং আন্তরিক সুখ স্বচ্ছন্দে দিন যাপন করিতে পারা যায়। ব্যাধি উৎপন্ন করা শাস্ত্রের উদ্দেশ্য নহে বরঞ্চ শরীরকে নির্ব্ব্যাধি করাই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য।

সৎসঙ্গ নির্ণয়।

সৎসঙ্গ কাহাকে বলে শুনুন। সত্য অসত্যের বিচার করিয়া সত্য শুদ্ধ চৈতন্য পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু আত্মা সদাই সত্য উঁহাতে সঙ্গত হওয়া উচিত। আর উনি ভিন্ন অপর কি পদার্থ সত্য ও প্রিয় আছে যে তাহার সঙ্গতি করা যায়। স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরা, মুক্তা, শাল দোশালা, ঘর দ্বার কাষ্ঠ পর্ব্বত, রং, গৃহাদি অগ্নি ব্রহ্মেতে দিলে সকলই বারুদের মতন ভস্ম হইয়া যায়। দেখুন, সোণার লঙ্কা পর্য্যন্ত ও ভস্ম হইয়া গিয়াছে। জাগ্রত হইলে যখন জ্ঞান প্রকাশ হয়, তখন স্বপ্নের রমণীয় পদার্থ সকল যেমন লয় হইয়া যায় সেইরূপ লয় হয় তবে আর কি বস্তু সঙ্গতির যোগ্য। আর শাস্ত্র সকলের (যাহাতে পরব্রহ্ম সম্বন্ধে

সার অসারের বিচার আছে তাহার বিচার করাকেও একটী সৎসঙ্গ বলে ; আর সৎ সঙ্গত, জ্ঞানী ব্যক্তি, সাধু মহাত্মা ইচ্ছারহিত নিকাম পুরুষ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু আত্মার প্রিয় লোকেদের সহিত সঙ্গ করা। যাঁহাদের চিত্ত অতিকোমল, আর দয়ালু তদনুরূপ শান্তমূর্ত্তি ; আর যিনি সত্য উপদেশ দেন, উহাঁদের সকলের সহিত সঙ্গ করা উচিত। উহাঁরা উপদেশ দ্বারা আত্ম বোধ করাইয়া ও পরব্রহ্মকে দেখাইয়া দেন। আর যথার্থ সৎসঙ্গ, শুদ্ধ চৈতন্য, পূর্ণ, পরব্রহ্ম, জ্যোতিঃস্বরূপ, গুরু, আত্মা, পিতার সহিত সঙ্গ তাহাই সার ইহা হইতে আর কোনও সঙ্গ উৎকৃষ্ট নহে। ইহা ভিন্ন অপর সকল সঙ্গতি অসার অর্থাৎ মিথ্যা।

সাকার ব্রহ্ম সম্বন্ধে।

সাকার ব্রহ্ম সম্বন্ধে রাজা প্রজার কি রূপ মনের গতি হইয়াছে যেমন, যদ্যপি রাজা আপন রাজসিংহাসন ও রাজবেশ পরিত্যাগ করিয়া প্রজার দুঃখ অন্বেষণ জন্য অজ্ঞাত ভাবে অপরিচিত প্রজার বাটীতে উপস্থিত হন তাহা হইলে সে প্রজা কখনই রাজাকে সম্মান করে না কিন্তু যে প্রজা তাঁহাকে চিনে সে বহুতর সম্মান পূর্ব্বক তাঁহাকে গ্রহণ করেন এইরূপে যে ব্যক্তি যথার্থ নিরাকার পরব্রহ্মকে চিনেন তিনিই বহুতর ভক্তিপূর্ব্বক সাকার জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্মকে শ্রদ্ধা করেন এবং চিনিতে পারেন। নচেৎ কোন প্রকারেই চিনিতে পারিবার উপায় নাই। এইরূপ ইত্যাদি বুঝিয়া লইবেন।

পূজা সম্বন্ধে।

পরব্রহ্ম, যিনি এই সৃষ্টি রচনা করিয়াছেন, যে যে ধাতু দ্বারা যে যে কার্য্য নিষ্পন্ন হয়, রাজা প্রজা বিচার পূর্ব্বক সেই ধাতু দ্বারা সেই কার্য্য নিষ্পন্ন করিবে। অর্থাৎ পৃথিবী এই জন্য রচনা হইয়াছে যে, তাহার উপর তোমরা স্বচ্ছন্দে বাস করিবে, এবং তাহাতে অন্ন উৎপন্ন করিয়া তোমরা ভরণপোষণ হইবে আর নানা

প্রকার বৃক্ষ লতা ফল মূল উৎপন্ন হইয়া পশু পক্ষী জন্তু ইত্যাদি পালন হইবেক এবং কাষ্ঠ দ্বারা গৃহ নির্ম্মাণ এবং রন্ধনাদি কার্য্য সম্পন্ন হইবেক। এবং পাহাড় প্রস্তর ইত্যাদি কেন সৃষ্টি করিয়াছেন? যে উহা দ্বারা গৃহ নির্ম্মাণ, পথ প্রস্তুত এবং গৃহস্থ তৈজস সামগ্রী প্রস্তুত ইত্যাদি করিবে। নতুবা ইহাকে সনাতন ইষ্ট দেবতা ভাবিয়া পূজা করিবার জন্ত ইহার সৃজন হয় নাই। যেমন আহারীয় সামগ্রীকে আহার না করিয়া যদ্যপি তাহাকে দিবারাত্র পূজা কর তাহা হইলে কোন মতে তোমার ক্ষুধা নিবৃত্তি হইবে না অতএব তাহাকে আহার করিলেই ক্ষুধা নিবারণ হইবেক। এইরূপে সকল বিষয়ে বিচার পূর্ব্বক বুঝিয়া লইবেন। অর্থাৎ জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্ম গুরু আত্মাকে কেবল মাত্র দেখিলেই যে তোমার তৃপ্তি হইবেক এমন নহে অতএব তাঁহাকে ভক্তি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নিমগ্ন থাকিলে তৃপ্ত হইবেক।

নিরাকার সাকার ব্রহ্মের ধ্যান নির্ণয়।

আপনারা বিচার করিয়া দেখুন যে নিরাকারের ত ধ্যান হয় না, হইতেও পারে না; কারণ যে ব্যক্তি কখন যে বস্তু দেখেন নাই তিনি তাহার ধ্যান কিরূপে করিবেন; আর কিরূপে উহাতে চিত্ত ও মনকে রাখিবেন। যেমন, যদ্যপি কোন পাতা বায়ু দ্বারা উড়ে তাহা হইলে কিছুই ঠিক থাকে না যে ঐ পাতা কোথায় পড়িবে। যদ্যপি ঐ পাতা কোন বৃক্ষের বাধাপায় তাহা হইলে সেইখানেই ঐ পাতা থাকিয়া যায়। এইরূপে পাতাশব্দে জীব ইত্যাদি ও বায়ুশব্দে অজ্ঞান অবিদ্যা জীব শব্দ বাচ্য পাতাকে উড়াইয়া লইয়া বেড়াইতেছে আর জীব তৃষ্ণা বাসনায় কাতর হইয়া তীর্থে তীর্থে দেশে দেশে দশদিগে বেড়াতেছেন কোথাও ঠিকানা পাইতেছে না। বৃক্ষশব্দে পরব্রহ্ম সাকার জ্যোতিঃস্বরূপ তেজোরূপ, সেই চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতি ব্রহ্ম গুরুর আশ্রয় লইয়া স্থির হইবে, আর সমস্ত ফল প্রাপ্ত হইবে; আর সকল দুঃখ দূর হইয়া যাইবে, শান্তিরূপ থাকিবে। জ্যোতিঃস্বরূপ শব্দ সাকার ব্রহ্মের নাম নিরাকার ব্রহ্মে

জ্যোতিঃস্বরূপ শব্দ নাই। কথিত আছে যে, জ্যোতি দুইপ্রকার, পরম জ্যোতি ও হৃদি জ্যোতি; পরম জ্যোতি সূর্য্যনারায়ণ এবং হৃদিজ্যোতি চন্দ্রমা। ইহার গূঢ়ভাব এই যে, পরম জ্যোতি পরিশুদ্ধ এবং হৃদি জ্যোতি বিষয় মায়া সংযুক্ত। ইঁহার সাবিত্রী ও গায়ত্রী নাম কল্পিত আছে; বস্তুতঃ সেই পরম পদার্থ একই, কেবল মাত্র অজ্ঞান হেতু গুণ উপাধি ভেদে পৃথক বলিয়া বোধ হয়। অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণ ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে,

"অদৃষ্ট ভাবনা নাস্তি দৃশ্যমান বিনশ্যতি।
অবর্ণমীশ্বরং ব্রহ্ম কথং ধ্যায়ন্তি যোগিনঃ॥"

শ্রীকৃষ্ণ ভগবান উত্তর দিলেন যে,

"অন্তঃপূর্ণং বহিঃপূর্ণং মধ্যপূর্ণংতু সংস্থিতম্।
এবং পূর্ণময়ং পশ্যাৎ সমাধিস্থস্য লক্ষণং॥"

অর্জ্জুনের প্রশ্ন এই যে, যাহা নিরাকার অদৃশ্য তাহার ত ধ্যান হইতে পারে না; আর দৃশ্যমান অর্থাৎ যে সকল বস্তু দৃষ্টিগোচর হয় সে সকলই নাশমান অর্থাৎ লয় হইয়া যাইবে, আর আপনি যে অচ্ছেদ্য স্বরূপ ঈশ্বর, যোগী সাধু ভক্তজন কেমন করিয়া ঐস্বরূপের ধ্যান করিতেছেন এবং ধ্যান করিবেন শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের উত্তর এই যে, শরীরের ভিতর বাহিরে পরব্রহ্ম আছেন; অর্থাৎ যিনি ভিতরে নিরাকাররূপে অদৃষ্ট আছেন, তিনিই বাহিরে আছেন, অর্থাৎ দৃশ্যমান আছেন। জ্যোতিঃমূর্ত্তি তাহাই মধ্যে আছেন, স্থিররূপে তিনকালে অচল আছেন। যিনি আমাকে দেখিতেছেন তিনিই আমাকে জানেন। আর সেই ব্যক্তিই আমার আত্মা, এই সমাধির লক্ষণ; অর্থাৎ নিরাকার সাকার বিস্তার আর দৃশ্য অদৃশ্য পূর্ণরূপ একপর ব্রহ্মকে দেখিতেছেন, তাহাই সমাধি আর সমাধির লক্ষণ। আর সাকার দৃশ্য শব্দে এক অবিনাশী শব্দ, আর এক ভিন্ন ভিন্ন নামরূপ গুণ ক্রিয়া হেতু নাশবস্তু (নশ্বর) বলা যায়; পৃথিবী, জল, পর্ব্বত, কাষ্ঠ ইত্যাদিকে রূপান্তর ভেদে নাশবস্তু বলা যায়। যখন প্রলয়কালে সূর্য্যনারায়ণ পরমাত্মা যোলকলারূপে

প্রকাশমান হইয়া নামরূপ গুণ ক্রিয়া ভস্ম করিয়া আপন স্বরূপ করিয়া কারণেতে স্থিত হন। আর অবিনাশি শব্দ জ্যোতির্মূর্ত্তি চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ শব্দ, এই পরম জ্যোতি অব্যয় অচ্ছেদ্য তিন কালেতেই সদা বিরাজমান থাকেন। এই পরম জ্যোতি একই ভাবে সদা জ্ঞানস্বরূপ রহিয়াছেন, আপনি স্বয়ং ইচ্ছা করিয়া সাকার হইতেছেন ও নিরাকার হইতেছেন। এই জ্যোতি দৃশ্য সাকার শব্দে ইঁহাকে অবিনাশী ও ত্রিকালদর্শী অন্তর্যামী বলা হয়; আর বিরাট বিষ্ণু ভগবানের অর্থাৎ পরব্রহ্মের নেত্র ও মন বলা হয়। যে পদার্থেতে ছায়া হয় তাহা নাশবস্তু অর্থাৎ লয় হইয়া যায়। আর যে জ্যোতি মূর্ত্তিতে ছায়া হয় না, উনিই অবিনাশী উহার নাশ হয় না, উহাকে দেব দেবীমাতা বলা হয়। লোকাচারেও একথা প্রচলিত আছে যে, দেবতার শরীরের ছায়া হয় না, চক্ষুর নিমেষ পড়ে না ও ভূমিতে পদস্পর্শ থাকে না। এক্ষণে সত্য দেখুন! যে জ্যোতি মূর্ত্তির কোন ছায়া হয় না, জ্যোতির নিমেষ কি না ছেদও নাই, আর জ্যোতি আপনি আপন আধারে আছেন এ জন্য ভূমিতে পদধারণ বোধ হয় না। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন যে, "হে অর্জ্জুন! তুমি আমার সখা ও প্রিয়ভক্ত এই জন্য তোমাকে আদিত্য সূর্য্যনারায়ণ রূপে দর্শন দিয়াছি।"

শ্রীকৃষ্ণ ভগবান যোগের নিমিত্ত বলিয়াছেন যে, "হে অর্জ্জুন! সৃষ্টির আদিতে পুরাতন যোগ সূর্য্যনারায়ণকে দিয়াছি সূর্য্যনারায়ণ মনুকে দিয়াছেন, আর উনি ইক্ষাকুকে দিয়াছেন; এইরূপে পরম্পরায় রাজঋষিরা প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছেন। পুরাতন যোগ কালে করিয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে।" তখন অর্জ্জুন বলিলেন যে, "আপনার জন্ম আজ যদুবংশে হইয়াছে, আপনি সৃষ্টির আদিতে সূর্য্যনারায়ণকে যোগ দিয়াছেন, তাহা কি প্রকারে বিশ্বাস হয়?" সূর্য্যনারায়ণত জন্ম লন না। উনি আদি, হইতে স্বতঃপ্রকাশ। তখন শ্রীকৃষ্ণ ভগবান বলিলেন যে, "আমার এবং তোমার অনেকবার জন্ম হইয়াছে, আমার সমস্ত বোধ আছে তোমার বোধ নাই;" অর্থাৎ জ্ঞানবান ব্যক্তি বুঝিয়া লইবেন যে, সাকার জ্যোতিঃস্বরূপ ভিন্ন অপর কে আর অবতার

হইবেন ? যোগ নষ্টের অর্থ এই যে, এক বস্তু হইতে দুই বস্তু হইয়াছে। অর্থাৎ শুদ্ধ চৈতন্য পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ শুদ্ধ আত্মা হইতে জীব বিমুখ হইয়াছে; ইহারই নাম যোগ নষ্ট। নিরাকার পরব্রহ্মত বাক্য মনের অতীত, উহার প্রতি জীবের নিষ্ঠা হইবার অল্প সম্ভাবনা; কিন্তু তিনি যে প্রত্যক্ষ সাকার জ্যোতি মূর্ত্তি চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ, ঈশ্বর শুদ্ধ সকলের আত্মা, তাঁহার প্রতি বিমুখ হইয়া অসৎ পদার্থেতে যে নিষ্ঠা প্রীতি তাহাকেই যোগ নষ্ট বলে। আর দুইকে পুনশ্চ এক করণের নাম যোগ অর্থাৎ ঈশ্বর পরব্রহ্মের সহিত জীবের অভেদ হওয়ার নাম যোগ। অর্থাৎ এক পরব্রহ্ম হইতে জীব সকল হইয়াছে; তাহারা রূপান্তর ভেদে আশা, তৃষ্ণা, মান, অপমান, অহংকারেতে ভুলিয়া রহিয়াছেন, পুনশ্চ সেই জীব ব্রহ্মেতে অভেদ হওয়া অর্থাৎ এক হওয়া তাহার নাম যোগ। আর রাজঋষি শব্দে আপনারাই, অর্থাৎ রাজা জমীদার প্রজা, স্ত্রী পুরুষ আদিকে রাজঋষি বলা হয়। আর যিনি ইন্দ্রিয়ের ভোগ ত্যাগ করিয়া সদা পরব্রহ্মেতেই মগ্ন থাকেন, তাঁহাকে ব্রহ্মর্ষি বলা হয়। তিনি যে জাতিই হউন না কেন। আর মনুকে যে যোগ দিয়াছেন ইহার অর্থ এই যে, সূর্য্যনারায়ণ শব্দে অন্তর্যামী অন্তর (ভিতর) হইতে প্রয়োগ করিতেছেন, আর মনু শব্দে মনকে বলা হয়, মন তাঁহার সকল ভাব বুঝিয়া ইক্ষাকু শব্দ বাচ্য জীবকে বুঝাইয়া দিতেছেন; আর ইক্ষু সর্ব্বভাব বুঝিয়া অর্থাৎ ইক্ষাকু আর পরব্রহ্মের সকল ভাব বুঝিয়া রাজা প্রজাকে যিনি সত্য উপদেশ দেন তাঁহাকেই মনু অবতার বলা হয়। জ্ঞানবান পুরুষ সকল ভাব বুঝিয়া লইবেন যে, পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ ভিন্ন দ্বিতীয় কে আছে যে অবতার হইবে? অর্থাৎ জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্যনারায়ণ ঈশ্বর কারণ পরব্রহ্মেতেও জীবেতে অভেদ করিয়া দেন অর্থাৎ এক করিয়া দেন। এ জন্য ভগবান বলিয়াছেন যে সূর্য্যনারায়ণকে যোগ দিয়াছি অর্থাৎ সূর্য্যনারায়ণ জীবকে অভেদ করিয়া আপন স্বরূপেতে বিরাজমান থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণ ভগবান যে এক স্থানে ইহা বলিয়াছেন যে আমাকে সূর্য্যনারায়ণ চন্দ্রমা মন বাক্য কেহ প্রকাশ করিতে পারে না। ইহার অর্থ এই যে স্বরূপ পক্ষে

আমি যাহা আছি তাহাই আছি। আমার অতিরিক্ত দ্বিতীয় কেহ হইলে তবেই আমাকে প্রকাশ করিবে কিন্তু সর্ব্বরূপে আমিই আছি। ইহার প্রমাণ। অগ্নিকে অগ্নি কিরূপে প্রকাশ করিবে? যজুর্ব্বেদের উপনিষদেও কথিত আছে "বিজ্ঞাতারং অরে কেন বিজানীয়াৎ?" যিনি স্বয়ং বিজ্ঞাতা অর্থাৎ চৈতন্য তাঁহাকে আবার কিসের দ্বারা জানা যাইবেক? স্বরূপে যাহা আছেন তাহাই আছেন কিন্তু তথাপি গুরু শিষ্যাদিভাব কিরূপে হয়? অবস্থা ও রূপান্তর ভেদে হয়, যেরূপ অগ্নিও বায়ু রূপান্তর ভেদে অগ্নি ও বায়ুতে ভিন্নগুণ হয়। স্বরূপেতে দুই একই পদার্থ, স্বরূপে কেহ কাহাকেও প্রকাশ করিতে পারে না। কিন্তু স্থূল পক্ষে অগ্নি বায়ুকে আপনার অভেদ ভাবে প্রকাশ করিতে পারে না কিন্তু বায়ু সূক্ষ্ম বলিয়া অগ্নিকে নির্ব্বাণ করিয়া আপনাতে মিশাইয়া লন অর্থাৎ অভেদ করিয়া লয়েন। এইরূপ সকল বিষয়ে বুঝিয়া লইবেন। পণ্ডিত ও মূর্খ স্বরূপতঃ এক হইলেও মূর্খ পণ্ডিতের কাছে উপদেশ লইবেন পণ্ডিত মূর্খের নিকট লইবেন না। এইরূপ বুঝিয়া লইতে হইবে। সেইরূপ জীব শব্দ অগ্নি স্থলীয় ঈশ্বর সূর্য্যনারায়ণ শব্দ বাক্য স্থলীয়। জীব স্থূল ভাবে সূর্য্যনারায়ণকে আপনাতে লয় করিয়া প্রকাশ করিতে পারিবে না। কিন্তু সূর্য্যনারায়ণ জীবকে নিজেতে লয় করিয়া প্রকাশ করিতে পারিবেন স্বরূপতঃ প্রকাশ অপ্রকাশ নাই এবং সে কথা এখানে বলা হইতেছে না। আরও দেখিতে হইবে যেরূপ বায়ু ও অগ্নি উভয়েই আকাশে লয় হন সেইরূপ সূর্য্যনারায়ণ ও জীব উভয়েই কারণে স্থিত হন।

ঈশ্বর যে মন ও বাক্যের অতীত তাহার অর্থ এই, যেরূপ অগ্নিতে প্রকাশ শব্দ বাক্য ও অগ্নিতে যে উষ্ণতা তাহা শব্দ তাহা মন। কিন্তু অগ্নি হইতে প্রকাশ ও উষ্ণতা যখন পৃথক বস্তু নহেন তখন অগ্নি কি বলিবেন যে "আমি উষ্ণতা বা প্রকাশ কিম্বা উভয়?" সেইরূপ ঈশ্বর সম্বন্ধে বুঝিয়া লইতে হইবে। যখন পরব্রহ্ম হইতে ভিন্ন কোন বস্তু নাই তখন কি প্রকারে তাঁহা হইতে ভিন্ন মন ও বাক্য হইবে যে তাঁহার উপর প্রকাশরূপ কার্য্য করিতে পারে? স্বরূপ দৃষ্টিতে মন ও বাক্যের অস্তিত্বই নাই।

পাঠকগণ রাজা প্রজা বিচার করিয়া দেখ তোমরা পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ

গুরুকে উন্মত্ত হইয়া ভুলিয়া থাক ইহা মনে করিও না যে তিনি আমার আত্মা গুরু মাতা পিতা নহেন যদ্যপি উনি তোমাদিগের আত্মা গুরু মাতা পিতা না হইতেন তাহা হইলে পরের জন্য কি তিনি এই সকল উপায়ের সামগ্রী ও নানা প্রকার ভোগ্য বস্তু প্রস্তুত করিতেন ও যাহাতে তোমরা সুখে স্বচ্ছন্দে থাক তাহার জন্য উনি প্রাণপনে কত চেষ্টা ও কত যত্ন করিতেন ? তোমরা একটু ভাবিয়া দেখ না ও বিচার করিয়া দেখ, যে তোমাদের যখন ক্ষুধা হয় তাহার জন্য এই জগতে কতপ্রকার খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন ও তোমাদের যখন পিপাসা রোগ উপস্থিত হয় তাহা নিবারণের জন্য জলে জলময় বিস্তার করিয়াছেন ও তোমাদের শীত রোগ নিবারণের জন্য শাল বনাত প্রভৃতি প্রস্তুতের নিমিত্ত কত দ্রব্য নির্ম্মাণ করিয়াছেন ও তোমাদের সুগন্ধ লইবার জন্য আতর, গোলাপ ও নানা প্রকার পুষ্প প্রভৃতির সৃষ্টি করিয়াছেন ও যত তোমাদের শরীরে রোগ ব্যাধি হইয়া থাকে তাহার জন্য কত প্রকার ঔষধির সৃষ্টি করিয়াছেন ও ডাক্তার, হাকিমকে জ্ঞান দান দ্বারা তোমাদের চিকিৎসা করাইয়া রোগ ও নানা প্রকার ব্যাধি হইতে আরোগ্য করাইতেছেন ও তোমাদের কোমল পায়ে কাঁটা ফুটিবে ও তাহাতে তোমাদের কষ্ট হইবে সেই সকল কষ্ট নিবারনের জন্য নানা প্রকার পাতুকার সৃষ্টি করাইতেছেন যাহাতে তোমরা সকল প্রকারে সুখে থাক তাহাই উনি করিতেছেন তোমরা একটু ভাবিয়া দেখ না যে তিনি ব্রহ্ম জ্যোতিঃ স্বরূপ মাতা পিতা কে ও তাঁহার স্বরূপ কি ও আমি কে ও আমার স্বরূপ কি ও তাঁহার আজ্ঞা কি আছে ও আমাদের কি করা কর্ত্তব্য ? ইহা না বুঝিয়া কেবল বিবাদ বিসম্বাদ ও তর্ক বিতর্ক অনর্থক করিয়া থাক যে আমি সাকার ব্রহ্মকে মানি, নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্মকে মানি না অথবা নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্মকে মানি সাকার ব্রহ্মকে মানি না এই পর্য্যন্ত তোমাদের বিচার তোমরা বিচার করিয়া ভাবিয়া দেখ না যে ইহার সার ভাব অর্থ কি ?

উপাসনা সম্বন্ধে।

বেদ শাস্ত্রেতে কথিত আছে, যে সূর্য্যনারায়ণ মণ্ডলেতে ধ্যেয় ঈশ্বর আছেন তাঁহাকে ধ্যান ধারণা ভক্তি করিতে হয় তাহাতেই সকল ভ্রম দুঃখ মোচন হয়। কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে, সূর্য্যনারায়ণ মণ্ডলেতে যে ধ্যেয় ঈশ্বর আছেন তাঁহাকে কি রূপে ধ্যান করিব? সূর্য্যনারায়ণ যে জ্যোতির্মূর্ত্তি তাঁহাকে ধ্যান করিলে কি সেই ধ্যেয় ঈশ্বরকে পাইব? না, তাঁহাকে ছাড়িয়া ধ্যান করিলে ধ্যেয় ঈশ্বরকে পাইব? ইহার অর্থ, এইরূপে বুঝিয়া লইবেন যেমন, অগ্নি মধ্যে উষ্ণতারূপী ধ্যেয় ঈশ্বর আছেন কিন্তু যদ্যপি কেহ ঐ উষ্ণতারূপী ধ্যেয় ঈশ্বরকে ধারণ মানসে অগ্নিত্যাগ করিয়া ঐ উষ্ণতারূপী ধ্যেয় ঈশ্বরকে ধারণ করিবার আকিঞ্চন করেন তাহা হইলে তাঁহার কার্য্যসিদ্ধি হওয়া নিতান্ত অসম্ভব অতএব ঐ উষ্ণতারূপী ধ্যেয় ঈশ্বরকে ধারণ করিতে হইলে সমষ্টি অগ্নিকে ধারণ করিতে হয় নচেৎ কোন মতে হইবার উপায় নাই। তদ্রূপ সূর্য্যনারায়ণ মণ্ডলেতে যে ধ্যেয় ঈশ্বর আছেন তাঁহাকে ধারণ করিতে হইলে সমষ্টি জ্যোতিমূর্ত্তি যে সূর্য্যনারায়ণ দেখা যাইতেছেন সেই সূর্য্যনারায়ণ ঈশ্বরকে ধারণ করিলে সেই ধ্যেয় ঈশ্বর পাইব। অর্থাৎ তিনি সকলই।

পূর্ণ পরব্রহ্মের নমস্কার বিধি।

পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুকে নমস্কার ও প্রণাম করিবার রাজা প্রজা বালক বৃদ্ধ সকল লোকের উপর উপদেশ আছে; যেমন সুপাত্র পুত্র কন্যা নম্র ভাবে ভক্তি পূর্ব্বক আপনার মাতা ও পিতা ও গুরুর সম্মুখীন হইয়া আপন মাতাপিতা জানিয়া জোড় হাতে প্রীতি-শ্রদ্ধা পূর্ব্বক শির নত করিয়া নমস্কার ও প্রণাম করিয়া থাকেন চক্ষুর সম্মুখে জোড়হস্তে নমস্কার প্রণাম করিলেই পিতা মাতার সমস্ত অঙ্গ ভিতর বাহির নমস্কার করা হয়। আর যদ্যপি পিতার ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যেক অঙ্গের নাম করিয়া নমস্কার করা হয় যে পিতাকে নমস্কার আর

পিতার হাতকে নমস্কার পিতার পাকে নমস্কার পিতার দাড়িকে নমস্কার, পিতার গোঁফকে নমস্কার, তাহা হইলে ত শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কিছুই অন্ত নাই। আর এই প্রকার রীতি অবলম্বনকারী পুত্র কন্যার মরণই ভাল। আর পিতার চক্ষুর সম্মুখে নমস্কার করাতে তাঁহার সম্পূর্ণ সকল শরীরকে নমস্কার হইয়া থাকে। আর পুত্র কন্যা শব্দে চরাচর, রাজা, প্রজা, বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রী, পুরুষ ইত্যাদি; আর মাতা, পিতা, গুরু শব্দে পূর্ণ পরব্রহ্ম বিরাট জ্যোতিঃস্বরূপ মাতা গুরু আত্মা; সেই পূর্ণপরব্রহ্মকে অন্তরেতে নমস্কার প্রণাম কর। মন্দিরের মস্‌জিদের গিরিজার ভিতরে বাহিরে অথবা শরীরের ভিতরে কিম্বা পৃথিবীর উপরে নমস্কার কর; যে দিকে ইচ্ছা মুখ করিয়া নমস্কার কর, উনি দশদিকেতেই পরিপূর্ণ আছেন। আর যখন প্রাতে ও সন্ধ্যা কালে নিরাকার হইতে সাকার রূপ স্বতঃ (অপনিই) প্রকাশ হন, তখন সূর্য্যনারায়ণ চন্দ্রমা শব্দে, বিরাট পূর্ণ পরব্রহ্ম পিতার জ্যোতিঃস্বরূপ নেত্র। এবং দেব দেবী মাতা ইত্যাদি লইয়া সমস্ত চরাচর বিরাট পরব্রহ্মের প্রত্যঙ্গ বলিয়া জানিবেন; উঁহার সম্মুখে নমস্কার করিলে সকল দেব দেবী চরাচর ইত্যাদিকে নমস্কার করা হয়। অতএব উঁহার জ্যোতিঃ স্বরূপ নেত্র, চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণের সম্মুখে রাজা, প্রজা, স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ সকল জাতি ইত্যাদি জোড় হস্তে শ্রদ্ধাভক্তি পূর্ব্বক এবং বিনীত ভাবে নমস্কার কর। আর অবনত মস্তকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ কর, অথবা বসিয়া কিম্বা দাঁড়াইয়া যেরূপেতেই হউক কিন্তু শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্ব্বক নমস্কার কর যে, পূর্ণ পর-ব্রহ্ম জ্যোতিঃ স্বরূপ, গুরু মাতা পিতাকে নমস্কার অথবা আপনার এক আত্মা জানিয়া পূর্ণরূপেতে নমস্কার করা ও সকলকে করান। এই প্রকারে পূর্ণ নির্গুণ সগুণ ব্রহ্মের নমস্কার হইয়া যাইবে, ইহা সত্য বুঝিবে। আর যথায় তথায় কল্পিত স্থানে অবনত মস্তকে নমস্কার করিবার কিছুই আবশ্যক নাই; তদ্বিষয়ে কোন শঙ্কা নাই। সকলই আপনারই আত্মা পূর্ণ পরব্রহ্ম গুরুর স্বরূপ মাত্র; সকলকে সত্য উপদেশ দিবে। আর জ্যোতিঃস্বরূপের সম্মুখে নমস্কার করাতে অজ্ঞান ভ্রম ইত্যাদি সমস্ত পাপ নাশ হইয়া যাইবে। আর

মনের রোগ (অর্থাৎ দ্বৈতভাব, অজ্ঞানতা, অবিদ্যা, অহংকার, মৃত্যুর ভয় আদির নাম মনের দুঃখ ও রোগ) সকলকে ঐ জ্যোতিঃস্বরূপ নাশ করিয়া জ্ঞানস্বরূপ নির্ভয় মুক্তিরূপ করিবেন, আপনারাও সদা আনন্দরূপ থাকিবেন। এই পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ শুদ্ধ সত্য ধর্ম্ম হইতে আপনারা রাজা, প্রজা, স্ত্রী, পুরুষ সকলেই বিমুখ হইয়াছেন। যে সকল নানা প্রকার দুঃখ আর ভ্রমে কাতর হইয়া বেড়াইতেছেন, তাহার অন্ত নাই। যে রাজা প্রজা পণ্ডিত এই শুরু পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপকে না চিনেন; সেই পণ্ডিত রাজা প্রজা পশুতুল্য; যে আপন অনাদি দেব ঈশ্বর কে চিনিতেছেন না; আর উঁহার মান মর্য্যাদা রাখিতেছেন না। সকলে নিজে যেমন জড় হইয়া আছ, সেইরূপ জ্যোতিঃস্বরূপকে জড় বলিয়া মনে করেন যেমন অন্ধ নিজের মত সকলকেই অন্ধ বলিয়া জানে। আপনার রাজা, বিদ্যার অহংকারে ভুলিয়া রহিয়াছেন, মাথা তুলিয়া দেখিতেছন না যে, এই জ্যোতিস্বরূপকে? জোহরিই হীরা চিনে, শূকর কেমনে চিনিবে?

প্রতিমা পূজা।

কেহ কেহ বলেন যে কাষ্ঠ পাথরের প্রতিমা পূজা করা বিধি কেহ কেহ বলেন যে তাহা নিষিদ্ধ সে বিষয় এখানে উভয়ে বিবাদ না করিয়া বিচার পূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া দেখুন যিনি পূজা করিতে নিষেধ করেন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা যে পূজা করিলে কি হানি হয় ও না করিলে কি লাভ হয় ও যিনি বলেন পূজা করা বিধি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা চাই যে প্রতিমা পুজিলে কি লাভ হয় ও যদ্যপি না পুজে তাহা হইলে হানি কি হয় এই বিষয়ে উভয়ে বিচার করিয়া বুঝিয়া যাহাতে সর্ব্বদা মিলিয়া সুখে থাক তাহা করা কর্ত্তব্য ও যাহা পুস্তকেতে লিখা আছে তাহা উভয়ে বিচার করিয়া চলিলে উভয়ে সুখে থাকিবে।

গুরুমন্ত্র।

শাস্ত্র পুরাণেতে সংস্কার পড়িয়াছেন যে, এই সূর্য্যনারায়ণ চন্দ্রমা কেবল দেব

দেবতা মাত্র। এই সিদ্ধান্তকে ধিক্কার ধিক্কার শত শত ধিক্কার। বিচার করিয়া দেখুন্ যে, এ আকাশের মধ্যে দ্বিতীয় আর কে আছেন যে রক্ষা করিবেন, আর পৃথিবীর ভার আর চরাচর রাজা প্রজার দুঃখ মোচন করিবেন? যেমন বনেতে এক সিংহই থাকে, সেইরূপ এই আকাশ বনে এক সিংহরূপ জ্যোতিঃস্বরূপ ঈশ্বর আছেন। বিচার করিয়া দেখুন যে, সাকার ও নিরাকার ব্রহ্মেতে প্রভেদ করিতেছেন আর বৃথা আপন আপন পক্ষপাত করিতেছেন। যিনিই নিরাকার নির্গুণ পরব্রহ্ম তিনিই স্বতঃপ্রকাশ স্যাকার পরব্রহ্ম। বিচার পূর্ব্বক মিলিয়া থাক, যাহাতে তোমরা সকল প্রকারে সুখ পাইবে। যদি কেহ মন্ত্রজপ করে তবে পূর্ণভাব করিয়া করা উচিত, আর সে মন্ত্র "ওঁ ক্লীঁ সত্যগুরু পূর্ণ পরব্রহ্ম নিরাকার জ্যোতিঃস্বরূপায় নমঃ স্বাহা" অথবা কেবল ওঁকারকে পূর্ণরূপ জানিয়া "ওঁসৎগুরু ওঁসৎগুরু" কিম্বা কেবল মাত্র "ওঁ অঃ ওঁ" অথবা অবস্থা ভেদে "সোঽহং" এইরূপ কর। এই মন্ত্র রাজা প্রজা, স্ত্রী, পুরুষ ইত্যাদি সকল জাতিই জপ করিবে। এই মন্ত্র দশবার অথবা একশত আটবার প্রাতে কিম্বা যে সময়ে যত ইচ্ছা এবং যে অবস্থাই হউক চলিতে বেড়াইতে শুইতে বসিতে যখনই মনে আসিবে তখনই জপ করিতে থাকিবেন। আর জ্যোতিস্বরূপ গুরুর প্রতি শ্রদ্ধাভাব রাখিবেন, সমস্ত ভ্রম ও ভয় দূর হইয়া যাইবে, সদা আনন্দ জীবন্মুক্ত রূপ থাকিবেন। আর যদ্যপি পুরুষ এই মন্ত্র শিখেন, তিনি আপন স্ত্রী, পুত্র কন্যাকে শিখাইবেন; যদ্যপি স্ত্রীলোক এই মন্ত্র শিখেন, তাহা হইলে তিনি আপন পতি, পুত্রকেও কন্যাকে ইহা শিখাইয়া দিবেন, ইহাতে কোন কথার দোষ অথবা সংশয় নাই; ইহা সত্য সত্য বুঝিবেন। আর এক্ষণে এই মন্ত্র শিখাতে আর জ্যোতিস্বরূপ পরব্রহ্ম গুরুকে নমস্কার ও ধ্যান করাতে কাণফোঁকা (গুরু মন্ত্র উপদেশ, দীক্ষা) আবশ্যক হইবেক না। অন্য কোন মন্ত্র শিখিবার প্রয়োজন নাই। কারণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপকেই ওঁকার প্রণব বলা হয় ঐ ওঁকার প্রণব ব্রহ্মের নানা নাম কল্পনা করিয়া নানা মন্ত্র রচিত হইয়াছে; পূর্ণ পরব্রহ্মকে ভজনা করিলে এবং ওঁকার জপ করিলে সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধ হয়। ইহাতেই জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু

অন্তর হইতে প্রয়োগ করিয়া প্রকাশ করিবেন, কোন সংশয় করিবে না। আর আজ হইতে আপনাদের রাজা, প্রজার গুরু ইষ্ট পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ। ইনি আপনিই কাণফুঁকিবেন (অর্থাৎ কৃপা দৃষ্টি করিয়া জ্ঞান উপদেশ দিবেন) আর এক্ষণ হইতে গুরু মুখ (দীক্ষা) হইতে হইবে না। কর্ণ ফুঁকাইলে গুরু মুখ হয় না, পরব্রহ্ম গুরুতে যখন যাহার নিষ্ঠা হয় তাহাই প্রকৃত গুরুমুখ; বিনা দীক্ষাতেই সেই পরব্রহ্ম প্রকাশিত হইবেন।

বীজ মন্ত্রের বিষয়ে নানামত প্রচলিত আছে। কেহ বলিয়া থাকেন যে প্রণব বীজ মন্ত্র, কেহ ব্রহ্মগায়ত্রীকে বীজ মন্ত্র বলেন, কিম্বা কেহ রামতারক মন্ত্রকে, কেহ ক্লীঁ শব্দকে, কেহ হ্রীঁ শব্দকে বীজ মন্ত্র বলিয়া থাকেন। এইরূপ বীজ মন্ত্রের সংখ্যা নাই। বীজের অর্থ এই যে, বীজ হইতে অঙ্কুর হইয়া ফল ফুল পাতা আদি বাহির হইয়া থাকে। পরব্রহ্মকে বীজ আর বিস্তার জগৎকে বৃক্ষরূপ বুঝিবেন। মন্ত্র শব্দের অর্থ এই যে, যাহা দ্বারা মনের দ্বৈত ভ্রম ইত্যাদি লয় হইয়া শুদ্ধ চৈতন্য অথবা আপন স্বরূপেতে নিষ্ঠা হয়। কাহারও মতে শক্তি বীজ পৃথক্; কেহ বা বিষ্ণু বীজকে পৃথক্ বুঝিয়া থাকেন। কিন্তু স্বরূপেতে কেবল পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরুকে বীজ ও বীজ মন্ত্র বুঝিবেন। পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরুর নাম লইলে সকল বীজ মন্ত্র উহাতে পাওয়া যাইবেক। ব্যবহার কার্য্যেতে রাজা প্রজা, স্ত্রী পুরুষের কেবল ওঁকার প্রণব জপ দ্বারা সকল দেবতাকে জপ করা হইবেক, কেন না সকল মন্ত্র ওঁকারেতেই আছে। ইহাতে কোন কথায় প্রভেদ কিম্বা সংশয় করিবে না।

নাম মাহাত্ম্যের অভেদ নির্ণয়।

অবোধ পুরুষ, যাঁহার পূর্ণ পরব্রহ্মেতে নিষ্ঠা নাই, তিনি পরব্রহ্মের কোন একটী নাম শুনিয়া সন্তুষ্ট হন, আর অন্য কোন একটী নাম শুনিয়া নিন্দা করেন। যেরূপ কেহ বলিয়া থাকেন শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের সহিত লীলা করিয়াছিলেন, বংশী বাজাইতেন, ও গরু চরাইতেন। গোপীগণের সহিত ক্রীড়া করি-

ধার অর্থ এই যে গোপী শব্দে চরাচরের ইন্দ্রিয়গণের নাম। ঐ গোপীগণকে (ইন্দ্রিয়গণকে) শ্রীকৃষ্ণ (অর্থাৎ শুদ্ধ চেতন ব্রহ্ম) প্রয়োগ করাতে চেষ্টা হইয়া থাকে, উনিই গোপীগণের সহিত ভোগ করিতেছেন আর পুনশ্চ সকল হইতে অতীত হইয়া বিরাজ করিতেছেন। সকল উনিই। কেবল অবোধকে বুঝান। উনি ভিন্ন দ্বিতীয় আর কে আছে যাহার সহিত ভোগ করিবেন? যেমন বৃক্ষের একটী পাতাকে নিন্দা করিলে সমস্ত পাতাগুলিকে নিন্দা করা হয়, সেইরূপ বৃক্ষ শব্দ ঈশ্বর, আল্লাহ, খোদা, গড্ অর্থাৎ পরব্রহ্ম নিরাকার সাকার জগৎরূপে প্রকাশমান আছেন এবং পাতাশব্দে মনুষ্য ইত্যাদি; তাহার একজনকে নিন্দা করিলে সকলকেই নিন্দা করা হয়।

শব্দ ব্রহ্ম বিচার।

কোন কোন মতে বলেন যে, শব্দই ব্রহ্ম। ইহার অর্থ এই যে, শব্দ হইল গুণ, প্রমাণ যেমন তুমি এক ব্যক্তি কোন একটী শব্দ উচ্চারণ করিলে অতএব তুমি ঐ শব্দের কারণ হইলে এবং ঐ শব্দ তোমার গুণ হইল। তোমাকে পাইলেই শব্দ রূপ গুণ পাওয়া যায় কিন্তু যদ্যপি কারণ রূপ তোমাকে ত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র তোমার শব্দরূপী গুণকে ধারণ করিয়া থাকিলে কার্য্যসিদ্ধ হয় না। যেহেতুক তুমি যে কারণ এবং তোমার শব্দরূপ যে গুণ তাহা তোমা হইতে পৃথক নহে তোমারই রূপ তোমা হইতে হয় এবং তোমাতেই লয় হয়। এইরূপ কারণ যে পরব্রহ্ম তাঁহা হইতে যে অনাহত শব্দ ইত্যাদি যে গুণ সকল প্রকাশ পাইতেছে; সেই কারণ পরব্রহ্মকে ত্যাগ করিয়া যদ্যপি কেবল মাত্র তাঁহার গুণ রূপ অনাহত শব্দ ব্রহ্মকে সত্য বলিয়া গ্রহণ কর তাহা হইলে কার্য্যসিদ্ধ হয় না অতএব সত্য-রূপ কারণ পরব্রহ্মকে ধারণ করিলে তোমার সকল কার্য্যসিদ্ধ হইবেক। পরব্রহ্ম হইতে তাঁহার গুণ পৃথক্ নহে অতএব তাঁহাকে পাইলেই তাঁহার গুণ সকল পাওয়া যাইবেক। এইরূপ ইত্যাদি বুঝিয়া লইবেন।

গুরু উপদেশ বিবরণ।

শাস্ত্রেতে কথিত আছে যে, গুরু উপদেশ ভিন্ন জীবের মুক্তি হয় না, তাহা সত্য বটে, কিন্তু সে কোন্ গুরু? অর্থাৎ ঈশ্বর এ সংসারে জ্যোতিঃস্বরূপ পর-ব্রহ্মের কৃপাদৃষ্টি ভিন্ন দ্বিতীয় কোন উপায়ই নাই যাহাতে এ ঘোর মায়া হইতে জীব নিস্তার পাইতে পারে। কিন্তু (স্ত্রী কিম্বা পুরুষ) যাঁহার অন্তরে পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু, মাতা, পিতা, আত্মাতে ভক্তি, শ্রদ্ধা ও প্রীতি আছে অথচ গুরু উপদেশ হয় নাই, তিনি অবশ্যই মুক্ত হইবেন, সদা আনন্দরূপ নির্ভয় থাকি-বেন। আর যে ব্যক্তি গুরু উপদেশ পাইয়াও পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপে নিষ্ঠা ভক্তি হীন, তিনি সদাই এই মায়া বন্ধনে থাকিবেন। জ্ঞানবান ব্যক্তির পক্ষে স্বরূপেতে সকলেই মুক্ত আছেন। কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক বিচার করিয়া দেখিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, মুক্তি অমুক্তি উপদেশের উপর নির্ভর করে না; বিনা উপদেশেও মুক্তি হইতে পারে, যেমন প্রহ্লাদ ইত্যাদি। স্বপ্ন অবস্থা অপর কেহও (যথা গুরু) ভঙ্গ করিয়া দিতে পারে না; অর্থাৎ গুরু, ভিন্ন আপনা হইতেও তাহার ছেদ হয়।

গুরু কাহাকে বলে।

গুরু কাহাকে বলে? যিনি বাহিরের ও ভিতরের সকল অজ্ঞান, দুঃখ ও তাপ নাশ করিয়া শুদ্ধ পরব্রহ্ম প্রকাশ করেন, নির্ভয় মুক্তিরূপ করেন; যিনি সদা আনন্দ স্বরূপ থাকেন তিনি গুরু। অর্থাৎ "গু" শব্দে অন্ধকার, অজ্ঞান, দ্বৈত, আর "রু" শব্দে প্রকাশ। যেমন সূর্য্যনারায়ণ পরমাত্মা প্রকাশ হইলে রাত্রি অন্ধকার (তমঃ) লয় হইয়া গিয়া থাকে; তদ্রূপ তিনিই গুরু," যিনি ভিতর বাহির প্রকাশ করিয়া অজ্ঞানকে নাশ করিয়া থাকেন; অর্থাৎ তিনিই গুরু জ্যোতিস্বরূপ, যিনি রাত্রি (তমঃ) কে লয় করিয়া দিতেছেন তিনি পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ, রাজা, প্রজা এবং সমস্ত জাতির গুরু মাতাপিতা হন। পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ বিনা ব্রহ্মাণ্ডে

দ্বিতীয় কেহই নাই যে, অন্তরের সকল ভ্রম দূর করিয়া জ্ঞান প্রকাশ করেন; অথবা স্বরূপ বোধ করান। মনুষ্যের কি সাধ্য আছে যে, সকল ভ্রম নাশ করিয়া জ্ঞান প্রকাশ করেন। যেরূপ অগ্নি ভিন্ন অপর দ্বিতীয় কাহারও ক্ষমতা নাই যে, স্থূল বস্তুকে ভস্ম করিয়া এক করে। অন্ধ ব্যক্তি অপর এক অন্ধ ব্যক্তিকে হাত ধরিয়া পথ দেখাইতে পারে না; কিন্তু যাহার চক্ষু আছে সেই ঐ অন্ধ ব্যক্তিকে হাত ধরিয়া পথ দেখাইতে পারে। এইরূপ মহাত্মা জ্ঞানবান্ পুরুষ, যাঁহার পূর্ণ জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছে, তিনিই পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরুর সৎপথ দেখাইতে পারেন, অর্থাৎ তিনিই গুরুর তুল্য। নচেৎ যিনি কেবল মাত্র শিষ্যকে দীক্ষা দিয়া শিষ্যের ধন হরণ করেন, তাঁহাকে সৎগুরু বলা যায় না। যখন তিনি নিজেই ভ্রমে ডুবিয়া আছেন, সত্য পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপে নিষ্ঠা নাই, তখন তিনি কি রূপে অপরকে সৎপথে লইয়া যাইবেন; অথবা প্রকাশ করিবেন। তন্ত্রেতে কোন স্থানে মহাদেব ভগবতীকে গুরুতত্ত্ব প্রসঙ্গে কহিয়াছেন যে,

বহবো গুরবঃসন্তি শিষ্যবিত্তাপহারকাঃ।
দুর্লভঃ সৎগুরুঃ দেবি শিষ্যসন্তাপহারকঃ॥

হে দেবি! এই সংসারে শিষ্যের কেবল মাত্র ধন হরণ করিয়া থাকেন এমত গুরুই অধিক, কিন্তু শিষ্যের সন্তাপ (মনের ক্লেশ) হরণ করেন এমত গুরু অতি দুর্লভ। যিনি কাণফুঁকেন কিম্বা সৎ উপদেশ দেন তিনি উপদেশ গুরু হন, এবং যিনি ভিতর বাহির হইতে প্রকাশ করিয়া দেন তিনি পরম গুরু পরমাত্মা; অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু, পরমাত্মা ভিতর বাহির হইতে প্রকাশ করিয়া দেন। রাজা প্রজা, স্ত্রী, পুরুষ ইত্যাদির কেবল মাত্র উঁহারই প্রতি নিষ্ঠা ভক্তি রাখা কর্ত্তব্য। এক উপদেশ গুরু, যিনি পরব্রহ্মের পথ দেখাইয়া দেন, কিম্বা আত্মবোধ করাইয়া দেন। আর এক বিদ্যাগুরু, যিনি বিদ্যা পড়ান। আর এক জন্মদাতা গুরু হন। আর জন্মদাতা গুরু, মাতাপিতাকে বলা হয়, উঁহাদিগকে উপদেশ গুরু ও বিদ্যা গুরু অপেক্ষা অধিক মান্য করা উচিত। আর সকল দুঃখ মোচন ও মুক্তিদাতা গুরু পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতি-স্বরূপ, গুরু, আত্মা, মাতাপিতা

হন। তিনিই বিদ্যাদাতা, তিনিই উপদেশ দাতা, তিনিই অন্নদাতা, আর তিনিই সংসারের জন্মদাতা গুরু মাতাপিতা।

গুরু ত্যাগ।

অনেকের এরূপ সংস্কার পড়িয়াছে যে একবার কোন ব্যক্তি বিশেষকে গুরু বলিয়া গ্রহণ করিলে তাঁহাকে আর কখন ত্যাগকরা যায় না। কিন্তু যাঁহারা শুদ্ধ চৈতন্য আত্মা মাতাপিতাকে গুরু বলিয়া স্বীকার করেন তাঁহারা এই জগতে যাহার দ্বারা অজ্ঞান নাশ হয় তাহাতেই পরব্রহ্মের গুরুরূপে আবির্ভাব অঙ্গীকার করেন। এবং তাঁহাদের পক্ষে উক্ত পরব্রহ্ম গুরুর কখনই ত্যাগ সম্ভাবনা হয় না বটে কিন্তু মনুষ্যাদি গুরু তাঁহাদের কর্তৃক ত্যক্ত ইহতেও পারেন।

মধুলব্ধা যথা ভৃঙ্গী পুষ্পাৎ পুষ্পান্তরং ব্রজেৎ।
জ্ঞানং লব্ধা তথা শিষ্যো গুর্বাৎ গুর্বন্তরং ব্রজেৎ॥

জ্ঞান পিপাসু ব্যক্তি এক গুরুর নিকট জ্ঞান উপদেশ গ্রহণ করিয়া জ্ঞান পরিপক্ক করিবার আবশ্যকতা হেতু অন্য গুরুর নিকট উপদেশ গ্রহণ করিতে পারেন তাহাতে কোন হানি নাই।

ওঁকার বিষয়।

পূর্ণ পরব্রহ্ম গুরু ব্যতিরেকে কিম্বা তাঁহার নাম যে ওঁকার মন্ত্র ব্যতিরেকে কল্পিত অপর অপর মন্ত্রের দ্বারা শীঘ্র কার্য্যসিদ্ধ হয় না তাহাতে অনেক বিলম্ব হয় এবং বহু কষ্টও হইয়া থাকে। কিন্তু ওঁকার জপিলে এবং জ্যোতিঃস্বরূপ ঈশ্বর গুরুর প্রতি নিষ্ঠা রাখিলে সহজেই কার্য্যসিদ্ধ হয়। প্রমাণ যেমন, রন্ধনের নিমিত্ত কাষ্ঠ জল এবং আহারীয় দ্রব্য সামগ্রী সমস্তই আয়োজন হইল বটে কিন্তু তাহাতে অগ্নি সংযোগ না হইলে কদাচই রন্ধন কার্য্যসিদ্ধ হইবে না। সেইরূপ ওঁকার মন্ত্র জ্যোতিঃস্বরূপ ঈশ্বর অগ্নিস্বরূপ; এবং কাষ্ঠ শব্দে ইত্যাদি ভ্রম দগ্ধ হইয়া রন্ধন শব্দে আত্মবোধ অর্থাৎ আত্মা পরমাত্মা অভেদ হওয়া কি না জীব ঈশ্বর এক হওয়া। ওঁকার মন্ত্র আদি বীজ, ইহা বীজ মন্ত্রের দাতা গুরু;

ওঁকারই ব্রহ্মগায়ত্রী, ইহা জপ করিলে ব্রহ্মগায়ত্রী ইত্যাদি সকল মন্ত্রই জপা হইল ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। রাজা প্রজা স্ত্রী পুরুষ বালক বৃদ্ধ সকলেই ওঁকার জপ করিবে এবং সকলেরই ওঁকার জপ করিবার অধিকার আছে। চরাচর সকলেই ওঁকার রূপ। যাহার পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুতে নিষ্ঠা ভক্তি আছে তাহার ওঁকার জপিবার আবশ্যকতা নাই তাঁহাতেই তাহার কার্য্যসিদ্ধ হইবেক।

অজপা মন্ত্র সম্বন্ধে।

কেহ কেহ ওঁকারকে আর কেহ কেহ সোঽহংকে আর কেহ কেহ অন্যবিধ মন্ত্রকে অজপা মন্ত্র বলেন। যাহার যে মন্ত্রেতে নিষ্ঠা হইয়া গিয়াছে তাহার পক্ষে সেই মন্ত্রই অজপা মন্ত্র। কিন্তু অজপা শব্দের প্রকৃত মর্ম্ম এই যে, যে কোন মন্ত্রই হউক না কেন, তাহা জপ করিতে করিতে যখন স্বরূপে নিষ্ঠা হইল অর্থাৎ মন তাহাতে লয় হইল কেবল মাত্র ভাবে মগ্ন থাকিল তাহাকেই অজপা বলে অর্থাৎ জপের শেষ হওয়া। ইহা অবস্থা মাত্র কোনও মন্ত্র বিশেষের নাম অজপা নহে। ইহা কেবল মাত্র স্বরূপেতে মগ্ন থাকা।

গায়ত্রীর আবাহনাদি ব্যাখ্যা।

বিষ্ণু ভগবানের অর্থ এই যে, তিনি সমস্ত বিশ্ব জগতের ভিতর বাহির পরিপূর্ণ আছেন, দ্বিতীয় কেহই নাই। ইঁহারই নাম বিষ্ণু, বিশ্বনাথ এবং ওঁকার কল্পিত হইয়াছে। পরব্রহ্ম সাকার বিস্তার রূপকে ওঁকার শব্দ বলে, ইহার জন্য উঁহার নাম ব্রহ্মগায়ত্রী আর সাবিত্রী কল্পনা করা গিয়াছে।

সূর্য্যনারায়ণ পরমাত্মাকে নমস্কার ধ্যান জল তর্পণ করিবার এই মন্ত্র—

"ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মণে ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে নমঃ। সবিত্রে শুচয়ে সাবিত্রে কর্ম্মদায়িনে এষোঽর্ঘঃ ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নারায়ণায় নমঃ।"

নমঃ শব্দে প্রণাম বুঝায় নমো শব্দে উঁহার নামেতে অর্পণ কর এবং করাও

অর্থাৎ যাহা কিছু হয় তাহা উঁহাতেই অর্পণ কর এইরূপ ইত্যাদিতে বুঝিয়া লই-বেন। কেহ বলিয়া থাকেন যে বিষ্ণু ভগবানের প্রকাশ হইতে সূর্য্যনারায়ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহার অর্থ এই যে, যেমন কেহ বলেন যে অগ্নি ব্রহ্মের প্রকাশ হইতে উষ্ণতা আর প্রকাশ হইতেছে, কিন্তু অগ্নি উষ্ণতা আর প্রকাশ এক অগ্নিই হন অর্থাৎ পরব্রহ্ম বিষ্ণু ভগবান সূর্য্যনারায়ণ পরব্রহ্মই হন।

গায়ত্রীর আবাহন মন্ত্র যথা

"ওঁ আয়াহি বরদে দেবি ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি।

গায়ত্রী ছন্দসাংমাতঃ ব্রহ্মযোনি নমোস্তুতে।"

ব্রহ্মগায়ত্রীকে অর্থাৎ দেবীমাতা জগৎ জননীকে আবাহন ও নমস্কার, অর্থাৎ জগৎস্বরূপ পরব্রহ্মকে নমস্কার। আর ব্রহ্মগায়ত্রীর অর্থ ভিন্ন ভিন্ন করিয়া সংক্ষেপেতে বুঝিয়া লইবেন। ব্রহ্মগায়ত্রী যথা,

ওঁভূঃ ওঁভুবঃ ওঁস্বঃ ওঁমহঃ ওঁজনঃ ওঁতপঃ ওঁসত্যং ওঁতৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ।

ওঁ আপোজ্যোতিরসোঽমৃতং ব্রহ্ম।

আর গায়ত্রী বিসর্জ্জনের মন্ত্র,

ওঁ উত্তরে শিখরে জাতা ভূম্যাং পর্ব্বতবাসিনি। ব্রহ্মণস্তমনুজাতা চ গচ্ছ দেবি যথা সুখং॥

আর গায়ত্রীর অর্থ এই—ওঁভূঃ হইতে ওঁসত্যং পর্য্যন্ত ওঁকার সাতবার বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, একই ওঁকার অর্থাৎ পরব্রহ্ম সাত ভাগেতে হইয়া বোধ হইতেছেন। পরব্রহ্ম নিরাকার হইতে সাকার জগৎ বিস্তার রূপে বিরাজমান আছেন, সেই জন্য উঁহার নাম ওঁকার। যেমন জল মেঘরূপ হওয়াতে উহার মেঘ নামে কল্পিত হইয়াছে, কিন্তু উহার কারণ সেই জল; তদ্রূপ নিরাকার নির্গুণ পরব্রহ্ম এই সগুণ সাকার জগৎ চরাচর বিস্তার রূপে বিরাজমান হওয়াতে তাঁহারই ওঁকার নাম কল্পিত হইয়াছে। সাত ঋষি সাত ভূমিকা আর সাত দেবীমাতা শব্দ

আর সাত বিভক্তি শব্দ (প্রথমা দ্বিতীয়া ইত্যাদি সাত বিভক্তি ব্যাকরণে উল্লেখ হইয়াছে)। বশিষ্ট, বিশ্বামিত্র ইত্যাদি সাত ঋষি শব্দ অর্থাৎ পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, চন্দ্রমা ও সূর্যনারায়ণ; এই ওঁকার প্রণব ব্রহ্ম সাত ভাগ হইয়া বোধ হইতেছেন। এইরূপ পরব্রহ্মের সাত বিভক্তি, সাত ভূমিকা, সাত ঋষি নাম কল্পনা করা গিয়াছে। শরীরেতে সাত ঋষি বর্তমান আছেন, যথা চক্ষুতে তেজোরূপ হইয়া দেখা যায়, কর্ণদ্বারে আকাশ রূপে শব্দ গ্রহণ করা হইতেছে, নাসিকাদ্বারে প্রাণবায়ু রূপে শ্বাসপ্রশ্বাসে দুর্গন্ধ সুগন্ধ গ্রহণ করিতেছেন, বাক্যদ্বারে কণ্ঠভাগে বিশুদ্ধ চক্রে অ আদি ষোড়শ দলে অথবা ষোড়শ কলায় চন্দ্রমারূপে বেদশাস্ত্রের বিচার করিতেছেন, অগ্নিরূপে নাভিদেশে অন্ন পরিপাক করিতেছেন, জলরূপে সমস্ত শরীরে রক্তরূপ হইয়া লিঙ্গভাগে বাস করিতেছেন, পৃথিবীরূপে হাড় মাস হইয়া সমস্ত শরীর ব্যাপিয়া মূলাধারে গুহ্যদেশে বাস করিতেছেন। আর ব্রহ্মের এই পাঁচ তত্ত্বকে পাঁচভূত নামও কল্পনা করা হইয়াছে আর এই সাতের ভিতরেতে তিনলোক চৌদ্দভুবন বলা হয়। যেরূপ জল ও শীতল স্বভাব এক জলেরই দুই নাম হইয়াছে, সেইরূপে সাত ভূমিকাতে দুই দুই নামে লোক বুঝিবেন। কিন্তু পরব্রহ্মে তিনটী মাত্র লোক, আর সাতটী মাত্র ভূমিকা এবং চৌদ্দটী মাত্রই ভুবন আছে এরূপ নহে; উহাতে কত কোটী কোটী ভূমিকা আর লোক আছে তাহার অন্ত নাই। ইহা কেবল মাত্র সচরাচর জিজ্ঞাসু লোকদিগের সন্দেহ ভঞ্জনার্থে যৎকিঞ্চিৎ যথাশক্তি বর্ণন করা হইয়াছে নচেৎ অনন্ত অনাদি অগম্য অপার গুণের সীমা কে কোন্‌কালে বুঝিতে পারিয়াছেন যে তিনি বাক্যদ্বারা বর্ণনা করিয়া শেষ করিবেন। আর চব্বিশ অক্ষর গায়ত্রীর অর্থ এই যে, পাঁচ তত্ত্ব, পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়, ও পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় আর ছয় কাম, ক্রোধ ইত্যাদি রিপু আর সত্ত্বঃ রজঃ তমঃগুণ এই চব্বিশ আর জীব শব্দ দিলেই পঁচিশ প্রকৃতি শব্দ পরব্রহ্ম বিরাট ভগবানের শরীর অর্থাৎ চরাচর আদির শরীর। আর ব্রহ্মগায়ত্রী নামে যে ত্রিশব্দ তাহাতে চরাচরকে লইয়া তিন লোক, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ শব্দ, তিন গুণ; অর্থাৎ পরব্রহ্মেরই নাম ব্রহ্মগায়ত্রী। আর ওঁ ভূঃ পৃথিবী, আর ভূর্লোক শরীরের ভিতর আর পঞ্চভূত শব্দ ব্রহ্ম, ওঁ ভুবঃ

অন্তরীক্ষ লোক কণ্ঠভাগেকে আর ভুবঃ শব্দে জগৎ বিস্তার আর অন্তস্থ ব শব্দে বায়ু বর্গীয় ব শব্দে জল ব্রহ্ম, আর ওঁ স্বঃ শব্দে স্বর্লোক মস্তক আর সাকার সূর্য্যনারায়ণ ব্রহ্ম, ওঁ মহঃ শব্দে মন, আর মহাবীর, মহা আকাশ, মহাদেবী, মহালক্ষ্মী স্বরূপ চন্দ্রমা, চন্দ্রমা জ্যোতিঃ ব্রহ্ম প্রাণরূপ; ওঁ জনঃ শব্দ চরাচর ইত্যাদি স্বরূপ চন্দ্রমা জ্যোতিঃ ব্রহ্ম; ওঁ তপঃ শব্দে প্রাণস্বরূপ সূর্য্যনারায়ণ; ওঁ সত্যং শব্দে আকাশ ব্রহ্ম স্বরূপ সূর্য্যনারায়ণ পরব্রহ্ম; ভূর্ভুবঃ স্বঃ শব্দে ভূলোক অন্তরীক্ষ, স্বর্লোক; নাভি চক্র, কণ্ঠভাগ, মস্তক; স্বরূপ অগ্নি ব্রহ্ম, চন্দ্রমা ব্রহ্ম, সূর্য্যনারায়ণ ব্রহ্ম; তৎসবিতুর্বরেণ্যং শব্দে তৎশব্দে শুদ্ধ ব্রহ্ম সূর্য্যনারায়ণ জগৎরূপ বিস্তৃত আছেন, বরেণ্যম্ শব্দে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ স্বয়ং স্বতঃপ্রকাশ পূজার যোগ্য সূর্য্যনারায়ণ ঈশ্বর হন, আর বরেণ্যং শব্দে সত্য অসত্যের বিচার করিয়া সত্য শুদ্ধ চৈতন্য পূর্ণ পরব্রহ্ম তাঁহাকে ধারণ (অঙ্গীকার) করা আর ভর্গোদেবস্য শব্দে, কেহ ভর্গ শব্দে সূর্য্যনারায়ণকে বলেন, আর দেবও উঁহাকেই বলেন। আর ভ শব্দে জগৎ, র শব্দে অগ্নি, গ শব্দে পৃথিবীকে এবং ইন্দ্রিয়াদিকে বলা হয়। ধীমহি শব্দের ধী শব্দে বুদ্ধি ব্রহ্ম আর মহি শব্দে পৃথিবী ব্রহ্ম; আর ধীয়োয়োনঃ শব্দে ধীয়ো জ্ঞান শব্দ সূর্য্যনারায়ণ, য়োনঃ শব্দে ইন্দ্রিয় জগৎ বিস্তার আর প্রচোদয়াৎ প্রণব পরব্রহ্ম সূর্য্যনারায়ণ; আর চো শব্দে চক্ষু তেজরূপ আর জ্ঞানরূপ, দয়াৎ শব্দে দেব জগৎরূপ বিস্তার এবং অন্তরেতে শুভ বুদ্ধি প্রয়োগ করেন, আর ক্রিয়াকেও (কার্য্যকেও) বলা হয়। আর ওঁ আপো (জল) জ্যোতিঃ শব্দ বিস্তার জগৎরূপ আর জ্যোতিঃ শব্দ আপন আপনিই স্বয়ং জ্যোতিঃব্রহ্ম জগৎরূপ আর রসোঽমৃতং ব্রহ্ম, রস শব্দে রসনা ইত্যাদি আর জল আর অমৃত শব্দে শুদ্ধ ব্রহ্ম, যাঁহাকে পান করিলে জীবগণ অমর হয়। আর মৃতং শব্দে পৃথিবী, মৃত্তিকা। আর ব্রহ্ম শব্দের অর্থ এই যে, অদৃশ্য নিরাকার ও বিস্তার ইত্যাদি যাহা দৃষ্টিগোচর হয় সেই পূর্ণ পরব্রহ্মই শুদ্ধ আত্মা। ওঁ একাক্ষর ব্রহ্ম, 'অ' সৃষ্ট্যুৎপাদকঃ প্রজাপতিঃ, 'উ' সৃষ্টিপালকঃ বিষ্ণুঃ, 'ম' সৃষ্টি লয়কারী। ভূঃ-প্রাণ জীব-রক্ষক, ভুবঃ অপান, সুখদায়কঃ, স্বঃ সুখাশ্রয়ম্। গায়ত্রীর নিষ্কাসিত অর্থ এই,

বয়ং দীনজনাঃ, তৎসবিতুঃ সৃষ্টি কর্ত্তুঃ জ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্মণঃ

বরেণ্যং-শ্রেষ্ঠং, স্বয়ংসিদ্ধং। ভর্গো-বর্চ্চসং বেদোক্তং যৎ জ্ঞানমত্তি তদেব তেজসং ধীমহি যো দেবো নোঽস্মাকম্ ধিয়ঃ শুভ কর্ম্মাণি প্রচোদয়াৎ প্রেরণং কুর্য্যাৎ।

এই সকল অর্থই জ্যোতিঃস্বরূপকে বুঝায়।

ত্রিকাল ন্যাস ও সন্ধ্যা বিবরণ।

রাজা প্রজার ত্রিকাল ন্যাস সন্ধ্যা ও সাকার জ্যোতি মূর্ত্তির ধ্যান করিবার বিধি আছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, শক্তি, দেব, দেবীমাতা সাবিত্রির ধ্যান ও নমস্কার করিবার উপদেশ আছে অর্থাৎ জ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্মকে ত্রিকাল ধ্যান ও নমস্কার এবং উপাসনা করিবে। তেজরূপ ব্রহ্মার প্রাতঃকালে এইরূপ ধ্যান করা উচিত

"প্রাতে রক্তবর্ণং চতুর্মুখং দ্বিভুজং সাক্ষসূত্রকমণ্ডলুং হংসারূঢং ব্রহ্মাণং নাভি দেশে ধ্যায়েৎ।"

ইহার অর্থ এই যে,যখন প্রাতঃকালেতে রক্তবর্ণ জ্যোতিমূর্ত্তি সূর্য্যনারায়ণ প্রকাশ হন, সেই জ্যোতির্ম্মূর্ত্তিকে রাজা প্রজাগণ আত্মাগুরু বা মাতা পিতা জানিয়া ভক্তি শ্রদ্ধা পূর্ব্বক ধ্যান ও নমস্কার করিবেন। চতুর্মুখং শব্দের অর্থ এই যে, কেহ বলেন যে, ব্রহ্মার চারি মুখ। ইহার ভাব এই যে, বিরাটরূপ চরাচরের চক্ষু দ্বার এক মুখ তাহার দ্বারা দেখিতেছেন, এক মুখ কর্ণ দ্বারে শুনিতেছেন, এক মুখ নাসিকা দ্বারে সুগন্ধ ইত্যাদির আঘ্রাণ লইতেছেন, এবং আর এক মুখ যে যথার্থ মুখ তাহার দ্বারা বেদপাঠ করিতেছেন ও বিচার করিতেছেন ও জিহ্বা দ্বারা নানা প্রকার রস আস্বাদন করিতেছেন। চতুর্মুখ শব্দের অর্থ এই যে, যাহার চারিদিকেই অর্থাৎ দশদিকেই মুখ আছে। যেমন অগ্নি জ্যোতির্ম্মূর্ত্তিতে যে দিক হইতে হাত দিন, উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব পশ্চিম উপর নীচে উহাতে হাত দিলেই পুড়িয়া যাইবে। ঐ অগ্নির চারিদিকেই মুখ আছে, ইহার নাম চতুর্মুখ, চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণের দশদিকেই মুখ আছে, যেদিক হইতে উঁহাদিগকে দেখিবেন, সেই দিকেই উঁহাদিগকে সম্মুখে দেখিবেন। এইরূপে পরব্রহ্মের দশদিকেই মুখ আছে। কিন্তু উঁহার

ইন্দ্রিয় আছে এবং নাইও অর্থাৎ জ্যোতিরূপা পরব্রহ্ম দেখা শুনা ইত্যাদি কার্য্য করেন ও করান আর পুনশ্চ সুষুপ্তি অবস্থায় সত্তম নির্ব্বিকার, নির্লিপ্ত, নিরাকার, কেবল আনন্দ স্বরূপ থাকেন। বিদ্যা অবিদ্যাকে ব্রহ্মের দুই হাত জানিবেন। "সূত্র কমণ্ডলু" কমণ্ডলু শব্দে কেহ কেহ জল পাত্র বুঝেন, কিন্তু ইহার যথার্থ তাৎপর্য্য ব্রহ্মাণ্ড চরাচরের শরীর; সূত্র মানে, একই জ্যোতিঃ সূত্রেতে সমস্ত চরাচরকে মালার ন্যায় গাঁথিয়া রাখিয়াছেন; যেরূপ একই জ্যোতিঃ প্রকাশ হইলে সকলের দিবস রূপ নেত্র হয়, আর উনি অস্ত হইলে সকলেই অন্ধ হইয়া যায়। "হংসারূঢ়ং" ইহার অর্থ কেহ কেহ এরূপ বুঝেন যে হংসের উপর আরূঢ় থাকেন। কিন্তু যে ব্রহ্ম এই সৃষ্টি রচনা করিয়াছেন তাঁহার কি একটা পক্ষীর উপর আরোহন করা ভিন্ন নিজের চলৎশক্তি নাই? অতএব ইহার প্রকৃত অর্থ এই যে, হংস কি না হরিভক্ত জন যিনি আত্মতত্ত্বের পিপাসু ও শুদ্ধ চৈতন্যে লিপ্ত, অর্থাৎ নিষ্ঠাবান থাকেন; যেমন রাজহংস মুক্তা আহার করে কিনা মুক্তাশব্দে শুদ্ধ চৈতন্য পরব্রহ্ম, যিনি তাঁহাকে আহার করেন, সেই যথার্থ রাজ হংস। আর এইরূপ হংসের উপর পরব্রহ্ম সাক্ষ্যাৎ আরূঢ় (বিরাজমান) থাকেন। তিনি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত আছেন বটে, কিন্তু সাধুভক্ত জনের প্রতি প্রত্যক্ষ বিরাজমান থাকেন। নাভি দেশে ধ্যায়েৎ, ইহার অর্থ এই যে, বিরাট মূর্ত্তির নাভিদেশ আকাশ, ঐ আকাশেতে পরব্রহ্মকে অর্থাৎ তেজরূপ জ্যোতি ব্রহ্মমূর্ত্তি যিনি দিন রাত্রি প্রকাশ থাকেন, অর্থাৎ সূর্য্যনারায়ণ পরব্রহ্ম মূর্ত্তিকে ধ্যান করা আবশ্যক।

যাহার চারি মুখ, হাত, পা ইন্দ্রিয়াদি আছে উহাকে স্থূল শরীর নশ্বর জানিবে, সে অবশ্যই নাশ হইবে; কিন্তু স্বরূপের নাশ নাই। পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপেতে লয় হইয়া যাইতেছে। চরাচর ইত্যাদি আপনাদের যে মুখ আছে, সে পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের মুখ।

মধ্যাহ্ন কালে বিষ্ণু ভগবান অর্থাৎ পরব্রহ্মকে ধ্যান করা আবশ্যক,

"হৃদি নীলোৎপল দল প্রভঙ্গ শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম হস্তং গরুড়ারূঢ়ং কেশবং ধ্যায়েৎ"।

এই শ্লোকের অর্থ এই যে, চরাচর আপনাদের হৃদয়েতে, অর্থাৎ পরব্রহ্মের আকাশরূপী হৃদয়েতে নীলবর্ণ আকাশ বোধ হয়, ঐ আকাশ রূপ হৃদয়েতে পরম জ্যোতি বিষ্ণু ভগবান অর্থাৎ ঈশ্বর দিন রাত্রি প্রত্যক্ষ জ্যোতি মূর্ত্তি।” “নীলোৎপল দল প্রভম্” অর্থাৎ পদ্ম ফুলের ন্যায় প্রকাশ থাকেন, সেই জ্যোতিমূর্ত্তিকে ধ্যান ও নমস্কার করা উচিত, অর্থাৎ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃ ব্রহ্ম মূর্ত্তিকে ধ্যান ও নমস্কার করা আবশ্যক। শঙ্খের অর্থ কেহ কেহ এইরূপ বুঝেন যে, বিষ্ণু ভগবান হাতে শঙ্খ লইয়া রহিয়াছেন। বিষ্ণু ভগবানের কোনও ঠাকুর পূজার আবশ্যক নাই যে শঙ্খ হাতে লইয়া থাকিবেন। শঙ্খ শব্দের গূঢ় অর্থ চরাচর ইত্যাদির মস্তক; যখন চৈতন্য বাজান তখন চরাচর ইত্যাদির মস্তক রূপ শঙ্খ বাজিতে থাকে, এবং যখন শঙ্খ রাখিয়া দেন, তখন মস্তকরূপ শঙ্খ আর বাজে না। অর্থাৎ যখন সকল শক্তি সঙ্কোচ করিয়া স্বয়ং আপনাতে স্থিতি করেন, সেই সময় আপনাদের সুষুপ্তি অবস্থা হয়, তখন শঙ্খ বাজে না, পড়িয়া থাকে। এবং পুনশ্চ যখন প্রয়োগ করিয়া চৈতন্য আপনাদিগকে বাজাইয়া থাকেন, তখন আপনারা বাজিতেছেন ও সকল কার্য্য করিতেছেন। “চক্র” শব্দে জ্ঞানকে বলা হয়, যে জ্ঞান চক্রদ্বারা দুষ্টমতি অজ্ঞানরূপী রাক্ষসকে নাশ করেন। “গদা” অবিদ্যার নাম, যাহা দ্বারা সৃষ্টি রচনা করেন। যে কেহ অহংকার করেন, তাঁহার চিত্ত বিষয়ে আসক্ত থাকে, পরব্রহ্মেতে নিষ্ঠা হয় না। “পদ্ম” পদ্ম ফুলকে কিম্বা কেহ কেহ এক প্রকার বৃক্ষকেও বলেন। বস্তুতঃ মনের নাম পদ্ম, সেই মনদ্বারা সকল ইন্দ্রিয়গণকে ধরিয়া রাখেন। এই চারি পদার্থ বিষ্ণু ভগবানের (পরব্রহ্মের) হাতেতে থাকে। “চতুর্ভুজং” শব্দে চারিদিক কিম্বা চারি অন্তঃকরণ বুঝিবেন। “গরুড়ারূঢ়ং কেশবং ধ্যায়েৎ” কেহ কেহ ইহার অর্থ বলেন যে বিষ্ণু গরুড় পক্ষীর উপর আরূঢ় আছেন। যদ্যপি বিষ্ণু একপক্ষীর উপরমাত্র আরূঢ় আছেন, তবে চরাচরের হৃদয়েতে কে আরূঢ় থাকিয়া প্রয়োগ করিতেছেন? বস্তুতঃ “গরুড়ারূঢ়ং” শব্দের প্রকৃত অর্থ এই যে, গ ও গো শব্দের অর্থে পৃথিবী এবং চরাচর বিরাট পরব্রহ্মের ইন্দ্রিয়গণ ইত্যাদি, সেই গো (ইন্দ্রিয়গণের) ভিতর

বাহির, আরূঢ় কি না অচলরূপে বিষ্ণু ভগবান (চৈতন্য) প্রয়োগ করিয়া চেষ্টা করিতেছেন, সেই বিষ্ণু ব্রহ্মকে ধ্যান ও নমস্কার করা আবশ্যক।

সায়ংকালে বিশ্বনাথের (মহাদেবের) ধ্যান করিবার এই মন্ত্র যথা,

"শ্বেতংদ্বিভুজং ত্রিশূলং ডমরুকরমর্দ্ধচন্দ্রবিভূষিতং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রং ললাটে ধ্যায়েৎ।

"শ্বেতং" কি না শুক্লবর্ণ (সাদা) অর্থাৎ চন্দ্রমা জ্যোতি ব্রহ্মমূর্ত্তিকে ধ্যান ও নমস্কার করিবে। "দ্বিভুজং" শব্দে বিদ্যা অবিদ্যা বুঝিবেন। "ত্রিশূলং" শব্দের তাৎপর্য্য সত্ত্ব রজঃ তমঃ তিনগুণ। "ডমরু" শব্দে বাদ্য, কিন্তু ইহার প্রকৃত পক্ষে ডমরুর ড অর্থে স্থূল শরীর, ম অর্থে মন, রু শব্দে প্রকাশ উপলব্ধি হইয়া থাকে। ডমরু শব্দে চরাচরের শরীর বুঝায়, যাহা দ্বারা নানাপ্রকারের স্বর বাহির হয়। "অর্দ্ধচন্দ্র বিভূষিতং" চন্দ্রমা জ্যোতিমূর্ত্তিতে দ্বিভুজ শিবের ভূষণ সংযুক্ত মূর্ত্তি আছে, অর্থাৎ চরাচর ইত্যাদি ঐ জ্যোতি মূর্ত্তির মধ্যেতে আছেন। কেহ কেহ শিবের পাঁচ মুখ কহেন কিন্তু বস্তুতঃ "পঞ্চবক্ত্রং" শব্দের প্রকৃত অর্থ; পাঁচ তত্ত্ব যাহা হইতে চরাচর বিরাট ভগবানের শরীর হইয়াছে, কিম্বা বিরাটরূপী মহাদেব ও বিষ্ণু ভগবানকে জানিবে। "ত্রিনেত্রং" শব্দের অর্থ এই যে, অজ্ঞানরূপ নেত্র, জ্ঞানরূপ নেত্র, ও বিজ্ঞানরূপ নেত্র। অজ্ঞান নেত্র দ্বারা আপনারা ব্যবহার কার্য্য করিতেছেন, ও অসত্য পদার্থতে সর্ব্বদা আপনাদের চিত্ত আসক্ত রহিয়াছে। জ্ঞাননেত্র দ্বারা আপনারা সত্য ও অসত্যের বিচার করিতেছেন। বিজ্ঞান নেত্র দ্বারা পরব্রহ্মেতে (স্বরূপেতে) নিষ্ঠা হইয়া থাকে। বিরাট পরব্রহ্মের এই তিন নেত্র, এই তিন নেত্র অর্থে যখন ভ্রম লয় লইয়া স্বয়ং আপনা আপনিই পরব্রহ্ম বিরাজমান থাকেন। আর এখনও তাহাই আছেন।

শাস্ত্রেতে কথিত আছে যে, তিন কালেতে (অর্থাৎ প্রাতে মধ্যাহ্নে সায়াহ্নে) বেদমাতা শক্তি দেবীমাকে সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিতে ধ্যান করিবে। যথা "প্রাতে রবিমণ্ডলমধ্যস্থাং রক্তবর্ণাং কুমারীং গায়ত্রীং ব্রহ্ম দৈবত্যাং ঋকবেদধারিণীং।"

"মধ্যাহ্নে রবিমণ্ডলমধ্যস্থাং যুবতীং সাবিত্রীং বিষ্ণু দৈবত্যং যজুর্ব্বেদধারিণীং।" "সায়ং রবিমণ্ডলমধ্যস্থাং বৃদ্ধাং সরস্বতীং রুদ্রদৈবত্যং সামবেদ ধারিণীং।" অর্থাৎ তিন কালেতে সূর্য্যনারায়ণের মণ্ডলেতে বেদমাতা মহালক্ষ্মী মহামায়া, মহাস্বরস্বতী মাতাকে ধ্যান করিবে, অর্থাৎ তেজরূপ জ্যোতিব্রহ্মমূর্ত্তিকে ধ্যান করিবে। রবি-মণ্ডল অর্থে অগ্নিজ্যোতি রবি, অগ্নিতে যে প্রকাশ আছে, সেই মণ্ডল, আর অগ্নিতে যে পীতবর্ণ, রক্তবর্ণ, কিম্বা শুক্লবর্ণ আছে, সেই তিনটী বেদমাতা শব্দবাচ্য জানিবেন। অগ্নিতে যে উষ্ণতা আছে, তিনিই ধ্যেয় ঈশ্বর। সমষ্টি জ্যোতি মণ্ডলের সহিত বিরাজমান রহিয়াছেন। এইরূপে সূর্য্যনারায়ণেতে বুঝিয়া লইবেন। এই জ্যোতিতেজরূপ ব্রহ্মমূর্ত্তি প্রতিমাকে ধ্যান নমস্কার বা পূজা করিবার জন্য ঋষি মুনিগণ কহিয়াছেন এবং শাস্ত্রে পুরাণেতে কথিত আছে। এই জ্যোতিমূর্ত্তি ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ফল দাতা ও সকল শরীরের দুঃখ মোচন কারী, অর্থাৎ আশা, তৃষ্ণা, অজ্ঞান, দ্বৈত, দুঃখের মোচনকারী হন, এবং শুদ্ধ, অদ্বৈত আত্মা প্রকাশ করিয়া দেন। এই জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্মকে ত্যাগ করিয়া রাজা প্রজা নানা ভ্রমেতে ডুবিয়াছেন। এই ত্রিগুণাত্মক সাকার জ্যোতি মূর্ত্তিকে ত্যাগ করাতে রাজা প্রজাদিগের সকল বিষয়ে বলহীন হইয়া সর্ব্বপ্রকারে পরাধীন হইয়া নানা প্রকারের দুঃখ পাইতেছেন।

করাঙ্গন্যাস।

করাঙ্গন্যাস কাহাকে বলে? "ইত্যংগুষ্ঠাভ্যাং নমঃ" অর্থাৎ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলিকে নমস্কার করা অনেকে বোধ করেন ও নমস্কার করেন "ইতি তর্জ্জণিভ্যাং নমঃ" বৃদ্ধাঙ্গুলির পরের অঙ্গুলিকে নমস্কার করা বোধ করেন ও "ইতি মধ্যমাভ্যাং নমঃ" মধ্য অঙ্গুলিকে নমস্কার করা বোধ করেন "ইত্যনামিকাভ্যাং নমঃ" মধ্যমার পরের অঙ্গুলিকে নমস্কার করা বোধ করেন ও "ইতি কনিষ্ঠাভ্যাং নমঃ" কনিষ্ঠাকে নমস্কার করা বোধ করেন ও "করতল কর পৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ" অর্থাৎ দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জণি ও মধ্যমার দ্বারা বামহস্তে যোগ করা ইত্যাদিকে করাঙ্গন্যাস বলে। ইহার সার অর্থ এই

যে যখন গৃহস্থ রাজা প্রজা শুভকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন তখন সেই সময় শুরু উপাসনা অথবা প্রাণায়াম—পরমার্থ কার্য্যে অথবা ব্যবহার কার্য্যে যে কার্য্যে হউক না সেই সময় প্রথমে পঞ্চ তত্ত্ব শব্দ ব্রহ্মকে ও চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ ঈশ্বর আত্মাকে নমস্কার আরাধনা করিয়া সেই কার্য্যে নিযুক্ত হইবেন তাহা হইলে সেই কার্য্য উত্তম রূপে নিষ্পন্ন হইবে তাহাতে কোন বিঘ্ন ঘটিবে না ইহা নিশ্চয় জানিবেন ও যখন "অঙ্গু-ষ্ঠাভ্যাং নমঃ" অর্থাৎ আকাশ ব্রহ্মকে নমস্কার করিবে ও "তর্জ্জণিভ্যাং নমঃ" অর্থাৎ প্রাণবায়ুকে নমস্কার করিবে ও "মধ্যমাভ্যাং নমঃ" তখন অগ্নি ব্রহ্মকে নমস্কার করিবে "অনামিকাভ্যাং নমঃ" তখন জল ব্রহ্মকে নমস্কার করিবে ও "কনিষ্টিকাভ্যাং নমঃ" তখন পৃথিবী ব্রহ্মকে নমস্কার করিবে ও "করতল করপৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ" তখন মহামায়া ও আপনাকে একত্র যোগ করিয়া পূরণ রূপে নমস্কার করিও অঙ্গুলিকে নমস্কার করিতে বলা হয় নাই।

হৃদয়াদিন্যাস।

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবক ইতি হৃদয়ায় নমঃ।

অর্থাৎ সূর্য্যনারায়ণ ঈশ্বরকে আপনার হৃদয়েতে ও আকাশ হৃদয়েতে ভাবিয়া নমস্কার করিবে অর্থাৎ আকাশ হৃদয়েতে আছেন ও তোমার হৃদয়েতে জ্যোতি-মূর্ত্তি বাস করিতেছেন ও "মারুত ইতি শিরষে স্বাহা" অর্থাৎ প্রাণ স্বরূপ চন্দ্রমা জ্যোতি স্বরূপকে নমস্কার করিও অথবা পূর্ণ রূপ ভাবিয়া পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপকে নমস্কার করিলে সকলকে নমস্কার করা হয় ও করিও। কবচায় হুং শব্দ ঐ চন্দ্রমা জ্যোতিঃ-স্বরূপ শক্তি জগৎ জননী স্বরূপ জানিও এই জ্যোতি মূর্ত্তিকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া যোগে অথবা যে কার্য্যে নিযুক্ত হওয়া যায় সেই কার্য্য শুদ্ধ রূপে নিষ্পন্ন হয় তাহাতে কোন বিঘ্ন হয় না লোক সকল আপন আপন নানা মতে নানা প্রকার যোগ করিয়া থাকেন তাহাতে কেবল কষ্ট পান কোন কার্য্যসিদ্ধি হয় না ইহাতে যে যোগের বিষয় লেখা রহিল ইহাতে অতি সহজে কার্য্যসিদ্ধ হইতে পারিবে।

হটযোগ ও জ্ঞানযোগ ।

জ্ঞানযোগকেই রাজযোগ বলে । জ্ঞানযোগের অর্থ এই যে বিচার করিয়া যে ধাতু দ্বারা যে কার্য্য হয় তাহার দ্বারা সেইরূপ কার্য্য করা হট না করা প্রমাণ, যেরূপ অন্ধকার ঘর অগ্নি দ্বারা প্রকাশিত হয় অতএব ঐ অগ্নি দ্বারা ঘরে আলো প্রকাশ করা জ্ঞান যোগের লক্ষণ নতুবা হট করিয়া জল দ্বারা অন্ধকার ঘরে জ্ঞান-যোগ আলোক প্রকাশ করিতে যত্ন করেন না । হটযোগের অর্থ এই যে অন্ধকার ঘর আলোর দ্বারা প্রকাশিত হয় তাহা সহজে না করিয়া হট করিয়া বলেন যে আমি পাথর হইতে অগ্নি বাহির করিয়া তাহাতে আলোক প্রকাশ করিব এইরূপে অনেক কষ্ট করাকে হটযোগ বলে ।

শম দমাদি জ্ঞান যোগাঙ্গ নির্ণয় ।

শাস্ত্রেতে জ্ঞানযোগের অঙ্গ বলিয়া যে শমদমাদি বিষয় বর্ণিত আছে তাহার অর্থ সংক্ষেপে দেওয়া যাইতেছে । আর শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান, শ্রদ্ধা, বিবেক, বৈরাগ্য শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন, এই এগার প্রকার । শম শব্দে সকলের উপর সমদৃষ্টি, আর্য্য; দম শব্দে বাহিরের ইন্দ্রিয়গণকে দমন করিয়া অন্ত-রেতে শুদ্ধ আত্মা পরব্রহ্মেতে চিত্তকে লাগান, উপরতি শব্দে এই অসত্য পদার্থ হইতে বিরক্ত থাকা কিনা উহাতে আসক্ত না হওয়া আর পরব্রহ্মেতে বিচার ও নিষ্ঠা রাখা ; আর তিতিক্ষা শব্দে দুঃখ সুখেতে সমানভাব রাখিয়া ধৈর্য্যধারণা আর বোধ করা যে শরীরের এই ধর্ম্ম । সমাধান শব্দে চিত্তের যে সকল বৃত্তি বাহির মুখে বাসনাতে যায়, উহাকে রুদ্ধ (রোধ) করিয়া পরব্রহ্মেতে আর বিচা-রেতে অথবা ব্যবহার কার্য্যেতে এবং পরমার্থ কার্য্যেতে সমাধান থাকা আর বিচার করা । শ্রদ্ধা শব্দের অর্থ এই যে, যাহা কিছু করিবে সকলই শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া করা, আর ভক্তি প্রীতি পূর্ব্বক পূর্ণ পরব্রহ্ম গুরুর উপাসনা করা উচিত অথবা যজ্ঞ করিয়া অগ্নিতে আহুতি দেওয়া কিম্বা গুরুর নিকট বিদ্যা পাঠ করা ; অথবা

আত্ম বোধ গ্রহণ করা; কিম্বা মাতা পিতার প্রতি শ্রদ্ধা রাখা ইত্যাদি বুঝা উচিত। আর বিবেক শব্দে শুদ্ধ চৈতন্য পরব্রহ্ম গুরুতে বিচার ও অনুরাগ সদা বর্ত্তমান থাকা, অসত্যে প্রীতি (আসক্তি) না থাকা। বৈরাগ্য শব্দে এরূপ বুঝা উচিত যে, একপ্রকার রাগশব্দে মনুষ্যের ক্রোধকে বুঝা যায়; আর একপ্রকার রাগ শব্দে বাসনা, যাহা মনুষ্যকে মোহ মুগ্ধ করিয়া রাখে। আশা, তৃষ্ণা, মান, অপমান, হার, জিত, আপনা পর ইত্যাদি হইতে রাগ রহিত হইয়া কেবল এক পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু আত্মাতে শ্রদ্ধা পূর্ব্বক আনন্দ থাকা। কাহারও সহিত বিরুদ্ধভাব না রাখা, আর সমান দৃষ্টিতে হিত ও অহিতকে আপন আত্মা বোধ করা এই অবস্থার নাম বৈরাগ্য। আর শ্রবণশব্দে বেদ বেদান্তের সিদ্ধান্তের বাক্য প্রীতি ও শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া শ্রবণ করা, অর্থৎ পরব্রহ্মের সম্বন্ধে যে কিছু কথা, তাহা প্রীতি পূর্ব্বক শুনা ও ধারণ করার নাম, শ্রবণ; অর্থাৎ গুরু জ্ঞানবান পুরুষের বাক্যেই বিশ্বাস করা, কিনা জ্ঞানবান মহাত্মা গুরু বাক্য মান্য করা, অর্থাৎ প্রীতি পূর্ব্বক গ্রহণ করা। মনন শব্দে মনেতে নিশ্চয় ধারণ করা, আর সত্য অসত্যের বিচার করিয়া শুদ্ধ চৈতন্য পূর্ণ পরব্রহ্ম গুরুতে নিষ্ঠা করা। নিদিধ্যাসন শব্দে সদা অভ্যাস, নিষ্ঠা অদ্বৈত শুদ্ধ আত্মাতে নিষ্ঠা, আর অসঙ্গ অর্থাৎ বিকার রহিত অচল থাকা, আনন্দরূপ নির্ভয় থাকা, বিবেকের ধনুক প্রস্তুত করিয়া সত্য শুদ্ধ চৈতন্যকে শিকার করা। আকাশ ভাণ্ড স্বরূপ, জগৎ অর্থাৎ মায়া শব্দ, দধি স্বরূপ; প্রাণ শব্দ মন্থনী, আর শ্রুতি স্মৃতি উহার রজ্জু আর জীব মন্থনকারী। বিবেকযুক্ত সত্য অসত্যের বিচার করিয়া সত্যামৃত শব্দ বাচ্য পূর্ণ সত্য পরব্রহ্ম গুরু আত্মাকে বাহির করিয়া লওয়া। অর্থাৎ আপনি স্বয়ং পূর্ণ পরব্রহ্মই আছেন এইরূপ বুঝিয়া বিচার করিয়া বিস্তার রূপেতে সকলের উপর সমদর্শী হওয়া ইহারই নাম যথার্থ বিবেক।

যমাদি ক্রিয়াযোগাঙ্গের বর্ণন।

মহাত্মাগণ যোগাঙ্গ বিষয়ে নানা প্রকার বর্ণন করিয়াছেন। কোন কোন

মতে চারি প্রকার, অর্থাৎ সাধন চতুষ্টয় যথা, ধ্যান ধারণা, প্রত্যাহার এবং সমাধি। কোন কোন মতে ছয় প্রকার যথা, আসন, প্রাণায়াম, ধ্যান, ধারণা, প্রত্যাহার এবং সমাধি। কোন কোন মতে আট প্রকার অর্থাৎ অষ্টাঙ্গ সাধন যথা যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, ধ্যান, ধারণা, প্রত্যাহার এবং সমাধি। কোন কোন মতে নয় প্রকার যথা, যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, মুদ্রা, ধ্যান, ধারণা, প্রত্যাহার এবং সমাধি। কোন কোন মতে পনর প্রকার যথা, যম, নিয়ম, ত্যাগ, মৌন, দেশ, কাল, আসন, মূলবন্ধ, দেহ সাম্য, দৃক্‌স্থিতি, প্রাণসংযম, প্রত্যাহার, ধারণা, আত্মধ্যান ও সমাধি। এই সকল যোগাঙ্গ বিষয়ে নানা শাস্ত্রে এইরূপ উপদেশ বর্ণন হইয়াছে যথা, যম—অহিংসা, সত্য, অদত্ত পরদ্রব্য গ্রহণ না করা ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ কার্য্যতঃ অভিলাষতঃ মৈথুন পরিত্যাগ করা এবং অসৎপরিগ্রহ বর্জ্জন করা, এই পাঁচ প্রকার কার্য্যের নাম যম। নিয়ম—শুচি, সন্তোষ, তপস্যা, শাস্ত্রাধ্যয়ন, এবং ঈশ্বর ভক্তি, এই পাঁচ প্রকারকে নিয়ম বলে। প্রাণায়াম, ইহা রেচক পূরক ও কুম্ভক নামক ক্রিয়ার অভ্যাসের দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে। আসন—শরীর ও মনের স্থিরতা কারক উপবেশন বিশেষকে আসন বলে। ইহার স্বস্তিক, পদ্ম, বীর প্রভৃতি ৮৪ প্রকার ভেদ উল্লেখ আছে। মুদ্রা—শাম্ভবী, খেচরী ইত্যাদি পঁচিশ প্রকার মুদ্রার নাম উল্লেখ আছে; কোন কোন মতে জিহ্বাকে বৃদ্ধি করিয়া তালু মূল ভেদ পূর্ব্বক ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া খেচরী মুদ্রা সিদ্ধ করিতে হয়; কোন কোন মতে জ্যোতিঃ পদার্থে দৃষ্টি স্থির করিয়া শাম্ভবী মুদ্রা সিদ্ধ করিতে হয়। ধ্যান—অদ্বিতীয় বস্তুতে মনোবৃত্তির উৎপাদন করা। ধারণা—অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বস্তুতে অন্তঃকরণকে স্থাপিত করা।

প্রত্যাহার—শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় শব্দ স্পর্শাদি বাহ্য বিষয় হইতে ধাবিত হইলে তাহাদিগকে প্রত্যাবৃত্ত করা। সমাধি—অর্থাৎ তীব্র একাগ্রতা। ইহা দুই প্রকার প্রথম সবিকল্প দ্বিতীয় নির্বিকল্প। সবিকল্প সমাধিতে জ্ঞাতা, জ্ঞান জ্ঞেয় বিষয়ক জ্ঞানের লয় হওয়ার অপেক্ষা নাই। ঐ তিন জ্ঞান সত্ত্বেও ব্রহ্মাকার চিত্তবৃত্তি বিরাজ করিতে থাকে। নির্বিকল্প সমাধিতে জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই বিকল্প

ত্রয়ের লয় হওয়ার অপেক্ষা থাকে। অর্থাৎ উক্ত বিকল্প ত্রয়ের লয়হেতু জ্ঞান অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বস্তুতে লীন হইয়া (একীভূত হইয়া) যায় সুতরাং একটী মাত্র অখণ্ডাকার মনোবৃত্তি অবশিষ্ট থাকে।

উক্ত যোগাঙ্গ সকলের সার মর্ম্ম এইরূপে বুঝিয়া লইবেন। যোগ শব্দে একই বস্তু কারণ কার্য্য ভাবে যদ্যপি দুই হয় পরে পুনর্ব্বার এক হওনের নাম যোগ। যোগাঙ্গ শব্দে এই যে, ঐ যোগ কার্য্যের কারণ কার্য্য ভাবে রূপান্তর ভেদে ভিন্ন স্বরূপের নাম অঙ্গ বস্তুত পদার্থ একই। যেমন তুমি একই কারণ তোমার ইন্দ্রিয় ইত্যাদি যে পৃথক্ পৃথক্ গুণ এবং ক্রিয়া পৃথক্ হইতেছে তাহাকে অঙ্গ বলে। তুমি একই পুরুষ তোমা হইতে উহারা পৃথক হইতে পারে না তোমাতে উহার যোগ আছে। ইহার অর্থ এই যে, যখন শুদ্ধ চেতন কারণ পরব্রহ্ম কারণ কার্য্যভাবে জগৎরূপ নাম গুণ ক্রিয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বিস্তার হন ইহার নাম অষ্টাঙ্গ যোগ। একই পুরুষ রূপান্তর ভেদে পৃথক্ পৃথক্ বোধ হইতেছেন কিম্বা পৃথক্ পৃথক্ গুণ ক্রিয়া ঘটিতেছে কিন্তু তিনি পুরুষ সর্ব্বদা একই পূর্ণ যোগ রূপ আছেন কদাচ পৃথক্ নহেন। ঐ পূর্ণ পুরুষের অষ্টাঙ্গ স্বরূপ পৃথক্ পৃথক্ যে যোগাঙ্গ সকল কারণ কার্য্য ভাবে প্রত্যক্ষ ভিন্ন ভিন্ন বোধ হইতেছেন তাহা যথা, পৃথিবী জল অগ্নি বায়ু আকাশ চন্দ্রমা জ্যোতিস্বরূপ, এবং সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিস্বরূপ, আর অহংকার স্বরূপ "অর্থাৎ আমি আছি" ইতি বোধ ব্রহ্মের এই অষ্টাঙ্গ যদিও ভিন্ন ভিন্ন বোধ হইতেছে এবং গুণ ক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন ঘটিতেছে তথাপি ঐ পুরুষ পরিপূর্ণ ভাবে একই রূপ বিরাজমান আছেন। বিচার দ্বারা অর্থাৎ জ্ঞান দ্বারা অষ্ট অঙ্গের উপাধি ত্যাগ করিয়া একই পুরুষকে জানা কি না পরব্রহ্ম একই পুরুষ বিরাজমান আছেন এইরূপ জানার নাম যোগ পূর্ণ সিদ্ধপুরুষ। এই অষ্টাঙ্গকে অষ্ট সিদ্ধিও বলে অতএব ইঁহাকে পাইলেই অষ্ট সিদ্ধ হয়। রাজা প্রজা, পাঠকগণ এই স্থানে দৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক গম্ভীর ভাবে বিচার করিয়া ইত্যাদি নানা প্রকার কল্পিত যোগাঙ্গ এইরূপ বুঝিয়া লইবেন। তোমরা কেন ভীত হও তোমাদিগের অনাদি আত্মা পরব্রহ্ম গুরু মাতা পিতা আত্মা প্রত্যক্ষ

আছেন যিনি তোমাদের একমাত্র দুঃখ সন্তাপ হারক সদা জ্যোতিঃস্বরূপ সাকার ও নিরাকার ভাবে বিরাজ করিতেছেন। তোমাদের চিন্তা কি? ভাবনা কি? তোমাদিগের অভাব কি আছে? কিন্তু তাঁহাকে না জানিয়া তোমরা তাঁহার প্রতি বিমুখ হইয়া বৃথা নানা প্রকার কল্পিত ভ্রমে অন্ধ হইয়া কষ্ট পাইতেছ অতএব এক্ষণে তোমরা শান্তি অবলম্বন পূর্ব্বক ধীর ভাবে তোমাদিগের প্রত্যক্ষ মাতা পিতা আত্মা পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুর প্রতি প্রীতি শ্রদ্ধা কর এবং সৎগুরু ভাবে ওঁকার জপ কর এবং তাহাতে নিষ্ঠা রাখ তাহা হইলে তিনি স্বয়ং তোমাদিগের সকল অভাব পূর্ণ করিবেন এবং আপনাতে লয় করিয়া তোমাদিগের প্রতি সদা অখণ্ড রূপে পূর্ণ ভাবে প্রকাশমান থাকিবেন। তোমাদিগের আর কোন বিষয়েরই চিন্তা করিতে হইবে না। যেমন, ক্রোড়স্থ শিশুর নিজ সুখ স্বচ্ছন্দের কোন চেষ্টা নাই তাহার স্নেহময়ী মাতা তাহার সুখ স্বচ্ছন্দের জন্য সদা ব্যাকুল হইয়া চেষ্টা করিয়া থাকেন। শিশু শব্দে তোমরা রাজা প্রজা এবং মাতা শব্দে পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মাকে জানিও। যোগ বিষয়ে যে তোমাদিগের নানা প্রকার ভ্রম আছে তাহা কি রূপে পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ লয় করিয়া দিবেন তাহার প্রমাণ যেমন, স্বপ্নাবস্থাতে নানা ব্যক্তি নানা প্রকারের স্বপ্ন দেখে এবং যোগ করে অর্থাৎ "আমি যোগ করিতেছি" ইহা বোধ হইয়া থাকে কিন্তু যখন জাগ্রত হয় তখন সকল স্বপ্নের অবস্থা ও যোগ লয় হইয়া যায় তখন আপনিই থাকে। এইরূপে ইত্যাদি নানা অজ্ঞান, ভ্রম যোগ ইত্যাদি কল্পিত চিন্তাকে পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু আত্মা অদ্বৈত জ্ঞান দ্বারা ভস্ম করিয়া তোমাদিগকে আপনাতে সর্ব্বদা অদ্বৈত আনন্দ ভাবে রাখিবেন। এক্ষণে আর নানা প্রকার ভ্রমে পতিত হইও না। যে ধাতু দ্বারা যে ব্যবহার কার্য্যসিদ্ধ হয় সেই ধাতু দ্বারা সেই নিষ্পন্ন কর কিন্তু পূর্ণ পরব্রহ্ম গুরুতে নিষ্ঠা রাখ। তাহাতে কোন চিন্তা করিবে না।

আসন সম্বন্ধে বিশেষ কথা।

নানা মুনি, ঋষি এবং সিদ্ধ মহাত্মাগণ চৌরাশি প্রকার আসন সাধনের বিষয়ে নানা প্রকার নিজমত প্রচার করিয়াছেন। কেহ বলেন ব্রহ্ম আসন ভাল কেহ বলেন সিদ্ধাসন ভাল, কেহ বলেন পদ্মাসন ভাল, কেহ বলেন গরুড়াসন ভাল ইত্যাদি। কোন আসন ভাল ও মন্দ তাহার কিছুই ঠিক নাই। যিনি যেরূপ আসনে নিজ অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়াছেন তিনি সেইরূপ আসনকে ভাল বলেন। কিন্তু আসন শব্দের প্রকৃত মর্ম্ম এই যে, যাহাতে মনলয় হয় তাহাই আসন। অর্থাৎ শুদ্ধ চৈতন্য কারণ পূর্ণ পরব্রহ্ম আত্মা। তিনিই এক মাত্র আসন। তাঁহাকে না পাইলে কখনই আসন ঠিক থাকে না অর্থাৎ মন স্থির থাকে না। যাঁহার পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ শুরু আত্মার সহিত অন্তরমুখে সর্ব্বদা মনময় থাকে তাঁহার সর্ব্বদাই আসন দৃঢ় থাকে। তাঁহার আসনের আদি, অন্ত, ও মধ্য নাই। কিন্তু ইহাকে আসন বলে না যে, আমি পদ্মাসন ইত্যাদি কোন প্রকার আসন বদ্ধ হইয়া নির্জ্জনে বসিয়া আছি কিন্তু আমার মন অন্তর হইতে নানা প্রকার ভোগ্য বিষয়ে ধাবমান হইতেছে আর বাহিরে কেহই তাহা জানিতে পারিতেছে না। স্থূল শরীরকে কোন প্রকার প্রণালীতে বদ্ধ করিয়া বসাইয়া রাখিলেই আসন বলা যায় না; মনের স্থিরতাকেই আসনবদ্ধ বলা হয়। এইক্ষণে, রাজা প্রজা, স্ত্রী পুরুষ, বালক বৃদ্ধ! তোমরা যে প্রকার প্রণালীতে বসিয়া সুখ স্বচ্ছন্দে থাকিয়া ব্যবহার ও পরমার্থ কার্য্য করিতে পার তাহাই করিবে ইহাতে ঈশ্বরের কোন বিধি নিষেধ নাই। কোন মতে কোন প্রকার ভ্রমে বদ্ধ হইয়া কখনই কষ্ট স্বীকার করিবে না। মনুষ্যের যে আসন অর্থাৎ যে প্রণালীতে বসিলে মনুষ্য সুখে থাকে তাহাই মনুষ্যের বসা কর্ত্তব্য। এবং পশু যে প্রকার প্রণালীতে বসিলে সুখে থাকে তাহাই পশুর আসন। ইত্যাদি চৌরাশি আসনের প্রকৃত মর্ম্ম এই যে, চৌরাশি লক্ষ যোনি ভ্রমণকারি জীবের পৃথক্ আসন আছে, যে জীবের যেমন হাত পা সেই জীবের তদনুরূপ প্রণালীতে বসিলেই সুখস্বচ্ছন্দে থাকিবে।

প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা, সমাধি।

প্রাণায়ামের অর্থ প্রাণ ও অপান আকর্ষণ করিয়া হৃদয়ে অর্থাৎ আপনার স্বরূপে স্থিতি করা অথবা পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুর উপাসনা ও প্রণব উচ্চারণের দ্বারা ও প্রাণায়ামের কার্য্য হয়, তাহার কোন সন্দেহ নাই।

প্রত্যাহার—সৎ অসতের বিচার করিয়া অসৎ কে অসৎ বোধ করা ও সৎশুদ্ধ চেতন পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃ বরূপ গুরুকে নিত্য আহার করা অর্থাৎ তাঁহাব উপর নিষ্ঠা ভক্তি থাকা।

ধ্যান,—পরব্রহ্ম যিনি সৎ তাঁহাকে সর্ব্বদা অন্তরে ধ্যান করা—ধারণা শব্দ তিনি যে সৎ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা তাঁহাকে সর্ব্বদা মনে ধারণা করা তাঁহা হইতে কোন ভিন্ন নশ্বর পদার্থতে প্রীতি না করা অর্থাৎ চিত্তের আসক্তি না থাকা। সমাধি শব্দ—পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মাতে মন লয় হয় দ্বিতীয় ভ্রম থাকে না অর্থাৎ জীব ও পরব্রহ্ম এক হইয়া যে আনন্দরূপ থাকেন তাহাকে সমাধি বলে। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই—নতুবা লোক সকল নানা মতে নানা প্রকার অর্থ করিয়া থাকেন।

প্রাণায়ামাঙ্গ রেচক আদির বিশেষ বিবরণ।

রেচক কুম্ভকের সংক্ষেপ অর্থ। কেহ কেহ রেচক পূরকের অর্থ এইরূপ করেন যে, প্রাণবায়ুকে বাহির মুখে ত্যাগ করাকে রেচক ও প্রাণ বায়ুকে আকর্ষণ করিয়া অন্তর মুখে আনাকে পূরক, এবং যখন উহা প্রাণস্থিত হয় তাহাকে কুম্ভক বলে। কিন্তু জ্ঞানবান পুরুষ, রেচক, পূরক ও কুম্ভকের অর্থ এইরূপে বুঝিবেন যে, আপনার মনের বৃত্তি বাসনাযুক্ত হইয়া যখন বাহির মুখে যায়, তাহাকে রেচক বলা হয়; ঐ মনের বৃত্তি বিচার দ্বারা বাহির হইতে অন্তর্মুখে আনিয়া পরব্রহ্মেতে যে নিষ্ঠা করা তাহাকেই পূরক বলা হয়; এবং যখন স্বরূপেতে নিষ্ঠা হইবেক অর্থাৎ পরব্রহ্মেতে অভেদ হইবেন, তাহাকেই কুম্ভক বলা হয়। অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থা রেচক, জাগৃত অবস্থা পূরক এবং সুষুপ্তি অবস্থা কুম্ভক।

অথবা অজ্ঞান অবস্থা রেচক, জ্ঞান অবস্থা পূরক, বিজ্ঞান অবস্থা কুম্ভক। যেমন হৃদয় আকাশ হইতে সূর্য্যনারায়ণ রেচক হইতেছেন, অর্থাৎ প্রকাশ হইতেছেন; আর চন্দ্রমা পূরক হইতেছেন, অর্থাৎ সূর্য্যনারায়ণে চন্দ্রমা লয় হইয়া যাইতেছেন, একরূপ হইয়া যাইতেছেন। যখন কৃষ্ণপক্ষ রাত্রিতে চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণ অদৃশ্য হয়েন অর্থাৎ আকাশময় হইয়া যান। তখন কুম্ভক জানিবেন; এই প্রকার আপনার অন্তরেতেও বুঝিয়া লইবেন। আর যখন দিন তখন কৃষ্ণপক্ষ রাত্রি নয়; আর যখন কৃষ্ণপক্ষ রাত্রি তখন চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণ হন না। যখন সূর্য্যনারায়ণ হন তখন কৃষ্ণপক্ষ শুক্লপক্ষ উভয়ই থাকেন না, অর্থাৎ এক সূর্য্যনারায়ণ পরমাত্মাতে লয় হইয়া থাকেন। আর যদ্যপি পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতা পিতা আত্মাতে নিষ্ঠা না রাখিয়া কেবল মাত্র প্রাণায়াম করা হয়, তাহাকে কর্ম্মকারের জাঁতা তাওয়ার ন্যায় জানিবেন। আর পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুর উপাসনা, ভক্তি নমস্কার আর প্রণাম কর, বিদ্যা পাঠ কর, পাঠ করাও; যাহা দ্বারা সকল ভ্রম ও দুঃখ দূর হইয়া যাইবে। ঋষি, মুনিগণ শাস্ত্র পুরাণেতে নানাপ্রকারের কর্ম্ম বর্ণন করিয়াছেন। উঁহাদের আপন আপন মতে যে পর্য্যন্ত বোধ হইয়াছে, সেই পর্য্যন্ত বলিয়াছেন, যেরূপ স্বপ্নাবস্থাতে চারিজন ব্যক্তি শুইয়া আছেন আর চারি ব্যক্তি চারিপ্রকারের স্বপ্ন দেখিতেছেন, আর চারিজনেরই আপন আপন স্বপ্ন সত্য বলিয়া বোধ হইতেছে এবং উহার মধ্যে একজন অপরের অবস্থা জানিতেছেন না যে, কে কোন্ বস্তু স্বপ্নে দেখিতেছেন। কিন্তু যে পুরুষ ঐ চারিজনকে স্বপ্ন দেখাইতেছেন, তিনি ঐ চারি জনেরই স্বপ্নের জাগ্রত হইলে অবস্থা জানিতেছেন। চারি জনেরই স্বপ্নের সুখ দুঃখ মিথ্যা হইয়া যায়। চারিজনই স্বপ্নে যে যাহা দেখিয়াছে, সে তাহাই বলিতেছে; অর্থাৎ এইরূপে ঋষি, মুনিগণ যাঁহার যতদূর পর্য্যন্ত বোধ হইয়াছে, তিনি সেইরূপ নিজগ্রন্থে ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। কেহ অজ্ঞান স্বপ্ন, কেহ জ্ঞান স্বপ্নাবস্থাতে, কেহ বিজ্ঞান স্বপ্নাবস্থাতে, কেহ তুরীয় স্বপ্নাবস্থাতে; যাঁহার যেরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, তদনুরূপ প্রতিপাদন করিয়া গিয়াছেন। ঐ চারি অবস্থা হইতে যিনি অতীত

হইবেন, তিনি এই চারি অবস্থার ভাব জানিবেন। এক্ষণে কাহাকে সত্য আর কাহাকে অসত্য বলিবেন? শ্রুতি আর স্মৃতি সমুদ্র বিশেষ উহাতে কিছুই ঠিকানা পাইবেন না। যাহা বলিতেছি তাহাই হৃদয়ে ধারণ করিয়া পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃ-স্বরূপ গুরুর স্মরণাগত হউন, সদা মুক্তিরূপ নির্ভয় থাকিবেন।

ধ্যান সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের উক্তি।

শ্রীকৃষ্ণ ভগবান যোগ বিষয়ে বলিয়াছেন যে, নাসার অগ্রভাগে আমাকে ধ্যান করিবে। ইহার অর্থ এই যে, আপনারা কণ্ঠভাগেতে আছেন, আপনাদের অন্ত-রেতে নাসিকা দ্বারে প্রাণ জ্যোতিঃ ব্রহ্ম চলিতেছেন। নির্গুণ সগুণ পরব্রহ্ম একই ধারা চলিতেছেন। উঁহার মধ্যে আপনি আছেন, আপনার মধ্যে উনিই আছেন। অন্তরেতে নাসিকা দ্বারে প্রাণ ব্রহ্ম ধারণা করিবে আর আপন মনে ভাব করিয়া দেখিবে। আর নাসিকার অগ্রভাগে বাহিরে দেখিবার কথা যাহা লেখা আছে, তাহা এই নাসিকা অঙ্গ জড়পদার্থকে দেখিবার কথা নয়; অর্থাৎ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ শব্দ জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্ম গুরুর ধ্যান করিবে। অর্থাৎ নাসিকার অগ্রভাগেতে উঁহার ধ্যান করা উচিত। কারণ যে কোন বস্তু দেখিতে হয় তাহা সম্মুখে নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টিগোচর হয়। আর উঁহাকে দর্শন করিয়া নমস্কার করিবে; উঁহা দ্বারাই মন এবং চিত্ত একাগ্র হইবে, তাহা হইলে সেই পরব্রহ্ম জ্যোতিঃমূর্ত্তি ভিতর বাহির প্রত্যক্ষ দৃষ্টিগোচর হইবেন; কারণ তিনি আপনাদিগের ভিতরেতে এবং বাহিরে পরিপূর্ণ বিরাজমান আছেন। অর্থাৎ যিনি ভিতরে আছেন তিনিই বাহিরে আছেন, এবং যিনি বাহিরে আছেন তিনিই ভিতরে আছেন। আপনাদিগের আর চরাচরের ভাবই ঈশ্বর। আর নাসিকা অঙ্গ দেখিতে বলা হয় নাই, অর্থাৎ নাসিকাত অসত্য পদার্থ তাহাকে কাটীয়া অগ্নিতে দিলে অথবা মৃত দেহের সমস্ত অঙ্গ অগ্নিতে দিলে ভস্ম হইয়া যায়; উহাকে দেখিলে মন ও চিত্ত কি রূপে স্থির হইবে। কারণ, জীব সূক্ষ্ম এবং নাসিকা স্থূল পদার্থ; অতএব স্থূল পদার্থকে সূক্ষ্ম পদার্থ ধ্যান করিয়া কি গতি

পাইবে ? এবং কিরূপে চিত্তের একাগ্রতা জন্মিবে ? যেমন অগ্নি সূক্ষ্ম পদার্থ এবং কাষ্ঠ পাথর ইত্যাদি স্থূলপদার্থ ; অগ্নি কেন কাষ্ঠ পাথরকে ধ্যান করিবেন বরং উনিই কাষ্ঠ পাথরকে ভস্ম করিয়া সূক্ষ্ম করিয়া লইবেন। সিদ্ধান্ততে উহার একাগ্রভাব পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু ভিন্ন হইতে পারে না ; অথবা বাসনা রহিত হয়, তবেই চিত্তের একাগ্রতা হয়। আর যদ্যপি বাসনা হয় তথাপিও কোন শঙ্কা করিবে না ; কেননা স্বপ্নে নানা প্রকারের বাসনা হইয়া থাকে, আর জাগ্রত হইলে সে সকলই লয় হইয়া যায়। এই পুস্তকের আদি অন্ত গম্ভীর ভাবে বিশ্বাস পূর্ব্বক পাঠ করিবেন, তাহা হইলে সকল প্রকারের ভ্রম আপনিই লয় হইয়া যাইবে।

পূর্ণ পরব্রহ্ম ঈশ্বর কিরূপে দর্শন হয়।

যাহার পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু আত্মাতে অথবা আপন স্বরূপেতে নিষ্ঠা নাই, সে বলিয়া থাকে যে, পরব্রহ্ম পরমেশ্বর নাই, যদ্যপি থাকেন তবে কেহ দেখাইয়া দিন। ইহার উত্তর এই যে, আপনি কোন্ চক্ষে পরব্রহ্মকে দেখিতে ইচ্ছা করেন। যদ্যপি চর্ম্ম চক্ষুতে দেখিতে চাহেন, তবে তাঁহাকে দেখিতে পাইবে না। কারণ যেরূপ অন্ধকার রাত্রিতে অথবা অন্ধকার ঘরেতে যদি একটা হাতী দাঁড়াইয়া থাকে, তবে ঐ হাতী আপনি এই চর্ম্ম চক্ষে দেখিতে পাইবেন না; অত-এব অতি সূক্ষ্ম পরব্রহ্মকে এই ঘোর মায়া রূপ অন্ধকারে কিরূপে দেখিতে পাই-বেন ? যেমন বায়ু অতি সূক্ষ্ম বস্তু দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু উহার বেগ অতি প্রবল। যেরূপ অগ্নি অথবা সূর্য্যনারায়ণ ঈশ্বর অন্ধকারকে দূর করিয়া প্রকাশ হইলে তখন আপনারা স্থূল বস্তু সকল দেখিতে পান। এই প্রকারে যখন জ্ঞানচক্ষু প্রকাশ হইবে তখন পরমেশ্বরকে দেখিবেন, অথবা যখন আত্মবোধ হইবে, তখন সর্ব্বজ্ঞ পরিপূর্ণ ব্রহ্মই ভিতর বাহিরে প্রকাশ হইবেন, দ্বৈতভাব থাকিবে না, কাহাকেও নিন্দা করিবেন না, চরাচর সকলকে আপনার আত্মা ও পরব্রহ্মের স্বরূপ জানিয়া দয়া করিবেন। স্বরূপ বোধ হইলে চর্ম্ম চক্ষুতে অথবা জ্ঞান

চক্ষুতে পরব্রহ্মকে দেখিতে থাকিবেন আর অপর কোন বস্তুই দৃষ্টিগোচর হইবেক না।

জড় চৈতন্যের বিষয়।

কেহ কেহ বলেন যে, ঈশ্বর জড় অতএব তাঁহাকে পূজিলে কি হইবেক? এখানে বিচার করিয়া বুঝিতে হইবেক যদ্যপি ঈশ্বর জড় হন তাহা হইলে এই সৃষ্টির উৎপত্তি পালন ও সংহার চেতন ব্যতিরেকে জড় পদার্থ দ্বারা কথনই হইতে পারে না ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ যেমন, জড় পদার্থ কাষ্ঠ প্রস্তরকে বাক্য প্রয়োগ দ্বারা যদ্যপি বলা যায় যে "আমাকে কোন একটী দ্রব্য আনিয়া দেও কিম্বা শাস্ত্র পাঠ করিয়া আমাকে শুনাও" ঐ জড় পদার্থ কথনই কোন দ্রব্য আনিয়া দেওয়া কিম্বা শাস্ত্র পাঠ করা কার্য্য করিতে পারিবে না। কিন্তু চেতন পদার্থ মনুষ্যকে যে কোন কার্য্যে নিয়োগ করা যায় সে তাহা বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ সেই কার্য্য করিতে পারে এইরূপও ঈশ্বর সম্বন্ধে বুঝিয়া লইবে।

ঈশ্বর দর্শনের সর্ব্বসার সাধন।

রাজা প্রজার এইরূপ সর্ব্বদা চিন্তা করা বিশেষ আবশ্যক যে, আমি কে? এবং আমার স্বরূপ কি? এবং পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরু মাতা পিতার কি স্বরূপ? এবং আমি কিস্বরূপ হইয়া কোন স্বরূপের উপাসনা বা ধ্যান করিব? আমি যে পূজক আমারই বা কি স্বরূপ আর পূজ্য পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু আত্মারই বা কি স্বরূপ? এবং আমি এতদিন কোথায় ছিলাম, কোথা হইতে আসিয়াছি, এবং কোথায় যাইব আর আমার কি করা কর্ত্তব্য? কি করিলে ব্যবহার ও পরমার্থ কার্য্য উত্তমরূপে সমাধা করিতে পারা যায়, যাহাতে আমরা সর্ব্বদা সুখ স্বচ্ছন্দে আনন্দরূপে থাকিতে পারি। এবং এইরূপে রাজা প্রজা, স্ত্রী পুরুষ, বালক বৃদ্ধ সকলেরই সর্ব্বদা নম্রভাবে প্রার্থনা করা আবশ্যক যে, "হে পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু আত্মা! যদ্যপি আমরা ব্যবহার কার্য্যে ব্যাকুল হইয়া আপনাকে বিস্মৃত হই তথাপি আপনি নিজগুণে আমাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া যেন

আমাদিকে বিস্মৃত হইবেন না। হে অন্তর্যামি গুরো! আমাদিগকে শুভবুদ্ধি প্রয়োগ করিবেন, যাহাতে আমরা সর্ব্বদা আপনাতে মগ্ন থাকিতে পারি।”

সাধন সম্বন্ধে ভ্রম ও শঙ্কা নিবৃত্তি।

পূর্ব্বে যে সকল বিষয়ের বিচার হইয়াছে সেই সকল বিষয়ের কোন কোনটীর সম্বন্ধে ভ্রম ও শঙ্কা উপস্থিত হয় ও হইবে। এ নিমিত্ত ভ্রম ও শঙ্কা নিবৃত্তি করিবার অভিপ্রায়ে নিম্নে যথা ক্রমে কএকটী বিষয়ের আলোচনা হইতেছে। সোঽহং ও ওঁকার মন্ত্র—সোঽহং এবং ওঁকার জপ করিবার প্রভেদ কি ইহার অর্থ এই যে সোঽহং জপ করার অর্থ এই যে সোঽহং যে ব্রহ্ম তিনিই আমি এরূপ অহঙ্কার ভাব। তুমি যাহা আছ তাহাই আছ কিন্তু গম্ভীর ভাবে এখানে বুঝিবে যদ্যপি তোমাতে অজ্ঞান অবস্থা থাকে এবং তোমার অজ্ঞান লয় করিবার জন্য যদ্যপি ইচ্ছা হয় এবং তুমি জ্ঞানবান্ ব্যক্তির নিকট তোমার অজ্ঞান দূর করিবার জন্য যাও আর যদি তুমি জ্ঞানবান্ ব্যাক্তিকে বল যে “আমি যাহা তুমি ও তাহাই” তবে তোমার অজ্ঞানটা কি এবং তোমাকে জ্ঞানবান ব্যক্তি কি বলিয়া তোমার অজ্ঞান লয় করিয়া তোমাকে সৎ পথ দেখাইবেন? জ্ঞানবান ব্যক্তি তখন বলিতে পারেন যে আমি ও যে ব্যক্তি তুমি ও সেই ব্যক্তি তবে আমার কাছে কেন অজ্ঞানতা প্রয়োগ করিতেছ যাহা আছ তাহাই থাক, আমার কাছে এরূপ কথা বলিবার প্রয়োজন কি? অর্থাৎ এই স্থানে পাঠকগণকে এইরূপ বুঝিতে হইবে যে অজ্ঞানী ব্যক্তি এবং জ্ঞানী ব্যক্তি স্বরূপেতে একই স্বরূপ কিন্তু অজ্ঞান অবস্থার ব্যক্তি যখন আপনার অজ্ঞান লয় করিবার জন্য জ্ঞানবান ব্যক্তির কাছে যান তখন নম্র এবং ভক্তি পূর্ব্বক গুরুভাবনা করিয়া শ্রদ্ধা পূর্ব্বক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে হয় যে, “হে গুরু এই যে আমাতে অজ্ঞানতা দুঃখ কিরূপে লয় প্রাপ্ত হইবে যাহাতে সর্ব্বদা আমি আনন্দরূপ থাকি আপনি কৃপা করিয়া এই সকল দুঃখ আমার মোচন করুন! তৎকাল হইতে জ্ঞানবান ব্যক্তি গুরু তাহার উপর দয়া করিয়া সর্ব্ব অজ্ঞানতা

দুঃখকে জ্ঞান দ্বারা লয় করিয়া সৎপথে লইয়া যাইবেন কিন্তু সোহং বলিয়া অহঙ্কার করিয়া বসিয়া থাকিলে কার্য্য হইবে না অজ্ঞান অবস্থায় থাকিবে জ্ঞান-বান ব্যক্তি গুরু শব্দ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরুকে জানিবেন এবং অজ্ঞানী ব্যক্তি শব্দ রাজা প্রজা ইত্যাদি। যখন আপনার অজ্ঞান দুঃখ ইত্যাদি লয় করিবার ইচ্ছা হয় তখন পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুকে ভক্তি পূর্ব্বক নম্র-ভাবে উপাসনা এবং প্রার্থনা করিবে তিনি সকল অজ্ঞানতা দুঃখ ইত্যাদি লয় করিয়া আপনার স্বরূপেতে এক করিয়া সদাই আনন্দ রূপ রাখিবেন এবং ওঁ জপিবার অর্থাৎ ওঁ সৎ গুরু ওঁ সৎ গুরু জপিবার মানে এই যে পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুর উপাসনা এবং প্রার্থনাকে ওঁকার জপ করা জানিবে। যেমন অজ্ঞানী ব্যক্তি জ্ঞানি ব্যক্তির নিকট অজ্ঞানতা লয় করিবার জন্য নম্রভাবে গুরু মানিয়া জানে এইরূপ ইত্যাদি ভাব বুঝিয়া লইবে কোন বিষয় অহংকার করিতে হয় না যে নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্মকে মানি, এবং সাকার সগুণ ব্রহ্ম ব্যষ্টিকে মানি না তিনি অতি সামান্য বলিয়া জ্ঞান কর প্রমাণ যেরূপ পায়েতে কাঁটা ফুটিলে তাহাতে কষ্ট পাইতে থাকে তখন ক্ষুদ্র সূচির দ্বারা কাঁটা বাহির করিলে সুখ প্রাপ্তি হয় তখন বৃহৎ লোহার দ্বারা কাঁটা বাহির হইবে না এই রূপ ইত্যাদিতে বুঝিয়া লইবেন কাঁটা শব্দ অজ্ঞান ভ্রম নানা দুঃখ এবং ক্ষুদ্র সূচি শব্দ সাকার ব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ ঈশ্বর দ্বারা সকল দুঃখ নিবারণ করিতে হয় অজ্ঞান বশতঃ ব্যষ্টি সমষ্টি ভ্রম হইতেছে তিনিই পরিপূর্ণ আছেন।

যদ্যপি কোন জিজ্ঞাসু জ্ঞানবান মহাত্মা ব্যক্তির নিকট আপন অজ্ঞানতা লয় করিবার জন্য যান তাহা হইলে নিজ আবশ্যক মত শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্ব্বক অজ্ঞানতা নাশক উপদেশ জিজ্ঞাসা করিয়া লইবেন। অপরিমিত তর্কবিতর্ক করিবার আবশ্যকতা নাই। যেমন রুগ্ন ব্যক্তির নিজ রোগের পরিচয় দিয়া চিকিৎসকের নিকট তৎরোগ উপশমকারি ঔষধি লওয়াই বিধেয় নচেৎ চিকিৎসকের সমস্ত ঔষধির পরিচয় লওয়া অনাবশ্যক। এইরূপে ইত্যাদি কার্য্যে বুঝিয়া লইবেন।

অহংকার নিবৃত্তি—কেহ কেহ বলেন যে অহংকার ইত্যাদিকে যুদ্ধ করিয়া বশী-

ভূত করিব কিন্তু অহংকারকে বশীভূত করিবার ইচ্ছাই প্রবল অহংকার। অতএব এরূপ ইচ্ছায় কেমন করিয়া অহংকার বশীভূত হইবে? বরঞ্চ ইহাতে অহংকারের বৃদ্ধিই হইবে। অহংকার নাশের যথার্থ তাৎপর্য্য এই যে বিচার দ্বারা সর্ব্বচরাচরেতে সমদৃষ্টি। সকলকে আপন আত্মা দেখা; যে, সকল আমার আত্মা পরব্রহ্ম স্বরূপ; কাহারও প্রতি দ্বেষ হিংসা না করা এবং কাহারও নিন্দা না করা।

বুদ্ধিমানগণ সকলেই জানেন যে, অনর্থক কটু বাক্য দ্বারা অপরের মনঃপীড়া দেওয়ার তুল্য জীবহিংসা আর দ্বিতীয় নাই। অর্থাৎ জীবকে প্রাণে মারিলে সে তৎক্ষণাৎ নিষ্কৃতি পায় কিন্তু একজনকে কটুবাক্য বলিলে সে যাবজ্জীবন লজ্জা অপমানে দগ্ধ হইতে থাকে। এজন্য জ্ঞানবান ব্যক্তি এইরূপ বিচারপূর্ব্বক মিষ্টবাক্য প্রয়োগ করেন কদাপি কাহাকেও কটুবাক্য প্রয়োগ করেন না এবং অন্য অবোধ ব্যক্তি তাঁহাকে কটু বাক্য কহিলে তিনি সহ্য করেন। কিন্তু ইহা জানিতে হইবে যে কোন পুরুষের দ্বারা কোন কার্য্য সাধনই হইতে পারে ইহা স্থির করিবার জন্য পুরুষের দোষগুণ বিচার করিলে তাহা নিন্দা করা হয় না ও তাহাতে কোন দোষ নাই। সদ্বাক্য বিষয়ে ভগবান মনুর উপদেশ শিরোধার্য্য করা উচিৎ,

সত্যং ব্রুয়াৎ প্রিয়ং ব্রুয়াৎ নব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ং।
প্রিয়ঞ্চ নানৃতং ব্রুয়াৎ এষধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥

ইহার অর্থ এই যে, সত্য বাক্য বলিবে ও প্রিয়বাক্য বলিবে, অপ্রিয় সত্যবাক্য বলিবে না ও প্রিয় অসত্য বাক্য বলিবে না—ইহাই সনাতন ধর্ম্ম।

নিন্দা বিষয়—মনুষ্যের মধ্যে এমন ব্যক্তি আছেন যে তিনি কদাচ কাহারও নিন্দা করেন না বিচার পূর্ব্বক সকলেরই গুণ গ্রহণ করিয়া লন। কিন্তু অবোধ নিন্দুক ব্যক্তি গুণকে ত্যাগ করিয়া দোষ গ্রহণ পূর্ব্বক নিন্দা করিতে থাকে। উহার দোষ নাই ইহা উহার স্বভাবের গুণ। প্রমাণ যেমন একই মৃত্তিকা হইতে অন্ন এবং বিষ্ঠা উৎপত্তি হয়। কিন্তু মনুষ্য বিষ্ঠাকে ত্যাগ করিয়া উত্তম পদার্থ অন্নকে গ্রহণ করেন অথচ স্বরূপেতে বিষ্ঠা ও অন্ন একই দেখেন। আর শূকর

উত্তম পদার্থ অন্নকে ত্যাগ করিয়া বিষ্ঠা গ্রহণ করে উহার পক্ষে তাহাই উত্তম পদার্থ। উহার স্বভাবই এইরূপ অতএব উহার কোন দোষ নাই। এইরূপ ইত্যাদি যে শাস্ত্র যে রচনা করেন সেই শাস্ত্রে আদি হইতে শেষ পর্য্যন্ত উত্তম রূপেতে সৎ অসতের বিচার করিয়া গম্ভীর ভাবে সারগ্রহণ করেন। দোষকে ত্যাগ করিয়া গুণ গ্রহণ করেন সদা আপনার স্বরূপেতে আনন্দরূপ থাকেন। এবং যাহাতে রাজা প্রজা সুখে থাকে তাহাই চেষ্টা করেন। কিন্তু অজ্ঞানি ব্যক্তি শাস্ত্রের সারমর্ম্ম বিচার পূর্ব্বক না বুঝিয়া গুণকে ত্যাগ করিয়া দোষ অন্বেষণ করতঃ নিজে কষ্ট পায় এবং অপরকেও কষ্ট দেয়। যদ্যপি ঐ অজ্ঞানি ব্যক্তি জ্ঞানবান পুরুষের সহবাস করে তাহা হইলে উহার মন্দ স্বভাব পরিবর্ত্তন হইয়া সৎবুদ্ধির উদয় হয়। তাহা হইলে সে সদা আনন্দরূপ থাকিবে।

সমদৃষ্টি—যদ্যপি কোন সমদর্শী জ্ঞানবান পুরুষের নিকট ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাপন্ন কয়েকটি লোক সমাগত হন উঁহাদিগের মধ্যে কেহ বিপুল ধন সম্পন্ন, কেহ সম্যাক প্রকারে মানী কেহ প্রচুর জ্ঞান সম্পন্ন, কেহ বিদ্বান, কেহ নীচ এবং কেহ বা অত্যন্ত অন্ত্যজ তাহা হইলে তৎকালে সেই জ্ঞানবান মহাত্মা উক্ত ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাপন্ন লোকদিগের মধ্যে কি প্রকারে সকলের উপর সমদৃষ্টি রাখিবেন?

তাহা হইলে সেই সমদর্শী মহাত্মা ঐ সকল লোকদিগকে স্বরূপ পক্ষে সমান দৃষ্টি রাখিয়া ব্যবহার কার্য্যে যাহাতে তাঁহারা পরস্পর সন্তুষ্ট থাকেন কোন প্রকারে মনঃক্ষোভ, ক্লেশ, অভিমান বা দুঃখ অনুভব না করেন সেই প্রকারে তাহাদিগকে সম্ভাষণ করিবেন যদাপি উঁহারা সকলে একাসনে উপবিষ্ট হইলে পরস্পর ক্ষোভ বা মনে দুঃখ অনুভব না করেন, এবং যদ্যপি ঐ সকল লোকের সমদৃষ্টি হইয়া থাকে যে সমস্ত আমার আত্মা

"সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি"

এই প্রকার দেখিতে অভ্যাস করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে সেই প্রকারে অর্থাৎ একাসনে উপবেশন করাইবে। এবং যদাপি তাহা না হইয়া আপন আপন মর্য্যাদা রক্ষা করিবার নিমিত্ত ব্যস্ত এবং একাসনে উপবেশন

করিলে মনে ক্লেশ বা অভিমান বোধ করেন তাহা হইলে তাঁহারা আপন আপন স্বেচ্ছানুসারে উচ্চ নীচাসন গ্রহণ করিতে পারেন তাহাতে সেই মহাত্মার সমদৃষ্টি পক্ষে কোন দোষারোপ হইতে পারে না।

আহারের পক্ষে—যে ব্যক্তি যে প্রকার খাদ্য সামগ্রী ব্যবহার করিয়া সুখী থাকে তাহাকে সেই প্রকার সামগ্রী দিবে। কাহারও উত্তম আহার অর্থাৎ মোহনভোগাদি আহার করিলে শরীরের কোন গ্লানি জন্মে না যদ্যপি ঐ ব্যক্তি চাপার রুটি আহার করে তাহা হইলে তাহার শরীরের ব্যাধি উপস্থিত হইতে পারে। অতএব তাহাকে মোহনভোগাদি উত্তম বস্তু আহার করিতে দেওয়াই কর্ত্তব্য যাহাতে তাহার শরীরের কোন গ্লানি না জন্মে। এবং উহাদিগের মধ্যে কেহ এ প্রকার লোক আছে যে সে চাপার রুটি নিত্য আহার করিয়া থাকে তাহাতে তাহার শরীরের কোন অসুস্থতা জন্মে না। যদ্যপি সে মোহন-ভোগাদি ঘৃতসিঞ্চিত বস্তু আহার করে তাহা হইলে তাহার পেট গরম এবং শরীরে কষ্ট হইতে পারে তবে তাহার মোহনভোগাদি ঘৃতসিঞ্চিত উত্তমা-হার অপেক্ষা চাপার রুটি উত্তমাহার। এবং যদ্যপি সে সময়ে ঐ মহাত্মার নিকট উত্তম খাদ্যাভাবে কেবল চাপার রুটি মাত্র থাকে তাহা হইলে তখন তাহাদিগের উভয়েরই প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত সেই মহাত্মা ঐ চাপার রুটি সকলকে আহার করিতে দিবেন এবং তাহাদেরও সেই চাপার রুটি আহার করা কর্ত্তব্য এ প্রকার অভি মান করা উচিৎ নয় যে আমি উত্তম বস্তু না হইলে আহার করিব না। জ্ঞানি ব্যক্তির এই লক্ষণ যে উত্তম বস্তু অভাবে যে সময়ে যে প্রকার খাদ্য দ্রব্য উপস্থিত থাকে শরীর রক্ষার নিমিত্ত তাহাই আহার করিয়া সন্তুষ্ট থাকা। এই প্রকার ব্যবহার কার্য্যে বিচার করিয়া আপনি বুঝিয়া অন্যকে উপদেশ দিবে।

মন, মনের কামনা ও কামদেবকে ভস্ম করিবার বিষয়—যদ্যপি কেহ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতা পিতাতে ভক্তি এবং বিশ্বাস না করিয়া কেবল অনর্থক হট্ করিয়া মন এবং মনের কামনা জয় করিতে এবং কামকে ভস্ম করিতে যান অর্থাৎ অন্ন পরিত্যাগ করিয়া শরীরকে কৃশ করিয়া নানা প্রকার

কষ্ট সহ্য করেন কিন্তু তাহাতে কোন ফল দাঁড়ায় না যদি পূর্ণ পরব্রহ্মেতে প্রীতি না রাখিয়া কেবল হট্ করিয়া এক যুগ অথবা দশযুগ পর্য্যন্ত শরীরকে কৃশ করিয়া রাখ তথাপি মন এবং মনের কামনা ও কামকে কখন জয় করিতে পারিবে না যতক্ষণ পর্য্যন্ত হাড় চামড়া থাকে সেই হাড় চামড়া হইতে কাম উৎপত্তি হইয়া চিত্তকে চঞ্চল করিয়া আসক্তি জন্মে যে ব্যক্তি দিবারাত্র এই কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকিয়া শরীরকে কৃশ করিয়া রাখিয়াছেন তিনি ইহার সবিশেষ বিবরণ জ্ঞাত আছেন। কিন্তু যে ব্যক্তি বিচার করিয়া পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরুকে ভক্তি শ্রদ্ধা করেন তিনি সকল বিষয়ে শান্তিরূপ থাকেন। তিনি এইরূপ বিচার করিয়া দেখেন যে আমি তো শরীর ও ইন্দ্রিয় এবং কাম নহি যখন আমি জন্ম ধারণ করি নাই তখন আমার শরীর ও ইন্দ্রিয় এবং কাম কোথায় ছিল এবং যখন শরীর পতন হইবে তখন আমি সমস্ত শরীর ইন্দ্রিয় কামকে ত্যাগ করিয়া কারণ অর্থাৎ সূক্ষ্ম শরীরে স্থিত থাকিব যেমন অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়া আকাশে স্থিতি করেন—যেমন এখন আমাদের শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির বোধ হইতেছে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আমি শরীর ও ইন্দ্রিয় নহি যখন আমরা কারণ অর্থাৎ সুষুপ্তি অবস্থায় থাকি তখন আমাদের এই শরীর মৃতবৎ পতিত থাকে। যদিও আমার মন নানা প্রকার কামনায় ব্যাকুল হইয়া বেড়াইতেছে অথবা কাম অর্থাৎ রেতঃ পতন হইয়া যাইতেছে যেমন আমি আহার করিলে মল হইয়া নির্গত হইতেছে ও জলপান করিলে প্রস্রাব নির্গত হয় তাহাতে আমার কিছুই হয় না। আমি তো পতন হইতেছি না আমি যাহা তাহাই আছি অথবা মন যেখানেই যাউক না আমি তো যেখানকার সেইখানেই আছি। এইরূপ রাজা প্রজা বিচার করিয়া চলিলে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিবেক অর্থাৎ যদ্যপি তোমাদের কাম অর্থাৎ রেতঃ অনর্থক স্বপ্নাবস্থাতে পতন হয় তাহাতে তোমাদের কোন বিষয় চিন্তা নাই—এইরূপ জানিও যেমন কলসীতে জল পূর্ণ আছে তাহার মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ বেশী জল যদ্যপি দেওয়া যায় সেই জল কলসী হইতে ছাপাইয়া পতিত হয় সেইরূপ তোমাদের শরীর মধ্যে যে কাম অর্থাৎ রেতঃপূর্ণ কলসী আছে

তাহাতে যদি বেশী রেত জন্মে তাহা হইলে সে রেতের কলসী ছাপাইয়া পড়িবে তাহাতে তোমাদের কোন হানি বা চিন্তা স্বরূপেতে নাই—তুমি যাহা আছ তাহাই থাকিবে। কিন্তু পক্ষান্তরে যে ব্যক্তির চিত্ত বিষয় ভোগে দিবারাত্র আসক্ত থাকে তাহা রেতঃপূর্ণ বা অর্দ্ধ মাত্র কলসীতে রেত থাকিলেও উষ্ণ হইয়া উথলাইয়া পড়ে এবং মন সর্ব্বদা চঞ্চল থাকে যেমন কোন পাত্রেতে অল্প দুগ্ধ থাকিলে তাহাতে অগ্নির বেশী উত্তাপ বশতঃ তাহা উৎলাইয়া পড়ে। এখানে গম্ভীর ভাবে বিচার করিয়া রাজা প্রজা যদি মন, মনের কামনা এবং কামকে বশীভূত করিয়া শান্তিরূপ থাকিতে চাহ তো সহজে দেখাইয়া দিতেছি সকল বিষয়ে কামনা পূর্ণ হইবে ও সদা আনন্দরূপ থাকিবে পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুর উপাসনা করিবে এবং যখন প্রত্যক্ষ জ্যোতি সাকার মূর্ত্তি থাকেন চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ ঈশ্বর ইহাঁদের প্রীতি এবং ভক্তি পূর্ব্বক প্রাতে এবং সায়ংকালে আত্মা গুরু মাতা পিতা ভাবিয়া শ্রদ্ধা পূর্ব্বক নম্রভাবে নমস্কার করিবে এবং প্রার্থনা করিবে যে, হে গুরো আত্মা মাতা পিতা আমাকে সকল বিষয়ে সুখী এবং শান্ত রাখুন! আপনি শান্ত হউন এবং জগৎকে শান্তকরুন আপনি তো সর্ব্বদা শান্তিরূপ আছেন আমাদের শান্তি করুন আপনি যে কে তাহা আমরা আপনাকে চিনিতে পারি না। কেবল মাত্র আমরা শাস্ত্রানুযায়ি সংস্কার বশতঃ দেবতা বলিয়া জানি। আপনি কে এবং কিরূপে যে প্রসন্ন হন তাহাও আমরা জানি না কেন না আমরা আপনাকে নিজে চিনি না যে আমরা কে এবং আমাদের কি স্বরূপ এবং কিরূপে আমরা প্রসন্ন হই তখন আমরা আপনাকে কেমন করিয়া চিনিব এবং প্রসন্ন করিব, হে গুরো আপনি আমাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া নিজগুণে আমাকে শান্ত করিয়া আপনার পরমানন্দতে আমাকে মগ্ন রাখুন! তোমরা এরূপ প্রার্থনা করিও এবং ঐ জ্যোতিঃস্বরূপে মগ্ন থাকিও যেমন তোমাদের মন অন্যান্য বিষয়ে দিবারাত্র মগ্ন থাকে সেইরূপ সদাসর্ব্বদা ঐ জ্যোতি মূর্ত্তিতে মনকে মগ্ন রাখিবে প্রাতে এবং সায়ংকালে ঐ জ্যোতিতে যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রীতি পূর্ব্বক দর্শন করিতে পার ততক্ষণ পর্য্যন্ত করিবে অর্থাৎ তাহাতে তোমার কষ্ট বোধ

না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত তুমি প্রীতি পূর্ব্বক দর্শন করিবে তিনি তোমাদের মনের নানা প্রকার ভ্রম দুঃখ মোচন করিয়া পরমানন্দে রাখিবেন অর্থাৎ ব্যবহার ও পরমার্থ বিষয় সকল বিষয়েতেই তোমাদের আনন্দরূপ রাখিবেন এই জ্যোতিঃস্বরূপ তেজকে ধ্যান করিয়া মহাদেব মন এবং মনের কামনা এবং কামদেবকে জয় করিয়া ছিলেন। বিনা জ্যোতিঃস্বরূপ তেজ ভিন্ন অপর দ্বিতীয় কেহই নাই যে মনের বেগ এবং কামকে ভষ্ম করিয়া শান্ত করে প্রমাণ যেমন অগ্নি ভিন্ন দ্বিতীয় কেহই নাই যে স্থূল পদার্থকে ভষ্ম করে যিনি যথার্থ যোগি এবং মহাত্মা তিনিই ইহাঁকে জানেন সকলে ইহাঁকে জানিতে পারেন না অর্থাৎ জীব যখন ইন্দ্রিয়গণকে জয় করিয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হন অর্থাৎ আত্মা পরমাত্মা অভেদ হইয়া যান সেই অবস্থায় জীবকে মহাদেব বলা হয়। কিন্তু সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ ঈশ্বরের দিকে অধিকক্ষণ নিরীক্ষণ করিলে তাঁহার তেজেতে মনুষ্যের চক্ষুর তেজ কমিয়া সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পায় না কিন্তু যে ব্যক্তির ভক্তি প্রীতি এব তেজ আছে সে ব্যক্তি ঐ জ্যোতিকে দর্শন করিলে তাহার তেজ মধ্যম হয় না যদ্যপি হয় তাহা হইলে অল্পদিনের মধ্যে পরিষ্কার হইয়া সুস্পষ্ট দেখা যায় অর্থাৎ জীব এবং সূর্য্য নারায়ণ ঈশ্বর যখন এক স্বরূপ হন তখন দিবারাত্র তাঁহাকে দর্শন করিলেও তাহাতে নেত্রের কোন বিঘ্ন জন্মে না সর্ব্বদা শান্তি জলের ন্যায় দর্শন করে ও নিজে শান্তি ও আনন্দরূপ থাকে। যতক্ষণ আপনার নিজের তেজ না হয় ততক্ষণ তেজের সম্মুখে দর্শন করিবার সামর্থ হয় না। বলবানই বলবানের সহিত যুদ্ধ করে এইরূপ ইত্যাদিতে বুঝিয়া লইবে উক্তরূপে জ্যোতিঃব্রহ্মকে দর্শন করিবার পুর্ব্বে অগ্নি ব্রহ্মে আহুতি দিতে হইবেক এবং দর্শন করিবার সময় ওঁসৎ গুরু মন্ত্র জপ করিতে হইবে কিম্বা শুদ্ধ ভক্তি ও শ্রদ্ধা পূর্ব্বক দর্শন করিলেও ফল লাভ হয়।

স্বরূপে সত্য মিথ্যা নাই।

যদ্যপি কেহ বলে যে পৃথিবী নাই মিথ্যা ইহার কারণ সত্য বটে কেন না মিথ্যা বলিলে মিথ্যা হইবে না প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে, এবং কেহ বলেন যে

পৃথিবী সত্য মিথ্যা নহে। এই দুই জনের কথা উভয়ে গম্ভীর ভাবে বিচার করিয়া বুঝিয়া লইতে হয় যে ইহার মানে কি। কেবল অনর্থক তর্ক করিতে হয় না যে ব্যক্তি বলিয়াছেন যে পৃথিবী মিথ্যা ইহার অর্থ এই যে যেমন কোটি মন বারুদ পর্ব্বত আকার দেখা যাইতেছে কিন্তু বারুদ নহে যৎকিঞ্চিৎ আগুন দিলে সেই বারুদ তৎকালে আকাশে লয় হইয়া যায়। অর্থাৎ যে কারণ হইতে বারুদ উৎপন্ন হইয়াছে সেই কারণেতেই স্থিতি হয়—এবং যে ব্যক্তি বলেন যে পৃথিবী সত্য তাহার মানে এই যে সেই ব্যক্তির কেবল বারুদের উপর দৃষ্টি আছে কারনেতে দৃষ্টি নাই। এবং আদি ও অন্তের খবর তাহার নাই যে বারুদ কোথা হইতে হইয়াছে এবং কোথায় মিশাইবে এরূপ ইত্যাদি বিষয়ে গম্ভীর ভাবে বুঝিয়া লইতে হয়। যে ব্যক্তির যেরূপ বোধ হইয়াছে সে সেই প্রকার বলিবে। কারণ শব্দ পূর্ণ পরব্রহ্ম এবং বারুদ শব্দ জগৎ ও তোমাদের স্থূল শরীর।

চতুর্থ অধ্যায়—পূজাদি তত্ত্ব।

পূজা বিধি।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে যে সকল পরমার্থ সাধনের প্রণালী প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা গ্রহণ করিতে ঘোর তমসাচ্ছন্ন জীবের সহসা ক্ষমতা বা প্রবৃত্তি হওয়া দুষ্কর। এ নিমিত্ত বিচার করিয়া যে শুদ্ধ চৈতন্য অন্তর্যামি পুরুষ প্রত্যক্ষ জগৎরূপে সাকার ভাবে প্রকাশমান আছেন শ্রদ্ধা ও ভক্তি পূর্ব্বক তাঁহার পূজা করা উচিৎ। যাহাতে ক্রমে চিত্তশুদ্ধি হইয়া পূর্ণ পরব্রহ্মে অচলা নিষ্ঠা জন্মে। পরব্রহ্মে নিষ্ঠা হইলেই জীব অভয় মুক্তি পদ লাভ করিয়া সদা আনন্দরূপে ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন ভাবে অবস্থিতি করে।

পূজ্য পূজক ভাব।

পূজ্য শব্দে পিতা এবং পূজক শব্দে পুত্র। পিতা বীজস্বরূপ কারণ, এবং পুত্রও তাহার স্বরূপ। উত্তম জ্ঞানবান যে পুত্র তিনি আপনার স্বরূপ এবং পিতার স্বরূপ একই রূপ বিচার করিয়া পিতার আজ্ঞানুসারে চলেন এবং তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি করেন এই প্রকার ভাব কখন করেন না যে আমি উঁহার পুত্র নহি এবং উনি আমার পিতা নহেন আমার স্বরূপ উনি নহেন এবং উঁহার স্বরূপও আমি নহি অর্থাৎ আপনার স্বরূপ এবং পিতার স্বরূপ পৃথক পৃথক ভাবেন না একই স্বরূপ ভাবিয়া শ্রদ্ধা ভক্তি করেন। ইহাকেই পরম ভক্তি কহে। এক্ষণে "পূজ্য পিতা" শব্দে পূর্ণ পরম ব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ 'পূজক পুত্র' শব্দ রাজা প্রজা, স্ত্রী পুরুষ ইত্যাদি। পুত্রকে রাজা প্রজা প্রভৃতি, ও পিতাকে কারণ বীজ স্বরূপ পূর্ণ পরম ব্রহ্ম এবং পুত্রও তাঁহারই স্বরূপ,—এই প্রকারে জ্ঞানবান যে পুত্র তিনি আপনার এবং পরম ব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ যে পিতা তাঁহার এই উভয়ের এক স্বরূপ ভাবনা করিয়া তাঁহাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিবেন এবং তাঁহার আজ্ঞা পালন করিবেন। এই প্রকার ভাবনা করিবেন না যে পিতা যে পরম ব্রহ্ম বীজ স্বরূপ তিনি এক পদার্থ, এবং আমি এক

অন্য পদার্থ। যেমন আপন পিতার প্রতি যে রূপ শ্রদ্ধা ভক্তি হয় অপরের পিতার প্রতি সেই প্রকার শ্রদ্ধা ভক্তি হয় না। এবং পিতারও অপরের পুত্রের প্রতি সমান স্নেহ হয় না সেই প্রকার পরম ব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ যদ্যপি আপন পিতা না হইতেন তাহা হইলে তাঁহার উপর আমাদিগের শ্রদ্ধা ভক্তি জন্মাইত না এবং তিনিও আমাদিগের উপর পুত্র জানিয়া দয়া করিতেন না। এই প্রকার সমস্ত বুঝিয়া লইবে।

পূজ্য ও পূজক শব্দ বিবরণ।

পূজ্য ও পূজকের অর্থ এই যে, পূজ্য শব্দ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ ও সাকার ব্রহ্ম চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণকে জানিবেন, এবং পূজক শব্দ চরাচর জীব, রাজা প্রজা আদিকে বুঝিবেন। অথবা যে আশ্রমেরই হউন জ্ঞানবান পুরুষই পূজ্য এবং অবোধ অজ্ঞানি পুরুষ পূজক কিন্তু স্বরূপেতে পূজ্য পূজক ভাব নাই। কারণ কি সকলেই পূর্ণ পরব্রহ্মকে পূজা আর নমস্কার প্রণাম করিবে, যাহাতে চিত্তশুদ্ধি হইয়া পরব্রহ্মেতে লয় হইয়া সদা নির্ভয় আনন্দরূপ থাকিবে; আর নানা প্রকারের কষ্ট, অন্ধকার ও ঘোর অজ্ঞানে ব্যাপৃত থাকিবে না। পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ ভিন্ন আর অন্য কোন দ্বিতীয় পূজ্য নাই, হইবে না, আর হইতে পারিবে না; এবং ব্রহ্মবিৎ জ্ঞানবান পুরুষ উঁহারই তুল্য, এ জন্য পূজ্য হইয়া থাকেন। আর যদি অজ্ঞানের বশ হইয়া নানা নাম কল্পনা কর, ও যাহাকে ইচ্ছা পূজা কর তাহাতে বল হীন, তেজ হীন হইবে আর হইতেছ; পরব্রহ্মকে ত্যাগ করায় এই ফল হইয়াছে। এক্ষণে যে প্রমাণে বলিয়া দিলাম, রাজা প্রজাগণ ইহা সত্য বলিয়া জানিবেন।

জন ও জনক শব্দ বিবরণ।

জনক শব্দ ও জন শব্দ যে বলা যায়, ইঁহার অর্থ এই যে, জনক শব্দ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপকে জানিবেন। আর জন শব্দ জীব, অর্থাৎ চরাচর, রাজা প্রজা, স্ত্রী পুরুষকে জানিবেন। জনক শব্দ পিতা আর জন শব্দ (পুত্র কন্যা), স্বরূপেতে উভয় একই, কেবল ব্যবহার কার্য্যেতে ভেদ হয় এবং ভেদ মনে করা

আবশ্যক। আরও জন শব্দেতে প্রজাদি ও জনক শব্দেতে রাজা জ্ঞানী, পণ্ডিত আদি বুঝা আবশ্যক। ইহাই জনক ও জন শব্দের অর্থ।

রামচন্দ্র প্রভুর ও রাবণের দলের বর্ণন।

পূর্ণ পরব্রহ্ম সংসার প্রবাহের জন্য যে দুই দল, তাহার এক দল রামচন্দ্রের, অন্য দল রাবণের। ইহার অর্থ এই যে, এক রাবণ ব্রহ্মের দল, অজ্ঞান, অবিদ্যা, অহংকার, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, আশা, তৃষ্ণা, মান, অপমান, রাগ, দ্বেষ, আলস্য, অসত্য, প্রপঞ্চতে নিষ্ঠা; সত্য শুদ্ধ চৈতন্য, পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু হইতে বিপর্য্যয় করা, সকলের নিন্দা করা, সকল কার্য্যেতে অসত্য মিথ্যা পাষণ্ডতা করা আর করান ইত্যাদি যে সকল অশুভ পথে লইয়া যায়, আর নানা দণ্ডভয় দেখায়, এই সকল রাবণ ও পরশুরাম অবিদ্যা ব্রহ্মের দল। আর সত্য অসত্যের বিচার, সত্য, শুদ্ধ, চৈতন্য, পূর্ণ পরব্রহ্মতে নিষ্ঠা, প্রীতি, শীল, সন্তোষ, ধৈর্য্য, বিবেক, বৈরাগ্য, ক্ষমা, সকলেতে সমদৃষ্টি, জ্ঞানচর্চ্চা, ব্রহ্মবিচার, সত্য ধর্ম্ম, নিত্য কর্ম্ম, যজ্ঞ অহুতি করা ও করান, পরোপকারেতে সদা চিত্ত থাকা, নির্ভয়, সংশয় রহিত, অদ্বৈতভাব, সকলকে আত্মরূপে দেখা, যে চরাচর রাজা প্রজা কি উপায়েতে সুখী থাকিবেন, আর দেবদেব জ্যোতিঃস্বরূপ মাতাপিতা, গুরু কোন্ বিষয়ে প্রসন্ন হইবেন, আর হইয়া থাকেন ইত্যাদি যে সত্য ধর্ম্মের পথ তাহাই রামচন্দ্র বিদ্যা ব্রহ্মের দল। সকল অসত্য প্রপঞ্চ দুঃখ অজ্ঞান আদিকে নাশ করিয়া কেবল পূর্ণ পরব্রহ্মেতে নিষ্ঠা করান আর ভ্রম দুর করান; এইরূপে পরমার্থ ও ব্যবহার কার্য্যেতে দুই দল বুঝিয়া লইবেন।

শ্রেয় এবং প্রেয় কাহাকে বলে।

কারণ পূর্ণ পরব্রহ্মের অঙ্গের দুই নাম বিস্তার হইবার জন্য কল্পিত হইয়াছে। সংসার প্রবাহের জন্য যে রূপ দুই দল কল্পিত হইয়াছে ইহাও সেইরূপ এক নাম শ্রেয় ও এক নাম প্রেয়। শ্রেয়েতে সর্ব্বদা প্রীতি রাখিতে হয় প্রেয়তে চিত্তের আসক্তি নিবারণ করিতে হয় পূর্ণ পরব্রহ্ম সৎস্বরূপের নাম শ্রেয়, এবং প্রেয় নাম

শব্দ জগৎরূপ বিস্তার, কৈলাস, বৈকুণ্ঠ, ইন্দ্রিয় ভোগ এবং তোমাদের স্থূল শরীর। অর্থাৎ সাকার মধ্যে শ্রেয় স্বরূপ ঈশ্বর সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ এবং প্রেয় শব্দ স্বরূপ মহাশক্তি জগৎ জননী চন্দ্রমা জ্যোতিঃস্বরূপ এবং কৈলাস, বৈকুণ্ঠ, ইন্দ্রিয় ভোগ ও তোমাদের স্থূল শরীর এবং জড় পদার্থ ইত্যাদি ইহার অর্থ এই যে জড় পদার্থ যে ইন্দ্রিয় ইত্যাদি তাহার যে ইন্দ্রিয়ের যে ভোগ তাহা তোমরা ভোগ কর, স্বরূপেতে তোমাদের কোন চিন্তা নাই কিন্তু অসৎ পদার্থেতে তোমাদের কোন বিষয়ে চিত্ত আসক্তি যেন না থাকে এবং শ্রেয় শব্দেতে যে সর্ব্বদা শ্রদ্ধা ভক্তি রাখা ইহার সার অর্থ এই যে পূর্ণ পরব্রহ্ম এবং সাকার চন্দ্রমা এবং সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ ঈশ্বরেতে উভয়কে সমভাবে আত্মা গুরু মাতা পিতা ভাবিয়া প্রীতি ও শ্রদ্ধা করিবে তাহা হইলে তোমাদের রাজা প্রজার সকল বিপদ এবং দুঃখ উনি মোচন করিবেন ইহা সত্য সত্য বলিয়া জানিও এবং চন্দ্রমা রূপেতে তোমাদের মনকে জয় করিয়া কৈলাস বৈকুণ্ঠ ইত্যাদি পৃথিবীর ভোগ সকল প্রদান করেন ও তোমাদিগকে সকল বিষয়ে সুখী করেন এবং সূর্য্যনারায়ণ রূপেতে অদ্বৈত জ্ঞান প্রকাশ করেন অর্থাৎ জীবত্মা ও পরমাত্মাকে অভেদ করেন অর্থাৎ এক স্বরূপ করিয়া কারণ রূপে স্থিতি করেন। এবং পৃথিবীর ও সকল ভোগও ইনিই প্রদান করেন। এই দুই জ্যোতির আত্মা দ্বারা পরমার্থ ও ব্যবহার কার্য্য উত্তম রূপে নিষ্পন্ন হইয়া আসিয়াছে, হইতেছে ও হইবে। এ স্থানে পাঠকগণ গম্ভীর ভাবে বুঝিয়া লইবেন, যে ইহারা ভিন্ন আকাশে আর দ্বিতীয় কেহই নাই যে তোমাদের কষ্ট নিবারণ করেন ইহা সত্য সত্য জানিবেন। পাঠকগণ নিজ নিজ জ্ঞান দ্বারা বুঝিয়া লইবেন।

চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণ পক্ষে সন্দেহ।

চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্মের সম্বন্ধে নানা প্রকার সন্দেহ করা হয়। কেহ বলেন যে চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণ একই ঈশ্বর এবং কেহ বলেন যে, দুই ভিন্ন ভিন্ন। ইহার অর্থ এইরূপ যে, অবোধ বালক বুঝেন যে, রাত্রি

এক ভিন্ন পদার্থ আর দিন এক ভিন্ন পদার্থ। যদ্যপি রাত্রি ভিন্ন পদার্থ হইত তবে উহার ঘর কোথায় ? যে প্রত্যহ প্রাতে চলিয়া যায় আবার সন্ধ্যার সময় ঘর হইতে বাহির হইয়া আসে। যখন রাত্রি হয় তখনও দিন; আর যখন দিন হয় তখনও রাত্রি নয় আর যখন রাত্রি হয় তখনও দিন হয় না একই থাকে। এই রূপেই জ্ঞানী বুঝিয়া লন যে যখন স্বপ্নাবস্থা হয় তখন জাগ্রতাবস্থা থাকে না আর যখন জাগ্রতাবস্থা হয় তখন স্বপ্নাবস্থা থাকে না, আর ঐ উভয় অবস্থাতে একই পুরুষ বিরাজমান থাকেন। আর যখন দক্ষিণ নাসিকাতে বায়ু চলে তখন বাম নাসাতে চলে না এবং যখন বামেতে চলে তখন দক্ষিণেতে চলে না। অর্থাৎ যখন সূর্য্যনারায়ণ থাকেন তখন চন্দ্রমা থাকেন না। এবং যখন চন্দ্রমা থাকেন তখন সূর্য্যনারায়ণ থাকেন না। ইহার ভাব এইরূপ বুঝিয়া লইবেন, যেমন কোন পুরুষ হাতেতে একটী ব্যাগ লইয়া চলেন, এবং এক হাত হইতে অন্য হাতেতে করিয়া লন কিন্তু সেই পুরুষ একই ব্যক্তি কেবল মাত্র হাত বদলাইয়া লন। এইরূপ বুঝিয়া লইবেন যে, সূর্য্যনারায়ণ ও চন্দ্রমা একই ঈশ্বর। পুরুষ শব্দ পরব্রহ্ম, হাত শব্দ জ্যোতি মূর্ত্তি ব্রহ্ম, ব্যাগ শব্দ ব্রহ্মাণ্ড পৃথিবীর ভার বুঝিয়া লইবেন।

চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণ পক্ষে জড় শব্দের বিবরণ।

কেহ কেহ বলেন চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জড়। জড় শব্দের অর্থ দুই প্রকার। এক জড় শব্দ অর্থে পাথর কাষ্ঠ ইত্যাদি এবং অজ্ঞানকেও জড় কহে; আর অপর প্রকার অর্থে জড় শব্দ, অচল, শুদ্ধ চৈতন্য পরব্রহ্ম জ্ঞানরূপ যিনি চলায়মান নহেন অর্থাৎ অচল; যেমন জড়ভরত। সূর্য্যনারায়ণ ত্রিকালদর্শী অন্তর্যামী সদা জ্ঞান-স্বরূপ বিরাজমান আছেন।

চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতির রূপান্তর বর্ণন।

এইরূপ সন্দেহ হয়, চন্দ্রমা জ্যোতিঃস্বরূপ শুক্ল বর্ণ বোধ হইয়া থাকে, আর সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ রক্ত বর্ণ বোধ হয়। ইহার অর্থ এই যে, এক লাঠি-

মেত্তে নানা প্রকার রঙ্গের কাঁচ থাকে, ঐ লাণ্ঠনেতে এক অগ্নি জ্যোতিঃ বিরাজ-মান থাকেন। কোন দিকের কাঁচ লাল বর্ণ থাকাতে সেই দিকে লাল আলো দেখায়, কোন দিকের কাঁচ মিশ্র বর্ণের থাকায় সেই দিকে মিশ্র বর্ণের আলো দেখায়, আর কোন দিকের কাঁচ সাদা থাকায় সেই দিকে সদা আলো দেখা যায়; কিন্তু ঐ অগ্নি জ্যোতিতে নানা প্রকারের বর্ণ নাই, উহা অতি নির্ম্মল, শুদ্ধ; কেবল মাত্র ঐ লাণ্ঠনের বর্ণের উপাধি বশতঃ অগ্নি জ্যোতিতে নানা প্রকার বর্ণ প্রকাশমান হয়। এইরূপ এক জ্যোতিঃস্বরূপই নির্ম্মল চন্দ্রমা। অর্থাৎ চন্দ্রমা শব্দ আত্মাতে নানা বর্ণ বোধ হইয়া থাকে। লাণ্ঠন শব্দে আকাশ কিম্বা আপন শরীরকে বুঝিবেন, আর অগ্নি জ্যোতি শব্দ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ, আর বর্ণ শব্দ নানা বাসনা (কামনা,) অহংকার, অজ্ঞান ভাব ইত্যাদি; বর্ণ উপাধি করিয়া নির্ম্মল আত্মাতে নানা ভ্রম প্রকাশমান হয়।

চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণেতে উষ্ণতা ও শীতলতা বর্ণন।

পুনশ্চ এই সন্দেহ করা হয় যে, সূর্য্যনারায়ণেতে তেজঃশক্তি অর্থাৎ উষ্ণতা বোধ হইয়া থাকে, আর চন্দ্রমা অঙ্গে শীতলতা বোধ হইয়া থাকে। ইহার অর্থ এই যে, যদ্যপি দিনের বেলায় তেজঃশক্তি রূপ না প্রকাশ হন, তাহা হইলে সকলে উত্তম রূপে দেখিতে পায় না; আর রাজা প্রজা চরাচর যে নানা কার্য্যেতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, তেজ শক্তি ভিন্ন কোনও তীক্ষ্ণ কার্য্য কখনই সিদ্ধ হয় না। যেমন, যদ্যপি আপনাদের নাড়ী কিম্বা শক্তি (অগ্নি শক্তি) মধ্যম হয়, তাহা হইলে হায় হায় করিতে থাকেন যে, "এখন আর বাঁচিব না, এখন নাড়ী ঠাণ্ডা (শীতল) হই-য়াছে"। এইরূপও বুঝিয়া লইবেন যে রাত্রির শীতল শক্তি রূপ প্রকাশ হইয়া থাকেন। ইহার অর্থ এই যে, দিনের তাপকে হরণ করিয়া ইত্যাদি যে অন্ন আর কন্দ মূল মনুষ্যের আহারীয় পদার্থতে বৃক্ষ হইতে তৃণ পর্য্যন্ততে শীতল অমৃত-রস দিতেছেন; যাহা সকলেতে চৈতন্য ভাব বৃদ্ধি করে ও সবুজ কোমল হয়, আর গুণ শক্তি হয়; যাহাতে সমস্ত বৃক্ষাদিতে উত্তম রূপে ফল হইবেক; যাহাতে

রাজা প্রজা পশু পক্ষ্যাদি উত্তম রূপে আহার করিবে ও তৃপ্ত হইবেক, যে কোন বিষয়ে অন্নের (আহারীয় বস্তুর) দুঃখ না হয়, এইরূপ বুঝিয়া লইবেন।

দিন ও রাত্রি হইবার বিবরণ।

দিন ও রাত্রি কেন করেন? ইহার অর্থ এই যে, যদ্যপি কেবল মাত্র রাত্রি অন্ধকার রূপেতে রাখেন তাহা হইলে প্রজা লোক ইত্যাদি কর্ম্ম কাজ কি রূপে করিবে? এ কারণ দিবস প্রকাশ করেন। আর রাত্রি করিবার কারণ এই যে, যদ্যপি রাত্রি না হয়, তাহা হইলে প্রজা লোক ক্রমাগত অবিরাম কর্ম্ম করিতে করিতে মরিয়া যাইবে, বিশ্রামের নিশ্চয় থাকিবে না এবং মাস বর্ষ ও যুগ ইত্যাদির সংখ্যা বোধ কি রূপে হইবেক। আর লোকে সমস্ত দিন কাজ কর্ম্ম করিয়া রাত্রিতে আপন আপন স্ত্রী পুত্র লইয়া আনন্দ করিয়া পরম সুখে শুইয়া থাকে, এইরূপও বুঝিয়া লইবেন। যে পদার্থ অন্ধকার (রাত্রি), তাহাই প্রকাশ (দিন); এবং যে পদার্থ প্রকাশ (দিন) তাহাই অন্ধকার (রাত্রি), প্রমাণ যেমন দীপ শিখা প্রকাশমান থাকে, কিন্তু সেই শিখা নির্ব্বাণ হইলে সেই অগ্নি অন্ধকার হইয়া যায়।

চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণ উদয় দিক নির্ণয়।

সন্দেহ হইয়া থাকে যে, সূর্য্যনারায়ণ পূর্ব্বদিক হইতে প্রকাশ হইয়া থাকেন, আর চন্দ্রমা পশ্চিম দিকে দ্বিতীয়াতে উদয় হন। আপনারা গম্ভীর ভাবে একাগ্র চিত্তে বুঝিয়া দেখুন যে যেরূপ একটী সরোবর জলপূর্ণ আছে, কিন্তু উহা পানায় ঢাকা—এবং ঐ পানা (উপাধির) জন্য জল দেখা যায় না। উহাতে গোলাকার বেত্রের মণ্ডলী অর্থাৎ চাকি বাঁধিয়া অথবা বক্র (বেঁকা) এক কিম্বা সহস্র ছোট বড় গোলাকার বাঁধা হয়; তাঁহার মধ্যে একটী বেতের চাকি লইয়া ঐ সরোবরের পূর্ব্বদিক হইতে পানা ঠেলিতে ঠেলিতে পশ্চিমদিকে লইয়া আসেন আর ক্রমে সম্মুখে পানা সরিয়া যায়, আর পশ্চাৎ দিকেও পানা ঢাকিয়া আসিতে

থাকে ; মধ্যে জল গোলাকার দেখা যাইবেক আর বোধ হইবেক যে, জল গোলাকারবৎ চলিতেছে ; এইরূপ যদি বক্র বেত্তের মণ্ডলী দ্বারা সরোবরের পশ্চিম অথবা পূর্ব্ব কিম্বা মধ্যেতে পানা ঠেলা যায় তাহা হইলে বক্র (বেঁকা যথা দ্বিতীয়ার চন্দ্র) কিম্বা গোলাকার এবং ব্যষ্টি বলিয়া জলকে মনে হইবেক ; আর জল পূর্ব্বদিক হইতে পশ্চিমদিকে কিম্বা পশ্চিমদিক হইতে পূর্ব্বদিকে চলিতেছে বোধ হইবেক। কিন্তু জল চলিতেছে না এবং গোলাকার কিম্বা বক্র ও ব্যষ্টিও নহে। সরোবরেতে জল একই ভাবে আর একই স্থানে পরিপূর্ণ আছে। এই রূপে হাজার কিম্বা কোটাই জল মনে বোধ হইবেক ; যেমন তারাগণ চলিতে ফিরিতেছে বোধ হয় ; আর জল একই স্থানে অচল ভাবে পূর্ণ রূপে আছে। অবোধ ব্যক্তির বোধ হইবেক যে জল গোলাকার, ব্যষ্টি, এবং বক্র হইয়া চলিয়া বেড়াইতেছে। আর যদ্যপি সমষ্টি সরোবরের জল হইতে পানা একেবারে সরান হয়, তাহা হইলে জল সরোবরেতে সর্ব্বত্র পূর্ণ প্রকাশমান হইবেন, সমষ্টি ও ব্যষ্টি অজ্ঞান ভাব দুই শব্দ লয় হইয়া যাইবেক। আর জ্ঞানবান পুরুষ জানিবেন যে, জল বাঁকা কিম্বা গোলাকার কিম্বা ব্যষ্টি নহে সরোবরেতে জল পরিপূর্ণ আছে। সরোবর শব্দে আকাশ শূন্যকে বুঝিবেন, আর জল শব্দে শুদ্ধ চৈতন্য পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ, বেত্তের চাকি শব্দে বিবেক ; আর যে ব্যক্তি ঠেলে সে অভেদ অদ্বৈত জ্ঞান আর পানা শব্দে অজ্ঞান, অবিদ্যা, দ্বৈত, অহংকার, মোহ। আর পূর্ব্ব পশ্চিম হইতে ঠেলিয়া লওয়ার অর্থ, আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত সত্য অসত্যের বিচার। আর সমস্ত পানা ঠেলিবার অর্থ এই যে, সর্ব্বজ্ঞ পরব্রহ্ম স্বয়ং, পরিপূর্ণ আছেন অপর কেহই এ আকাশেতে হয় নাই, হইবে না, এবং হইতেও পারিবে না ; এই শুদ্ধ চৈতন্য জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মা বিরাজমান আছেন। আর পূর্ব্ব পশ্চিম দিকের ভাব বুঝিয়া লউন যে, ব্যষ্টি ও সমষ্টি ভাবে প্রকাশমান বোধ হইতেছেন। পূর্ব্বদিক হইতে যে উদয় হইতেছেন, ইহার অর্থ এই যে, নিরাকার হইতে স্বতঃপ্রকাশ সাকার রূপ প্রত্যক্ষ গোলাকার জ্যোতির্মূর্ত্তি যখন প্রকাশ বোধ হইতেছেন তখন পূর্ব্বদিকেতে ক্রমে ক্রমে জ্যোতি নিরাকার হইয়া যাইতেছেন ;

আর পশ্চিমদিকে নিরাকার হইতে সাকার হইতেছেন (ঠিক গোলাকার) যাহাতে কাহারও বোধ হইতে না পায়; এইরূপে ক্রমাগত পশ্চিমদিকে চলিয়া যাইতেছেন বোধ হইতেছে, কিম্বা পশ্চিমদিকে অস্ত বোধ হইতেছেন অর্থাৎ নিরাকার হইতেছেন। আর কেহ বোধ করিতেছেন, যে সূর্য্য পশ্চিমদিক হইতে পৃথিবীর নীচে দিয়া পুনশ্চ পূর্ব্বদিকেতে আসিয়া উদয় হইতেছেন। তিনি কেন আসিবেন এবং যাইবেন? তিনি ত দশদিকেতেই সদা পরিপূর্ণ আছেন, চাই কি দশদিক হইতেও অথবা যে দিকে হইতে ইচ্ছা হয় প্রকাশ হইতে পারেন, একরূপেতেই হউক অথবা কোটী রূপেতেই হউক পুনশ্চ পূর্ব্বদিকে নিরাকার হইতে সাকার হইতেছেন। এইরূপ পশ্চিমদিকেতেই যাইতেছেন বোধ হইতেছে। পুনশ্চ সন্ধ্যার সময় বক্ররূপ চন্দ্র জ্যোতি প্রকাশ বোধ হইতেছেন। তিনিও তদ্রূপ নিরাকার হইতে সাকার হইয়া যাইতেছেন, আর সাকার হইতে নিরাকার হইয়া যাইতেছেন। সরোবরের জলের ন্যায় চলিয়া যাইতেছেন মনে হয়। এইরূপেই নিত্য বোধ ব্যষ্টি সমষ্টি ভাবেতে আকাশেতে ভিন্ন ভিন্ন বোধ হইতেছেন। দশ দিকেতেই পরিপূর্ণ আছেন। আর মস্তকের সম্মুখে প্রাতঃকালে চন্দ্রমা প্রভু নিরাকার হইতেছেন তাহা আপনারা চিরকালই দেখিতেছেন। আর যখন সূর্য্যনারায়ণ রূপেতে প্রকাশমান হইতেছেন, তখন চন্দ্রমা রূপেতে জ্যোতি ব্রহ্ম আপনাদের মস্তকের সম্মুখে নিরাকার হইতেছেন। পৌর্ণমাসী হইতে সপ্তমী অষ্টমী পর্য্যন্ত আপনি প্রত্যহ দেখিতেছেন, যে ঐ জ্যোতি নিরাকার হইলে পর উহাতে কিছু ক্ষণ পর্য্যন্ত বক্র মেঘের ন্যায় বোধ হইয়া থাকে, এ জন্য আপনাদের সকলের বোধ হয় যে সূর্য্যনারায়ণ প্রকাশ হইলেও চন্দ্রমা দেখা যায়; দিনমানে যাহাকে আপনারা চন্দ্রমা বলিয়া বোধ করেন উহা চন্দ্রমা নহে, চন্দ্রমা জ্যোতি মূর্ত্তি দিনমানে নিরাকার হইয়া থাকেন উহা একটা গোলাকার মেঘের ন্যায় তাহাও ক্রমে ক্রমে নিরাকার হইয়া যায়। এই আকাশেতে কোটী কোটী সূর্য্যনারায়ণ অথবা চন্দ্রমা জ্যোতিঃ রূপেতে প্রকাশ হইলেও আশ্চর্য্য মনে করিবেন না। অথবা উত্তরদিক হইতে উদয় হইয়া দক্ষিণদিকে অস্ত হন, কিম্বা দক্ষিণ

দিক হইতে উদয় হইয়া উত্তর দিকেতে অস্ত হন কিম্বা সেই রূপ বোধ হয় তথাপিও আশ্চর্য্য মানিবেন না। যে দ্বীপেতে যে রূপেতে প্রকাশ হইয়া যাহাকে যে রূপ দেখাইতেছেন তাহার নিকট সেইরূপ প্রকাশ হয়; যেহেতুক আকাশেতে দশদিকই পূর্ণ জানিবেন। যেমন সরোবরের পানা একেবারে ঠেলাতে উহার জল পূর্ণ দেখায়। অথবা ইহাও বুঝিবেন যে, আকাশের দশদিকেতে মেঘ ঢাকা থাকে আর একদিকেতে বিদ্যুৎ হইতে থাকে তখন অবোধ একই দিকে বিদ্যুৎ হইতেছে মনে করিবে, আর জ্ঞানীব্যক্তি দশদিকেতেই মনে করিবেন। আর যখন দশদিকেতেই বিদ্যুৎ হইতে থাকিবেক তখন অবোধের বিশ্বাস হইবেক যে দশদিকেতেই বিদ্যুৎ আছে। এইরূপ চন্দ্রমাও সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্ম আত্মাতে দেব, দেবী মাতা, এবং ব্যষ্টি পৃথক্ পৃথক্ নানা প্রকারের ভ্রম হইয়া থাকে, কিন্তু পরব্রহ্ম দশদিকেতেই পরিপূর্ণ আছেন। শাস্ত্র পুরাণেতে নানা রূপে আবরণ দেওয়া হইয়াছে। আর পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ চৈতন্য, সমষ্টি নিরাকার রূপেতেই হউক অথবা ব্যষ্টি সাকার রূপেতেই হউক, যেরূপেই বিরাজমান থাকুন, তাহাতে হানি কি আছে?

চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণের গ্রহণ বর্ণন।

চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্মেতে গ্রহণ কেন লাগে? ইহার অর্থ নানা মতে নানা প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। কেহ বলেন যে, রাহু কেতু গ্রাস করে, কাহারও মতে পৃথিবীর ছায়াতে গ্রহণ লাগে, আর কাহার মতে একটী বৃহৎ পর্ব্বতের ছায়াতে গ্রহণ লাগে। আপনি বিচার করিয়া দেখুন যে, চন্দ্রমা জ্যোতিব্রহ্ম বোধ হইতেছেন যেন কৃষ্ণ প্রতিপদ হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত নিত্য হ্রাস হইতেছেন, এবং পুনশ্চ শুক্ল প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত নিত্য বৃদ্ধি হইতেছেন, তবে কি রূপে উহাতে প্রত্যহই গ্রহণ লাগিতেছে। এই গ্রহণ (অমাবস্যা ও পূর্ণিমার ক্ষয় বৃদ্ধি) কি প্রকারে লাগিতেছে। আর চন্দ্রমায় কি রূপে হ্রাস বৃদ্ধি হন, আর উগ্র গ্রহণ পৌর্ণমাসীতে কি রূপে হইয়া থাকে? প্রত্যহই কি

পর্ব্বতের ছায়াতে, কিম্বা পৃথিবীর ছায়াতে অথবা রাহু কেতু দ্বারা হ্রাস বৃদ্ধি হই- তেছে? নাশবন্ত স্থূল বস্তুর ছায়া জ্যোতির উপর যাইবে না বরং জ্যোতি দ্বারাতেই ছায়ার নাশ হইয়া থাকে; উহার পরিবর্ত্তে কি স্থূল বস্তুর ছায়া জ্যোতির উপর যাইবেক? আপনারা প্রদীপ জালিয়া ঐ প্রদীপের চারিদিকে বসুন, আপনাদের শরীরের ছায়া অগ্নিজ্যোতির উপর যাইবে না কিন্তু আপনাদের শরীরের পশ্চাতে শরীরের ছায়া থাকিবে। এইরূপে পর্ব্বত কিম্বা পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপের উপর পড়িবে না, পর্ব্বত কিম্বা পৃথি- বীর ছায়া ঐ পর্ব্বত ও পৃথিবীর নীচে যাইবেক, আকাশের উপর যাইবেক না। যদ্যপি কেহ সন্দেহ করেন যে অপর কোন বস্তু দ্বারা চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণ আচ্ছাদিত হওয়াতে গ্রহণ লাগে, তাহা হইলে যে বস্তু দ্বারা আচ্ছাদিত হন সে বস্তু অবশ্যই দেখা যাইবে, কারণ সামান্য মেঘ, চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণের সম্মুখে আসিলে তাহা স্পষ্টরূপে দেখা যায়। আর রাহু কেতু শব্দ জ্যোতিঃস্বরূপ ভিন্ন দ্বিতীয় কেহই নহে যে, জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্মের উপর গ্রহণ লাগাইতেছে। যদ্যপি পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ ভিন্ন দ্বিতীয় অন্য কেহ হইত, তাহা হইলে দিনে দিনে মাসে মাসে মন্দ্রমা জ্যোতিব্রহ্মকে এক এক কলা হ্রাস বৃদ্ধি করাইতে থাকার নিমিত্ত প্রত্যহ রাহু কেতু এরূপ অবিরাম শ্রমে কাতর হইয়া মরিত। গ্রহণ লাগাইবার জন্য ও হ্রাস বৃদ্ধি ও উগ্রগ্রহণ করাইবার জন্য প্রত্যহ রথ লইয়া দৌড়া- ইয়া আসিতেন। পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ হইতে রাহুকেতু কোন ভিন্ন পদার্থ নহে। আমি তুমি অহংকার অজ্ঞানের নামই রাহু কেতু, যাহা আপনাদিগেতে সদা সংযুক্ত রহিয়াছে।

গ্রহণ লাগা শব্দের অনেক অর্থ, সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ লিখিতেছি বুঝিয়া লইবেন। প্রথম, যে গ্রহমণ্ডলের পুস্তক জ্যোতিষশাস্ত্র, চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতি ব্রহ্ম স্বয়ং অবতার রূপ ধারণ করিয়া রচনা করিয়াছেন। যে যুগেতে, যে সালে যে মাসে কিম্বা যে দণ্ড মুহূর্ত্তে গ্রহণ লাগিবার হয় কিম্বা লাগিবেক, ঠিক সেই মুহূ- র্ত্তেই গ্রহণ লাগিতেছে। যদ্যপি ঐ সময়েতে গ্রহণ না লাগে তবে মনুষ্যের শাস্ত্র

কিম্বা ঈশ্বরেতে নিষ্ঠা কিপ্রকারে হইবেক। ঐ মুহূর্তেতে গ্রহণ লাগিবার অর্থ এই যে, যে যুগেতে, যে মুহূর্তে যাহা হইবার হয়, তাহা হইবেক। দ্বিতীয় কেহই নাই যে একতিল প্রমাণ অগ্র পশ্চাৎ করে। আর অগ্র পশ্চাৎ করেনত সেই জ্যোতিঃস্বরূপই, যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই হইবেক। ঐ গ্রহ মণ্ডল পুস্তক দেখিয়া পণ্ডিত লোকে পাত্তাপঞ্জিকা ইত্যাদি লিখিতেছেন। সেই মুহূর্ত্তেতে গ্রহণ লাগিবার আর এক অর্থ এই যে, মনুষ্য বিশ্বাস করিবে যে, বেদশাস্ত্র সত্য, কারণ কি যে শাস্ত্রেতে যে দণ্ড মুহূর্তে গ্রহণ লাগিবার কথা লেখা আছে. সেই মুহূর্ত্তেতেই গ্রহণ লাগিতেছে। যদ্যপি সেই মুহূর্ত্তেতেই লাগে তবে শাস্ত্র সত্য হয়। আর শাস্ত্র সত্য করিবার অর্থ এই যে, উহার সার পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ সত্য আছেন; যাঁহাতে রাজা প্রজা নিষ্ঠাবান হইয়া সুখে থাকেন। যদ্যপি শাস্ত্রের কথা সত্য হইতেছে, তবে রাজা প্রজার এই বিশ্বাস হইবেক যে পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ সত্যই আছেন। যখন রাজা প্রজার পূর্ণপরব্রহ্মেতে নিষ্ঠা হয় অথবা আত্ম বোধ হয়, তখন উঁহাদের বেদশাস্ত্রেতে কিছুই প্রয়োজন থাকে না। শাস্ত্র, বেদ, বাইবেল, কোরাণ কেবলমাত্র এই কারণে হইয়াছে যে, পরব্রহ্মেতে কিম্বা আপন স্বরূপেতে নিষ্ঠা হয়; যখন তাঁহাতেই নিষ্ঠা হইল, তখন আর তাহার কিছুই প্রয়োজন নাই। গ্রহণ লাগিবার আরও এক অর্থ এই যে, যখন পৌর্ণমাসীতে নিরাকার হইতে পূর্ণকলাতে সাকার হন, সেই সময়ে চন্দ্রমা জ্যোতিব্রহ্মতে সর্ব্বগ্রাস লাগে অর্থাৎ সমষ্টি জ্যোতি যে স্থান হইতে সাকার হন, সেই স্থানে জ্যোতি নিরাকার হইয়া যান, আর সেখান হইতে পুনশ্চ স্বতঃপ্রকাশ হইয়া আসেন, উহাকে উগ্র-গ্রহণ বলা হয়। ইহার কারণ এই যে, উনি স্বয়ং দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইয়া দেখাইতে-ছেন যে দৃশ্যমান (দৃষ্টিগোচর) সৃষ্টি নানা রূপেতে বোধ হইতেছে, এ সকল এই-রূপে নিরাকার হইতে সাকার প্রত্যক্ষ বিস্তার নানা রূপ ধারণ করিতেছেন আর পুনশ্চ সকলকে এইরূপ আপন রূপেতে লয় করিয়া নিরাকার হইয়া থাকেন। জ্যোতিঃস্বরূপ নিরাকার হইতে পুনশ্চ নানা রূপে বিস্তার হইয়া প্রকাশমান হন। আর কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ গ্রহণ লাগিবার অর্থ এই যে, যে নিত্য প্রলয় হইতেছে, আর

মৃত্যু ইত্যাদি অজ্ঞান, আর স্বপ্নের সৃষ্টি ইত্যাদি ভ্রম লয় হইতেছে আর পৃথিবীর উপর অপরাপর যাহা কিছু দৃশ্যমান আছে, সকলের প্রলয় হইয়া যাইতেছে; কেবল মাত্র এক জ্যোতিঃস্বরূপ আর পৃথিবী রহিয়া যাইতেছেন। আর সর্ব্ব-গ্রাস গ্রহণ লাগিরার ভাব এই যে, যখন মহাপ্রলয় করেন, তখন ষোলকলা সূর্য্য-নারায়ণ তেজরূপেতে সকল পৃথিবী আদির রূপ, নাম, গুণ, ক্রিয়াকে লয় করেন, তখন নিরাকার রূপেতে স্থিত থাকেন, এখনও সেইরূপ তিনিই আছেন। আর গ্রহণ কি রূপে লাগে, যেমন রামধনুকেতে একদিকে কিঞ্চিৎ নিরাকার হয় তখন কিঞ্চিৎ গ্রহণ হয়, আর যখন অর্দ্ধেক নিরাকার হয় তখন অর্দ্ধগ্রাস হয়, আর যখন সমস্ত রামধনুক নিরাকার হইয়া যায় তখন সর্ব্বগ্রাস গ্রহণ হয়। আর পুনশ্চ যখন সমস্ত রামধনুক পূর্ণ রূপে সাকার (দৃষ্টিগোচর) হয় তখন উগ্রগ্রহণ হয়। এই রূপ জ্যোতিঃস্বরূপেতে গ্রহণের ভাব বুঝিয়া লইবেন। সেইরূপ যে পরিমাণে জ্যোতি নিরাকার হন, সেই পরিমাণে গ্রহণ লাগা বোধ হয়।

জ্যোতির্ব্বিন্দু পরিমাণ।

সূর্য্য নারায়ণ চন্দ্রমা জ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব চরাচরের ভিতর বাহিরে আছেন; উঁহাকেই ঋষি মুনি লোকগণ মস্তকের অভ্যন্তরে তিলমাত্র জ্যোতিঃ-স্বরূপ কল্পনা করিয়াছেন। যাঁহার নিকট যেরূপ প্রকাশ আছেন, তিনি সেইরূপ দেখেন এবং ব্যাখ্যা করেন। যেমন দশ হাত প্রমাণ ঘরেতে অবোধ ব্যক্তি আকাশের পরিমাণ দশ হাত প্রতিপন্ন করেন, কিন্তু ঐ ঘরের আকাশ দশ হাত নহে, কারণ ভিতরে বাহিরে সর্ব্বত্র আকাশ পরিপূর্ণ রহিয়াছে। এইরূপ অবোধ পুরুষও মনুষ্য শরীরে তিলমাত্র অথবা অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ পরব্রহ্মের কল্পনা করেন। কিন্তু তিনি অঙ্গুষ্ঠমাত্র বা তিলমাত্র নহেন; তিনি ভিতর বাহির সর্ব্বজ্ঞ, পরিপূর্ণ, সর্ব্বব্যাপী আছেন। রাজা প্রজা সকলে তাঁহাকে পরিপূর্ণ রূপে উপাসনা করিও, এবং সাকার জ্যোতি জ্যোতির্মূর্ত্তি চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণকে ধারণা করিও। শরী-রের ভিতর অথবা বাহিরে গম্ভীর ও জ্ঞানবান লোকে, জ্যোতি ব্রহ্মকে পরিপূর্ণ রূপে দেখিবেন। অথবা যে সকল মহাত্মা ও ভক্তজন, রেচক, পূরক ও কুম্ভকের

গতি জানেন, অর্থাৎ পরব্রহ্মেতে ভক্তি ও নিষ্ঠাবান হন, তিনি পরব্রহ্মকে জানেন। পরব্রহ্মকে জানিলেই আপনাকে জানা যায়; আপনাকে জানিলেই পরব্রহ্মকে জানা যায়।

চন্দ্রমা জ্যোতিতে দৃশ্য বস্তু বর্ণন।

চন্দ্রমা জ্যোতিব্রহ্মেতে এক বৃক্ষ (অক্ষয় বট), এক হস্তী (ঐরাবত), এক অশ্ব (উচ্চৈঃশ্রবা) এবং এক মনুষ্য আছে। এই চরাচরের স্বরূপ ঐ বৃক্ষেতে আছে, এবং ঐ বৃক্ষ বিপরীত ভাবে আছে (অর্থাৎ মূল উর্দ্ধে এবং নীচে শির), যাহার বিষয় শাস্ত্রে বর্ণন আছে যে "উর্দ্ধমূলমধঃ শাখঃ"। সেই বৃক্ষ আপনাদের শরীতেতে আছে এবং পৃথিবীর বৃক্ষ ইত্যাদিকেও জানিবেন। নেড়াদের গীত "তার লতায় পাতা, পাতায় লতা, আশমানে তার মূল"। আর সেই বৃক্ষ কল্প বৃক্ষ এবং অক্ষয়বট ইত্যাদি প্রসিদ্ধ আছে। যিনি উহাঁর সেবা করেন, তিনি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম মোক্ষ চারিফল প্রাপ্ত হন। আর কামধেনুও উহাঁর একটী নাম অর্থাৎ জ্যোতিব্রহ্ম জানিবেন; ইহাই জগৎরূপ বিস্তার হইয়া আছেন: আর ঐ বৃক্ষ অমর, উহার নাশ কখনই হয় না। চন্দ্রমা জ্যোতি ব্রহ্মের সহিত উহাঁরও অমাবশ্যা পৌর্ণমাসী পর্য্যন্ত তিথি তিথিতে হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে; অর্থাৎ নিরাকার সাকার হইয়া থাকেন বোধ হয়। আর যদি কেহ ঐ বৃক্ষ, হাতী অশ্ব, মনুষ্যকে দেখিতে চান, তাহাহইলে শুক্লপক্ষের একাদশীর দিন হইতে পূর্ব্ব-দিকে যেস্থানে চন্দ্রমার ন্যায় আকার দেখা যায়, জোতি প্রকাশের দুই এক ঘণ্টা বেলা থাকিতে, বাঁকা ও গোলাকার মেঘের ন্যায় সাকার হন, উহাঁতেই দেখি-বেন যে বিপরীত ভাবে (মূল উপরে ও শাখা নীচে) আছে। ঐ বৃক্ষের মূলের উপর কোন দিন ঐরাবত হাতী, কোনদিন উচ্চৈঃশ্রবা ঘোড়া, দেখিবেন এবং উহাদের এক পা ঐ বৃক্ষের মূলের উপর আর অপর তিন পা আকাশেতে, আর মুখ দক্ষিণদিকে থাকিবে, পরে জ্যোতি প্রকাশ হইলে পর ঢাকিয়া যায় আর স্পষ্ট দেখা যায় না, তখন ছায়ারূপ বোধ হয়। আর যখন জ্যোতিঃস্বরূপ কৃপা করিয়া দেখান তখন প্রত্যক্ষ স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয়। যদ্যপি দেখেন তবে দুই এক ঘণ্টা

বেলা থাকিতে রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত বৃক্ষ বিপরীত ভাবে দেখিবেন। আর যদি পশ্চিমদিকে দেখেন তবে রাত্রি ১২টা হইতে এক প্রহর বেলা পর্য্যন্ত বৃক্ষ সোজা দেখিবেন। ঐবৃক্ষের নীচে একজন মনুষ্য শূন্যের উপর দাঁড়াইয়া থাকিবেন, আর উহাঁর মস্তকের উপর বৃক্ষ মুকুটের ন্যায় বোধ হইবেক। আর উহাতে তিনটী শাখা আছে তাহা ত্রিগুণময়ী। জগৎরূপ বিস্তার জ্যোতিকে (চন্দ্রমা সূর্য্য-নারায়ণ) বিন্দু (কারণ বিন্দু) জানিবেন। উলটা সোজা বোধ হইতেছে, ইহা পর ব্রহ্মের লীলা মাত্র। যেমন জলের কিণারাতে এক বৃক্ষ থাকিলে উহাতে (জলেতে ছায়ারূপে) দুই বৃক্ষ বলিয়া বোধ হইয়া থাকে, ও একটী উল্টা দেখায়, কিন্তু বৃক্ষ একই, উহা উল্টা নয়।

প্রথমে যে গোলকার চন্দ্রমা জ্যোতিতে বোধ হইয়া থাকে, ইহার অর্থ এই যে, জ্যোতি প্রথমতঃ আদিতে জলরূপ হইতে পৃথিবীকে জমাইয়া (দৃঢ় করিয়া) দিয়াছেন, যেরূপ দুগ্ধ হইতে দধি জমে। যদ্যপি প্রথমে পৃথিবীকে না জমাইতেন (দৃঢ় করিতেন) তবে জল ছাড়িলে বিনা আধার কিসের উপর রাখিতেন? উপর হইতে বৃষ্টি হয়, পৃথিবীর আধারেতে থাকিয়া যায়। পৃথিবীর নীচে কেবল শূন্য আকাশ। যেরূপ উপরে শূন্য আকাশ বোধ হয় সেইরূপ নীচেতে ও শূন্য আকাশ জানিবেন। তাহার পরে বৃক্ষাদি তৃণ পর্য্যন্ত সৃষ্টি হইয়াছে। তাহার পর পক্ষী ইত্যাদি। তাহার পর পশু ইত্যাদি। তাহার পর মনুষ্য ইত্যাদি বুঝিয়া লইবেন। ঐ এক জ্যোতি ব্রহ্ম বৃক্ষেতে চরাচর, রাজা, প্রজা ইত্যাদি ফল ফুলের ন্যায় ধরিয়াছেন। সকল উহাঁরই রূপ।

অমৃত শব্দের অর্থ।

চন্দ্রমা জ্যোতি ব্রহ্মের নাম কল্পবৃক্ষ আর অমৃতও বলা হয়; যে অমৃত পান করিলে অমর হয়। আর অমৃত শব্দের যথার্থ অর্থ শুদ্ধ, চেতন, কারণ পরব্রহ্ম; যিনি পান করেন, তিনি সর্ব্বদা অমর থাকেন অর্থাৎ জীবন্মুক্ত থাকেন। রাজা, প্রজা এই দুই জ্যোতি যে মূর্ত্তিকে এক ভাবে উপাসনা করিবে, কোন মতে প্রভেদ

বোধ করিবেন না। "অমৃতোহপি ধ্যানোমহী স্বাহা" ও "অমৃতোহপি তরণোমহী স্বাহা" অর্থাৎ শুদ্ধ, পরব্রহ্ম, জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু, আত্মাকে অমৃত জানিবেন যে, উহাকে পান করিলে কিছুই পান করিবার বাকি থাকে না—সকলই পান করা হয়)। যিনি ইহাঁকে প্রীতি-পূর্ব্বক পান করেন, তিনি অমর ও পৃথ্বীশ্বর হন। আর যাহার যেরূপ কামনা থাকে, তাহাকে সেইরূপ ফল দিয়া থাকেন, আর ইনিই পৃথিবীর স্বামী। সূর্য্য নারায়ণের নাম দেব ঈশ্বর। উনি কবিদিগের ঈশ্বর, আর পণ্ডিতগণ যাঁহারা শাস্ত্র সকলের নির্ণয় করেন, তাহাদিগের যাঁহাদিগের আত্মবোধের ইচ্ছা আছে তাঁহাদিগের ঈশ্বর, সূর্য্য নারায়ণ। যিনি কণ্ঠ জিহ্বার উপর সদাই সরস্বতী রূপে বিরাজ করিতে থাকেন; সকল ভ্রম, দ্বৈত ভাবকে নাশ করিয়া দেন এবং পূর্ণ রূপ আপনিই বিরাজমান থাকেন। এইরূপ হইলে সেই জ্ঞানী পণ্ডিতের নাম ঈশ্বর, তিনি সমস্ত রাজা, প্রজাকে সমান দৃষ্টিতে দেখেন; অর্থাৎ আপনার আত্মা তুল্য সকলকেই জানেন, আর সকলেরই উপর সমান দৃষ্টিতে দয়া করেন। আর যিনি জ্যোতি ব্রহ্ম, আকাশ নিরালম্ব দশদিকে আর চরাচর, রাজা, প্রজা, স্ত্রী পুরুষ ইত্যাদির ভিতর বাহির ব্যাপ্ত হইয়া বিরাজ করিতেছেন, তিনিই সর্ব্বব্যাপী হন, যেমন আকাশের প্রতিবিম্ব ঘরের ভিতর ও বাহিরে ব্যাপ্ত আছে, সেইরূপ পূর্ণ পরব্রহ্ম, জ্যোতিঃস্বরূপ, আত্মা, চরাচর আদির ভিতর ও বাহিরে পরিপূর্ণ আছেন।

জ্যোতিঃ ব্রহ্মের নানা নাম কল্পনা।

অজ্ঞানতা হেতু আপনারা রাজা প্রজা বিচার করিয়া দেখিতেছেন না যে, আমি কে? আমার স্বরূপ কি? আর পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের কি রূপ? তিনি কে? তিনি কোথায়? বিচার না করাতে আপনারা পরম জ্যোতি ব্রহ্ম আত্মাতে ভেদ-জ্ঞান করিতেছেন; যে উঁহাতে ত গ্রহণ লাগিতেছে, ভাতের হাঁড়ী ফেলো। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিতেছেন না যে, এ আকাশেতে দ্বিতীয় আর কে আছে যে, জ্যোতিঃস্বরূপেতে গ্রহণ লাগাইবে। এই জ্যোতি ব্রহ্মের নানা

নাম কল্পিত আছে যথা, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ, অগ্নি, চন্দ্রমা, সূর্য্যনারায়ণ, রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, জগন্নাথ, বলভদ্র, সুভদ্রা। ইনিই জগতের নাথ, নাথের নাথ, সমস্ত চরাচরের নাথ, একই জ্যোতিতে নেত্র দ্বারে তেজ রূপে, কাণদ্বারে আকাশ রূপে, নাসিকা দ্বারে বায়ু রূপে সকলকে নাথ অর্থাৎ গাঁথিয়া রাখিয়াছেন।

জগন্নাথ নাম বর্ণন।

এই কারণ জ্যোতিঃস্বরূপের নাম জগন্নাথ কল্পিত হইয়াছে, যিনি চরাচরকে নাথ (গাঁথিয়া) রাখিয়াছেন; অর্থাৎ সমস্ত শরীরের ভিতর বাহিরে পরিপূর্ণ আছেন। আর যদ্যপি নেত্রদ্বার হইতে আপন তেজশক্তি আকর্ষণ করিয়া লন, তাহা হইলে সকল চক্ষুই অন্ধ হইয়া যাইবে; যেমন রাত্রিতে সকলেই অন্ধ হইয়া যায়। আর যদ্যপি শ্রবণ শক্তি সঙ্কোচ করেন, তাহা হইলে সকলেই বধির (কালা) হইয়া যাইবে। আর যদ্যপি নাসিকাদ্বার হইতে প্রাণশক্তি সঙ্কোচ করেন, তাহা হইলে সকল শরীর মড়া হইয়া পড়িয়া থাকে। যেমন মৃত্যু হইলে কিছুই সংজ্ঞা থাকে না। আর তৃণ বৃক্ষ পর্য্যন্ত শুকাইয়া যায়। এই জ্যোতিঃ-স্বরূপেরই নাম জগন্নাথ, যিনি পরিপূর্ণ বিরাজমান আছেন। কাঠের প্রতিমা উড়িষ্যার জগন্নাথ জগন্নাথ নহে; উহাকে অগ্নিতে দিলে ভস্ম হইয়া যাই-বেক। যাঁহার নাম জগন্নাথ, তিনি সদা অবিনাশী, সর্ব্বজ্ঞ পরিপূর্ণ রূপে বিরাজ-মান আছেন। আপন অনাদি সনাতন ইষ্ট গুরু জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্মকে ত্যাগ করিয়া রাজা প্রজা পশু সমান হইয়া, বলহীন, তেজোহীন হওয়াতে কল্পিত স্থানেতে কাতর হইয়া ভ্রমণ করিতেছে; যখন মন্দ বুদ্ধি হয় মিত্রকে শত্রু বোধ হয় এবং শত্রুকে মিত্র বোধ হয়। সত্যকে অসত্য বোধ হয় আর অসত্যকে সত্য বোধ হয়; যথা "আসন্নকালে বিপরীত বুদ্ধি;" সত্য, মিত্র এবং শত্রুর অর্থ এই যে, পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ সত্য, মিত্র এবং মঙ্গল; আর অসত্য পদার্থতে নিষ্ঠা করাই অমঙ্গল জানিবে।

জগন্নাথের হাত পা কাটার বিবরণ।

কথিত আছে যে জগন্নাথ প্রভু হাত পা কাটাইয়া মৌন হইয়া বসিয়া আছেন। ইহার অর্থ এই যে, পূর্ব্ব যুগ সকলেতে অধার্ম্মিক দৈত্য লোক হইত; তাহারা প্রজা, সাধুলোক আদিকে নানা প্রকার ক্লেশ দিত, এ কারণ জ্যোতিঃস্বরূপ পর-ব্রহ্ম লীলা করিয়া অবতার রূপ ধারণ করিয়া তাহাদিগকে নাশ করিয়া কারণেতে স্থিত হইতেন। এক্ষণে সমস্ত লীলা ও নানা অবতার রূপ ধারণ করা সমাপ্ত করিয়া মৌনরূপে বিরাজমান আছেন; ইহারই নাম হাত পা কাটাইয়া বসা। আর জ্যোতিঃস্বরূপের কি মনুষ্যের ন্যায় হাত পা আছে যে কাটাইবেন? ইহা আপনারা রাজা প্রজা বিচার করিয়া দেখিতেছেন না। "তোমার কাণ কাকে লইয়া গিয়াছে," কাকের নিকট হইতে ইহা শুনিয়াই কাকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়াইতেছ। বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক যে বাস্তবিক কাকে কাণ লইয়া গিয়াছে কি না। এইরূপে সমস্ত কথা বুঝিয়া লইবেন।

নষ্টচন্দ্র ও মৃগাঙ্ক বিষয় বিবরণ।

কেহ বলিয়াছেন যে, চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণকে রাহু কেতু গ্রাস করিতেছে অথবা ভক্ষণ করিতেছে; আর চন্দ্রমার ষোলকলা খণ্ডিত করিয়া দিতেছে, এবং চন্দ্রমাকে গৌতম মুনি মৃগচর্ম্ম দ্বারা মারিয়াছিলেন, এ কারণ উঁহাতে দাগ (মৃগাঙ্ক) হইয়াছে। আর ভাদ্র মাসের চতুর্থীর দিনে (নষ্টচন্দ্র ও হরিতালিকা) চন্দ্র দেখিলে কলঙ্ক হয় (অর্থাৎ একথা যিনি বলিয়াছেন তাঁহার মুখে চুণকালি লাগে)। আপনারা বিচার করিয়া দেখুন যে এই আকাশেতে কেবল জ্যোতির্ম্ময়ই বিরাজমান আছেন, উঁহার ইন্দ্রিয়গণ কোন্‌দিকে আছে? উনিতো সমস্ত চরাচর স্ত্রী পুরুষের ভিতর বাহির পরিপূর্ণ আছেন, আর উনিই সমস্ত জগৎ, যখন ঐ আকাশেতে উনি আছেন তবে কি রূপে গৌতম মুনি পৃথিবী হইতে উড়িয়া মৃগচর্ম্ম মারিয়াছিলেন? ইহা কি আপনি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন? এরূপ বিচারকে

ধিক্কার আর একথা যে বলে ও শুনে তাহাদিগকেও ধিক্কার। উনি স্বয়ং পরম জ্যোতি ঈশ্বর জগৎ জননী জগৎ পিতা মাতা।

ভবিষ্য পুরাণে আদিত্য হৃদয়ে শ্লোক।

ভবিষ্যোত্তর পুরাণে আদিত্য হৃদয়ে ভগবদ্বচন প্রমাণ, ৩৭ শ্লোক।

আদিত্যং পশ্যতি ভক্ত্যা মাংপশ্যতি ধ্রুবন্নর।
নাদিত্যং পশ্যতি ভক্ত্যা ন স পশ্যতি মাং নরঃ॥
ত্রিগুণং চ ত্রিতত্ত্বং চ ত্রয়ো দেবাস্ত্র।
ত্রয়াণাঞ্চ ত্রিমূর্ত্তিস্ত্বং তুরীয়স্ত্বং নমোস্তুতে॥ ৩৮॥
আদিত্যং চ শিবং বিন্দ্যাচ্ছিব মাদিত্যরূপিণম্।
উভয়োরন্তরং নাস্তি আদিত্যস্য শিবস্য চ॥ ১৬॥
নমঃ সবিত্রে জগদেক চক্ষুষে জগৎপ্রসূতি স্থিতিনাশ হেতবে।
ত্রয়ীময়ায় ত্রিগুণাত্মধারিণে বিরঞ্চি নারায়ণ শঙ্করাত্মনে॥ ৩৯॥
এবং ব্রহ্মাদয়ো দেবা ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ।
কীর্ত্তয়ন্তি সুরশ্রেষ্ঠং দেবং নারায়ণং বিভুং॥ ৫৭॥

তথা ভবিষ্যোত্তরে ভগবদ্বচন প্রমাণ।

তপং তে বিশ্বরূপেণ সৃজন্তি সংহরন্তি চ।
এষ বিষ্ণুঃ শিবশ্চৈব ব্রহ্মাচৈব প্রজাপতিঃ॥ ২০॥

ভবিষ্যোত্তরে আদিত্য হৃদয়ে ভগবদ্বচন প্রমাণ।

তপন স্তাপনশ্চৈব শুচিঃ সপ্তাশ্ববাহনঃ।
গভস্তিহস্তো ব্রাহ্মণ্যঃসর্ব্বদেবনমস্কৃতঃ॥ ৭০॥

ভবিষ্যোত্তর পুরাণে আদিত্য হৃদয়ে ভগবদ্বচন প্রমাণ শোক॥ ৯৮॥

ত্বং জ্যোতিস্ত্বং দ্যুতিঃ ব্রহ্মা ত্বং বিষ্ণু স্ত্বং প্রজাপতিঃ।
ত্বমেব রুদ্রোরুদ্রাত্মা বায়ুরগ্নিস্ত্বমেবচ।
এষভূতাত্মকো দেবঃ সূক্ষ্মোঽব্যক্তঃসনাতনঃ।
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং পরমেষ্ঠি প্রজাপতিঃ॥ ৬৬॥
কালাত্মা সর্ব্বভূতাত্মা বেদাত্মা বিশ্বতোমুখঃ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিসংসারভয়নাশনঃ॥ ৬৭॥

এই সকল শ্লোকের ভাবার্থ এই যে, এই জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্যনারায়ণ ঈশ্বর, উৎপত্তি, পালন ও সংহার কর্ত্তা, সমস্ত চরাচরের পিতামাতা গুরু আত্মা ও সমস্ত ফল দাতা হন। সমস্ত দুঃখ মোচন কর্ত্তা।

অবতার হইবার কারণ নির্ণয়।

আর ভিন্ন ভিন্ন যুগে, সৃষ্টি চরাচর, রাজা প্রজার দুঃখ মোচনের জন্য পরব্রহ্ম গুরু জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা অবতার রূপ ধারণ করিয়া থাকেন। গীতাতে লিখা আছে যে,

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুস্কৃতাং।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

অর্থাৎ পুরুষ রূপেতে কিম্বা স্ত্রী রূপেতেই হউক, শরীর ধারণ করেন; তজ্জন্যই দেবী মাতা শব্দ। বহুরূপী যেমন একজন হইয়াও নানা প্রকারের রূপ ধারণ করে, কখন স্ত্রীলোকের রূপ, কখন পুরুষের রূপ, কখন বৃদ্ধ, কখন যুবা রূপ ধারণ করে; কিন্তু যে ব্যক্তি এইরূপ বহু রূপ ধারণ করে, সে সেই একই ব্যক্তি; তবে সে নানা প্রকারের রূপ ধারণ করাতে নানা নামে অভিহিত হয়। এইরূপে যে যে যুগে যে যে কর্ম্ম করিবার হইয়াছে, সেই সেই যুগে সেই মতই রূপ ধারণ করিয়া দুঃখ মোচন করা হইয়াছে। আর অবতার হইবার কার্য্য সম্পন্ন হইলে পরে আপনার পূর্ণ রূপেতে লয় হইয়া গিয়াছেন। এই প্রকারে পরব্রহ্মের

নানা অবতারের নাম কল্পনা করা গিয়াছে ; পরিশেষে ঐ পরব্রহ্ম পরব্রহ্মই হয়েন

অবতার ঋষি মুনিগণের নাম বর্ণন।

সত্য আদি যুগেতে অবতারের নাম ভগবতী, দেবী, মহাশক্তি বা দুর্গা, মহামায়া, সীতা, মহাবীর, আর কালীমাতা, কচ্ছপ, মৎস্য, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, বুদ্ধ, জগন্নাথ, শিবমহাদেব, গণেশ, পার্ব্বতী, আদি বুঝিয়া লইবেন। এবং ঋষি মুনিগণের নানা নাম ইত্যাদি যথা, উদ্দালক, যাজ্ঞবল্ক্য, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ, ব্যাসদেব, শুকদেব, কপিলমুনি, নারদমুনি, পরাশরমুনি, অঙ্গিরা, ঋষ্যশৃঙ্গ, গৌতম, দত্তাত্রেয়, রামানন্দ স্বামী, শঙ্করাচার্য্য, দাদু, গোরক্ষনাথ, ধ্রুব, প্রহ্লাদ, অর্জ্জুন, নানকদাস, তুলসীদাস, সুরদাস, কাক্‌ভুসণ্ডী, কবীরদাস, গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু, বামদেব, যীশুখৃষ্ট, মহম্মদ, আরঔলিয়া, পয়গম্বর আদি রবিদাস, সদনাকসাই, সুপনভক্ত, মীরাবাই, আদি নামের অন্ত নাই। এই সকল অবতার আর ঋষি, মুনি, ভক্তজন আদির অর্থ এই হয় কি যেমন, এক সমুদ্রেতে নানা প্রকার ফেণ বুদ্ বুদ্ বৃহৎ, ক্ষুদ্র, উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং পুনশ্চ সমুদ্রেতেই ঐ সকল লয় হইয়া যায় ; সমুদ্র একই ভাবে সদা সম্পূর্ণ রূপে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। সমুদ্র শব্দে পূর্ণ পরব্রহ্ম আর ফেণ বুদ্ বুদ্ শব্দে অবতার, ঋষি, মুনি, ভক্তজন ইত্যাদিকে বুঝা উচিত। আর বৃহৎ বৃহৎ ফেণ বুদ্ বুদ্ অবতার ইত্যাদি, আর উহা হইতে মধ্যম ঋষি, মুনি ইত্যাদি ভক্তজন, আর উহা হইতে ক্ষুদ্র চরাচর প্রজা ইত্যাদি, পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ সমুদ্র হইতে উৎপন্ন হইতেছে, আর পুনশ্চ উঁহাতেই লয় হইয়া যাইতেছে,—সমস্ত তাঁহারই রূপ। পূর্ণ পরব্রহ্ম একই ভাবে পরিপূর্ণ রহিয়াছেন। নিরাকার অথবা সাকার রূপ হইতে জ্যোতিঃস্বরূপ একই ভাবে প্রকাশিত রহিয়াছেন। আর উঁহা হইতে কতই অবতার, ঋষি, মুনি, আর রাজা প্রজা আদি উৎপন্ন হইয়া পুনশ্চ উঁহাতেই লয় হইয়া যাইতেছে ; এইরূপ কত হইয়া গিয়াছেন, হইতেছেন, আরো হইবেন ; ইহার

কিছুই অন্ত নাই। উৎপন্ন হইতেছে আর পুনশ্চ লয় হইয়া যাইতেছে; কিন্তু ঐ পূর্ণপরব্রহ্ম, জ্যোতিঃস্বরূপ, গুরু আত্মা একই ভাবে পরিপূর্ণ সমুদ্র রূপ রহিয়াছেন। পরব্রহ্ম ঐ সমুদ্র রূপ জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতা পিতা আত্মার উপাসনা আর ভক্তি করিয়া মহৎ মহৎ ঋষি, মহাত্মা, সাধু, ওলিয়া, পীর, পয়গম্বর, যীশুখৃষ্ট ইত্যাদি হইয়াছেন; অতএব যে পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপকে উপাসনা করিয়া ঋষি, মুনি আদি এরূপ মহাত্মা হইয়াছেন; রাজা প্রজা! আপনারা তাঁহাকেই উপাসনা করুন, যাহাতে আপনারাও সেইরূপ মহাত্মা হইতে পারিবেন, নচেৎ ফেণ বুদ্‌বুদ্‌কে ফেণ বুদ্‌ বুদ্‌ উপাসনা করিলে কি হইবে? অতএব তোমরাও সেই সমুদ্র রূপী পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপকে উপাসনা কর এবং জান। কেহ কেহ বলেন অমুক ঋষিকে উপাসনা কর, কেহ বলেন পীরের দরগায় উপাসনা কর; কেহ বলেন যে যীশুখৃষ্টকে উপাসনা কর, তোমার মুক্তি হইবেক, উনি ভিন্ন অন্য কেহ মুক্তি দিতে পারেন না; কিন্তু বিচার করিয়া দেখ, যখন উঁহাদের জন্ম হয় নাই তখন কি রূপে মুক্তি হইত? কেন ভ্রমেতে পড়িতেছ, সেই পূর্ণ পরব্রহ্মতে নিষ্ঠা কর। ঐ বিরাট রূপ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুকে, তোমরা রাজা, প্রজা, বালক, বৃদ্ধ, যুবা, নমস্কার এবং প্রণাম কর; তোমাদিগের সকল দুঃখের এই জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মোচন করিবেন। ইহা সত্য সত্য বুঝিয়া লইবেন। এই জ্যোতিঃস্বরূপ আপনাদিগের গুরু, মাতা, পিতা হন।

বিষ্ণু ও মহেশের বাসস্থান নির্ণয়।

কেহ বলেন যে ক্ষীর সমুদ্রেতে আর বৈকুণ্ঠতে আর গোলকধামেতে বিষ্ণু ভগবান অবস্থিতি করেন। মহাদেব কাশীতে, উত্তরাখণ্ডেতে, আর কৈলাসেতে ও হিমালয় পর্ব্বতে বাস করেন, বিল্বপত্র উঁহার অতিপ্রিয়, আর হলাহল বিষ পান করেন আর উঁহার কাল বা মৃত্যুর ভয় নাই, উঁহার গলেতে সর্প ও কৈলাস উঁহার ধাম। আর তুলসী দল বিষ্ণু ভগবানের প্রিয়, কৃষ্ণ ভগবান গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণ করিয়াছিলেন। পরব্রহ্মের কোন্ সামর্থ না আছে, উনি কি না করিতে

পারেন ? ইহাতে আশ্চর্য্য কি ? আপনারা বিচার করিয়া দেখুন, যাঁহার নাম বিষ্ণু ভগবান অর্থাৎ পরব্রহ্ম তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে কত ব্রহ্মাণ্ড আর পৃথিবী ও কত সমুদ্র ; এক পৃথিবীর উপরই কত পাহাড় পর্ব্বত আছে, ইহার সংখ্যা নাই। এই সকল শরীরেতে কতই ভার, ইহা কোন আধারে আছে আর ইহাকে কে ধরিয়া রাখিয়াছে ? বিচার করিয়া দেখ যে, তুচ্ছ তুচ্ছ কথাতে দৃষ্টি বদ্ধ করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়া রহিয়াছ। যাঁহার নাম বিষ্ণু ভগবান, আর বিশ্বনাথ উঁহাকে জান, যে উনি কে, উঁহার কি রূপ, কোথায় থাকেন। যিনি বিষ্ণু ভগবান ক্ষীর সমুদ্রেতে, আর বৈকুণ্ঠেতে ও গোলকেতে ; আর বিশ্বনাথ কাশী, উত্তরাখণ্ড আর কৈলাসেতে থাকেন, আপন আপন ঘরেতে পৃথক্ পৃথক্ থাকেন ; আর আর এখানে এই ব্রহ্মাণ্ডেতে চরাচরের কি রূপে কার্য্য চলিতেছে, রাতদিন কি রূপে হইতেছে, আর কে সকলের অন্তরেতে প্রয়োগ করিতেছেন যাহা দ্বারা সকলের জ্ঞান ও মুক্তি হইতেছে, বিদ্যা পড়িতেছে, স্ত্রীলোকের উদরেতে সন্তান হইতেছে, উহার সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কি রূপে গঠিত হইতেছে। হাতের স্থানে হাত, পায়ের স্থানে পা, কাণের স্থানে কাণ, মুখের স্থানে মুখ, ইত্যাদি বিনা চৈতন্য ব্রহ্ম বুদ্ধি কিরূপে হইতে পারে ? বিনা হস্তের সাহায্য তৈজস (ঘটি, বাটী ইত্যাদি বাসন) কিরূপে প্রস্তুত হইতে পারে ? বিনা চৈতন্য চরাচরের কার্য্য কিরূপে চলিতেছে, আর যখন চৈতন্য শরীরকে ত্যাগ করিয়া থাকেন তখন উহাকে মড়া বলা হয়। আর পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ সমস্ত চরাচরের ভিতর আর বাহিরে পরিপূর্ণ আছেন, উঁহার কৃত সকল পদার্থই প্রিয়, কোন বিশেষ পদার্থই উঁহার প্রিয় কিম্বা অপ্রিয় নহে। আর উনি বিশেষ করিয়া কোনই স্থান বিশেষে থাকেন না। উনি সকল স্থানেতেই থাকেন আর পুনশ্চ বিশেষ করিয়া কোথাও থাকেন না। উনি সর্ব্বত্রই পরিপূর্ণ আছেন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত পৃথক্ ভাব থাকেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত বিশেষ স্থান বা পদার্থ প্রিয় কিম্বা অপ্রিয় বোধ হইয়া থাকে। উটের নিম্বপাতা অতিপ্রিয়, হাতীর বটপাতা প্রিয় হইয়া থাকে। আর নট কিম্বা বেদে পেটের দায়ে কতই সর্প গলায় জড়াইয়া রাখিয়া

বেড়াইতেছে। ইহার জন্য উহারা ঐ সকল সর্প কালকে জয় করিয়াছে এরূপ বোধ করিবে না। আর ঐ অগ্নি ব্রহ্মেতে বিষ কিম্বা অমৃত ও সর্প আদি দিলে সকলকেই ভস্ম করিয়া আপন রূপ করিয়া লন আর নির্ব্বাণ হইয়া যান অর্থাৎ নাম রূপ রহিত নিরাকার হইয়া যান। বৃষ শব্দে চরাচর, আপনাদিগের শরীরের নাম; আর শরীর কৈলাসেতে শিব আর আপনারা বাস করিতেছেন অথবা আকাশ কৈলাসেতে একই জ্যোতিঃ মূর্ত্তি দিন রাত্রি সদা প্রকাশমান আছেন; শরীর রূপ বৃষের উপর আরোহণ করিয়া বেড়াইতেছে। আর জ্ঞানের নাম উত্তরাখণ্ড, কণ্ঠ হইতে মস্তক ত্রিকূটী পর্য্যন্ত। আর কণ্ঠের নীচে হইতে পা পর্য্যন্ত দক্ষিণ, ইহা অজ্ঞান অবস্থার নাম। সকল পর্ব্বতের মধ্যে হিমালয় পর্ব্বত শ্রেষ্ঠ, উহা চন্দ্রমা জ্যোতি ব্রহ্মের নাম। আর প্রাণ অগ্নি ব্রহ্মকে সুমেরু পর্ব্বত জানিবেন। আর মায়া জগতের নাম ক্ষীর সমুদ্র। আর জ্ঞানস্বরূপের নাম বৈকুণ্ঠ শব্দ। আর মস্তকেতে কিম্বা হৃদয়েতে পরব্রহ্ম জ্যোতি জ্ঞান-রূপে বিরাজ করিতেছেন, সূর্য্যনারায়ণ উঁহার স্বরূপ। চরাচর রাজা প্রজার ইন্দ্রিয়গণের নাম গোলোক, গোবর্দ্ধন পর্ব্বত; সেই ইন্দ্রিয় গোলোকের ভিতর বাহির শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ বিষ্ণু ভগবান্ চৈতন্য পরব্রহ্মের প্রয়োগ দ্বারা সকল ইন্দ্রিয়গণ চেতন হইতেছেন আর সকলে চেষ্টা ও ব্যবহার কার্য্য করিতেছেন, আর যখন কারণেতে স্থিত থাকেন, চৈতন্য ইন্দ্রিয়গণকে সঙ্কোচ করিয়া লন, ঐ সময় দেখা শুনা বলা বন্ধ হইয়া যায় আর স্থূল ইন্দ্রিয় সকল (হস্ত পদাদি) পড়িয়া থাকে, অর্থাৎ যখন গাঢ় নিদ্রা সুষুপ্তি অবস্থাতে আপনারা শুইয়া থাকেন তাহারই নাম সঙ্কোচ।

শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনির গূঢ় তাৎপর্য্য।

শ্রীকৃষ্ণ ভগবান বংশী বাজাইয়াছিলেন, ইহার অর্থ এই যে, বংশী শব্দে চরাচর স্ত্রী, পুরুষের শরীর। বংশীর ছিদ্র চরাচর রাজা প্রজার ইন্দ্রিয়গণ; কৃষ্ণ বাদ্যকর, শুদ্ধ চেতন ব্রহ্ম যখন শরীর রূপ বংশীকে বাজাইয়া থাকেন, তখন সকল চরাচর স্ত্রী পুরুষের শরীর রূপী বংশী হইতে নানা প্রকারের শব্দ বাহির হয় এবং আপনারা

বেদ, শাস্ত্র, বাইবেল, কোরাণ পড়িতে থাকেন। আর উহা হইতে নানা প্রকার স্বর বাহির হইয়া থাকে, তাহাতে মনুষ্যগণ মোহিত হইয়া যায়। যখন চেতন শক্তি সকল সঙ্কোচ করিয়া আপনাতে স্থিতি করিয়াছেন, তখন আপনাদের সুষুপ্তি অবস্থা হইয়া থাকে, অর্থাৎ ঘোর গাঢ় নিদ্রা হয়, উহাতে কিছুই সঙ্গা থাকে না; শরীররূপ বংশী পড়িয়া থাকে আর বাজে না। যখন চৈতন্য সুষুপ্তি অবস্থা হইতে প্রয়োগ করিয়া প্রকাশ করেন, অর্থাৎ জাগ্রত হও, তখন বংশী নানা স্বরে বাজিতে থাকে অর্থাৎ আপনারা কথাবার্ত্তা কহিতে থাকেন। বংশী ছিদ্র (শরীরের ইন্দ্রিয়) চৈতন্যের ইচ্ছা ভিন্ন আপনি স্বয়ং কোন মতেই বাজে না। অথবা ইন্দ্রিয় ও শরীর না থাকিলে চৈতন্য আপনি স্বয়ং কথনই বাক্য কহিতে পারিবে না। শরীরও স্বয়ং বলিতে পারিবে না কিম্বা কেবল মাত্র স্বয়ং চৈতন্য হইতেও শব্দ বাহির হইবে না। তাহা হইলে আকাশেতেও ত চৈতন্য সর্ব্বত্র পূর্ণ বিরাজ করিতেছেন, তবে আকাশে নানা প্রকার শব্দ হয় না কেন? প্রমাণ যেমন আপনারা চেতন, বাঁশের বংশীতে ছিদ্র করিয়া ফুকোর (ফুঁ) দেন তবেত বংশী বাজে। যদ্যপি উহাতে ছিদ্র না থাকে তাহা হইলে আপনারা উহাতে ফুঁ দিলে কথনই বাজিবে না। এবং ঐ বাঁশের বংশীকে ভাঙ্গিয়া ফেলিলে কিম্বা আপনারা উহাতে ফুঁ দিলে কোন মতেই তাহা বাজিবে না। এইরূপ আকাশেতে চৈতন্য সর্ব্বত্র পরিপূর্ণ আছেন বটে, কিন্তু শরীর ইন্দ্রিয় রূপ বংশী না থাকায় সেখানে কোন মতে শব্দ হইবে না। আর যেখানে আপনাদের শরীর ইন্দ্রিয় বংশী থাকিবে, সেখান হইতে শব্দ হইবে ও চৈতন্য কৃষ্ণ বাজাইবেন।

গোচারণের অর্থ এই যে, চরাচর রাজা প্রজা আপনাদের ইন্দ্রিয়গণের নাম গো। আপনাদের ইন্দ্রিয়গণকে অন্তর্যামিচৈতন্য প্রয়োগ করিতেছেন, তবে সকল ইন্দ্রিয়গণের সকল কার্য্যেতে চেষ্টা হইতেছে কিম্বা সকলেই সকল কার্য্য করিতেছে ও বিচার করিতেছে কিম্বা জ্ঞান হইতেছে। এইরূপ সকল কার্য্যেতেই বুঝিয়া লইবেন। এই কৃষ্ণ অর্থাৎ পরব্রহ্ম গোচারণ করিয়াছিলেন, ও করিতে-

ছেন এবং করিবেন। এই কৃষ্ণ পরব্রহ্ম নিরাকার নির্গুণ কিম্বা উনিই স্বতঃপ্রকাশ সাকার জগৎরূপ জ্যোতির্ম্মূর্ত্তি বিস্তার রূপে বিরাজমান রহিয়াছেন।

নীল কণ্ঠ পক্ষীর বিবরণ।

লোকে বলে যে, বিজয়া দশমীর পরদিন একাদশীতে নীল কণ্ঠ পক্ষী দেখিলে অত্যন্ত পুণ্য হয়। অবোধ লোক ইহার স্বরূপ অর্থ না বুঝিয়া বনে বনে নীলকণ্ঠ পক্ষী দর্শন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া বেড়ায়, এবং কেহ কেহ ব্যাধকে অর্থ দিয়া নীলকণ্ঠ পক্ষীকে ধরাইয়া আনাইয়া দর্শন করেন। রাজা, প্রজা, পণ্ডিতগণ ইহার বিচার করেন না যে, যে পক্ষীকে ব্যাধ ধরিয়া আনে ও যাহাকে বন্দুকের একটা ছিটা মারিলে মরিয়া যায়, সে অপরকে কিরূপে মুক্ত করিবে। ইহার যথার্থ অর্থ এই যে, দশহারা অর্থাৎ দশ ইন্দ্রিয়গণ জয় করিতে হইবে। যখন দশ ইন্দ্রিয়গণ বশ হয় আর মনের শান্তি হয় তখন নীলকণ্ঠ ভগবান জ্যোতিঃস্বরূপ অন্তর বাহির প্রকাশ হইয়া থাকেন, অর্থাৎ নীলবর্ণ আকাশেতে এক জ্যোতি দিন রাত্রি প্রকাশ রহিয়াছেন। তাহা চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতির্ম্মূর্ত্তি, উহার কণ্ঠেতে নীলবর্ণ আকাশ বোধ হইয়া থাকে ; এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ মায়া বিষ পান করিয়া বিরাজমান আছেন। এই নীলকণ্ঠ ভগবান জ্যোতিঃস্বরূপ ঈশ্বরকে শ্রদ্ধা পূর্ব্বক দর্শন করিলে, তিনি সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া যান, আর সদা আনন্দরূপ থাকেন। ইহা সত্য সত্য জানিবেন।

পঞ্চ মকারের গূঢ় তাৎপর্য্য।

অনেক তান্ত্রিক মতাবলম্বী লোক বলেন যে, মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা, মৈথুনের সহিত পূজা করা আবশ্যক আর প্রমাণ দেয় যে,

"মদ্যং মাংসং তথা মৎস্যং মুদ্রা মৈথুন মেবচ।
মকার পঞ্চকং কৃত্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥"

কিন্তু এরূপ লোক যথার্থ আধ্যাত্মিক অর্থ না বুঝিয়া আপন আপন ইচ্ছানুরূপ অর্থ করিয়া মিথ্যা ভ্রমেতে ঘুরিয়া বেড়ায়। মহুয়া ইত্যাদির মদিরা যাহা শুঁড়ির

দোকানেতে পাওয়া যায়, যাহা পান করিলে তৎকালে নিশা হইয়া শীঘ্র নিশা ছাড়িলে পরে "হায় হায় !" করিতে হয়, তাহা ঐ তন্ত্রোক্ত মদ্য নহে। মহা নির্ব্বাণ তন্ত্রেতে লিখা আছে,

"যদুক্তং পরমং ব্রহ্ম নির্বিকারং নিরঞ্জনম্।
তস্মিন্ প্রমদন জ্ঞান তন্মদ্যং পরিকীর্ত্তিতম্॥"

নির্ব্বিকার, নিরঞ্জন, পূর্ণ পরব্রহ্মেতে যোগবলেতে যে প্রমদ জ্ঞান হইয়া থাকে, উহাকে মদ বলিয়া জানিবে। সুরাপায়ী (মাতাল) যেরূপ নিশাতে উন্মত্ত হয় আর উহার শরীরেরও ঠিক থাকে না, সেই রূপ সংসারের মায়াপ্রপঞ্চ ভুলিয়া পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুতে নিষ্ঠা রাখিয়া যে উন্মত্ত মহৎ আনন্দ থাকে সেই যথার্থ মদ্য পান করিতেছে। মদিরা (বারুণী) সাকার জ্যোতির্মূর্ত্তি চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণের নাম, উহাঁকে পান কর, সমস্ত ভ্রম ও দুঃখ দূর হইবেক। ভেড়া, ছাগল ইত্যাদির মাংসকে মাংস বলা হয় নাই।

মাং সনোতিহি যৎকর্ম্ম তন্মাংসং পরিকীর্ত্তিতম্।
নচ কায় প্রতীকস্তু যোগিভি র্মাংস উচ্যতে॥

ভগবান কহিতেছেন যে, সমস্ত কর্ম্ম আমাতে অর্থাৎ পরব্রহ্মেতে অর্পণ করাই মাংস, নচেৎ জীবের শরীর কাটিয়া মাংস আহার করাকে যোগীগণ মাংস বলেন না। তথা গীতাতেও লিখা আছে যে

"যৎ করোসি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণং॥

কিনা যে কর্ম্ম করিবে, যে ভোজন করিবে, হোম করিবে, দান করিবে, তপস্যা করিবে, সমস্ত পরব্রহ্মেতে অর্পণ করা আবশ্যক। কারণ কি সমস্ত শুভ কর্ম্ম পরব্রহ্মেতে অর্পণ করিলে পাপ পুণ্যের ভাগী হইতে হইবেক না।

কর্ম্মস্থ সংকল্পিত তৎফলানি সমস্ত বিষ্ণো পরমাত্মরূপে।
অরূপ্যতাং কর্ম্ম মহী মনন্তে তস্মিন লয়ং যে তুমুলা প্রয়ান্তি॥”

কি না সংকল্পিত কর্ম্ম ফল পরব্রহ্মেতে অর্পণ করিলে সমস্ত পরব্রহ্মেতেই লয় হইয়া যায়। মৎস্যের মানে এইরূপ বুঝিবেন,

“মৎস্যমান্ সর্ব্বভূতে সুখ দুঃখাদি মৎপ্রিয়ে।
ইতি যৎসাত্ত্বিকী জ্ঞানং তন্মৎস্যং পরিকীর্ত্তিতম্॥

চরাচরের সমস্ত জীবের সুখ দুঃখ আপন সুখ দুঃখ সমান বোধ এই সাত্ত্বিকী জ্ঞানকে মৎস্য বলে, এবং শ্বাস প্রশ্বাস অর্থাৎ প্রাণ আপাণ যাহা চলিতেছে তাহাকেও মৎস্য বলে। তাহা পাণ করা রূপ ভোজন করাকে মৎস্য আহার করা বলে। মুদ্রার অর্থ এই যে,

“সৎ সঙ্গেন ভবেন্মুক্তি রসৎসঙ্গেষু বন্ধনম্।
অসৎসঙ্গ মুদ্রেণং যৎ তন্মুদ্রাপরিকীর্ত্তিতম্” ॥

সৎসঙ্গ হইতে মুক্তি হয় কি না সৎগুরু চৈতন্য পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরুর সহিত সঙ্গৎ করিলে জীব মুক্ত হয় আর অসৎ সঙ্গ অর্থাৎ অসৎ পদার্থ ইন্দ্রিয়গণের ভোগেতে আসক্ত হইলে জীবের বন্ধন হইয়া থাকে। এই অসৎসঙ্গকে ত্যাগ করিয়া সত্যাতে নিষ্ঠা করিবার নাম মুদ্রা। মৈথুনের এই অর্থ যে,

“কুলকুণ্ডলিনী শক্তি দেঁহিনাং দেহ ধারিণী।
তয়া শিবস্য সংযোগো মৈথুনং পরিকীর্ত্তিতম্॥”

প্রাণ অপাণকে রোধ করিয়া অর্থাৎ প্রাণায়াম করিয়া কুলকুণ্ডলিনী চিৎ-শক্তিকে জাগ্রত করিয়া শিবের সহিত কিম্বা প্রকৃতি পুরুষের সহিত অর্থাৎ জীবকে পরব্রহ্মের সহিত সংযোগ করণ অভ্যাসকে মৈথুন বলে। প্রাণ অপা-ণকে রোধ করিয়া অর্থাৎ মুখবন্ধ করিয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক এই মন্ত্র “ওঁ সৎগুরু ওঁ”

সৎগুরু "অথবা" ওঁ অঃ ও " জপ করিলে নিশ্চয়ই সহজে প্রাণায়ামের কার্য্য হয়, অর্থাৎ অন্তর্যামি জীবের অজ্ঞানতা লয় করিয়া আপনাতে অভেদ করিয়া লন। জীবন্মুক্ত হইয়া থাকেন। পঞ্চমকারের যথার্থ অর্থ না জানিয়া অবোধ ব্যক্তি-গণ স্ত্রীলোকে, মদিরাদি* ব্যভিচার দোষেতে আসক্ত হওয়াতে ভ্রষ্ট হইয়া যাই-তেছে আর ভ্রমেতে পড়িতেছে। পঞ্চমকারকে পাঁচতত্ব কি না পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ জানিবে। এই পঞ্চ মকারের (পাঁচ তত্বের) বিরাট পর-ব্রহ্মের শরীর। এই পঞ্চ মকারকে ব্রহ্মরূপ জানিয়া ইন্দ্রিয়গণের ভোগ্য বিষয়েতে আশক্ত হওয়া উচিত নহে ও সমস্ত চরাচরকে সমদৃষ্টিতে আপন আত্মা বুঝিয়া ব্যব-হার কার্য্য করা আবশ্যক।

দেখুন যে, পৃথিবী মকার হইতে অন্ন আদি উৎপন্ন হওয়াতে আপনারা আহার করিতেছেন। জল মকার হইতে চরাচরের তৃষ্ণা নিবৃত্তি হইতেছে। অগ্নি মকার হইতে অন্ন পরিপাক হইতেছে ও ক্ষুধা পাইতেছে। বায়ু মকার হইতে নিশ্বাস প্রশ্বাসরূপী প্রাণ বায়ু চলিতেছে। আকাশ মকার হইতে সত্য অসত্য শব্দ শুনা যাইতেছে।

যাহার যে রুচি হয় তাহাই উহার প্রিয় লাগে আর উহাকেই সে আহার পান ইত্যাদি করে। যে যেমন করুক কাহার নিন্দা করা উচিত নহে, সকলেই আপ-নারই আত্মা পরব্রহ্মের স্বরূপ। জ্ঞানের উদয় হইলে আপনিই মন্দ বস্তুকে ছাড়িয়া দিয়া উত্তম কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেক।

ষট্‌চক্র ভেদ।

শাস্ত্রেতে যে ষট্‌চক্রের বর্ণন আছে, উহাকে চরাচর বিরাট পরব্রহ্মের পিণ্ডা-কার শরীর জানিবে। এই ছয় চক্রের নাম যথা "মূলাধার" "স্বাধিষ্ঠান" "মণি-পুর" "অনাহত" "বিশুদ্ধ" ও "আজ্ঞাচক্র"। পণ্ডিত ও মুনিগণ এই ছয় চক্রের নামের নানা প্রকার শব্দার্থ করিয়াছেন। এই ষট্‌চক্রের যথার্থ অর্থ এই যে, মূলাধার চারিদল অর্থাৎ চারি অন্তঃকরণ কিনা মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার।

স্বাধিষ্ঠানেতে ছয় দল আছে ঐ ছয়দল ছয়রিপু অর্থাৎ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য। মণিপুর চক্র দশ দলের, ইহাকে দশ ইন্দ্রিয় জানিবে। অনাহত চক্র বার দলের, ইহাকে দশ ইন্দ্রিয় মনও অহংকার জানিবে। বিশুদ্ধ চক্রেতে যোলদল দশ ইন্দ্রিয়ও চারি অন্তঃকরণ ও বিদ্যা এবং অবিদ্যাকে লইয়া যোল। আজ্ঞা চক্র দ্বিদল উহাকে বিদ্যা ও অবিদ্যা জানিবে। এই ষট্চক্রের অতীত যে সহস্র দল অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ পরিপূর্ণরূপে আত্মাতে নিষ্ঠা হওয়া কি না সর্ব্বরূপেতে আমিই আছি।

সহস্র দল পদ্মের সম্বন্ধে কেহ কেহ হাজারকে বলে অর্থাৎ পরব্রহ্মের পরিপূর্ণ অঙ্গের নাম কি না তাহার সীমা নাই। ষট্চক্র শব্দে বিরাট পরব্রহ্মের অঙ্গের নাম। তাহা পরব্রহ্ম হইতে কোনও পৃথক্ পদার্থ নহে। যে ষট্চক্র তোমার শরীরের মধ্যে আছে তাহাই আকাশের মধ্যে আছে। যখন জন্মের পূর্ব্বে শরীর ধারণ করে নাই তখন ষট্চক্র কোথা ছিল এবং মৃত্যুর পর ষট্চক্র কোথায় থাকিবেক। সকল ষট্চক্রই পরব্রহ্ম।

যে ব্যক্তি এই ষট্চক্রকে ভেদ করেন, অর্থাৎ এ সকল হইতে অতীত হন, তিনি পরব্রহ্মের স্বরূপ হন। নিরাকার ব্রহ্মেতে ষট্চক্র নাই। যখন নিরাকার হইতে ওঁকার প্রণব ব্রহ্ম সাকার জগৎরূপ বিস্তার হন, তখন উহার অঙ্গকে ষট্চক্র কল্পনা করা যায়। পাঁচতত্ত্ব, পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, চন্দ্রমা জ্যোতির্মূর্ত্তি, এই ষট্চক্র। চরাচরের শরীরের ভিতর বাহির এই ষট্চক্র বিরাজ-মান আছেন। অন্তর্দৃষ্টিতে দেখুন অথবা বাহ্য দৃষ্টিতে দেখুন, ষট্চক্র পরব্রহ্ম হইতে পৃথক কোন পদার্থ নয়। এই ষট্চক্রভেদ হইলে সূর্য্যলোক প্রাপ্তি হয় অর্থাৎ আপন স্বরূপেতে নিষ্ঠা হয় কিনা পূর্ণ পরব্রহ্মই ভাসিতে থাকেন।

ষট্চক্র ভেদের অর্থ এই যে, ষট্চক্র দৃশ্য ও অদৃশ্য পরিপূর্ণ পরব্রহ্মরূপেতে আপনাকে প্রকাশ করেন, তাহাই ষট্চক্র ভেদ বলা যায়, কোন পদার্থ ভেদ বা ছেদ করিতে হয় না। পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপেতে শ্রদ্ধাভক্তি রাখিলে আপনা-আপনিই ষট্চক্র ভেদ হইয়া যায়। ষট্চক্র বলিয়া আপনারা ভ্রমেতে পড়িবেন না।

যখন প্রাণাত্মা নির্ব্বাণ হয় ঐ সময় মৃত শরীর ভস্ম হইলে ষট্‌চক্র আপনা হইতে ভেদ হইয়া যাইবেক।

নানা বিপর্য্যয় বর্ণন।

লোকে সকল বিষয়ের ও নানা মতের ভাবার্থ না বুঝিয়া নানা প্রকার কষ্ট পায়। ইহার অর্থ এই যে, যদি কেহ অন্যকে বলহীন, তেজোহীন করিতে ইচ্ছা করেন এবং আপনার জয় মঙ্গল ও সুখ ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে সত্য জ্যোতিঃস্বরূপ সহিত বিপর্য্যয় করাইয়া অসত্য পদার্থতে নিষ্ঠা করায়; যাহাতে লোক সকল বলহীন তেজোহীন হইয়া আমার নিকট পশু তুল্য বশ হইয়া থাকে, তাহাতে আমি সুখে থাকি। মিথ্যা প্রপঞ্চ ষ্টাম্পের কাগজ প্রস্তুত করিয়া কোন কোন ধনবান লোকেও আপনার মোকর্দ্দমার জয়ের জন্য মিথ্যা বলিয়া থাকেন কিম্বা অন্যকেও মিথ্যা বলাইয়া (মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়াইয়া) থাকেন। আর বলিয়া থাকেন যে "সেই ব্যক্তি এই ষ্টাম্প কাগজ দস্তখত করিয়া দিয়াছে, আমি সত্য কহিতেছি উহার নিকট আমার এই পাওনা আছে। কিন্তু যথার্থ সে ব্যক্তি দস্তখত করে নাই, এবং যথার্থ উহার দেনাও নহে। যদ্যপি হাকীম (বিচারপতি) বুদ্ধিমান হন্ তাহা হইলে দুগ্ধকে দুগ্ধ ও জলকে জল করিয়া দেন, আর মিথ্যাবাদীর মুখে চুণ কালি লাগাইয়া দেন। মিথ্যা সে মিথ্যাই, এবং সত্য সে সত্যই হইয়া থাকে। সত্য কখনই গোপন থাকে না, সত্য সকল সময়েই স্বতঃ প্রকাশমান থাকেন। আর যদ্যপি বিচারপতি অবোধ হন অর্থাৎ বিচার কার্য্য না বুঝেন ও বিচার করিতে না পারেন, আপন সামাজিক ধর্ম্মকে সত্য জানিয়া কিম্বা আপনার মানের জন্য যথার্থ বিচার না করেন, তবে উহাতে প্রপঞ্চ শব্দ হইয়া থাকে; অর্থাৎ এমন বিচারপতিকে পশুতুল্য জানিবেন, যিনি সমদৃষ্টি কিম্বা বিচার না জানেন; ইহা আপনার, ইহা অপরের ইতিবোধে পক্ষপাত করেন। "এইরূপ জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ শব্দ ব্রহ্মেতে নানা মতে পক্ষপাত কলঙ্ক আদি বুঝিয়া লইবেন। আর এই জ্যোতিঃস্বরূপকে আপনারা রাজা প্রজা লোক পরি-

ত্যাগ করিয়া থাকায়, সেই জন্য নানা দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছেন এবং সকল বিষয়েই বলহীন হইয়াছেন। আর পৃথিবীর উপর হাহাকার হইয়াছে ও হইতেছে। আর সকলেই আপন আপন ইষ্টকে ভিন্ন ভিন্ন মনে করিতেছেন।

বিপর্য্যয়ের সমন্বয় বর্ণন।

কিন্তু বিচার করিয়া দেখ! প্রত্যক্ষ সাকারে কেবল মাত্র এই পাঁচতত্ব ব্রহ্ম, পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ; এই আকাশেতে এক জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্যনারায়ণ চন্দ্রমা ব্রহ্ম দিনরাত্রি প্রকাশরূপে বিরাজমান আছেন, ইনি ভিন্ন অন্য কোন সাকার হয় নাই, হইবে না, হইতেও পারিবে না। তবে বিচার করিয়া দেখ যে, ইনি কাহারই বা ইষ্ট হন, আর কাহারই বা ইষ্ট নন। যদ্যপি ইহাঁকে ইষ্ট বলিয়া না স্বীকার কর, তবে তোমাদের সাকারব্রহ্ম ইষ্ট কে এবং তিনি কোথায়? নিরাকার ব্রহ্মের সহিত তো সৃষ্টির কোনও প্রয়োজন নাই। এক্ষণে সকলকেই চিনা যাইবেক। এক্ষণে চরাচরের এই যে নানাদুঃখ হইতেছে, কে মোচন করিবে? আর ইষ্ট, গুরুদেব, আল্লাহ, খুদা, গড, দেবতা, দেবীমাতা, সুখের সময়েতে সকলকেই পাওয়া যায়, যে, "আমি তোমার তুমি আমার," কিন্তু বিপদ কালে কেহই আপন হয় না। আর যাঁহাকে সুখ দুঃখ দুই অবস্থাতেই পাওয়া যায় তিনিই ইষ্টদেব পরমেশ্বর। আর যদ্যপি পরমেশ্বর সত্য হন তবে এই চরাচর পৃথিবী রাজা প্রজার নানা দুঃখ ভয় মোচন করিবেন; আর যদ্যপি পরমেশ্বর মিথ্যা হন, তবে তাহা কখনই হইতে পারিবেক না। প্রমাণ, যেমন যদি অগ্নি থাকে, তবে অন্ধকার ঘরে অবশ্যই প্রকাশ হইবে, আর ঘর, বন ইত্যাদিতে অগ্নি ব্রহ্মকে লাগাইয়া দিলে সকলকেই ভস্ম করিয়া আপনার রূপ করিয়া লইবেন। আর যদ্যপি অগ্নি না থাকেন, তাহা হইলে অন্ধকার ঘরেতেও প্রকাশ হইবেক না এবং বন ইত্যাদি ও দগ্ধ হইবেক না। এইরূপ জানিবেন যে, যদ্যপি ঈশ্বর, গড, খুদা দেব দেবীমাতা অর্থাৎ পরব্রহ্ম থাকেন, তবে অবশ্যই পৃথ্বীর ভার উদ্ধার করিবেন, আর সকলের দুঃখ ভয়মোচন করিবেন। যদ্যপি না থাকেন, তবে

কদাচও মোচন হইতে পারিবে না। জঙ্গল শব্দে নানা দুঃখ, অগ্নিশব্দে জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্ম যদ্যপি না থাকেন, তবে কখনই দুঃখ মোচন হইবেক না। ইহা সত্য জানিবেন। এক অদ্বিতীয় পূর্ণ পরব্রহ্ম সদা স্বতঃ প্রকাশমান আছেন, উনিই নিরাকার এবং উনিই সাকার। যেরূপ বলিতেছি সেইরূপ আপনারা রাজা প্রজা হিন্দু আর্য্যানার্য্য আর মুসলমান ও ইংরেজ ইত্যাদি লোক সকল মিলিয়া জুলিয়া চলুন আর করুন, সকল দুঃখ মোচন হইবেক, জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্ম অবশ্যই দুঃখ মোচন করিবেন। দুঃখ নিবারণ হইবেক ইহা সত্য জানিবেন। দুঃখ বিপদেতে তিনিই সহায় হন, অর্থাৎ বিপদকালে পার্থিব বন্ধুগণ পরিত্যাগ করেন, কেবল মাত্র ঈশ্বরের সহায়তা প্রাপ্ত হইয়া মনুষ্য দুঃসাধ্য বিপদ হইতে পরিত্রাণ পায়। পৃথিবীর উপর যে সকল উপদ্রব হইতেছে তাহা মোচন করিবেন। কেহ কেহ বলেন যে ঈশ্বর, গড, খুদা সূর্য্যনারায়ণ চন্দ্রমা জ্যোতিঃস্বরূপকে উৎপত্তি করিয়াছেন। আপনারা গম্ভীর ভাবে বিচার করিয়া দেখুন যে, আপনাদের রাজা প্রজা পণ্ডিত বাদসাহা ইত্যাদির পূর্ব্ব জন্মের কোন বোধ নাই, অর্থাৎ কোথায় ছিলাম এবং কে ছিলাম আর পশ্চাতের বোধ যথা কোন সময়ে মৃত্যু হইবেক, তাহার কিছুই নিশ্চয় নাই এবং বর্ত্তমানে যখন নিদ্রা যান যখন আমি কে এবং কোথা হইতে আমার উৎপত্তি তাহার বোধ থাকে না তখন পরের জ্যোতিঃস্বরূপের জন্মের বিষয় কেমন করিয়া জানিবেন যে কে কাহাকে উৎপত্তি করিয়াছেন— যাহার যেমন শাস্ত্রের সংস্কার হইয়াছে. সে সেইরূপ বোধ করিয়া বলেন; নিজে আপনার বিষয়ের কোন বোধ নাই যে, কাহাকে কে উৎপত্তি করিয়াছে। যদ্যপি আপনাকে জানিতে পারেন তবে তাঁহাকেও চিনিতে পারিবেন; কেন বৃথা ভ্রমে পড়িতেছেন।

জগতের দুঃখ বর্ণন।

প্রজা ইত্যাদির কিঞ্চিৎ দুঃখ আপনারা শুনন্। এ সকল কেন হইতেছে? একত যথাসময়ে বৃষ্টি হয় না, বৃক্ষ শুখাইতে থাকে, ফল হইতেছে না, পক্ষী দুঃখ

পাইতেছে, তৃণ ঘাস শুকাইয়া যাইতেছে, পশু সকল দুঃখ পাইতেছে, অন্ন (শস্য) উৎপন্ন হইতেছে না; কেবল বারম্বার দুর্ভিক্ষ হইতেছে। অন্ন অভাবে কতই প্রজা হাহাকার করিয়া মরিয়া যাইতেছে, আর কতই প্রজা বাঁচিয়া থাকিয়া অশ্বথ ও বট বৃক্ষের পাতা ভক্ষণ করিতেছে, তথাপিও ক্ষুধার নিবৃত্তি হইতেছে না, দেশ-ত্যাগ করিয়া বিদেশে যাইতেছেন, ঐ সময়ে পাঁচ হাজার টাকার গহনা হাতী ঘোড়া ইত্যাদি দ্রব্য দিয়া পাঁচ সের চাউল লইতে চাহেন তাহা হইলেও চাউল ব্যবসাদার লোক তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করেন না। ভদ্র বংশের সন্তানকে পেটের দায়ে নীচ বংশে বিক্রয় করিতেছে। রাজা পণ্ডিত মহাজন আপনাদিগকে ধিকার যে কেবল মাত্র মুখে বলেন আমি আর্য্যাবর্ত্তবাসী হিন্দু, কিন্তু কোন সৎকার্য্যে আপনাদিকে দেখিতে পাওয়া যায় না। মুখে বলিতেও লজ্জা হয় না? ঘরে ধন সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন, আর অন্ন বিনা প্রজাগণ দুঃখ পাইতেছে। কেবল প্রজা পালনের জন্য ঈশ্বর পৃথিবীর উপর অন্ন, ফল, ফুল ইত্যাদি সৃষ্টি করিয়াছেন, ঘরেতে সঞ্চয় করিয়া রাখিবার জন্য নহে। শূকরও বিষ্ঠা ভক্ষণ করিয়া উদর পূরণ করিয়া থাকে। পৃথিবীর উপর যখন রাজা রহিয়াছেন, তখন যদ্যপি প্রজাগণের অন্ন বস্ত্রের কষ্ট হয়, তাহা হইলে ঐ রাজার মৃত্যুই ভাল। আর আপন ইষ্ট গুরু জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্মকে চিনিতেছেন না, অহংকারে আচ্ছন্ন হইয়া জড় হইয়া রহিয়াছেন। আর যজ্ঞ আহুতির কথা বেদে শাস্ত্রে কি লিখা আছে? তাহা আপনারা সত্য অথবা অসত্য, কি নিশ্চয় করিয়াছেন? প্রজাগণ নানা প্রকার দুঃখ পাইতেছে, মনুষ্যের পরমায়ু অল্প হইয়াছে, আর অকাল মৃত্যু কিম্বা মৃত্যুর ভয়, নানা দ্বৈত ভ্রম পরস্পর বিরোধ, কাহার সহিত কাহার একমত নাই। আর স্ত্রীলোকগণ প্রসব বেদনায় কাতর হইতেছেন, প্রসব হইতে পারিতেছে না, কত শত গর্ভবতী প্রসব হইতে না পারিয়া মরিয়া যাইতেছে, আর কত লোক ভূত ভূত করিয়া দুঃখ পাইতেছে। নানা প্রকার নূতন নূতন রোগ হইতেছে, মারি-ভয়ে গ্রাম, নগর সকল উৎসন্ন যাইতেছে, ঝড় অতিবৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি, জলপ্লাবন হইয়া দেশ উৎসন্ন যাইতেছে; ফল ফলা ও অন্নেতে শীঘ্র শীঘ্র কীট (পোকা) জন্মিতেছে,

এক একটী শস্যেতে এক একটী কীট জন্মিয়া শস্য নষ্ট করিতেছে, অধিক দিন পর্য্যন্ত পুরাতন অন্ন থাকিতেছে না; মনুষ্য পাগল হইয়া পাগলাগারদ ভরিয়া যাইতেছে, আর চুরি, ডাকাইতি পাষণ্ডতা মিথ্যা বাদ ও মোকর্দ্দমা করিয়া জেলখানায় যাইতেছে। আর সত্যধর্ম্মী রাজা সুপাত্রগণ মরিয়া গিয়াছেন, স্ত্রীলোকগণ বিধবা হইতেছে, যুদ্ধ করিয়া মনুষ্য ভেড়া ও ছাগলের ন্যায় কাটা যাইতেছে। স্ত্রীলোকগণ বিধবা হইয়া নানা প্রকার যন্ত্রণা পাইতেছে; আর অসময়েতে (অল্প বয়সে) বিধবা হইতেছে আপনারা ইহার বিচার করিতেছেন না। আর সাধু, ঋষি, মুনিগণ কতই কষ্ট পাইতেছেন তথাপি সিদ্ধভাবকে প্রাপ্ত হইতেছেন না। আর সত্য যুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত লোক তপ করিতেছেন, আর কতই অহমস্মি সচ্চিদানন্দ বলিয়া গিয়াছেন কিন্তু সৃষ্টি যেমন তেমনিই রহিয়াছে; আর রাজা প্রজাদিগের দুঃখ রহিয়াছে, এক লোমও বাঁকা হয় নাই। অহমস্মি কেবল মুখেই বলা সার হইয়াছে। আর বিচার করিয়া দেখুন যে, সাধু লোক আপন আপন ভেকেতে সম্প্রদায়ের মান মর্যাদাতে যুদ্ধ বিবাদ করিয়া মরিতেছে, আর নিঃসহায় প্রজাদিগের কেহই দেখিতেছেন না। আর রাজার সহিত রাজা, প্রজার সহিত প্রজা, পণ্ডিতের সহিত পণ্ডিত, গুরুর সহিত শিষ্য, পিতার সহিত পুত্র, পতির সহিত স্ত্রী শ্রীবৈষ্ণবের সহিত গোস্বামী, আচারীর সহিত ব্রহ্মচারী, পরমহংসের সহিত সন্ন্যাসী, উদাসীর সহিত গোঁসাই, আর বাঁদরের সহিত বাঁদর পরস্পর বিবাদ করিয়া মরিতেছে, হিন্দু আর্য্যাবর্ত্ত একারণ পরাধীন ও বলহীন হইয়াছে কাহারও পরস্পর একমত নাই। এ বিচার করিতেছে না যে, "আমি কে? আর কাহার সহিতই বা বিবাদ করিতেছি? সকলেই আমার আত্মা, আর সকলেই পূর্ণ পরব্রহ্মের স্বরূপ। আর কিরূপে আমরা সাধু আদি সকল ভেক এবং রাজা প্রজা ইত্যাদি সকলেই মিলিয়া মিসিয়া সুখে থাকি ও পরব্রহ্মের আজ্ঞা পালন করিতে পারি" সে বিষয়ে কাহারও যত্ন নাই। কিন্তু তাহা না করিয়া কেবল পরস্পরে বিবাদ করিতেছে। বেদ-শাস্ত্রেতে কি আজ্ঞা আছে? যজ্ঞ আহুতি করিবার যাহা আজ্ঞা আছে, তাহা করুন ও করান। যাহাতে দেব জ্যোতিঃস্বরূপ প্রসন্ন হইয়া সময় মত জল

দিবেন, আর চরাচর রাজা প্রজা সুখে থাকিবেন। পরস্পরে আপনাপনি বিবাদ করিবেন না। বিচার করিতেছেন না যে দশদিকে সকল প্রকারে অপনারা পরাধীন হইয়া রহিয়াছেন

"দেখুন বিচারি আপ্‌নে মন মাহি। পরাধীন স্বপ্নে সুখ নাহি।"

অর্থাৎ আপনারা আপন মনে বিচার করিয়া দেখুন, যে পরাধীনতাতে স্বপ্নেও সুখ নাই। কেবল মাত্র পরের দাসত্ব (চাকরি) করিলেই যে পরাধীন হয় এমত নহে, আপন অন্তরেতে যে শত্রু (আশা, তৃষ্ণা, কাম, ক্রোধ, দ্বৈতভাব আদি) আছে তাহারাই প্রবল পর (শত্রু)।

দেখুন্ বারম্বার ভূমিকম্প হইতেছে, আর কোন কোন দেশেতে গ্রাম, নগর উৎসন্ন হইয়া যাইতেছে, আর মনুষ্য পশু নষ্ট হইতেছে। পৃথিবীর উপর নানা উপদ্রব হইতেছে, আর প্রজার উপর নানা প্রকার দণ্ড দুঃখ হইতেছে। সত্য ধর্ম্মের হানি হইতেছে, আর এইরূপ উপদ্রব হইতেছে এবং রাজা প্রজা কষ্ট পাইতেছে। সত্য ধর্ম্মের বিপর্য্যয় করিয়া যে সকল অসৎ ধারণা হইয়াছে তাহার কতক অংশ যথাক্রমে বিবেচিত হইতেছে।

রুদ্রাক্ষ বিবরণ।

রুদ্রাক্ষ মালা ধারণ করার এই অর্থ যে, রু শব্দ "জ্ঞান স্বরূপ," "দ্র" শব্দ চন্দ্র বা জ্যোতি ব্রহ্ম জগৎ বিস্তার স্বরূপ আর "অক্ষ" শব্দ নেত্র (চক্ষু) তেজরূপ সূর্য্যনারায়ণ ব্রহ্ম হইতে যথার্থ রুদ্রাক্ষ শব্দের অর্থ—এই জ্যোতি ব্রহ্মের সহিত মহাদেব তপস্যা করিয়া কামনা (বাসনা) ও কামকে ভস্ম করিয়াছিলেন। এই জ্যোতিঃস্বরূপ রুদ্রাক্ষকে রাজা প্রজা স্ত্রী পুরুষ সাধু সন্ন্যাসী ইত্যাদির ধারণ করিলে সমস্ত পাপ, দুঃখ, অজ্ঞান, মোচন হইবেক ও সকলে সদানন্দ সুখী থাকিবেন। সামান্য রুদ্রাক্ষ ও তুলসীকে ধারণ যাহা করিতেছ সে রুদ্রাক্ষ ও তুলসী প্রকৃত পক্ষে রুদ্রাক্ষ ও তুলসী নহে; তাহা অগ্নিতে দিলে ভস্ম হইয়া যাইবেক।

সেই অস্থাদি রুদ্রাক্ষ ও তুলসী জীবকে কিরূপে শুদ্ধ করিবে, তাহা অসত্য পদার্থ এবং জীবত আপনিই শুদ্ধ। পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরু বিনা দ্বিতীয়কে শুদ্ধ করিতে পারে? অজ্ঞান অবস্থা অশুদ্ধ ও জ্ঞান অবস্থা শুদ্ধ। রাজা, প্রজা, সাধু, সন্ন্যাসী যাহারা* এই রুদ্রাক্ষ ধারণ করে তাহাদিগকে অবোধ বালক তুল্য জানিবেন। রুদ্রাক্ষ জ্যোতিঃস্বরূপকে জানিবেন।

ত্রিপুণ্ড্র বিভূতি বিবরণ।

ত্রিপুণ্ড্র বিভূতির এই অর্থ যে, "ত্রিগুণময়ী মায়া জগৎরূপ অর্থ বিভূতি ও ত্রিপুণ্ড্র, "ব্রহ্মা," "বিষ্ণু," "মহেশ" অর্থাৎ "অগ্নি," "চন্দ্রমা, ও "সূর্য্যনারায়ণ"। কাণ দ্বারে আকাশ রূপে, নেত্রদ্বারে তেজরূপে, ও নাসিকা দ্বারে প্রাণরূপে, বিরাজমান আছেন। এই তিন জ্যোতিকে ধারণ কর তাহা হইলে ত্রিপুণ্ড্র ধারণ হইল ও জ্যোতিঃস্বরূপ সমস্ত দুঃখ মোচন করিবেন। এই জ্যোতি ত্রিপুণ্ড্র রূপেতে সকলের মস্তকেতে বাস করিতেছেন। এই জ্যোতিঃস্বরূপ ভিন্ন যে অন্য প্রকার ত্রিপুণ্ড্র বিভূতি ধারণ করিতেছেন তিনি বালক তুল্য।

তুলসী বিবরণ।

তুলসীর বৃক্ষ ও মালা ত্রিগুণময়ী জগৎরূপ বিস্তার মহামায়া, মহালক্ষ্মী, দেবী মাতা যাহা দ্বারা সকল কিছুই লাভ হইয়া থাকে। তাহাই তুলসী বৃক্ষ, স্বরূপ চন্দ্রমা জ্যোতিব্রহ্ম। আর মালা (তুলসী রুদ্রাক্ষ) ইত্যাদি চরাচরের শরীর একই জ্যোতি সূত্রে (সুতায়) গাঁথা আছে। রাজা, প্রজা সকলেই জ্যোতিঃ-স্বরূপ তুলসী ও রুদ্রাক্ষের মালা হৃদয় ও মনেতে ধারণ করিয়া মগ্ন থাকে। ইনিই ভিতর বাহির পরিপূর্ণ। ইনিই সমস্ত দুঃখ ও ভ্রম মোচন করিবেন।

এই স্থূল শরীরেতে হাড়ের রুদ্রাক্ষ ও তুলসীর মালা আছে। দুই হাত ও দুই পায়েতে একুশ একুশ (অর্থাৎ ২ হাত ও ২ পা, চারি একুশে ৮৪) হাড় এবং গুহ্য

দেশ হইতে মস্তকের নীচে পর্য্যন্ত চব্বিশ হাড়, সর্ব্ব সমেত ৮৪ + চব্বিশে = ১০৮ এক শত আট দানা ও মস্তক সুমেরু। এই পূর্ণ মালা।

রুদ্রাক্ষ ও তুলসী ইত্যাদি মালার অবশ্য দ্রব্য গুণ আছে; অতএব দ্রব্য-গুণ ভাবিয়া সংসার ধর্ম্মেতে এমন মালাধারণ করাতে কোন দোষ নাই। যাহার ইচ্ছা তিনি ধারণ করিবেন, কিন্তু ইহা মনেতে নিশ্চয় জানা আবশ্যক যে, জ্যোতি ব্রহ্মের মালা সর্ব্বদা দিনরাত্রি হৃদয়েতে বিরাজমান রহিয়াছেন। "করকে মালা ছেড়ে দে মন মনকা মনকা লে" এই যথার্থ তুলসী ও রুদ্রাক্ষের মালা। "মালা জপে গ্যালা, কর জপে ভাইঃ মন মন জপে ওছাকা বালহারিযাই"

অকারণ অবোধ বালকের ন্যায় আপনার আপনার পক্ষপাত করিবেন না। কেহ বলেন যে, আমারই সম্প্রদায় মহৎ এবং রুদ্রাক্ষের মালা ধারণ ও ত্রিপুণ্ড্র বিভূতি ধারণ করাই শুদ্ধ করিবে। কেহ বলেন যে, আমারই সম্প্রদায় মহৎ এবং তুলসীর মালা ধারণ ও শ্রীতিলক ধারণ করাই শুদ্ধ ইহার উপরে উভয় সম্প্রদায় জ্ঞানবান ও অজ্ঞান সমান, সকলেই পরব্রহ্মের রূপ। শ্রীতিলক সূর্য্য নারায়ণ পরব্রহ্মকে ধারণ করা আর ত্রিপুণ্ড্র বিভূতি চন্দ্রমা ব্রহ্মের বক্ররূপকে ধারণ করা একই অর্থাৎ দ্বিতীয়া তৃতীয়া হইতে ত্রিপুণ্ড্র বোধ হইয়া থাকে; কিন্তু এই ভস্ম বিভূতি মাখা নহে। যদি ইহা মাখাতে শুদ্ধ হয় তবে হাতী, গাধা, শূকর সাদাধুলার বিভূতি মাখিয়া রহিয়াছে, তাহা হইলে সেও সন্ন্যাসী। সকলেই বিবেচনা করিয়া আপন আপন পক্ষ পদের মান অপমান জয় পরাজয় ত্যাগ করিয়া যাহাতে আপনারা সুখী থাকেন তাহাই করুন।

তীর্থগণের সমন্বয় বিবরণ।

এক্ষণে কাশী, বদ্রী নারায়ণ, দ্বারকা, জগন্নাথ আদি ব্রহ্মাণ্ডের কল্পিত তীর্থের ফল নিষ্ফল হইয়াছে আর তীর্থ সকল শেষ হইয়াছে; যে তীর্থে যাইবে সে কিছুই ফল পাইবে না। কেবলমাত্র অর্থ ব্যয়, কষ্ট এবং প্রবঞ্চনা ভিন্ন কোন ও ফল নাই। আজকাল তীর্থের স্থানে যত প্রবঞ্চনা ও পাপ হইতেছে পৃথিবীর অন্য

কোন স্থানে সেরূপ হইতেছে না, ইহা অতীব সত্য জানিবে। যাঁহার পূর্ণপর ব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপেতে নিষ্ঠাভক্তি আছে, তাঁহার কল্পিত তীর্থে যাইবার কিছুই প্রয়োজন নাই, তিনি আপন পরিবার ও তীর্থ ইত্যাদিকে শুদ্ধ করিবেন। যাঁহার পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপেতে নিষ্ঠা নাই তিনি কেবল মিথ্যা ভ্রমণরূপ তীর্থ পর্য্যটনে যাইয়া থাকেন। বাঙ্গালী মহাত্মা পুরুষগণের ও এইরূপ উপদেশ দেখা যায়, যথা রাম প্রসাদী পদ, "কাজকি আমার কাশী; আমার কেলে মায়ের চরণকাশী, কালোবরণ ভালবাসি। কাশীতে মৈলে মুক্তি, বটে সে শিবের উক্তি সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি তার দাসী॥" কমলাকান্তের উক্তি "তীর্থে গমন, মিথ্যা ভ্রমণ, মন উচাটন হওনা রে, তুমি আনন্দ ত্রিবেণী স্নানে শীতল হওগে মূলাধারে॥" সমস্ত তীর্থ, প্রতিমা আদির মাহাত্ম্য সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। ইহা সত্য সত্য বলিয়া জানিবেন। রাজা প্রজা আপনারা নানা প্রকার কল্পিত বিষয়ে ভ্রমজন্য যে কষ্ট পাইয়াছেন ও পাইতেছেন, সে সমস্ত পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ ক্ষমা করিয়াছেন, এক্ষণে আর তীর্থে যাইতে হইবে না ঘরে বসিয়া সমস্ত ফল প্রাপ্ত হইবেক; এক্ষণে ঘরে বসিয়া শিবত্ব প্রাপ্ত হইবেন। জীবেরই নাম শিব। অজ্ঞান থাকিলে জীব বলা যায়, আর জ্ঞান হইলে শিব বলা যায়

ভ্রান্তি বদ্ধা ভবেৎ জীবঃ ভ্রান্তি মুক্তঃ সদাশিবঃ

আর বিজ্ঞান হইলে বিষ্ণু ভগবান বলা হয়। আর তিন শব্দের লয় হইলে পরব্রহ্ম বলা হয়। শাস্ত্রেতে লিখা আছে যে,

"তীর্থাণি তোয়রূপাণি দেবাঃ পাষাণ মৃন্ময়াঃ

ইত্যাদি।" তীর্থেতে কি বস্তু আছে আর কাহাকে তীর্থ বলে ইহার অর্থ এই যে, তীর্থ জলকে বলে, আর সেই জল জমিয়া যাইলে বরফ হয়, আর অধিক পরিমাণে বরফ একত্রে জমিয়া যাইলে পাথর হইয়া থাকে আর ঐপাথর কাটিয়া প্রতিমা (দেব দেবী মূর্ত্তি) নির্ম্মাণ হইয়া থাকে; এবং উহার নাম

কল্পনা করা হয় যে, এই দেবতা আর দেব। সেই মন্দির সমস্ত তীর্থেতে আছে। সেই পাথরকে আর ধাতুকে কাটিয়া কাটিয়া এবং মৃত্তিকারও প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া লওয়া গিয়াছে। কোথাও বৃহৎ বৃহৎ মন্দির আর কোথাও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দিরে সেই সমস্ত প্রতিমা স্থাপন করা হইয়াছে। যে প্রতিমা তীর্থে আছে সেই প্রতিমা গ্রামে গ্রামে রহিয়াছে।

আর অচলা কেশবে ভক্তি বিভবৌ কিম্ প্রয়োজনম্"

ইহার অর্থ এই যে, যে ব্যক্তির বিষ্ণু ভগবানেতে অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপেতে নিষ্ঠা ভক্তি আছে তাহার কি প্রয়োজন আছে, যে তীর্থ প্রতিমা আদি কল্পিত পদার্থতে নিষ্ঠা করে? তীর্থ প্রতিমা কল্পিত পদার্থে কোনও প্রত্যক্ষ ঠাকুর থাকে না যে আপনারা তথায় যাইয়া কষ্ট পাইতেছেন? সেখানে যে মনুষ্য, যে পশু, যে মৃত্তিকা, যে জল, যে কাষ্ঠ, যে পাথর, যে ধাতু, যে অন্ন আছে, সেই সমস্তই এখানে (আপনাদের প্রতি ঘরে ঘরে) আছে ইহা সত্য সত্য বলিয়া জানিবেন। সেখানে দ্বিতীয় এমত কিছুই নাই যাহা এখানে নাই। যে পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ সেইখানে (তীর্থে) সেই পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ এইখানে আপনাদের শরীরের ভিতর বাহির পরিপূর্ণরূপে বিরাজমান আছেন। যে ব্যক্তি পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপকে আপন আত্মাতে বিশ্বাস না করিয়া একদেশী অর্থাৎ কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে বিশ্বাস করে তাহার কোন স্থানে, কোন কালে, কোন উপায়ে গতি নাই। তিনি সর্ব্বস্থানে সমভাবে পূর্ণরূপে বিরাজমান আছেন। এই চরাচর সৃষ্টি ব্রহ্মাণ্ডতে কোনস্থান বিশেষে এবং কোন বস্তু বিশেষেতে তাঁহার কম বেশি নাই সর্ব্বত্রই সমভাবে পূর্ণরূপ বিরাজমান আছেন। সর্ব্বশরীরের ভিতর বাহির পরিপূর্ণ আছেন, নাক দ্বারে, কাণ দ্বারে, নেত্র দ্বারে সমস্ত শরীরেতে প্রবিষ্ট আছেন, সদা সত্য আছেন আপনারা বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখুন! যে, তীর্থসমূহের প্রতিমা সকল, এক অগ্নিতে দেও তাহা হইলে অগ্নি সকলকেই ভস্ম করিয়া

আপনরূপ করিয়া লইবেন, কিন্তু পরব্রহ্ম ভস্ম হন না তিনি স্বতঃপ্রকাশ। তীর্থ কাহাকে বলে? মনকে বিশুদ্ধ করার নামই তীর্থ, যথা

"তীর্থপং কিম্ স্বমনো বিশুদ্ধং"

ওঁকার প্রণব ব্রহ্ম ত্রিগুণময় জগৎরূপেতে বিস্তার আছেন। মায়া, ঈশ্বর, জীব শব্দ তিনগুণ লইয়া, রজো, তমো, সত্বগুণ; ইড়া, পিঙ্গলা সুষুম্না, জ্ঞানগঙ্গা, যমুনা, স্বরস্বতী, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ, জ্ঞান, অজ্ঞান বিজ্ঞান শব্দ; চরাচরকে লইয়া তীর্থ শব্দ তিন গুণময়, আদি, অন্ত, মধ্য (বর্ত্তমান) এইতীর্থ চারিধাম শব্দ, বদ্রীনারায়ণ, দ্বারিকা, সেতুবন্ধ রামেশ্বর, জগন্নাথ স্বামী। এই চারিধাম চারি অন্তঃকরণ, যথা মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার; আর চারি বেদ মাতা; এই চারিধাম নাক দ্বারে জগন্নাথ, নেত্র দ্বারে সেতুবন্ধ রামেশ্বর, কাণ দ্বারে দ্বারিকাজী, আর মুখ দ্বারে বদ্রিনারায়ণ শব্দ চারিধামের রূপ। সূর্য্যনারায়ণ চন্দ্রমা, অগ্নি, আর বায়ু শব্দ, পরব্রহ্ম। আর পুষ্কররাজ সমস্ত তীর্থগণের গুরু। গুরুশব্দ চন্দ্রমা পরব্রহ্ম কণ্ঠস্থানেতে ওঁজনঃশব্দ। আর সর্ব্বতীর্থগণের রাজা প্রয়াগ শব্দ ওঁপ্রণব ব্রহ্ম সূর্য্যনারায়ণ মস্তক ত্রিকূটীতে পরম জ্যোতি তিন দিগে জ্ঞানগঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, ধারা (স্রোত) চলিতেছে, যথা নাক, নেত্র এবং কর্ণ দ্বারে। আর অক্ষয় বট বৃক্ষ দেখিয়া লউন। সেই বৃক্ষ সমস্ত চরাচরের শরীর স্থূল, সূক্ষ্ম, ভিতর বাহির বুঝিয়া লইবেন। অর্থাৎ অক্ষয় বটবৃক্ষ যাহা কথনও নষ্ট হয় না, যাহাকে গীতা শাস্ত্রেতে

"উর্দ্ধমূল মধঃ শাখ মশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ং"

ইত্যাদি লিখা হইয়াছে, অর্থাৎ অনাদি স্বতঃ প্রকাশস্বরূপ চন্দ্রমা শব্দ ব্রহ্ম, উহাঁতে ইত্যাদি ধাম, তীর্থ জ্যোতিঃ ব্রহ্মের মুখেতে চরাচর আছে। সেই জ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্মকে যে কেহ ধারণ করিবে, সেই চরাচর ধাম ইত্যাদি তীর্থ আপন শরীরে মনের ভিতর পাইবে। নির্ভয়, মুক্ত, জ্ঞান, আনন্দরূপেতে বিরাজ মান থাকিবেক। ঐ জ্যোতিঃস্বরূপ তীর্থ আর অক্ষয় বট বৃক্ষকে ধারণ করাতে

এবং তাঁহার দর্শন করাতে সমস্ত পাপের নাশ হইয়া থাকে; আর পুনর্জ্জন্মের সংশয় লয় হইয়া যায়, যেমন,

"যায় বদ্রীক্ষের না আবে উদ্রী, কভি ন হ্ দরিদ্রী"

এই জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্যনারায়ণ শব্দকে পাইয়া কদাচও দরিদ্র হয় না আর চৌদ্দরত্ন ঐ জ্যোতিঃস্বরূপের মুখেতে আছে। আর কাশীধাম শব্দ, আকাশ ও কায়া শরীর, ক্ষেত্রজ্ঞান, গঙ্গা জগৎ-জননী রূপ চন্দ্রমা জ্যোতি ব্রহ্ম আকাশ-রূপ মন্দিরে একমেব নিরঞ্জন জ্যোতিঃস্বরূপ বিরাজমান আছেন। চরাচর শরীর ইত্যাদি মন্দিরেতে কাশীক্ষেত্রের পঞ্চকোষ শব্দ আছে যে, পাঁচ কোষের ভিতর মরিলে (জীব) শিব হইয়া থাকে, কহা গিয়াছে পঞ্চ কোষ শব্দে এই অর্থ, কায়া শরীর কাশীক্ষেত্রে পঞ্চ কোষ আছে, যথা অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ, এবং আনন্দময় কোষ, এই পাঁচ কোষ আকাশ কাশী ক্ষেত্রে আছে এবং চরাচর শরীর কাশীক্ষেত্রেতেও আছে; ঐ পাঁচ কোষের ভিতর স্বরূপজ্ঞান বোধ হইলে মৃত্যুর সময় নির্ভয় শিব শব্দ হইয়া থাকে আর বলা হয়, অর্থাৎ জীবন্মৃত্যুর ভয় লয় হইয়া যায়, আপনিই পূর্ণ পরব্রহ্মের রূপ হইয়া যায়। শাস্ত্রেতে লিখা আছে যে,

"কার্য্যং হিকাশ্যতে কাশী, কাশী সর্ব্বং প্রকাশতে।
সা কাশী বিদিতা যেন, তেন প্রাপ্তাহি কাশিকা॥"
কাশী ক্ষেত্রে শরীরং ত্রিভুবন জননী ব্যাপিনী জ্ঞানগঙ্গা।
ভক্তি শ্রদ্ধা পয়েয়ং, নিজগুরু চরণ ধ্যান যুক্ত প্রয়াগঃ।
বিশ্বেশী হয় তুরীয়ং, সকল জন মনঃসাক্ষি ভূতান্তরাত্মা।
দেহে সর্ব্বং মদীয়ং যদি বসতি পুনস্তীর্থ মন্যৎ কিমস্তি॥"

ইহার অর্থ এই যে, নিষ্কাম কার্য্যের অনুষ্ঠানেতে জীবের কাশী, কি না জ্ঞান প্রকাশ হইয়া থাকে, আর সেই জ্ঞান চরাচরকে প্রকাশ করিয়া থাকে। এই-

রূপে যে মনুষ্য জ্ঞান পদার্থ বোধ পাইয়া গিয়াছে, সেই কাশী প্রাপ্ত হইয়াছে। এই পঞ্চ ভৌতিক শরীরকে কাশী বলা হয় আর একমাত্র ব্যাপিনী ত্রিলোক তারিণী জ্ঞানকে গঙ্গা বলা হয়। শ্রদ্ধা ভক্তিকে গয়া তীর্থ বলা হয়; আর ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না নাড়ী সঙ্গম রূপ মূল প্রবেশ ব্রহ্মাস্থানং ধ্যানরূপ যে মনের গতি তাহাকে ত্রিবেণী প্রয়াগ তীর্থ বলা হয়। আর সর্ব্বজীবের শরীরে যে কূটস্থ চৈতন্য বিরাজ করিতেছেন তাঁহাকে বিশ্বেশ্বর অর্থাৎ পরব্রহ্ম জানা আবশ্যক। যখন সকল তীর্থই আমার দেহেতে আছেন, তখন অপর কল্পিত তীর্থের প্রয়োজন কি? মগহতে অর্থাৎ গয়াতে মরিলে যে গাধা হইয়া থাকে ইহার অর্থ এই যে, "ম" শব্দে "মন" ও "গ" শব্দে ইন্দ্রিয় আর হ শব্দে ব্রহ্মা; অর্থাৎ অজ্ঞান অবোধ অবস্থাকে মগহ জানিবে। আর যদি পঞ্চ কোষের বোধ না হয় অর্থাৎ জ্ঞান না হয়, পূর্ণ পরব্রহ্মেতে নিষ্ঠা না হয় আর যেখানেই মৃত্যু হউক না কেন, মগহতে অথবা কাশীক্ষেত্রেতে হয় ঐ ব্যক্তির জন্ম হইলে অজ্ঞান গাধা স্বরূপ বুদ্ধি হয়। সকলের উপর সমদৃষ্টি থাকে না; এবং পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপেতে অথবা আপন স্বরূপেতে দৃষ্টি থাকে না; উহাকে গাধা (জড়) বলা হয়। সুমেরু ঘাট শব্দ (অর্থাৎ কাশীধামের তীর্থ ঘাট) পরব্রহ্মকে স্মরণ করা অর্থাৎ মনকে জয় করা। আর জগৎরূপ দ্বৈতভাব অজ্ঞান হইতে উত্তীর্ণ হওয়াকে সুমেরু ঘাটে স্নান বলে। মণিকর্ণিকা ঘাট শব্দের অর্থ এই যে, মনের বাহির বৃত্তি নিবৃত্তি হইয়া পরব্রহ্মেতে নিষ্ঠা হওত শান্তরূপ বিরাজ করিতেছেন. তাহাকেই মণিকর্ণিকা জানিবেন যথা,

"মনি নিবৃত্তিঃ পরমোপশান্তি সাতীর্থ বর্য্যা মণিকর্ণিকা বৈ"

ইত্যাদি। বিশ্রাম ঘাট শব্দ, পূর্ণ পরব্রহ্মেতে অভেদ হওয়া অর্থাৎ এক স্বরূপ হওয়া; পূর্ণরূপে আপনাতে আপনিই রহিয়া যায়; এই বিশ্রাম ঘাট শব্দ বিশ্রাম হইয়াছে। আর তীর্থ শব্দ শরীরকে জানিবে আর তীর্থ (তিরথ কি না তিনগুণ যুক্ত রথ) অর্থাৎ মায়াব্রহ্ম এই শরীর কে জানিবে, চক্র

(চাকা) শব্দ ইন্দ্রিয়াদিকে জানিবে; ধুর শব্দ (কি না লোহার ডাণ্ডা যাহাতে চাকা লাগিয়া থাকে) প্রাণবায়ুকে জানিবে; আর জ্ঞানকে চাবুক জানিবে। শ্রুতি স্মৃতির বিচারকে লাগাম জানিবে, আর মনরূপ ঘোড়াকে থামাইয়া বাসনা মান অপমান হইতে রহিত হওত শুদ্ধ চৈতন্য পূর্ণ পরব্রহ্মেতে রথ-সহিত সকলকে লয় করিবে অর্থাৎ জয়পরাজয় ত্যাগ করিয়া সর্ব্বজ্ঞ পূর্ণ পরব্রহ্মকে সর্ব্ব ব্যাপক দেখিবে। আর ঘোড়াকে থামানতে রথ সহিত দাঁড়াইয়া যাইয়া থাকে। এইরূপ বাসনা (কামনা) রহিত হইয়া মনকে থামানতে সমস্ত ভ্রম শান্তি হইয়া থাকে; অর্থাৎ দ্বৈত ভ্রমলয় হইয়া যায়, আপনিই স্বয়ং রহিয়া যায়। আর এখন হইতে সমস্ত স্থানই কাশী জানিবে। যে স্থানেতেই মৃত্যু হইবেক, সেইখানেই শিব হইবেক ও সমস্ত ফল পাইবেক।

কর্ম্মনাশা নদীর বিবরণ।

বলাগিয়াছে যে, কর্ম্মনাশা নদীতে পা পড়িলে (অর্থাৎ স্পর্শ করিলে) শুভ-কর্ম্মের নাশ হইয়া থাকে। কর্ম্মনাশা নদী শব্দের অর্থ অবিদ্যা (অজ্ঞান)কে জানিবেন। যদি কেহ এই অজ্ঞানরূপী কর্ম্মনাশা নদীতে স্নানাদি করে, অর্থাৎ আচ্ছন্ন (মোহিত) হইয়া রহে তবে উহাঁর শুভকর্ম্ম নষ্ট হইয়া যায়। কি না পর-ব্রহ্মের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা রহিত হয়। কোনই নদীর জলে স্নান করিলে শুভকর্ম্ম কিম্বা অশুভকর্ম্ম নষ্ট অথবা লাভ হয় না। সকল নদীতেই একই জলরূপ পর-ব্রহ্ম বিরাজমান আছেন। কর্ম্মনাশা নদীর সার অর্থ এই যে, যাহা দ্বারা জীবের সমস্ত শুভাশুভ কর্ম্ম নষ্ট হইয়া অদ্বৈত জ্ঞান উদয় হওত জীবন্মুক্তরূপে থাকেন। মহাদেবীর নাম কর্ম্ম নাশা নদী। শুভাশুভ কর্ম্মক্ষয় না হইলে জীবন্মুক্ত হয় না। প্রমাণ, যেরূপ যে অগ্নিতে উত্তম বস্তু ভস্ম হয় সেই অগ্নিতে মন্দ বস্তু ভস্ম হইয়া থাকে। সেইরূপ কর্ম্মনাশা নদীতে ও বুঝিয়া লইবেন।

গঙ্গাতীর্থ বিবরণ।

আজ হইতে গঙ্গার মাহাত্ম্য সমাপ্ত হইল। আর যদি কেহ ফলের জন্য স্নান

করিতে যাইবে, তাহা হইলে নিষ্ফল হইবেক। ইহা সত্য সত্য বলিয়া জানিবে। আর যেখানে জল পাওয়া যায়, সেইখানেই জ্ঞান গঙ্গামাতার নাম লইয়া (স্মরণ করিয়া) স্নান কর আর করাও; ঘরে বসে দ্বিগুণ ফল প্রাপ্ত হইবেক। ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত নদী ইত্যাদির জল সমান (একই ভাব, কম বেশি নাই) পরব্রহ্মের রূপ। আর যতক্ষণ পর্য্যন্ত মনুষ্য অবোধ থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত এক নদীর জলকে শুদ্ধ পবিত্র বলিয়া মনে করে এবং অপর কোন কোন নদী ও অন্য জলকে অশুদ্ধ জানে, কিন্তু সমস্ত জল একই পরব্রহ্মের রূপ। কোন কোন নদীর জলের স্বভাব পীড়াদায়ক ও বোদা এবং ভারি হয়, আর কোন নদীর জল লোণা স্বভাবের থাকে; তাহাতে মনুষ্যের স্নান ও পান করা উচিত নয়। আর নিরুপায়েতে যদি উত্তম জল না পাওয়া যায় তবে তাহাই পান করিবে। আর কোন কোন নদীর জল নির্ম্মল মিষ্ট থাকে, তাহাতে পীড়াদায়ক স্বভাব থাকে না, তাহাই সকলের পান করা এবং তাহাতেই স্নান করা উচিত। নদী ইত্যাদির সকল জলই সমুদ্রেতে যাইয়া লোণা হইয়া যায়, আবার সেই জল মেঘ দ্বারা আকাশ হইতে পৃথিবীর উপর বৃষ্টি হইলে মিষ্ট হইয়া যায়; আর এইরূপ সমস্ত বুঝিয়া লইবেন।

বৈতরণী নদীর বিবরণ।

বলাগিয়াছে যে, গো দান করিয়া গরুর পুচ্ছ (লেজ) ধরিয়া বৈতরণী নদী পার হইয়া যায়। বৈতরণী নদীর এপার যমলোক অর্থাৎ জন্ম মৃত্যুর ভয় থাকে, এবং পর পারে স্বর্গ অর্থাৎ জন্ম মৃত্যু ভয় বর্জ্জিত। বৈতরণী নদী শব্দের এই অর্থ যে, ত্রিগুণময়ী, অবিদ্যা মায়া ব্রহ্ম, যিনি রজ তম সত্বগুণ দ্বারা জগৎরূপ বিস্তার আছেন, ইহাই বৈতরণী নদী। ইহার এপারেতে থাকিলে জীব যম-লোকেতে থাকে অর্থাৎ অজ্ঞান অবোধ থাকে, না না ভ্রম ভয় সহ্য করে আর যখন এই তিন গুণরূপ বৈতরণী হইতে পার হয় তখন যমলোক হইতে পার হয়, অর্থাৎ জ্ঞান প্রকাশ হয়, আপনাতে এবং পরব্রহ্ম গুরু আত্মাতে অভেদ হইয়া একরূপ

হয়। তখন নির্ভয়, জীবন্মুক্ত, জ্ঞানরূপ আনন্দে জগতে বিরাজমান থাকেন, আর সমদৃষ্টি হইয়া সকলকে আপনারই আত্মা দেখেন।

গো দান করিবার এই অর্থ যে, ইত্যাদি চরাচর, স্ত্রী, পুরুষের ইন্দ্রিয়গণের নাম গো, আর সেই গো পূর্ণ পরব্রহ্মকে দান করিলে অর্থাৎ বাসনা অহংকার রহিত হইয়া পরব্রহ্মেতে লয় করা তাহাই দান। আর গরুর লেজ ধরিয়া বৈতরণী নদী পার হওনের অর্থ এই যে, গো অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের লেজ বায়ু প্রাণ ব্রহ্ম, এই জ্যোতিঃস্বরূপ লেজ ধরিয়া রাজা, প্রজা, স্ত্রী, পুরুষ এই জগৎরূপ অজ্ঞান বৈতরণী নদী দ্বৈতভাব হইতে পার হইয়া শুদ্ধ পূর্ণ পরব্রহ্ম আত্মাতে লয় হইয়া যায়, সদা আনন্দ নির্ভয় মুক্ত স্বরূপ থাকেন। আর এই গরু পশুর লেজ ধরিয়া কিরূপ পার হইবে? এই গরুতো আপনাদের সম্মুখেই মরিয়া যায়। আর ইহার শরীর ও লেজ পচিয়া মাটি হইয়া যায়, উহার লেজ কোথায় থাকে যে তাহা ধরিয়া মৃত্যুর পরে সংসারের পার হইবে? আর মনুষ্য বিচার দ্বারা সকলকে পার (মুক্ত) করেন; এবং বিনা পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু আত্মা, কাহার ও ক্ষমতা নাই, যে, এই অবিদ্যা, দ্বৈত, অজ্ঞান, বৈতরণী নদী হইতে পার করেন। যেমন বিনা অগ্নি অপর কেহই নাই যে, স্থূল বস্তু (কাষ্ঠ, পাথর ইত্যাদি) কে ভস্ম করিয়া লয় করে? ভস্ম করিয়া লয় করিবে তো অগ্নিব্রহ্মই করিবে। এইরূপ নানা কষ্ট অজ্ঞান, দ্বৈতভ্রম, জন্ম মৃত্যুর ভয় আদিকে পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ ভস্ম করিয়া শুদ্ধ আনন্দ মুক্তরূপ করিয়া দেন। কেন নানা ভ্রমেতে ভ্রমিতেছ? পূর্ণ পরব্রহ্মতে নিষ্ঠা কর এবং অহংকার মনকে ত্যাগ কর।

একাদশী ব্রত বিবরণ।

একাদশী ইত্যাদি যে সকল ব্রত করিতেছ, সে সকল ব্রতের মাহাত্ম্য সমাপ্তি হইয়াছে। একাদশী তিথিতে মনুষ্যের শরীরেতে রস বৃদ্ধি হয়, এজন্য প্রতিমাসে দুইবার একাদশী করিলে শরীরের রস শুষ্ক হইয়া যায়, যদি এই ভাবে ব্রত করা হয় তবে হানি নাই। নচেৎ যদি কেবল ফলের (পুণ্যের) জন্য ব্রত করিয়া

আত্মাকে কষ্ট দেওয়া হয় তবে সে সকল নিস্ফল হইবে আর কষ্ট পাইবে। একাদশী শব্দ যথার্থ মর্ম্ম এই যে দশ ইন্দ্রিয় গণেতে যে একমন হওয়া তাহাই একাদশী, মহাদেবী, মহাবীর বীরের বীর, বড় বড় দৈত্য বলী, ধীর বীরকে পরাজয় করিয়াছেন, ইহাঁকে কেহই জয় করিতে পারে না; ইহা আপনিই জয় হইয়া থাকে। মনরূপ একাদশী ব্রহ্ম, (অর্থাৎ মন একাদশ অনুগত অনুচর অপর ইন্দ্রিয়গণ ইহা সর্ব্ব প্রধান সর্ব্বেসর্ব্বা, ইনিই ব্রহ্ম) জয় হইলে ব্রহ্মাণ্ড জয় হয়; আর চরাচর রাজা, প্রজা সকলে সুখী হয়। সেই মন একাদশী ব্রহ্মের ব্রত কর এবং করাও, অর্থাৎ মন একাদশী ব্রহ্মকে শুদ্ধ চৈতন্য পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরুতে লয় করিয়া বাসনা রহিত হও অর্থাৎ পরব্রহ্মের স্বরূপকে জান। একাদশী ব্রত স্বরূপ চন্দ্রমা ব্রহ্ম, ইহার জয় হওয়াতে চারি ফল (ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ) প্রাপ্ত হইতেছে আর হইবেক। কোন বিষয়ের চিন্তা করিবেন না। ইতিপূর্ব্বে মনুষ্যগণ যে তীর্থ ব্রত করিয়াছে তাহার ফল পাইবে এবং এক্ষণে এ সকল ভাব হইতে যাহা করিবে সমস্ত নিস্ফল হইবেক জ্ঞানি পুরুষগণ জানেন। এক্ষণে কেবল পূর্ণ পরব্রহ্মের নাম লওয়াতে ফল হইবেক, আর যজ্ঞাহুতি করিলে চারি ফলই সিদ্ধ (প্রাপ্ত) হইবেক। বিচার পূর্ব্বক বিদ্যা পড় ও পড়াও।

ব্রতমালা গ্রন্থের বিবরণ।

ব্রতমালা পুস্তক কেবল দৈত্য লোকদিগের জন্যই হইয়াছিল। দৈত্য লোক অত্যন্ত বলী ছিল, দেবতাগণকে জয় করিয়া অত্যন্ত কষ্ট দিত, পরে দেবতাগণ তাহাদিগকে মারিয়া ফেলিতেন, আর দৈত্যগণের স্ত্রীলোকেরা পতিব্রতা থাকায় আপন আপন পতিকে বাঁচাইয়া দিত, দেবতাগণ কষ্ট পাইতেন, এজন্য নারদ মুনি বিষ্ণুভগবানকে বলিয়া ব্রতমালা রচনা করাইয়াছিলেন; আর তাহার নানা ফল দেখাইয়া যে, ইহার লোভে দৈত্যগণের স্ত্রীগণ ব্রত করিবে, এবং তাহাদের পতিব্রতা ধর্ম্ম ভঙ্গ হইবেক, অর্থাৎ পরব্রহ্মপতি প্রতি বিমুখ হইয়া যাইবেক, আর দৈত্যগণ মারা যাইবেক। কারণ কি, পতিশব্দ শুদ্ধচৈতন্য পূর্ণ

পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ শুদ্ধ আত্মা, তাঁহার নিকট ব্রত উঠিয়া যাইবেক ফলের লোভে ব্রত করিবে; তখন তেজহীন, বুদ্ধিহীন হইয়া যাইবেক। সহজেই পতিব্রতাধর্ম্ম নষ্ট হইয়া যাইবেক; এজন্য ব্রত করিতে ব্রতমালা পুস্তক রচনা করা গিয়াছে।

আবার বিবেচনা করিয়া দেখ। যে দৈত্য লোকে, স্ত্রীপুরুষ কোথা ব্রত করিতেছে? তাহাদের তেজ পূর্ণই রহিয়াছে, বরং উলটে অন্তবর্ত্তী দেবতা আপনাদেরই স্ত্রী পুরুষ বাসনা (কামনা) করিয়া সমস্ত ব্রত করিতেছ ও করাইতেছ। আর বলহীন, পতিব্রত ধর্ম্মহীন হইয়াছে, সত্য ধর্ম্মেতে নিষ্ঠা নাই। পতিশব্দ যে শুদ্ধ চৈতন্য পূর্ণ পরব্রহ্ম তাঁহাতে রাজা প্রজা স্ত্রী পুরুষগণ। আপনাদের চিত্তের বৃত্তি থাকিতেছে না, কাহারও তাঁহার প্রতি নিষ্ঠা হইতেছে না অসত্য ফলেও নিষ্ঠা হইয়া রহিয়াছে, আর পতিব্রতা ধর্ম্ম ভঙ্গ হইয়া গিয়াছে, সকল বিষয়ে বলহীন হইয়া গিয়াছে। স্ত্রীলোকগণ ও পতিব্রত হইতেছেন না আর পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে স্ত্রীলোকগণও পতিব্রতা ছিল, আপন আপন শরীর হইতে অগ্নিপ্রকাশ (বাহির) করিয়া আপনিই ভস্ম হইয়া যাইত, এইরূপ সমস্তই বুঝিয়া লইবেন। পরব্রহ্মপতি হইতে বিমুখ হইলে এইরূপই হইয়া থাকে। জড় বুদ্ধি মনুষ্যকেও দৈত্য বলা হয়, আর ইন্দ্রিয়গণকে দৈত্যবলা হয়। যখন চিত্তের বৃত্তি অসত্যের দিকে যাইবেক কোন চিন্তা করিবে না, যেদিকে ইচ্ছা হয় সেইদিকে মন যাউক, আপনি যাইবেন না; পরব্রহ্মেতে নিষ্ঠা রাখিবেন, যেখানে চিত্ত যায় তাহাকেই পরব্রহ্মই জানিবেন।

পতিব্রতা বর্ণন।

শাস্ত্রে কথিত আছে যে, স্ত্রীলোক নিজ স্বামীর সেবা করিলে মুক্তি ফল পায়। পতি বর্ত্তমানে স্ত্রীলোকের উপাসনাদি কোন প্রকার পরমার্থ কার্য্যের অনুষ্ঠানের আবশ্যক থাকে না। ইহা সত্য বটে যে, ব্যবহার কার্য্যেতে স্ত্রীলোকগণের নিজ নিজ পতিসেবা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু এস্থানে জ্ঞানবান ব্যক্তি গম্ভীরভাবে বিচার

করিয়া প্রত্যক্ষ দেখুন্ যে, স্ত্রীর ক্ষুধা পাইলে পতির আহারে স্ত্রীর উদর পূর্ণ হয় না কিম্বা স্ত্রীর রোগ উপস্থিত হইলে পতি ঔষধি সেবন করিলে তাহার উপশম হয় না। কিন্তু স্ত্রীর রোগ উপস্থিত হইলে স্ত্রী ঔষধি সেবন করিলেই আরোগ্য হইবেক এবং স্বামী ঔষধি সেবন করিলেই আরোগ্য হইবেক। এইরূপে ইত্যাদি পরমার্থ কার্য্যে মুক্তি বিষয়ে যে যাহা করিবে সেই তাহার ফল প্রাপ্ত হইবেক। স্ত্রীলোক পরমার্থ উপসনা করিলে সেই তাহার ফল প্রাপ্ত হইবেক। এবং স্বামী পরমার্থ উপাসনা করিলে সেই তাহার ফল প্রাপ্ত হইবেক। এক জনের উপসনার ফল অপরে পাইতে পারে না কারণ ইহা পার্থিব সঞ্চিত ধন নহে যে একজন অপরকে যথেচ্ছায় দান করিবে কিম্বা উত্তরাধিকারি সত্ত্বে বর্ত্তাইবে। স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই সমানভাবে পরমার্থ কার্য্য করা আবশ্যক যাহাতে উভয়েই আনন্দরূপ থাকিতে পারে।

প্রতিমাপ্রতিষ্ঠা বিবরণ।

রাজা প্রজা আপনারা বিচার করিয়া দেখুন যে, আপনাদের শরীরের প্রতিমা ঈশ্বর জ্যোতিঃস্বরূপ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, আর সমস্ত আহার দিতেছেন, তাঁহার ত্রিগুণাত্মা জ্যোতির্ম্মূর্ত্তি তেজরূপ রাত্রিদিন প্রকাশিত রহিয়াছেন; তাঁহাকে না পূজা করিয়া আপন মন হইতে মৃত্তিকা, কাষ্ঠ, পাথর, ধাতু আদির প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া পূজিতেছ এবং পূজা করাইতেছ, আর বলিতেছ যে, ইনি পরমেশ্বর বিষ্ণু ভগবান। যখন আপনিই প্রতিমাকে নির্ম্মাণ করিলেন তখন আপনিই ইহার সৃষ্টিকর্ত্তা, আর যখন প্রতিমাকে ভোগ দিতেছেন তখন আপনিই ইহার পালনকর্ত্তা, আর আপনি যখন তাহাকে বিসর্জ্জন করিতেছেন তখন আপনিই তাহার সংহারকর্ত্তা। আপনি তাহার শরীর উৎপন্ন করিতেছেন, আর আপনিই পালন এবং লয় করিতেছেন তবে আপনি নিজে তাহা হইতে মহৎ সন্দেহ নাই। পরব্রহ্মের প্রিয় ভক্তগণ কি না করিতে পারেন?

কিন্তু প্রতিমাদি পূজা নাস্তিক মত হইতে বরং উত্তম মত বটে; কারণ কি পর-

ব্রহ্মের নাম লইয়া প্রতিমাকে পূজা করা হয়। আর আপনারা কেহ কেহ বলেন যে, প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে ঈশ্বরের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন। আর ঐ প্রতিমার ধ্যান দর্শন করাতে চিত্ত একাগ্র হইবেক, এজন্য উহা নির্ম্মিত হইয়াছে। বিচারপুর্ব্বক চিত্তকে একাগ্র করিয়া শুনন্ যে, যাঁহারা প্রতিমা জড় পদার্থতে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন; কিন্তু যখন তাঁহাদের নিজের পুত্র মরিয়া যায় এবং তাহার সমস্তই ইন্দ্রিয়গণ সহিত শরীরের প্রতিমা সম্মুখে পড়িয়া থাকে,তখন সকলে মিলিয়া কেন উহাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা না করা হয়? কেন কাঁদিতে থাকেন? উহাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া লইলেই ত পুনশ্চ চৈতন্য হইয়া বাঁচিয়া উঠিবে. সমস্ত ব্যবহার কার্য্য করিবে। যখন দশ ইন্দ্রিয়গণ থাকাতেও প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয় না তবে জড় পদার্থতে ঈশ্বরকে রুদ্ধ করিয়া কেমনে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবে। তিনি ত সর্ব্ব-ব্যাপক, সকল স্থানেতে ও সকল বস্তুতেই পূর্ণভাবে বিরাজমান আছেন, ভ্রম-বশতঃ কেন ভুলিয়া আছ। আপনারা বলিয়া থাকেন যে, চিত্তের একাগ্রতা জন্য প্রতিমা পূজা করা হয়। বিচার পূর্ব্বক দেখ যে, চিত্তএকাগ্রতার অর্থ এই যে. সদা চিত্ত পরব্রহ্মেতে লীন থাকে এবং দ্বেষ হিংসা প্রভৃতি দ্বারা চালিত হইয়া কাহার সহিত শত্রু ভাব না করে। জয় পরাজয়, মান অভিমান, দ্বৈত ভ্রম লয় হয়; চরাচর রাজা প্রজা স্ত্রী পুরুষ আদিকে সমান দৃষ্টিতে দেখে যে, সকলই পর-ব্রহ্মের রূপ, আর আত্মা। সকলের প্রতি দয়া করে, শীল, সন্তোষ, ধৈর্য্য ও নিষ্ঠা হইয়া থাকে, সকলে যাহাতে শুভ কর্ম্ম করে তাহার চেষ্টা করে, সত্য কথা বলে; কাহার সহিত কোন বিষয়ে বৈরভাব রাখে না, শত্রু মিত্র ভাব নষ্ট হইয়া যায়; এই সকল চিত্ত একাগ্রতার লক্ষণ বুঝিয়া লইবেন। কিন্তু ঐপ্রকার প্রতিমা প্রতিষ্ঠাতে চিত্তের একাগ্রতা না হইয়া তাহার বিপরীত ফল হইতেছে অর্থাৎ আপনাদের পরস্পরের বৈরভাব বৃদ্ধি হইতেছে এমন কি হিন্দুদিগের মধ্যেও বিষম বৈরভাব চলিতেছে; ইহাতেই সংসার উৎসন্ন হইয়া গিয়াছে ও এখনও যাইতেছে আর যদি বলেন যে প্রথমত সকলেরই চিত্তের একাগ্রতা এরূপ হইবে না; এ জন্য প্রথমে প্রতিমা পূজা করিলে চিত্তের একাগ্রতা হইতে পারে। তাহা সত্য

বটে যাহার পিতার প্রতিমা (শরীর) মরিয়া ভস্ম হইয়া গিয়াছে, আর দৃষ্টিতে আইসে না, সেই ব্যক্তি কাঠ, মৃত্তিকা, ধাতু আদির অথবা কাগজ আদির প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া সেবা করিতে পারে। আর যাহার পিতা অনাদি স্বতঃপ্রকাশ জীবিত আছেন, ঐ পুরুষের কি প্রয়োজন আছে যে, জীবিত প্রত্যক্ষ পিতা বিরাজমান তখন তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া কাগজের প্রতিমূর্ত্তি আর কাষ্ঠ মৃত্তিকা পাথর আদির প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করায় আর পিতা শব্দ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ অর্থাৎ প্রত্যক্ষ জ্যোতির্ম্মূর্ত্তি চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ পিতা বিরাজমান থাকাতে, পুত্র শব্দ রাজা প্রজা কেন তাঁহার প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিবে? যদি ঈশ্বর জ্যোতির্ম্মূর্ত্তি পিতা প্রত্যক্ষ না থাকিতেন তাহা হইলে তাঁহার প্রতিমা নির্ম্মাণ করা বিধেয় হইত। ঐ জগৎ পিতা জ্যোতির্ম্মূর্ত্তির প্রতিমা, সমস্ত রাজা প্রজা চরাচরের মূর্ত্তি, উঁহারই প্রতি মনুষ্য চিত্ত রাখিবে। আকাশ রূপ তো মন্দির, গিরিজা ঘর, মস্‌জিদ্ উপস্থিত আছে; উহাতে এক ঈশ্বর, গাড্, আল্লাহ, খুদা অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্ম বিরাজমান আছেন। পুনশ্চ অপর মন্দির ও মস্‌জিদ আর গিরজা ঘর নির্ম্মাণ করিবার কি প্রয়োজন আছে? ঐ আকাশ মন্দির, মস্‌জিদ্ ও গিরজা ঘরেতে নমস্কার প্রণাম কর, নমাজ পড়; যেদিকে মুখ করিয়া প্রণাম নমস্কার ও নমাজ্ করিবে সেই দিকেই পরব্রহ্ম তিনি সকল দিক হইতে দেখিতেছেন। যখন জ্যোতির্ম্মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ থাকিবেন, উঁহার সম্মুখে নমস্কার প্রণাম কর, নমাজ পড়; আর সেই ব্রহ্ম মূর্ত্তি জ্যোতি প্রতিমাকে ধ্যান করিয়া হৃদয়েতে ধারণ কর, সকলের চিত্ত একাগ্র হইবেক, আর সকলের সহিত পরস্পর প্রীতি বৃদ্ধি হইবেক, আর সদা আনন্দ, জ্ঞান, মুক্ত স্বরূপ নির্ভয় থাকিবেক, কাহার সহিত কাহারও বৈরভাব থাকিবে না, সকলকেই আত্মাস্বরূপ দেখিবে।

“উত্তমোব্রহ্ম সদ্‌ভাবো ধ্যান ভাবস্তু মধ্যমঃ।
স্তুতির্জপোঽধমো ভাবঃ বাহ্যপূজাধমাধমঃ॥”

ইহার অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি সর্ব্ববস্তুতে পূর্ণ পরব্রহ্ম রূপ ভাবনা করিতে

থাকেন তিনি সর্ব্বোত্তম সাধক। আর যে সাধক আপনাকে জীব জ্ঞান করিয়া শিব কিনা পরব্রহ্মকে পাইবার জন্য অর্থাৎ আত্মজ্ঞান প্রাপ্তির জন্য আপনাকে পৃথক্ রূপ ভাবিয়া যখন পরব্রহ্মের ধ্যান করিতে থাকে; ঐ অবস্থায় সাধককে মধ্যম বলা হয়। আর যে সাধক আপনাকে পৃথক্ ও পরব্রহ্মকে পৃথক্ রূপ জানিয়া পরব্রহ্মের স্তুতি ও জপ করিতে থাকেন ঐ অবস্থায় সাধককে অধম শব্দ বলা হয়। আর যে সাধক বাহ্যরূপকে কি না জড় পদার্থকে পরব্রহ্ম জানিয়া পূজা করেন সে সাধককে অধমাধম শব্দ বলা হয়। এইরূপে বুঝিবেন যে অবস্থা ভেদে তুরীয়া সুষুপ্তি, জাগ্রত, ও স্বপ্ন এই চারি অবস্থা রূপান্তর উপাধি ভেদে নাম কল্পিত হয় অর্থাৎ আনন্দ শব্দ উত্তম, তদপেক্ষা বিজ্ঞান শব্দ মধ্যম, তদপেক্ষা জ্ঞানশব্দ অধম, আর তদপেক্ষা অজ্ঞান শব্দ অধমাধম; কিন্তু সাধকের স্বরূপেতে উত্তম অধম পদ নাই, কেবল অবস্থা ভেদে গুণ কল্পনা মাত্র; স্বরূপেতে যাহা আছেন তাহাই। এইরূপ সাধন পক্ষে বুঝিয়া লইবেন। এই চারি অবস্থা লয় হইলে সকল ভাব বুঝা যায়। আর নিরাকার ও সাকার রূপে এক পূর্ণ পরব্রহ্মই সকলেরই ইষ্ট আত্মা। আর মনেতে ভিন্ন ভিন্ন কল্পনা করিয়া প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া মান্য করিতেছেন এবং আপন ইষ্ট ভিন্ন ভিন্ন ভাবিতেছেন আর নানা নাম কল্পনা করিয়া অপর সকলকে যাহাতে ঐ রূপ করে তাহা করিতেছেন তাহা হইলে চিত্তের একাগ্রতা কি রূপে হইবেক? বরং তদ্বিপরীতে পরস্পর সকলের সহিত সকলের অর্থাৎ রাজার সহিত প্রজার, পণ্ডিতের সহিত পণ্ডিতের, গুরুর সহিত শিষ্যের পিতার সহিত পুত্রের বৈরভাব অনৈক্যতা, যাহা ঘটায় আমাদের পারিবারিক সুখ, গৃহলক্ষ্মী অন্তর্ধ্যান হইয়াছেন বুদ্ধি হইয়া গিয়াছে। অতএব আপনারা বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, এই হিন্দু আর্য্যাবর্ত্ত যত অধিক পরিমাণে দেবদেবীর পূজা করেন এমন আর কোন দেশে কোন ধর্ম্মে নাই। কিন্তু এত কষ্ট ও পরাধীনতা অন্য কোন ধর্ম্মোপাসকদিগের নাই; ইহার কারণ কি কাহারও একমতি নাই আর সকলেরই চিত্ত চঞ্চল, বিষয়তৃষ্ণায় কাতর হইয়া ব্যাকুল ভীত হইয়া রহিয়াছে। রাজা প্রজা সকল বিষয়ে দরিদ্রের ন্যায় বিষাদিত

হইয়া রহিয়াছেন; বিনা জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্ম কে দুঃখ নিবারণ করিবে এবং কিরূপেই বা চিত্ত একাগ্র হইবেক?

বলিদানার্থে জীব হিংসা বিবরণ।

আপনারা ইহাও বিচার করিয়া দেখুন্ যে, আপনাদের শরীরেতে যদ্যপি কোন রোগ হয় কিম্বা কোন অঙ্গ অস্ত্রেতে কাটিয়া যায়, কিম্বা কোনরূপ আঘাত লাগে, কিম্বা ক্ষুধা পায়, তবে কত কষ্ট হয়। সেইরূপ সকলেরই হয় এবং হইবেক সমস্ত জীব সমভাবেই পরব্রহ্মের স্বরূপ, যেরূপ একজনের কষ্ট হয় সেইরূপ সকলেরই হয়।

আর্য্যাবর্ত্ত নিবাসি হিন্দু, মুসলমান, ইংরেজ আদি রাজা, প্রজা বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, অবলা জীব গরু যেরূপ প্রকার হিন্দুর ঘরে দুগ্ধ দেয় সেইরূপ অপরের ঘরে দুগ্ধ দেয়; সেই গরু দ্বারা সর্ব্বদেশেই ভূমিতে চাষ হইয়া থাকে। চাষ দ্বারা অন্ন উৎপন্ন হইয়া রাজা প্রজা পরিপোষণ হয়, আর যাহার মৃত্যু হইলেও পর তাহার চামড়াতে জুতা আদি প্রস্তুত হয় এবং অপর অনেক কার্য্যে ব্যবহারে আইসে। দুগ্ধ ও ঘৃত দ্বারা সকল জাতির শরীর পুষ্টি হয়; এবং গোবর সুখাইয়া ঘুঁটে করিয়া রন্ধন করা হয়। উপকারী অবলা পশুর প্রতি দয়া না করিয়া জিহ্বার কিঞ্চিৎমাত্র আস্বাদন চরিতার্থের জন্য সেই উপকারী জীবকে হত্যা করিতেছেন। এক্ষণে হিন্দু মুসলমান ইংরেজ সকলেরই এরূপ উপকারী জীবকে রক্ষা করা আবশ্যক, হত্যা করা বুদ্ধিমানের ধর্ম্ম নহে। তাহাতে নিজ নিজ মঙ্গল জানিবে। মনুষ্যের আহারের জন্য ঈশ্বর, গড, আল্লাহ খুদা অর্থাৎ পরব্রহ্ম বিস্তর উত্তম উত্তম আহার সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন তাহার কিছুই অপ্রতুল নাই। কিন্তু যদ্যপি একান্তপক্ষে মাংস আহার ভিন্ন মনে প্রসন্নতা না হয় তবে সংসারের অব্যবহার্য্য জীব, পশু, বিচার পূর্ব্বক আহার করা উচিত, তাহাতে কোন নিষেধ নাই। কিন্তু ইহা একবার বিবেচনা করা উচিত যে, কেহ যদ্যপি তোমার নিজ পুত্রকে হত্যা করে তাহা হইলে কিরূপ কষ্ট হয় সেই প্রকার সকল জীবেরই হইয়া

থাকে। নিজ পুত্রের বা নিজের মঙ্গল জন্য অবলা মেষ মহিষ, ছাগল ইত্যাদি যে সকল জীব কথা কহিতে পারে না তাহাদিগকে বলিদান করা হইতেছে। "কালী মাতার" নাম করিয়া আনন্দ পূর্ব্বক বলিদান করিতেছ আর কহিতেছ যে "কালীমাতা খাও।" এখন দেখ এই জীবগণের গলা কাটিলে কত কষ্ট হয়। ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধে লিখিত আছে যে পশু হত্যা করিলে ঐ পশুর শরীরেতে যত লোম আছে তত হাজার বৎসর দণ্ডভোগ করিতে হয়। সুরথ রাজার ইতিহাসে ও ইহা স্পষ্ট লিখিত আছে। এক্ষণে বিচার করিয়া দেখ যে, তুমি বলিদান করিয়া নিজেই উহার মাংস অতি প্রীতি পূর্ব্বক আহার করিতেছ। উহাতো কালীমাতা কিছুই খান না। উহার রক্ত মৃত্তিকাতে পড়িয়া থাকে আর মাংস নিজে আহার কর, চামড়াতে ঢোলক ছাওয়া হয় কিম্বা চামড়া বিক্রী করা হয় (এবং এক্ষণে আবার হাড় পর্য্যন্ত বিক্রয় করা হয়) এইরূপ যখন সমস্ত শরীর গেল তবে ইহাতে কি বস্তু কালীমাতা খাইলেন, যাহাতে উহাঁর উদর পূরণ হইবে, আর কালীমাতাই বা কি জন্য উনি প্রসন্ন হইবেন? আপনিও নিজে জড় পশুতুল্য হইয়াছ আর যাঁহার নাম কালীমাতা তাঁহাকেও পশু করিয়াছ। যাঁহার নাম কালীমাতা কল্পনা করা গিয়াছে, তাঁহাকে জান যে কাহাকে কালী মাতা বলা হয়। তিনি পরম বৈষ্ণবী, জগৎজননী, মহাদেবী সরস্বতী ইত্যাদি উহাঁর নানা নাম কল্পিত আছে। যে সময়ে যেরূপ সং সাজেন, সেই সময় সেইরূপ নাম হয়; তিনি পরম জ্যোতিঃ রাজা প্রজার আত্মা। আর কলিকাতা ইত্যাদি স্থানেতে যে প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া মন্দিরেতে স্থাপিত কালী আছেন সে কালী মাতা নয়। উহাকে কেবল পশুর হাড় মাস দিতেছ কিন্তু উহার নামেতে উত্তম উত্তম পদার্থ, সুগন্ধ, মিষ্টান্নাদি অগ্নিতে হবন কর না যদি প্রত্যক্ষ অগ্নি-রূপেতে কালীমাতা খান, তবে প্রসন্ন হইয়া সমস্ত রাজা প্রজার কষ্ট নিবারণ করেন কিন্তু এরূপ না করিয়া জীবহিংসা করিতেছ। সমস্ত জীবই সমান, যেমন, গোব্রাহ্মণ আদি জীবকে হিংসা করিলে যেরূপ পাপ হয়, ভেড়া, ছাগল, পিপী-লিকা পর্য্যন্ত জীবের হিংসাতে সেইরূপ পাপ হয়, ইহা সত্য বলিয়া জানিবে।

কারণ কি, আপন পুত্রের মঙ্গলের জন্য অন্যের পুত্রের প্রাণ বধ করিতেছ, ইহার ফল অবশ্যই ভোগ করিতেছ ও করিবে, সম্প্রতি পরাধীন হইয়া রহিয়াছ। ইহাতে কালী মাতার কি দোষ? নিজের জন্য বলিতেছ যে আমাকে উত্তম উত্তম পদার্থ রসগোল্লা, পেড়া, দুধ, ক্ষীর আনিয়া দেও; আর কালীমাতার নামে এক-পয়সার তিল যব লইয়া আন। আর আমার জন্য অধিক মূল্যের উত্তম আতর গোলাব আদি সুগন্ধ দ্রব্য লইয়া আন এবং কালীমাতার নামে আধ পয়সার ধুনা লইয়া আসিবে। বিচার করিয়া দেখ, এইরূপ পরম ভক্ত কালীমাতার পক্ষে অতিদুর্লভ, কারণ কি হাড়, মাস, তিল, যব ও ধুনার জন্য কালীমাতার বড়ই ক্ষুধা পাইয়াছে। আর তাঁহার এই সকল ভাল লাগে এবং ভক্ত জন দিয়াও থাকে। রাজা প্রজাগণ আপনাদিগকে ধিক্। উত্তম উত্তম বস্তু সকল অগ্নিতে আহুতি না দিয়া অভক্ষ্য বস্তু সকল নিজ সিদ্ধির জন্য হবন (হোম) করিতেছ। আর যেরূপ নিরুপায়ে ময়দার রুটি না পাইলে, খেসারি কলাইএর রুটি মনুষ্যকে খাইতে হয়; এইরূপ সেবার বিষয়ে বুঝিয়া লইবেন। সকলকেই উত্তম উত্তম পদার্থ ভাল লাগে। কালীমাতা প্রত্যক্ষ অগ্নিরূপে আহার করেন, কিন্তু অগ্নিতে এক ছটাকও আহুতি না দিয়া নিজ জিহ্বা চরিতার্থ করিবার জন্য কালীমাতার নামে ছাগল বলিদান করিতেছ ইহাতে কালীমাতার প্রসন্নতা কামনা যত না থাকুক নিজ উদর পূরণ কামনা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। আর আজ হইতে জীবের বলিদান সমাপ্ত হইল, অর্থাৎ কালীমাতা ক্ষমা করিয়া দিলেন। জীবহিংসার পরিবর্ত্তে কেবল উত্তম উত্তম পদার্থ অগ্নিতে আহুতি দাও। তাহা হইলে কালী মাতা প্রসন্ন হইবেন, কেবল মাত্র হোম করিলেই সমস্ত ফল প্রাপ্ত হইবেক; ইহা সত্য সত্য জানিবে। আজ হইতে যদি কেহ সকাম সাধনের জন্য কিম্বা আপন মঙ্গলের জন্য বলিদানের নিমিত্ত জীবহিংসা করিবে তাহা হইলে সে জন্ম জন্ম নরক ভোগ করিতে হইবে ও স্ববংশে নাশ হইয়া যাইবেক; রাজা প্রজা পরাধীন হইয়া সদাকষ্ট পাইবে এবং পাইতেছ ইহাই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া বুঝিতেছ এবং ধর্ম্মকে অধর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেছ, ইন্দ্রজালের (ভোজ-

বিদ্যা ইত্যাদির) খেলা হইতেছে, আপনাদের বুদ্ধি বিপরীত হইয়া গিয়াছে, নচেৎ এমত বিষম দুর্ব্বত্তি কেন হইবেক? কথাতেই আছে যে, "আসন্ন কালে বিপরীত বুদ্ধি।"

এক মুখে অগ্নি থাকা এবং অপরমুখে অগ্নি না থাকার বিবরণ।

কোন কোন অবোধ মনুষ্য যাহার সমদৃষ্টি নাই, বলে যে, আমার মুখেতে অগ্নি আছে, আমাকে ভোজন করাইলে অগ্নি প্রসন্ন হইবেন; আর সকলের মঙ্গল হইবেক। আপনারা বিচার করিয়া দেখুন যে, একজন মনুষ্যের মুখেতে অগ্নি আছে, আর অন্য একজনের মুখেতে অগ্নি নাই; তবে যে মনুষ্যের মুখেতে অগ্নি আছে, সে যাহা ভোজন করিবে তাহা ভস্ম হইয়া মলদ্বার দিয়া অঙ্গার রূপে বাহির হইবেক। আর যাহার মুখেতে অগ্নি নাই তাহার ক্ষুধা লাগিবেক না আর অন্নও পরিপাক হইবে না। বিচার করিয়া দেখুন্ যে, জীব ইত্যাদি কিনা পিপীড়া হইতে হাতী পর্য্যন্ত আর রাজা প্রজা স্ত্রী পুরুষ আদি সকলকে ক্ষুধা আর পিপাসা ও দুঃখ, ভয় সমানই হইয়া থাকে। সকলেই ভোজন করে এবং জলপান করেন আর সকলেরই সমানরূপে সুখ দুঃখ বোধ হইয়া থাকে। যদি অগ্নি সকলেতেই সমান না হয়, তবে অন্নের পরিপাক আর পশুগণের পেটেতে ঘাস আদি পরিপাক কিরূপে হয়; শরীরেতে অগ্নি মন্দ হইলে ক্ষুধা পায় না রোগ হয়; এইরূপ সকল বিষয়ে বুঝিয়া লইবেন। আর সকলের মুখে তথা শরীরে বাহিরে ভিতরে অগ্নিব্রহ্ম পূর্ণ আছেন। সমস্ত জীব, পরব্রহ্ম পরমেশ্বরের স্বরূপ, সকলেরই ক্ষুধা, পিপাসা, সুখ দুঃখ সমান ভাবে হইয়া থাকে। চাই যে কুলেতেই তাহার জন্ম হইয়া থাকে, কোন ক্ষুধার্ত্ত অভ্যাগত উপস্থিত হইলে তাহাকে ভোজন করাইয়া দিবেন; পিপাসার্ত্তকে জল, ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন, বিবস্ত্রকে বস্ত্র দেওয়া, ইহাই মনুষ্যের প্রধান পুণ্য। যথার্থ ক্ষুধার্ত্ত অভ্যাগতকে বিনি জাতি কুল জিজ্ঞাসা (বিচার) করিয়া ভোজন দেন, কিনা যে ব্যক্তি আত্মদৃষ্টি না করিয়া ক্ষুধার্ত্ত অভ্যাগতকে পরিত্যাগ করিয়া জাতি ও সম্প্রদায়ের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া জাতি আর কল্পিত বেশের মর্য্যাদা করেন, এবং ক্ষুধার্ত্ত

অভ্যাগতের সেবা করেন না ; সমাজেতে তাঁহাকে পশুতুল্য জানা আবশ্যক। যে এরূপ বিচার করিয়া যথার্থ ক্ষুধার্ত্তকে কষ্ট দিয়া ভেথ, সম্প্রদায়ের মর্য্যাদা রাখেন, তাহার রাজ্য, ধন শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়। একারণ রাজা প্রজার সর্ব্বনাশ হইয়া গেল। আর আপনাদিগের এই ধর্ম্ম যে, বিচার পূর্ব্বক ব্যবহার কার্য্য কর, ও সকলকে সমান দৃষ্টিতে (সমভাবে) আত্মার তুল্য দেখ, কাহার সহিত বৈরভাব রাখা উচিত নহে।

পঞ্চম অধ্যায়—যজ্ঞ তত্ত্ব।

যজ্ঞবর্ণন।

ঈশ্বরের প্রীতির নিমিত্ত চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত যজ্ঞাহুতির বিধি আছে।

যজ্ঞাহুতি দিবার নানা অর্থ আছে। আপনাদের দ্বারা ব্যবহার কার্য্যেতে যাহা কিছু হইতেছে ও হইবেক, ঐ সকলকেও যজ্ঞাহুতি বলা যায়। ইহার মধ্যে তিনটী প্রধান যজ্ঞাহুতি যথা,—একটী যজ্ঞ এই যে, আপনারা রাজা প্রজা অগ্নিতে যে সকল সুগন্ধ, মিষ্টান্ন, উত্তম উত্তম ফল আদি হোম করিতেছেন ও করাইতেছেন ইহা এক প্রধান যজ্ঞ; ইহা করাতে সমস্ত বিঘ্ন ও যন্ত্রণা নষ্ট হয় আর সুখ প্রাপ্ত হয়, অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইয়া তেজ প্রকাশ হয় ও জ্ঞান উদয় হইয়া থাকে। আর সময় মত জল হয়, এবং তদ্দ্বারা চরাচর পালন হইয়া থাকে। ইহা অবশ্য করিবার যোগ্য যজ্ঞ, আর এই যজ্ঞ করা ভিন্ন রাজা প্রজার কল্যাণ হয় না, সময় মত বৃষ্টি হয় না এবং প্রজাগণ সুখী হইতে পারে না।

ক্ষুধার্ত্ত অভ্যাগতকে (অতিথিকে) অন্নজল দেওয়া ইহাও একটী যজ্ঞ। জীব ইত্যাদিকে আহার দেওয়ার বিশেষ ফল আছে।

জ্ঞান যজ্ঞ ও আত্ম যজ্ঞ অগ্নি ব্রহ্মেতে হবন (হোম) করিবার অর্থ।

শাস্ত্রেতে গোমেধ, অশ্বমেধ, নরমেধ, বাজপেয়, গোষ্টোম, অগ্নিষ্টোম ও জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞ কথিত আছে। ইহাতে গোমেধের অর্থ এইরূপ বুঝিতেছেন যে, গরুর মাংস দ্বারা অগ্নিতে হোম করা, আর পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে ঋষি ও ব্রাহ্মণগণ এই যজ্ঞ করিতেন। আর অশ্বমেধ যজ্ঞ, কেহ কেহ ঘোড়ার মাংসে হোম করাকে বলেন। আর নরমেধ যজ্ঞকে বলেন যে ব্রাহ্মণের মাংসের হোম করিতেন। আর বাজপেয়কে বলিয়া থাকেন যে, বাজ পক্ষীগণকে ধৃত করিয়া উহার মাংস দ্বারা অগ্নিতে হোম করিতেন। আর ঘৃত এবং তিল ইত্যাদির দ্বারা অগ্নিতে হোম করাকেও বাজপেয় যজ্ঞ বলে। আর অগ্নিষ্টোম কি না অগ্নিতে হবন করা; আর গোষ্টোম কি না অগ্নিতে গরুর মাংস হোম করা। আর জ্যোতিষ্টোম,

কি না জ্যোতিস্বরূপের নামেতে অজ্ঞান দ্বৈতকে হোম করা। এই সকলের অর্থ জ্ঞানীর জন্য এইরূপ সংক্ষেপে বুঝিয়া লইবেন। গোমেধ শব্দ গো (ইন্দ্রিয়গণ) বিচার দ্বারা মনেতে হোম কর, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণকে জ্ঞানাগ্নিতে আহুতি দেও; ইহার নাম গোমেধ যজ্ঞ। অশ্বমেধ, অশ্ব নাম শ্যামকর্ণ ঘোড়া (আর অশ্ব- অর্থাৎ মন ব্রহ্মের নাম), এই অশ্বরূপ মন জগৎরূপ বিষয়েতে দৌড়িতেছে কেহ ধরিতে পারে না অর্থাৎ ধরা দেয় না। ঋষি মুনিগণ ধরিতে ধরিতে হার মানিয়া গিয়াছেন, অর্থাৎ সিদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছেন না, কি না যজ্ঞ পূর্ণ হইতেছে না। সৃষ্টি প্রজা লোক হাহাকার করিতেছেন, আর কষ্ট পাইতেছেন। আর সেই অশ্বরূপ মনকে ব্রহ্ম অগ্নিতে হোম করা অর্থাৎ ব্রহ্মকে জানা। ঐ অশ্বরূপ মন জয় হইলে সকল যজ্ঞ সম্পূর্ণ হয়। পরব্রহ্ম হইতে মন পৃথক নহে, যেমন অগ্নি হইতে উষ্ণতা পৃথক্ নহে। নরমেধ যজ্ঞ, যাহা অহমস্মি (অহংকার যে আমি নরনারায়ণ) অর্থাৎ পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ, ক্লীবলিঙ্গ বোধ হইয়া থাকে; সেই তিন শব্দকে কারণ পরব্রহ্ম আত্ম অগ্নিতে আহুতি দেও অর্থাৎ সকলের উপর সমদৃষ্টি রাখ, যে সকলেই পরব্রহ্মের রূপ আমার আত্মা, কাহারও সহিত কোন প্রভেদ জ্ঞান না রাখা; ইহারই নাম নরমেধ যজ্ঞ। আর বাজপেয়ের অর্থ এই যে, যেমন বাজপক্ষী অন্য পক্ষীর উপর ছোঁ মারে, সেইরূপ অবিদ্যা (মায়া ব্রহ্ম) ছোঁ মারিতেছে অর্থাৎ আপনারা অজ্ঞান হইয়া পশুতুল্য হইয়া ভুলিয়া রহিয়াছেন; আত্মা, পরমাত্মা, গুরুর বোধ থাকে না। আর সেই অবিদ্যা (মায়া) বাজপক্ষীকে ধৃত করিয়া সত্য শুদ্ধ চৈতন্য পূর্ণ পরব্রহ্মগুরুতে অর্থাৎ আত্ম অগ্নিতে হোম করা; আর সকলের উপর সমদৃষ্টি রাখা; অর্থাৎ অবিদ্যা মায়ারূপ বাজপক্ষী সব পরব্রহ্ম হইতে পৃথক্ না জানা। যখন ঐ সকলকে জয় করিবে, আর অশ্বরূপ মনকে ধরিবে, তখনই যজ্ঞ পূর্ণ হইবে এবং হইয়া থাকে। আর রাজা প্রজা সকলে সুখী থাকিবেন। জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুর সঙ্গ করাতে মন জয় হইবেক এবং সকল যজ্ঞই পূর্ণ হইবেক। আর অগ্নিষ্টোম শব্দেতে তিন শব্দ হইয়া থাকে; এক অগ্নি আত্ম। দ্বিতীয় জ্ঞানাগ্নি ব্রহ্ম, আর তৃতীয় অগ্নি ব্রহ্ম যাহাতে সমস্ত ব্যবহার কার্য্য চলিতেছে; উহাঁতে

সুগন্ধ মিষ্টান্ন ইত্যাদি উত্তম উত্তম পদার্থ হোম করা। আর জ্ঞানাগ্নি ব্রহ্মেতে আশা, তৃষ্ণা, লোভ, কাম, ক্রোধ, দ্বৈত, অদ্বৈত, জয়, পরাজয়, বাসনা ইত্যাদি বিচার দ্বারা লয় অর্থাৎ হোম করা। আর আত্ম অগ্নিতে অহমস্মি সচ্চিদানন্দ ভাব হৃষ্ম অজ্ঞান অহংকারকে হোম করা। আর তিনটী অগ্নিশব্দকেই আত্মরূপ জানা। আত্মা হইতে পৃথক্ কিছুই নাই, এই জানিবে, সমদৃষ্টিতে সকলের উপর দয়া করিবে। গোষ্টোম শব্দে গো (ইন্দ্রিয়) আদি, এবং পৃথিবীতে যে অন্ন, ফল, ফুল ইত্যাদি উৎপন্ন হইতেছে; মনুষ্য পশু ইত্যাদি সকলেই ভোগ (আহার) করিতেছে, উহা দ্বারা হাড়, মাস, ইন্দ্রিয়াদি বৃদ্ধি হইতেছে। সেই মাংস, তাহাকে অর্থাৎ শরীর, ইন্দ্রিয়গণ ইত্যাদি সমষ্টি জানিয়া বিচার অগ্নিতে হোম করা। আর এই রক্ত মাংসের শরীরের কোন অহংকার না করা, সকলের উপর সমদৃষ্টি রাখা। আর মৃত্যুর পরে আত্মীয়গণ মৃত শরীর, মাংস, ইন্দ্রিয় আদিকে অগ্নিতে হোম করিয়া দিতেছে। জ্যোতিষ্টোম শব্দ পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু আত্মাতে তন (তনু, শরীর) মন ইত্যাদি আপন সহিত সমর্পণ করা। জ্যোতিঃ-স্বরূপ গুরুরই এই সকল যাহা কিছু, ইহা আমার কিছুই নয়। আমি রিক্ত হস্তে জন্মিয়াছি আর রিক্ত হস্তেই মরিয়া যাইব। গুরু পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আমার আত্মা, উহা হইতে অধিক আর কি ধর্ম আছে, আর আমিই উহাঁর আত্মা ও তিনিই আমার আত্মা, এইরূপ বুঝিয়া লইবেন।

আত্ম অগ্নিতে হোমকর্ত্তা পুরুষ কোটির মধ্যে একজন হইয়া থাকেন। আর যদি সকলেই হয়, তাহাতে আশ্চর্য্য কি, জ্ঞানরূপে অথবা অজ্ঞানরূপে যে রূপে থাকুক না সকলেইত পরব্রহ্মের স্বরূপ। আর যদ্যপি একজন পুরুষের আত্ম-বোধ হয় যে, সমস্ত চরাচর আত্মা, তাহা হইলে ইহাতে সমস্ত চরাচর, রাজা, প্রজার কি ফল হয়? একপুরুষের আত্ম-বোধ হওয়াতে অথবা কোটি পুরুষের আত্ম-বোধ হইলে রাজা প্রজার কি লাভ হয়, তাহাতে জগতের ইন্দ্রিয় ভোগ উঠিয়া যাইবে না; কেন না যে ব্যক্তির আত্মজ্ঞান হইয়াছে, তাহাকেও শরীর রক্ষার জন্য আহার করিতে হইবেক। আর এক তোলা জল পান করিলেও

ভোগ হইল। এক তোলা অন্ন অথবা কন্দ মূল খাইলেও ভোগ হইল; আর যদ্যপি একটী কৌপীন পরিধানে দিন নির্ব্বাহ করেন তথাপিও ভোগ হইল; কিম্বা শাল দোশালা গায়ে দিলে অথবা জগতের সমস্ত ঐশ্বর্য্য ভোগ করিলে অথবা কৈলাস বৈকুণ্ঠ ভোগ করিলে, সকলই সমান ভোগ। স্বরূপেতে ভোগ শব্দ নাই; কিন্তু ব্যবহার কার্য্যের জন্য আর্থৎ রাজা, প্রজার সুখের জন্য যজ্ঞা হুতি ইত্যাদি শুভ কর্ম্ম জ্ঞানী অজ্ঞানী সকলেরই করা উচিত।

যজ্ঞাহুতির সংশয়।

আর তিনি বালকের ন্যায় অবোধ, যিনি আপন মনে একরূপ জেদ রাখেন যে, আমি এক ব্রহ্ম তবে অগ্নিতে কেন হোম করিব? যদ্যপি তিনি নিজে স্বয়ং ব্রহ্মই হইলেন, তবে অন্ন আর জল ব্রহ্মকে আহার করিতেছেন অর্থাৎ আপনাকে-আহুতি দিতেছেন এবং জেদ রাখিতেছেন যে আমি এক ব্রহ্ম; কিন্তু তাহা হইলে অগ্নি ব্রহ্মেতে আহুতি দিতে তাঁহার দোষ কি? অন্ধকার ঘরেতে প্রদীপে যে অগ্নি আছে তাহাতে যদ্যপি জেদ করিয়া তৈল সলিতা না দেও যে আমি একব্রহ্ম তৈল সলিতায় প্রয়োজন নাই তবে অন্ধকার পূর্ণ থাকিবে; আর আপনিও অন্ধ হইয়া থাকিবে, ব্যাবহার কার্য্য সিদ্ধ হইবে না। এ জন্য অগ্নি আত্মাতে আহুতি দিতে হইবে, উপাসনা করিতে হইবে যাহাতে ব্যবহার কার্য্য ও পরমার্থ কার্য্য সিদ্ধ হইবে। বিনা অগ্নিতে যজ্ঞ আহুতি করা রাজা প্রজার কোন বিষয়ে কল্যাণ হইবে না, এবং কার্য্যসিদ্ধও হইবে না। পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুর উপাসনা নমস্কার করা সম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিয়া লইবেন।

রাজা প্রজা যদ্যপি এরূপ জেদ করিয়া বসিয়া থাকেন, যে আমিও এক ব্রহ্ম, তবে কেন আমি ভূমিতে চাষ দিয়া বীজ বপন করিব? আমি স্বয়ং ইচ্ছা দ্বারা শস্য করিয়া লইব। কিন্তু কৃষি যদ্যপি ভূমিতে চাষ দিয়া বীজ বপন না করে, তবে সে কি রূপে শস্য উৎপন্ন করিবে এবং কোথা হইতে অন্ন (শস্য) কাটিয়া লইয়া আসিবে? রাজা প্রজারই বা কি রূপে ভরণ পোষণ হইবে। আর অহমস্মি সচ্চিদা-

মন্দ আমিও এক ব্রহ্ম ইহা বলাতে ত অন্ন উৎপত্তি হইবে না এবং ক্ষুধা-পিপাসা নিবারণ হইবে না, এবং নানা দুঃখ, অজ্ঞান, ভ্রম, ভয়, প্রভৃতি লয় হইয়া যাইবে না। মুখে বলাতে কি হইতেছে? তুমি যাহা, তুমি তাহাই। আর আপনি প্রত্যক্ষ বিচার করিয়া দেখুন্ যে, প্রজালোক ভূমিতে দশ, বিশ সের বীজ বপন করিলে, তবে উহাতে পাঁচ মোন, দশ মোন, পনর মোন শস্য পায় এবং সমস্ত পরিবারের ভরণপোষণ হয়। মৃত্তিকাতে বপন করায় যখন এত অধিক প্রত্যক্ষ ফল হয়, তখন চৈতন্য অভ্যাগত ক্ষুধার্ত্ত আদিকে অন্ন জল দেওয়াতে আর অগ্নি-রূপ ক্ষেত্রেতে নানা সুগন্ধ ও মিষ্টান্ন এবং উত্তম উত্তম ফল আদি দেওয়াতে কতই ফল হইবেক, ইহার পরিমাণ করিতে পারা যায় না। অগ্নির তুল্য আর অভ্যাগত নাই, কারণ উঁহার হাত পা নাই, আপনারা রাজা প্রজা উঁহার হাত পা।

অগ্নি ব্রহ্মের গুণ বর্ণন।

অগ্নি ব্রহ্মের কতগুণ তা দেখ। যত মন্দ বস্তুর ধূম আকাশে যায়, যদি ঐ মন্দ ধূমে মেঘ হইয়া জল বর্ষণ হয়; তাহা হইলে ঐ জল দ্বারা যদি অন্ন আদি উৎপন্ন হয়, তাহা আহার করিলে পীড়া, তমোগুণ প্রধান স্বভাব এবং জড় বুদ্ধি হয়; আর আলস্য তামস ইত্যাদি সমস্ত দুঃখ ও রোগ হয়। আর যদ্যপি অগ্নিতে উত্তম উত্তম বস্তু হবন কর, তবে সমস্ত উত্তম উত্তম বস্তুর ধূম হইতে যে মেঘ হইবে, তাহা দ্বারা যে জল বর্ষণ হইবে, উহা হইতে যে অন্ন (শস্য) আদি উৎপন্ন হইবে, উহা ভোজন করিলে সাত্বিকী বুদ্ধি হইবে, তামস বুদ্ধি হইবে না, কোনও ব্যাধি হইবে না, সকলে সুখে থাকিবেন। ক্ষেত্রে যেরূপ বীজ বপন করা হয়, সেইরূপ শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। গমের বীজ বপন করিলে গম উৎপন্ন হইয়া থাকে, কাঁটা গাছের বীজ বপন করিলে কাঁটা গাছ উৎপন্ন হয়। দোহা।

“করে বুরাই সুখ চাহে কৈসে পাওয়ে কোই।
রোপে পেড় বাবুরকি আম কাহাঁসে হোই” ॥

অর্থ এই যে, মন্দ কর্ম্ম করিতেছ, কিন্তু সুখ ইচ্ছা করিতেছ; তাহা কেমন

করিয়া পাইবে ? বাবলার বৃক্ষ রোপণ করিয়াছ, তাহাতে আম্র কোথা হইতে হইবেক ? উত্তম উত্তম পদার্থ অগ্নি ব্রহ্মেতে হোম করিবে, যজ্ঞ আহুতি করিবে তবে সুখী হইবে। উত্তম উত্তম অন্ন ইত্যাদি উৎপন্ন হইবে যাহাতে রোগ হইবে না ও রাজা প্রজা সকলে সুখী থাকিবেন। অপিচ অগ্নি ব্রহ্মের গুণ দেখ যে, আকাশেতে যত মন্দ ধূম ও লবণাক্ত জল যায়, তাহাই মেঘরূপ হইয়া বৃষ্টি হয়, উহাকে অগ্নি ব্রহ্ম পরিষ্কার করিয়া দেন; আর বিদ্যুৎরূপ হইয়া মেঘেতে যে বিদ্যুৎ হানে বলিয়া বোধ হয়, তাহা সমস্ত মন্দ স্বভাবকে নাশ করিয়া জলকে নির্ম্মল করেন। আর যতক্ষণ জল নির্ম্মল না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত একবিন্দু জলও পড়িতে দেন না। যখন জল নির্ম্মল হইয়া যায় তখনই বৃষ্টি হইতে দেন। তিনি কেন পরিষ্কার করেন ? যেহেতুক যে সমস্ত মন্দ ও লবণাক্ত এবং পীড়াদায়ক জল ও নানা মন্দ বস্তুর মন্দ ধূম আকাশে যাইতেছে, যদ্যপি তিনি ঐ সমস্ত মন্দ বস্তু পরিষ্কার না করেন, তবে উহার বর্ষণে সমস্ত নদী, পুষ্করিণীও কূপ ইত্যাদির জল মন্দ হইয়া যাইবে। তাহা কেহই পান করিতে পারিবেন না, আর অন্ন, ফল, ফুল ইত্যাদির প্রকৃতি (স্বভাব) মন্দ (পীড়াদায়ক ও বিস্বাদ) হইবেক, কেহই খাইতে পারিবে না, অতএব সকলেরই দুঃখ হইবেক। এ কারণ অগ্নি ব্রহ্ম পরিষ্কার করিতেছেন। আর বর্ত্তমান সময়ে সস্তা বুঝিয়া কতই মন্দ তৈল ও কয়লা আদি অগ্নিতে পুড়িতেছে এবং মন্দ-ধুঁয়া আকাশে যাইতেছে; আর যজ্ঞ আহুতি হইতেছে না, এজন্য রোগ অত্যন্ত বিস্তার হইয়াছে অর্থাৎ সমস্ত দেশ ব্যাপিয়া মারিভয় ও পীড়া হইতেছে; কোন স্থানেরই জল বায়ুও স্বাস্থ্য ভাল নাই এবং বুদ্ধি স্থূল হইয়াছে। আর তিনি কত শত অসংখ্য মেঘের জল নির্ম্মল করিতেছেন। একজন মনুষ্য অর্থাৎ রাজার উপর যদি মন্দ বস্তু পরিষ্কার করিবার ভার দেওয়া যায়, তবে উঁহার কেমন দুঃখ হয়, আর কত শীঘ্র পরিষ্কার করিতে পারিবেন ? ইহাতেও রাজা প্রজা পণ্ডিত লোক বিচার করিতেছেন না যে, দেব ভাগ না পাওয়ায় এরূপ নানা প্রকার বিগ্রহ হইতেছে; আর ইহা হইতে ঐ লোক বলহীন হইয়া নানা দুঃখ পাইতেছেন। আরো বুঝিবেন যে, অগ্নি ব্রহ্ম, গর্ভেতে সন্তানদিগকে রক্ষা

করেন ও সমস্ত জীবের শরীরে বল ও তেজ প্রদান করিয়া থাকেন ও জঠরাগ্নি রূপে অন্ন পরিপাক করেন। গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান বলিয়াছেন যথা—

"অহং বৈশ্বানরোভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপাণসমাযুক্তং পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধং॥"

যদ্যপি অগ্নি কিঞ্চিৎ মন্দ হয়, তাহা হইলে আর অন্ন (ভুক্ত দ্রব্য) পরিপাক হয় না তখন শরীরে নানা রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। আরো, অগ্নি ব্রহ্ম বিনা কোনও পরমার্থ ও ব্যবহার কার্য্য সিদ্ধ হয় না। রন্ধন করা, প্রদীপ জ্বালা, (অর্থাৎ যদ্যপি রাত্রিতে অন্ধকার ঘরে অগ্নিজ্যোতি না থাকে তাহা হইলে রাজা প্রজার চক্ষু অন্ধ হইয়া থাকে,) ও ইত্যাদি ব্যবহার কার্য্যসিদ্ধ হয় না। আর অগ্নি-কুমারের ঘরে মাটির বাসন (হাঁড়ি কলসি ইত্যাদি) ও ইট পোড়ান, স্বর্ণকারের ঘরে অলঙ্কার ইত্যাদি ও কর্ম্মকারের ঘরে অস্ত্র প্রস্তুত করেন, এবং যুদ্ধেতে কামান বন্দুক গোলা চালাইয়া থাকেন। অগ্নি ব্রহ্ম নবগ্রহও হন, আর তারাগণ ও বিদ্যুৎ ইত্যাদি তেজ রূপেও প্রকাশ হইতেছেন; এবং রাত্রিতে চন্দ্রমারূপ হইয়া সেই অগ্নি ব্রহ্মই তৃণ বৃক্ষাদিতে অমৃত দিয়া উত্তম উত্তম ফল উৎপন্ন করিতেছেন। আর সেই অগ্নি কালের কাল মহাদেবের দেব সূর্য্যনারায়ণ রূপেতে অন্ধকার লয় করিয়া প্রকাশ করিতেছেন ও পৃথিবী হইতে জল আকর্ষণ করিয়া বৃষ্টি বর্ষণ করি-তেছেন, যাহা দ্বারা অন্ন আদি উৎপন্ন হইয়া প্রজাপালন হইতেছে। এই অগ্নি ব্রহ্ম পৃথিবীকে আপন আধারে রাখিয়াছেন। দশদিকেতে রাত্রিদিন জ্যোতির্ম্ময় প্রকাশ রহিয়াছেন। যদ্যপি অগ্নি ব্রহ্ম শান্ত হন, তবে ব্রহ্মাণ্ড শান্ত হয় এবং চরাচর সুখী থাকে। আর প্রথমে অগ্নি ব্রহ্মে হোম করা ভিন্ন কোন যজ্ঞই সিদ্ধ হইবে না; অপর লক্ষ লক্ষ প্রকার যজ্ঞ করিলেও কদাচই সিদ্ধ হইবে না; সত্য সত্য জানিবেন।

"জো জানে অগ্নিব্রহ্মকা ভেদ, সোই ঈশ্বর সোই দেব।"

অর্থাৎ অগ্নি নাম পরব্রহ্মকেই জানিবেন। রাজা, প্রজা একাগ্রচিত্ত হইয়া শুন, চল ও চালাও, কর ও করাও।

অগ্নি ব্রহ্মের ধ্যান।

অগ্নিপুরাণে অগ্নি ব্রহ্মের ধ্যান এইরূপ লিখা আছে, যথা

"সপ্তহস্তং চতুঃশৃঙ্গং সপ্তজিহ্বা দ্বিশীর্ষকং।
ত্রিপাদ্ প্রসন্নবদনং সুখাসীনং সুচিস্মিতং।
তোমরং ব্যজনং বামে ঘৃতপাত্রং চ ধারয়ন্।
আত্মাভিঃ সুখমাসীন মেবং ধ্যায়েৎ হুতাশনম্॥"

সপ্ত হস্ত অর্থাৎ সাত ভূমিকা (পৃথিবী, জল, বায়ু, অগ্নি, আকাশ, চন্দ্রমা, ও সূর্য্যনারায়ণ) এই সাতের গুণ সাত জিহ্বা, চতুঃশৃঙ্গং কিনা চারি অন্তঃকরণ (মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার,) দ্বিশীর্ষ, অর্থাৎ বিদ্যা অবিদ্যাকে বুঝিবেন। ত্রিপাদ শব্দের নানা অর্থ হয়। কেহ বলিয়া থাকেন যে, ত্রিপাদ অর্থে তিন পা; কিন্তু ইহার অর্থ এইরূপ, এক হইতে অনেক হওয়া (কারণ, সূক্ষ্ম, স্থূল) ও ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ; ঈশ্বর, মায়া, জীব; সত্ত্ব, রজ, তম গুণ; ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না; গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী; অজ্ঞান, জ্ঞান, বিজ্ঞান; স্বপ্ন, জাগ্রত, সুষুপ্তি; উদয়, অস্ত, মধ্য; উৎপত্তি, পালন, লয় ইত্যাদি। প্রসন্নবদন অর্থাৎ প্রসন্ন রূপ; সুখাসীন সুখরাশি অর্থাৎ সকলের সুখদাতা, সুচিস্মিত পবিত্র বা পবিত্রতা দায়ক, ব্যজন (চামর ও পাখা) অর্থাৎ বায়ু (জগৎরূপ বিস্তার,) তোমর অর্থ শ্রুব অর্থাৎ আহুতি দিবার কাষ্ঠের পাত্র, অর্থাৎ জ্ঞান। বামে ঘৃত পাত্র ধারণ অর্থাৎ জগতের সমস্ত ভোগ্য পদার্থ অগ্নিব্রহ্মের হাতে আছে, ও ঘৃত শব্দে শুদ্ধ চেতনকেও বুঝিয়া লইবেন, উঁহাকে প্রাপ্তি করাইয়া দেন। আত্মা অর্থাৎ অগ্নিব্রহ্ম চরাচরের আত্মা ও আত্ম প্রাপ্তি করাইয়া দেন। এই প্রকারে অগ্নিব্রহ্মকে আনিয়া ধ্যান করিবে, অর্থাৎ বিরাট পরব্রহ্মকে (চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতির্ম্মূর্ত্তিকে) রাজা প্রজা ধ্যান ও নমস্কার করুন। ইনি সকল ফলদাতা ও সমস্ত বন্ধ হইতে মুক্ত করেন ও রাজা প্রজা সকলের মাতাপিতা হন।

যজ্ঞাহুতির ফল।

পূর্ণ ব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের উপাসনা ও অগ্নিব্রহ্মেতে যজ্ঞাহুতি করাতে কি ফল হইবে, তাহা শুনুন, আর ইহা করিয়া এক বৎসর দুই বৎসর মধ্যে প্রত্যক্ষ ফল দেখিয়া লউন। যদি রাজা প্রজা চরাচরের সমস্ত দ্বন্দ্ব দুঃখ নিবারণ না হয়, তবে জানিবেন যে, ঈশ্বর, দেব, দেবীমাতা, আর বিষ্ণু ভগবান, বিশ্বনাথ, আল্লাহ, খুদা, গড, পরমেশ্বর নাই। অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ নাই। তখন যাহা ইচ্ছা তাহাই করিও। আর আজি হইতে যজ্ঞাহুতি আরম্ভ করিলে, রাজা প্রজার মনোমত যথাসময়ে বৃষ্টি হইবেক, আর অন্ন, ফল, ফুল, তৃণ, ঘাস, ইত্যাদি উত্তমরূপে উৎপন্ন হইবেক; রাজা, প্রজা, চরাচর ইত্যাদি সুখে পালন হইবেক, আর কেহ অন্নবস্ত্রের দরিদ্র থাকিবেক না, কোন বিষয়েরই কষ্ট হইবে না আর সমস্ত সাত্বিকী অন্ন উৎপন্ন হইবে, কষ্টদায়ক হইবে না। এখন অন্ন, ফল, ফুল পোকায় খায়; তাহা সমস্ত নিবারণ হইয়া যাইবে; আর অত্যন্ত শিলাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি, জলপ্লাবন হইয়া যে দেশ-সকল একেবারে উৎসন্ন হইতেছে, তাহা এত অধিক পরিমাণে হইবে না কিন্তু যথা পরিমাণমত সুখদায়করূপে হইতে থাকিবে। তিন প্রকারের বায়ু বহিবে শীতল, মন্দ, ও সুগন্ধ, আর অত্যন্ত ঝড় তুফান হইবে না, সমস্ত নৈসর্গিক কার্য্য শান্তরূপে চলিবে, আর অগ্নি ব্রহ্ম কোন উপদ্রব হইতে দিবেন না রক্ষা করিবেন, রাজা, প্রজার বুদ্ধি নির্ম্মল ও সাত্বিকী হইবে, অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইয়া জ্ঞান প্রকাশ হইবে, সদা মুক্তিরূপ নির্ভয় এবং আনন্দে থাকিবেন; মৃত্যুর সন্দেহ ও ভয় থাকিবে না, সদা পূর্ণ পরব্রহ্মেতে নিষ্ঠা থাকিবে, আয়ু বৃদ্ধি হইবে, আর নূতন নূতন রোগ, মারিভয় আদি কখনই হইবে না, কোনও উপদ্রব থাকিবে না, আর ভূত ভূত যাহা কহিতেছ সে সমস্ত ভূতকে লয় করিয়া দিবেন, মনুষ্য পাগল হইবে না, স্ত্রীলোক অসময়ে বিধবা হইবে না; আর সময়মত সুখে সন্তান হইবেক। যদ্যপি বালকদের বসন্তের পীড়া হয় তাহাতে কোন চিন্তা ও

ভয় করিবে না, টাকা দেন অথবা না দেন, কোন কথার চিন্তা নাই অর্থাৎ দেবী মাতা জ্যোতিঃস্বরূপ রক্ষা করিবেন ও সমস্ত দ্বন্দ্ব দুঃখ দূর হইবে। রাজার সহিত রাজার, পণ্ডিতের সহিত পণ্ডিতের, পিতার সহিত পুত্রের, গুরুর সহিত শিষ্যের, সাধুর সহিত সাধুর, এবং ভেখ ইত্যাদিতে অজ্ঞান হেতু পরস্পরের যে বিরোধ আছে, সে সমস্তের শান্তি হইয়া যাইবে; এবং সকলের আত্মবোধ হইবে যে সমস্ত আমারই আত্মা; কাহার সহিত কেহ শত্রু ভাব রাখিবে না, সকলের উপর দয়া হইবে আর সুখে আনন্দ রূপ থাকিবে। আর ভূমিকম্প হইবে না, পৃথিবীর কষ্ট ও চরাচরের কষ্ট পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ মোচন করিবেন। আর আপনারা রাজা প্রজা আপনাদের উপর যে নানা গ্রহ রহিয়াছে, তাহা সমস্ত ত্যাগ হইয়া যাইবে, ইহা সত্য সত্য জানিবেন। বিনা পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ দ্বিতীয় কেহই নাই যে এই সমস্ত দুঃখ মোচন করেন ও এই সকল বিপদের খণ্ডন করে। গীতাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কহিয়াছেন যে, হে অর্জ্জুন! তুমি কেবল নিমিত্ত মাত্র দণ্ডায়মান থাক, যাহা করিবার তাহা আমি অগ্রেই করিয়া রাখিয়াছি। এইরূপ রাজা প্রজা আপনারা অজ্ঞান নিদ্রা হইতে জাগ্রত হউন; এই সত্য ধর্ম্মের প্রতি তীক্ষ্ণভাবে নিমিত্ত মাত্র দাঁড়ান, যাহা করিবার হয়, সেই জ্যোতিঃস্বরূপ অন্তর্যামি অন্তরেতে প্রয়োগ করিয়া করাইবেন; অর্থাৎ তোমাদের নানা প্রকারের দুঃখ মোচন করিবেন, তোমরা স্বাধীন থাকিবে। আর যখন ইষ্টদেব প্রসন্ন হন তখন রাজা প্রজা সকলের দুঃখ মোচন করেন। আর এরূপ করিবে না যেমন বলিয়া থাকে যে,

"ক্যা বরস্যা জবকৃষি সুখানে।
চুকি সময় পুণিক্যা পছ্তানে॥"

অর্থাৎ শস্য শুকাইয়া যাইলে পর বৃষ্টি হইলে আর কি হইবেক; যাহার যে সময় তাহা বহির্ভূত হইলে পরে শোচনা করিলে কি লাভ হইবেক। তদ্রূপ এখনও পর্য্যন্ত আপনাদের কিছুই নষ্ট হয় নাই, উদ্যোগ করিলেই সকল রক্ষা

হইবেক। এইরূপ যদ্যপি না কর, তবে অনুতাপ করিতে হইবে ও হইতেছে। শুভ কার্য্যে এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিবে না, প্রজা অন্নাভাব ইত্যাদি নানা প্রকারে অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছে।

যজ্ঞাহুতির দ্রব্য সংগ্রহ বিবরণ।

যদ্যপি আপনারা যজ্ঞাহুতি করেন তবে উহার জন্য কোথা হইতে দ্রব্য সামগ্রী লইয়া আসিবেন ও কিরূপে তাহা সম্পন্ন করিবেন, তাহা শুনন্। রাজা প্রজা উভয়ে যে দ্বীপে যে দেশেতে যেখানে যাহার জন্ম, আর যে যাহার রাজ্যেতে যে যে অন্ন ও ফলাদি উৎপন্ন হয়, উহা হইতে ব্যবসা বাণিজ্যে যে অর্থোপার্জ্জন হয়, তাহার মধ্যে প্রতি টাকায় এক পয়সা করিয়া সত্য ধর্ম্মের জন্য ঈশ্বর, গড আল্লাহ, খুঁদা অর্থাৎ জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্ম নামে বাহির করিয়া দিবে, ও আপন আপন অধিকারেতে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া বাহির করিয়া দিবে, নচেৎ এক পয়সার জন্য ষোল আনা নষ্ট হইয়া যাইবে ও যাইতেছে, তাহা প্রত্যক্ষ দেখিতেছ ও হাহাকার করিতেছ। গ্রামে গ্রামে দেব অর্পণের সমস্ত একত্র কর সত্য ধর্ম্মের প্রতি সন্তোষের সহিত দিবে। হিন্দু, মুসলমান, এবং ইংরেজলোক, অপর অপর যে কেহ দেয়, সে সকল একত্র করিয়া উহাকে দুই ভাগ করিবে। একভাগ যজ্ঞাহুতির জন্য এবং উহা দ্বারা উত্তমোত্তম ঘৃত, (গাভিঘৃতই উত্তম অভাবে ভয়সা ঘৃত এবং তাহার অভাবে যে কোন ঘৃত), মিষ্টান্ন, অগুরু চন্দন, শ্বেত চন্দন, গুগ্‌গুল, ধূপ, কর্পূর, কেশর, (কুম্‌কুম্, জাফরান্) মৃগনাভি, আদি সুগন্ধ, উত্তম উত্তম ফল আদি খরিদ করিয়া অগ্নিব্রহ্মেতে হোম করা, অগ্নিব্রহ্মের নামে যে অংশ রাখা হয়, উহা হইতে এক তিলমাত্রও আপনারা ভোগ করিবে না, কারণ তাহাই শিবনির্ম্মাল্য বলা হয়; আর শিবনির্ম্মাল্য (অর্থাৎ অগ্নিব্রহ্মের অংশ) যে কেহ খায়, সে সমূলে নষ্ট হইয়া যায়। রাজার রাজ্য ও যোগির যোগনাশ হইয়া যায়। যে লোকের দ্বারা যজ্ঞাহুতি দেওয়াইবেন, তাঁহার বেতন মাসে মাসে দিবেন। আহুতি দিবার কুণ্ড ও গৃহ

নির্ম্মাণ খরচও দিবেন। আর অপর ভাগকে বিচার পূর্ব্বক নানা প্রকার সৎ-কার্য্যেতে লাগাইবেন। আর গ্রামে গ্রামে এক একটী ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করা, যাহাতে অভ্যাগত প্রবাসী সমস্ত আসিয়া রাত্রি যাপন করিবে, এবং তাহাদের কোন ক্লেশ হইবে না। গ্রামেতে কেহ অভ্যাগত, সাধু ব্রাহ্মণ, বিধবা স্ত্রী, খোঁড়া, লুলা, অন্ধ আদি ক্ষুধার্ত্ত না থাকে, অর্থাৎ যেই ক্ষুধার্ত্ত হইবে তাহাকে অন্ন দিবে। গ্রামে গ্রামে একজন উপযুক্ত চিকিৎসক বেতন দিয়া নিযুক্ত করিবে, যে দরিদ্রের চিকিৎসা হয়। দরিদ্রদিগের পুত্র কন্যার জন্য ইস্কুল ও পুস্তকাদির উপায় করিয়া দিবে।

আহুতি দিবার কাষ্ঠ আমের হইলেই ভাল হয়, নচেৎ যে দেশে যে কাষ্ঠ পাওয়া যায়, তাহাই উত্তম; কিম্বা বাঁশ, ঘুঁটে, ও কয়লা ব্যবহার করিবে, অর্থাৎ যে প্রকারেই হউক, উত্তম রূপে আহুতি দেওয়া কর্ত্তব্য; উহাতে কোন বিধি নিষেধ নাই। দেব জ্যোতিঃস্বরূপ সার ভাগ গ্রহণ করেন, শ্রদ্ধা করিয়া যে যাহা দেয়, উহাতেই জ্যোতিঃস্বরূপ প্রসন্ন হন। আর গ্রামে গ্রামে কুণ্ড প্রস্তুত করিয়া দেওয়া, যে যেমন ছোট বড় গ্রাম নগর সেই পরিমাণে বিচার করিয়া কুণ্ড প্রস্তুত করিয়া দেওয়া এক কুণ্ড কিম্বা দুই কিম্বা পাঁচ বড় বড় কিম্বা ছোট ছোট গোলাকার কিম্বা চারি কোণা অথবা তিন কোণা হয়, যাহাতে উত্তম রূপে হোম হইতে পারে; কেন না কেবল মাত্র কার্য্য চলাতেই প্রয়োজন। ত্রিকোণ যন্ত্র ত্রিগুণময় অগ্নি ব্রহ্মকে জানিবেন। যেখানে যেখানে কুণ্ড প্রস্তুত করিবেন, সেই স্থানে অপর স্থান হইতে মৃত্তিকা আনাইয়া বেদি প্রস্তুত করা, যাহাতে বার মাস প্রত্যহ আহুতি পড়ে, এবং পৃথিবী উষ্ণতাপে কষ্ট না পান। কুণ্ড ও তাহার চতুর্দ্দিকের স্থান এবং আহুতির কাষ্ঠ ও ঘৃত এবং সুগন্ধ, মিষ্টান্ন উত্তম ফলাদি সকল পরিষ্কার রূপে নির্ম্মল রাখিবে ও রাখাইবে। আহুতি হোতা পুরুষের এরূপ হওয়া আবশ্যক যে, যেরূপ অগ্নির শিখা বিস্তার হইবেক উহাতে সেইরূপ পরিমাণে আহার দিতে হইবে, আর যদ্যপি উহাতে অঙ্গার হয় তবে উহাতে সেইরূপ সুগন্ধ দিবে, না হয় সকল মিলাইয়া হোম করিবে। এইরূপ বিবেচনা করিয়া আহুতি দিবে

যেরূপ বালকের মুখে অধিক পরিমাণে আহার দিলে উহাতে তাহার কষ্ট হয়; ভোজনে তৃপ্তি হয় না। আর হাতীর মুখে একতিল মাত্র চাউল দিলে উহার কষ্ট ও ক্রোধ হইবেক; উভয়কেই প্রমাণ মত আহার দেওয়া উচিত অর্থাৎ যে পরিমাণে অগ্নিপ্রবল থাকিবেন, সেই পরিমাণে তাঁহাতে আহুতি দেওয়া বিধেয়; কোন মতে ন্যূনাধিক হওয়া উচিত নহে। এজন্য যে পরিমাণে অগ্নিব্রহ্মের জ্যোতিবিস্তার হয়, সেই পরিমাণে উত্তম উত্তম নির্ম্মল আহুতি দ্রব্য শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্ব্বক দিবেন।

আহুতি দিবার মন্ত্র।

আহুতি ও শুভকার্য্য করিবার সময় প্রথমে দেবীমাতা অর্থাৎ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুর আবাহন করিবে। কিন্তু তাঁহাতে আবাহন বিসর্জ্জন নাই, তিনি সর্ব্বব্যাপক পূর্ণ তথাপি বিসর্জ্জন করিবে না কিন্তু অবশ্য আবাহন করিবে। যেমন রাজা প্রত্যক্ষ রহিয়াছেন, মন্ত্রী রাজার পার্শ্বেই রহিয়াছেন, তথাপিও মন্ত্রী রাজাকে জিজ্ঞাসা করিয়া কর্ম্ম করেন যে, "ধর্ম্মাবতার এই কার্য্যের আজ্ঞা হয়তো করি।" তবে রাজা আজ্ঞা দেন, তখন সকলকার্য্যের সিদ্ধি হইয়া থাকে। পরমার্থ অথবা ব্যবহার যে কার্য্যেতে রাজা, প্রজা, প্রবৃত্ত হও, ঐ সময় গুরু, ইষ্ট, মাতাপিতা, পরব্রহ্মকে আবাহন করিবে। আবাহন করিবার বিধি এই যে, চন্দ্র সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ ঈশ্বরের সম্মুখে প্রীতি পূর্ব্বক হাত জোড় করিয়া আবাহন করিবে। আবাহনের মন্ত্র এই যে,

ওঁ আয়াহি বরদে দেবি ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি,
গায়ত্রী ছন্দসাং মাতঃ ব্রহ্মযোনি নমোস্তু তে॥

গায়ত্রী দেবী মাতা পরব্রহ্মকেই জানিবেন। ইহাঁর দ্বারা সকল কার্য্যসিদ্ধ হইয়া থাকে কোন বিঘ্ন ঘটে না। আবাহন এবং বিসর্জ্জন ইহার প্রকৃত অর্থ এই যে মনের গতি বহির্দিকে নানা ভাবে বিস্তারের নাম আবাহন। এবং উক্ত মনের

গতি বহির্দ্দিক হইতে বিচার পূর্ব্বক অন্তর মুখে সঙ্কোচ করিয়া আনিয়া আপনাতে লয়ের নাম বিসর্জ্জন। অর্থাৎ কারণ পরমব্রহ্ম জগৎ স্বরূপে বিস্তার হইয়া আছেন ইহাকে আবাহন কহে। এই জগৎ স্বরূপ নাম, রূপ, গুণ, এবং ক্রিয়া ইত্যাদিকে সঙ্কোচ পূর্ব্বক লয় করিয়া কাঁরণ স্বরূপেতে অর্থাৎ পরব্রহ্মঃস্মাতে স্থিতির নাম বিসর্জ্জন।

আহুতি দিবার মন্ত্র।

"ওঁ বরদে পরম জ্যোতি ব্রহ্মণে স্বাহা।"
"ওঁ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপায় স্বাহা।"
ও "ওঁ চরাচর ব্রহ্মণে স্বাহা।"

এই তিন মন্ত্র দ্বারা অধিকতর শ্রদ্ধা হয়, একই কুণ্ডেতে আহুতি দিবেন। যে যাহার ইষ্ট নিরাকার কিম্বা সাকার দেব দেবীমাতা চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ সকলেরই অংশ প্রাপ্ত হইয়া যাইবেক অর্থাৎ ইহাতে সমস্ত দেবগণই প্রসন্ন হইবেন। যেরূপ বৃক্ষের মূলে জল দিলে সমস্ত শাখা পত্র ফল ফুল ইত্যাদির ঐ জল প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ যেমন আপনি একটী ইন্দ্রিয় (মুখ) দ্বারা আহার করিতেছেন, আর আপনার সমস্ত ইন্দ্রিয় ও প্রতি রোমে রোমে তাহা প্রাপ্ত হইতেছে, এইরূপও অগ্নি নিরাকার সাকার দেব দেবীর আদি সকলেরই মুখ। যথা

"অগ্নি মুখেন খাদন্তি দেবাঃ"

ইতি শ্রুতিঃ।

অর্থাৎ দেবতাগণ অগ্নি মুখ দ্বারা আহার করেন। যদ্যপি কোন অবোধ ব্যক্তি যাহার পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু আত্মাতে নিষ্ঠা না হয় আর তাহার সন্দেহ হয় যে আমার ইষ্ট দেবতা পৃথক্ আর উহার ইষ্ট দেবতা পৃথক্, তাহা হইলে আপন আপন ইষ্ট দেবতার নামে আহুতি দিতে পারেন কিন্তু ইহা জানা কর্ত্তব্য যে সকল ইষ্ট দেবতাই একই পূর্ণ পরব্রহ্ম। যথা

বিষ্ণু ভগবানের মন্ত্র,

"ওঁ ক্লীঁ কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় ব্রহ্মণে স্বাহা,"

"ওঁ বিষ্ণু ব্রহ্মণে স্বাহা।"

বিশ্বনাথ মন্ত্র যথা,

"ওঁ বিশ্বনাথ ব্রহ্মণে স্বাহা।"

দুর্গা মন্ত্র,

"ওঁ হ্রীঁ ক্লীঁ চামুণ্ডায়ৈ বিচ্চে ব্রহ্মণে স্বাহা।"

আর চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ ব্রহ্মের মন্ত্র,

"ওঁ ঘৃণি আদিত্য ব্রহ্মণে স্বাহা।"

"ওঁ স্রাঁ স্রীঁ স্রূঁ সৌ সঃ সোমায় ব্রহ্মণে স্বাহা।"

অগ্নিব্রহ্মের মন্ত্র

"ওঁ অগ্নি ব্রহ্মণে স্বাহা।"

রাম মন্ত্র যথা,

"ওঁ রাং রামায় ব্রহ্মণে স্বাহা।"

"ওঁ জ্রাঁ জ্রূঁ জ্রৌ স বৃহস্পতয়ে ব্রহ্মণে স্বাহা।"

আর আর নবগ্রহের মন্ত্র

"ওঁ অমুক গ্রহ ব্রহ্মণে স্বাহা।"

গণেশ মন্ত্র

"ওঁ গণাধিপতয়ে ব্রহ্মণে স্বাহা।"

ইন্দ্র মন্ত্র,

"ওঁ ইন্দ্র ব্রহ্মণে স্বাহা।"

"ওঁ ঈশ্বর ব্রহ্মণে স্বাহা।"

"ওঁ পরমেশ্বর ব্রহ্মণে স্বাহা।"

আর ইংরেজ মুসলমান লোকের ইষ্ট দেবের মন্ত্র,

"ওঁ গাড ব্রহ্মণে স্বাহা।"

"ওঁ আল্লাহ্ খুদা ব্রহ্মণে স্বাহা।"

ইহুদী আদির শ্রদ্ধা হয়ত এইরূপে আপন আপন ইষ্ট দেবের নামেতে আহুতি দিবে। এই সমস্ত মন্ত্র কি রূপ? যেরূপ এক জলের নানা দেশে নানা ভাষায় নানা প্রকার নাম কল্পনা করা গিয়াছে এইরূপও এক অদ্বিতীয় পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের নাম আর মন্ত্র নানা দেশেতে নানা মতে কল্পনা করা গিয়াছে তাহা বুঝিয়া লইবেন। যিনি যে ভাবে অর্থাৎ পরব্রহ্মকে নিরাকার নির্গুণ সমষ্টি রূপে, অথবা সাকার সগুণ ব্যষ্টি রূপে কিম্বা ভূতরূপে ভাবনা করিয়া ভজে (উপাসনা করে) উহাকে সেইরূপ প্রাপ্তি ও প্রকাশ হন। আর পূর্ণ রূপ ভাবনা করিয়া যে পূর্ণ রূপকে উপাসনা করে, উহাকে পূর্ণরূপই প্রকাশ হন।

এস্থলে যে আল্লাহ খুদা ও গড নাম উল্লেখ হইয়াছে এ জন্য বুদ্ধিমান ব্যক্তি আপন মনে বিচার করিয়া দেখিবেন যেমন জল ব্রহ্ম ও পানি ব্রহ্ম দুই শব্দ একই বস্তুকে বুঝায় সেই রূপ আল্লাহ ও গড্ এবং পরমেশ্বর একই পরব্রহ্মের নাম অতএব যে নামে বলা হয় না কেন তাঁহাকেই বুঝাইবেক। যদ্যপি একান্ত পক্ষে কোন কোন ব্যক্তির এক পরব্রহ্মের প্রতি নিষ্ঠা না হয় তাহা হইলে সাকার বিরাট পরব্রহ্মের অঙ্গ যাহা পৃথক্ পৃথক্ বোধ হইতেছে তাহা হইলে এইরূপে পৃথক্ পৃথক্ নাম বলিয়া আহুতি দিতে পারেন যথা,

পৃথিবী ব্রহ্মণে স্বাহা, জল ব্রহ্মণে স্বাহা, অগ্নি ব্রহ্মণে স্বাহা, বায়ু ব্রহ্মণে স্বাহা, আকাশ ব্রহ্মণে স্বাহা, চন্দ্র ব্রহ্মণে স্বাহা, সূর্য্যনারায়ণ ব্রহ্মণে স্বাহা।

ইহার অর্থ এইরূপ হইতেছে যেমন, কোন এক ব্যক্তির হাত ব্রহ্মণে স্বাহা পরব্রহ্মণে স্বাহা ইত্যাদি।

আহুতি দিবার কাল নির্ণয়।

যদ্যপি প্রাতঃকালে আহুতি দিতে আরম্ভ করেন তবে দুই ঘণ্টা রাত্রি থাকিতে আর বেলা ৯টা পর্য্যন্ত পূর্ব্ব মুখ হইয়া আহুতি দিবেন, আর সায়ংকালে (সন্ধ্যার সময়) বেলা ৪টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত পশ্চিম মুখ হইয়া আহুতি দিবেন। যখন চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতি মূর্ত্তি থাকেন তখন যে দিকে প্রকাশ থাকেন সেই দিকে মুখ করিয়া আহুতি দিবেন। উহাতে কিছুই নিষেধ বিধি নাই। পরব্রহ্ম দশদিকে পরিপূর্ণ আছেন ও দেখিতেছেন। আর যদি নিরাকার হইতে প্রত্যক্ষ সাকার জ্যোতির্ম্মূর্ত্তি হন, প্রাতে ও সন্ধ্যার সময়ে সূর্য্যনারায়ণ চন্দ্রমা জ্যোতির্ম্মূর্ত্তি ব্রহ্মের সম্মুখে হাত জোড় করিয়া নম্রভাবে আদর পূর্ব্বক আবাহন করিয়া আহুতি দিবেন। আর কোন বিষয়ে আলস্য করিবেন না, করিলে রাজা প্রজালোক দুঃখ পাইবে। তদ্ব্যতীত ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়া যাহার যে সময় মনে হয় সেই সময় আহুতি দিবেন। আর পরব্রহ্মের স্বরূপও আপন স্বরূপকে এক রূপ ভাবনা করিয়া উপাসনা ও ভক্তি করিয়া আহুতি দেওয়া উচিত। আর গীতাতে লিখা আছে

"ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবি র্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণ হুতং।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা॥"

ইহার অর্থ এই যে, যদ্যপি রাজা প্রজা যজ্ঞ আহুতি করেন তবে ব্রহ্মের নামে অর্পণ করিবেন। আর হবি (ঘৃত ইত্যাদি) আহুতির বস্তুকে ব্রহ্ম জানিয়া অগ্নি ব্রহ্মেতে হোম করিবেন, আর অগ্নিকেও ব্রহ্ম জানিবেন, আর আপনাকেও ব্রহ্ম জানিবেন, আর ব্রহ্ম জানিয়া আহুতি দিবেন, আর কর্ম্মকে (আহুতির দ্রব্য আয়োজন ও আহুতি দেওয়া ইত্যাদি কর্ম্মকে) ব্রহ্ম জানিবেন, আর যিনি কর্ম্ম করেন সে সকলকে ব্রহ্ম রূপ জানিবেন। পরব্রহ্মই গুরু, পরব্রহ্মই জগজ্জননী মাতাপিতা সমস্ত পরব্রহ্মেরই স্বরূপ, সমস্ত চরাচর তাঁহার পুত্র কন্যা। ভোজন করিতেছ জল পান করিতেছ, ভোগ করিতেছ তাহাকেও ব্রহ্ম যজ্ঞ বলা যায়।

এইরূপে সমস্ত. ব্রহ্মরূপ জানিয়া ব্যবহার কার্য্য কিম্বা পরমার্থ কার্য্য রাজা প্রজা সকলে মিলিত হইয়া করা কর্ত্তব্য। প্রত্যক্ষ অগ্নি ব্রহ্মেতে নানা প্রকারের বস্তু হোম করা যায় যথা জ্ঞান অগ্নি ব্রহ্মতে বাসনা আদি অজ্ঞান, অহংকার, দ্বৈতকে হোম করা যায় ; অথবা আত্ম অগ্নি ব্রহ্মেতে অহমস্মি বিকারকে হোম করা যায়। সকলকে সমদৃষ্টিতে দেখ ও দয়া কর। সকলকে আপনার আত্মা জান যে, সমস্ত পূর্ণ পরব্রহ্মের স্বরূপ। কাহারও সহিত পরস্পর বিরোধ করিও না। যে যে রূপে থাক আনন্দ রূপে থাকা উচিত আর সকলকে আনন্দরূপে রাখা উচিত।

ষষ্ঠ অধ্যায়—ধর্ম্মতত্ত্ব।

সত্যধর্ম্মের আভাস।

রাজা, প্রজা, সাধু ব্রহ্মজ্ঞানি ইত্যাদি আপনারা সকলে মিলিত হইয়া সত্যধর্ম্ম ও চরাচরের রক্ষার জন্য যজ্ঞাহুতি করুন, যাহাতে সর্ব্বদা আহুতি হইতে থাকে, যাহা দ্বারা চরাচর সুখী থাকে, এই কথা বিচার করিয়া কর ও অন্য লোকে যাহাতে করে তাহার চেষ্টা কর। গ্রামে গ্রামে দেশে দেশে ধর্ম্মসভা, ধর্ম্মবিচার অথবা ব্রহ্মবিচার (দুই একই শব্দ, কেবল বুঝিবার ভেদ, সত্যাসত্যের বিচার, আর, সত্য ধর্ম্মে (ধর্ম্ম পথে) চল আর অন্যকে চালিত কর। উপাসনা ও ব্রহ্মবিদ্যা আর আত্মবোধ ও অগ্নি ব্রহ্মেতে আহুতি ও সত্যতে নিষ্ঠা রাখা এই সকলকে সত্যধর্ম্ম বলা যায়। আর এক্ষণ হইতে সত্যধর্ম্মী রাজা প্রজা উৎপন্ন হইবেন (জন্মগ্রহণ করিবেন) আর সত্যধর্ম্মের প্রচার (বিস্তার) হইবেক। অর্থাৎ এক্ষণে সত্য যুগ আরম্ভ হইবেক, এক্ষণে সত্যনারায়ণের অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্মের পূজা হইবেক। আর অসত্য কলিযুগ শব্দ প্রপঞ্চ ইত্যাদিতে যে নিষ্ঠা আছে তাহা ক্রমশঃ যাইতে থাকিবেক।

যুগাদি বর্ণন।

সত্যযুগ ও সত্যনারায়ণের পূজা কাহাকে বলা হয়, আর অসত্য কলিযুগ প্রপঞ্চ ইত্যাদি কাহাকে বলা হয়, ইহার অর্থ এই যে, মিথ্যা, পাষণ্ড, প্রপঞ্চ, ছল, কপট, অসত্য, পরব্রহ্মেতে নিষ্ঠা না হওয়া পরস্পর বিরোধ, অসত্য কল্পিত বস্তুতে নিষ্ঠা, সত্য বস্তুতে নিষ্ঠা শূন্যতা, রাক্ষসী বুদ্ধি, অহংকার, ক্রোধ, মান, অপমান, অশুচি, অজ্ঞান, বিবাদ, কলহ; দাঙ্গা, চুরি, ডাকাইতি, আদালত ফৌজদারি, জীববহিংসা, অপরের নিন্দা (অসূয়া), অশেষদুঃখ, বারম্বার দুর্ভিক্ষ, প্রজানষ্ট (মহামারি, যুদ্ধবিগ্রহ। হাহাকার, লোকের কাতরতা। যেমন রাজার বুদ্ধি, সেইরূপ প্রজার বুদ্ধি। সত্য অসত্যের বিচার নাই; আত্মবোধ ও সকলের প্রতি

দয়া নাই. সাধু মহাত্মাকে ক্লেশ দেওয়া, জীব সকলের ক্লেশ প্রাপ্ত হওয়া, ইত্যাদি এই অসত্য কলিযুগ প্রপঞ্চের ভাব। আর কলিযুগে যে কার্য্য হইবেক, সমস্ত কলের দ্বারা হইবেক, আর আদিতে কলিযুগ নাম লিখা আছে সেই এই সময় উপস্থিত হইয়াছে। আর সত্য যুগ শব্দের অর্থ এই যে, সত্য নারায়ণের অর্থাৎ সত্য যিনি শুদ্ধ চৈতন্য পরব্রহ্মের পূজা হইবেক। রাজা, প্রজা সত্য অসত্যের বিচার করিবে, সত্য বলিবে ও বলাইবে, আর সত্যশুদ্ধ চৈতন্য পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুমাতা পিতাতে নিষ্ঠা প্রীতি হইবেক আর উহাঁকে নমস্কার প্রণাম করিবেক। অন্তর্য্যামি জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্ম গুরুমাতা পিতা কলিযুগের দুষ্টভাব দূর করিয়া সত্বগুণ, সত্যপ্রকাশ করিবেন। তখন পূর্ণ পরব্রহ্মকে আর আপনাকে একরূপ জানিয়া ভক্তি করিবেন, যাহা পূর্ব্বে লিখিয়া দিয়াছি। আর অগ্নি ব্রহ্মেতে নানাপদার্থ সুগন্ধ ইত্যাদি হোম করিবেন। যে কেহ ক্ষুধার্ত্ত ও পিপাসার্ত্ত্য উপস্থিত হয় উহাকে আহার দিবেন, আর আপন স্ত্রীপুত্রের সহিত একত্রে মিলিয়া প্রসন্ন মনে (সন্তোষ চিত্তে) পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুর নাম লইয়া ভোজন করিবেন আর সকলকে ভোজন করাইবেন, ইহাকেই সত্যনারায়ণের পূজা বলা হয়। আর সত্য, শুদ্ধ, চৈতন্য, পরব্রহ্মের বার্ত্তা (আখ্যান) শ্রবণ করিবেন। এই সত্য নারায়ণের কথা। আর যে রাজা প্রজা এই রীতিতে চলিবেন, পূজা করিবেন, তিনি কখনই দরিদ্র কিম্বা বলহীন হইবেন না আর মুক্ত আনন্দ স্বরূপেতে সুখী থাকিবেন ও চতুর্বর্গ ফল পাইবেন। আর যথার্থ এই সত্যনারায়ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ সদা অনাদি সত্য, এজন্য উহার নাম সত্যনারায়ণ কল্পিত করা হইয়াছে। উনি ভিন্ন যদ্যপি মায়া প্রপঞ্চ করিয়া অপর অসত্য পদার্থের নানা নাম কল্পনা করিয়া পূজা করিবে; তাহা হইলে কেবল মাত্র নিস্ফল আর দুঃখের কারণ জানিবেন। সদা বলহীন ও পরাধীন থাকিতে হইবে এবং এক্ষণে প্রত্যক্ষ বন্ধনেতে আছ।

"সৎসঙ্গেন ভবেন্মুক্তি রসৎসঙ্গেন বন্ধনম্।"

যেরূপ সঙ্গ হয় সেইরূপ বুদ্ধিও হইয়া থাকে। প্রত্যক্ষপ্রমাণ দেখ, যে

কাষ্ঠকে মৃত্তিকাতে পুঁতিয়া দিলে মৃত্তিকার সঙ্গ পাইয়া মৃত্তিকা হইয়া যাইবেক, আর ঐ কাষ্ঠের অগ্নির সহিত সঙ্গ হইলে, অগ্নি উহাকে আপন রূপ করিয়া বায়ু-রূপ হইয়া আকাশেতে স্থিত থাকিবে। মৃত্তিকা অর্থাৎ অসৎপদার্থতে নিষ্ঠা করিলে অজ্ঞান, জড়বুদ্ধি, বলহানি হইয়া থাকে ও অগ্নিশব্দ অর্থাৎ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুর সহিত সঙ্গ করাতে তেজ ও বল হইবেক এবং মুক্তস্বরূপ থাকিবেক। আর সত্যযুগেতে সত্যের উপর রাজা প্রজার নিষ্ঠা, ও আত্মবোধও সকল জীবের প্রতি দয়া আপনারই আত্মা জানিয়া, আর শীলতা, সন্তোষ, ধৈর্য্য, সত্যধর্ম্মেতে আর পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপে আত্মাতে নিষ্ঠা হইবেক; আর সত্য বলা, সত্য পথে চলা, সত্যরূপে ব্যবহার কার্য্য করা আর সত্য অসত্যের বিচার করা হইবেক, আর প্রজার উপর রাজার দয়াভাব হইবেক, উহাদিগকে পুত্র কন্যার সমান জানিবেন, দয়া করিবেন ও মান্য করিবেন। আর প্রজাগণ ও রাজাকে মাতা পিতার ভাবে মান্য করিবে, ইত্যাদি যাহা সত্য কার্য্য আর ধর্ম্ম হয় তাহাই সত্যযুগ জানিবেন। অর্থাৎ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুকে ও আপনাকে লইয়া সত্য যুগ জানিবেন। যে সদা সত্য স্বতঃপ্রকাশ, উহারই নাম সত্য যুগ। ইহাই আরম্ভ হইবেক।

সংশয় ভঞ্জন।

কোন কোন অবোধ পুরুষ, যাঁহাদের পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপেতে নিষ্ঠা নাই, আর যাঁহাদের সত্যের সমস্ত শক্তি, প্রতাপ ও মহিমার বোধ নাই, উহাঁরা ইহা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন, আর আমাকে পাগল বোধ করিবেন। আর বলিবেন যে, কখনও কি কলিকালেতে সত্যযুগ হইয়াছিল? পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ ইচ্ছা করিলে কলিযুগকে সত্যযুগ, আর সত্য যুগকে কলিযুগ করিয়া দেন। তিনি সরিষাকে পর্ব্বত ও পর্ব্বতকে সরিষা করিতে পারেন, ইহাতে আশ্চর্য্য কি আছে? জ্ঞানি পুরুষ যিনি ব্রহ্মকে সর্ব্বশক্তিমান বলিয়া জানেন অর্থাৎ বিশ্বাস করেন, তিনি কলিকালেতে সত্যযুগ হওয়াতে আশ্চর্য্য মনে করেন না। আর

বুঝেন যে, জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্ম কিনা করিতে পারেন। যেমন প্রথমে কলের গাড়ি প্রস্তুত (নির্ম্মাণ) করিয়া উহার উপর মনুষ্য চড়িলে গাড়ি আপনিই টানিয়া লইয়া যাইবেক। প্রথমে কেহই বিশ্বাস করে নাই, পরে যখন সেই গাড়ি প্রস্তুত হইয়া তাহা রেলের উপর চলিল তখন সকলেরই বিশ্বাস হইল। এইরূপে, যখন কার্য্য হইবেক তখন অবোধ লোকদিগের বিশ্বাস হইবেক। আর রাজা প্রজা! আপনাদিগকে যাহা বলা হইয়াছে তাহাই নিষ্ঠা করিয়া চলুন এবং করুন। সমস্ত দুঃখদ্বন্দ দূরীকৃত হইবেক। কারণ কি পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ সমস্ত মোচন করিবেন, ইহা সত্য সত্য জানিবেন।

প্রজালোক সকলে মিলিয়া প্রীতিপূর্ব্বক এই পুস্তককে নিত্য একবার পাঠ করিবেন শ্রবণ করিবেন ও অন্যে যাহাতে পাঠ ও শ্রবণ করে তাহা করিবেন তাহা হইলে স্ত্রীপুরুষ ইত্যাদি অজ্ঞাননিদ্রা হইতে জাগ্রত হইবে আর পূর্ণপর ব্রহ্মেতে নিষ্ঠা রাখিবে যাহা দ্বারা নির্ভয়, আনন্দ, মুক্তরূপ থাকিবে ও সকলকে আত্মতুল্য সমান দৃষ্টিতে দেখিবে, কাহার সহিত বিরুদ্ধ ভাব থাকিবে না।

সত্যধর্ম্মের অধিকার ও অনধিকার।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, হিন্দু অর্থাৎ আর্য্যাবর্ত্তবাসী, ও মুসলমান, ইংরেজ' স্ত্রী, পুরুষ ইত্যাদি, যাহা দ্বারা ইচ্ছা হয় আহুতি দেওয়াইবে, আর যাহার শ্রদ্ধা হয়, সেই আহুতি দিবে, ইহাতে কিছুই বিধি নিষেধ নাই, আর কোন বিষয়ে দোষও নাই। সমস্ত পূর্ণ পরব্রহ্মের স্বরূপ, সকলেরই শুভ সত্য ধর্ম্মেতে অধিকার আছে। যাহার জলের পিপাসা হইবে তাহাকে জল দিতে হইবে। জল শব্দে পূর্ণ পরব্রহ্ম, পিপাসা শব্দে শ্রদ্ধা। রাজা প্রজা স্ত্রী পুরুষ ইত্যাদি সকল জাতি-রই পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতাপিতা আত্মা। সত্য কার্য্য, সত্য ধর্ম্ম, উপা-সনা, ওঁকার প্রণব গায়ত্রী জপ, বেদ ও আত্মবোধের স্ত্রী, পুরুষ ইত্যাদি সক-লেরই আছে। যিনি সত্য কর্ম্ম করিতে পারেন, তিনি করুন ও করান, উহাতে বিধি নিষেধ নাই। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান বলিয়াছেন যে,

"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।"

ইহার তাৎপর্য্য এই যে সামাজিক ব্যবহার কার্য্যেতে যাহার যে কর্ম্ম তাহা করিতেছেন; অর্থাৎ রাজা রাজ্য করিতেছেন, তাহাই উহাঁর ধর্ম্ম ও প্রজা যে কর্ম্ম করে তাহাই তাহার ধর্ম্ম। যে ব্যক্তি মসলা বিক্রী করে সে যদ্যপি আপন কার্য্য ছাড়িয়া রাজার কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করে, তবে উহাতে ভয়ের কারণ হইবে। কিন্তু পরমার্থ কার্য্যেতে এক অদ্বিতীয় পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপই সকলের গুরু, আত্মা। যে ব্যক্তির পরমার্থ অর্থাৎ আত্মবোধ শুভ কর্ম্মের ইচ্ছা হইবে, উহার অবশ্যই বেদাধ্যয়ন, ওঁকার ব্রহ্মগায়ত্রী ও অগ্নিতে স্বাহা শব্দ বলিয়া হোম করা ইত্যাদির অধিকার আছে।

অধিকারী অনধিকারীর অর্থ এইরূপ যে, যেমন এক পিতার চারি পুত্র, চারি পুত্রের চারি কর্ম্ম ভাগ করিয়া দেওয়া গিয়াছে, যাহাতে উত্তম রূপে নিয়ম মতে কার্য্য হইবেক। যে লাটের যোগ্য, তাহাকে লাটের পদ দেওয়া গিয়াছে; যে জজের কার্য্যের যোগ্য, তাহাকে জজের পদ দেওয়া গিয়াছে; যে কলেক্টরের কার্য্যের যোগ্য, তাহাকে কলেক্টরের উপাধি দেওয়া গিয়াছে; যে মাজিষ্টরের কার্য্যের যোগ্য, তাহাকে মাজিষ্টরের পদবী দেওয়া গিয়াছে। যদ্যপি চারি পুত্র আপন আপন কর্ম্ম উত্তম রূপে নিয়ম প্রমাণ করিতে পারে, তবে উহাদের ঐ কর্ম্ম ও পদবী থাকিবে। কিন্তু যদ্যপি লাট ঐ কার্য্যের যোগ্য না হয়, ও মাজিষ্টরের কার্য্যের যোগ্য হয়, তবে তাহাকে লাট পদবীর অনধিকারী ও মাজিষ্টর পদের অধিকারী করা যাইবেক। এবং যে মাজিষ্টর সে যদি লাটের কর্ম্ম উত্তম রূপে নির্ব্বাহ করিতে পারে, তবে তাহাকে লাট পদের অধিকারী করা যাইবে। পিতার চারি পুত্রই সমান। যে পুত্র পিতা মাতার আজ্ঞানুসারে চলে না ও দুষ্ট-স্বভাব হয়, তাহাকে পিতা আপন মনের কথা বলেন না ও উত্তম কার্য্যের ভার দেন না, এবং যে পুত্র মাতাপিতার আজ্ঞা পালন করে ও আজ্ঞানুসারে চলে সেই পুত্রকে পিতা মনের কথা বলেন ও উহাকে শুভ কার্য্যের ভার দেন। পরন্তু পিতা শব্দ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরু ও পুত্র শব্দ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়,

বৈশ্য ও শূদ্র, হিন্দু অর্থাৎ আর্য্যাবর্ত্তবাসী, মুসলমান, ইংরেজ, স্ত্রী পুরুষ ইত্যাদি জাতিকে বুঝিয়া লইবে। যে পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ পিতার আজ্ঞা পালন করিবে সেই সৎকার্য্যের অধিকারী হইবে। এইরূপে সমস্ত শুভ কার্য্যেতে অধিকারী অনধিকারী বুঝিয়া লইবেন। জাতি বর্ণের নাম অধিকারী ও অনধিকারী নহে; গুণ ক্রিয়ার দ্বারা অধিকার ও অনধিকার হয়। যে চুরী করে তাহাকেই চোর বলা হয়, এইরূপে অন্যান্য বিষয়ে বুঝিয়া লইবেন। শ্রীমদ্ভাগবৎ ৭ম স্কন্ধ ৯ম অধ্যায় ৯ম শ্লোক।

"বিপ্রাদ্বি ষড়্গুণযুতা দরবিন্দনাভং পদারবিন্দনাভং পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্টং।

মন্যে তদর্পিত মনো বচনে হিতার্থ প্রাণং পুনাতি সকুলং নতু ভুরিমানঃ॥"

ইহার অর্থ এইরূপ যে, যদি জ্ঞান, সত্য, দম, শাস্ত্র জ্ঞান, অমাৎসর্য্য, লজ্জা, ক্ষমা, ক্রোধ শূন্যতা, যজ্ঞ, দান, ধৈর্য্য ও শম এইবার গুণযুক্ত ব্রাহ্মণের বিষ্ণু অর্থাৎ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুতে ভক্তি নিষ্ঠা না হয়, তবে উহা হইতে চণ্ডাল শ্রেষ্ঠ, যেহেতু যিনি আপন মন, বাক্য, ক্রিয়া ও ধন ভগবান জ্যোতিঃস্বরূপের নিমিত্ত সমর্পণ করিয়াছে, অর্থাৎ চণ্ডাল যদ্যপি ভক্তিবান হয়, তবে তিনি সমস্ত কুলকে পবিত্র করেন, কিন্তু এইরূপ বার গুণ যুক্ত ব্রাহ্মণ আপনাকেও পবিত্র করিতে পারে না।

আর পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপেতে ও দেব দেবী অগ্নি ব্রহ্মেতে এই জাতি বিচার নাই যে, "এ আমাকে যজ্ঞাহুতি করিলে আমার জাতি চলিয়া যাইবে," অথবা, "ব্রহ্মগায়ত্রী, বেদ ও উপাসনা ও সন্ন্যাস আর আত্মবোধ এই ব্যক্তির করাতে আমার জাতি যাইবে কিম্বা আমি অশুদ্ধ হইয়া যাইব,"—উঁহাতে এ ভাব নাই। যে জাতি হউক শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রীতিসংযুক্ত হইয়া অগ্নি ব্রহ্মেতে হোম করিলে ও করাইলে জ্যোতিঃস্বরূপ দেব, দেবীমাতা, অর্থাৎ পরব্রহ্ম তাহা অঙ্গীকার করিয়া লইবেন। আর এইরূপে সমস্ত কার্য্যেতে বুঝিয়া লইবেন। যদ্যপি উঁহাতে

জাতি বিচার থাকিত তবে ঐ লোকেদের জন্য পৃথক্ পৃথিবী সৃষ্টি করিতেন, আর জল ও অগ্নি ব্রহ্ম পৃথক্ আর আকাশও পৃথক্ হইত, আর ইন্দ্রিয়গণও পৃথক্ হইত। শাস্ত্র, পুরাণ, বেদ, বাইবেল, কোরাণ, এ সকল আপন আপন সামাজিক ধর্ম্ম ও পক্ষপাত। জ্ঞানবান পুরুষে পক্ষপাত নাই। এ জন্য শ্রীকৃষ্ণ ভগবান অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন যে,

"ত্রৈগুণ্য বিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।"

অর্থাৎ, "হে অর্জ্জুন! বেদ ত তিন গুণ ময় মাত্র, আমার সমস্ত ভাব উহা দ্বারা প্রকাশ হয় না।" এইরূপে আপনারাও বুঝিয়া লইবেন। সমস্ত আপনারই আত্মা, কাহার সহিত প্রভেদ করিবেন না, পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপেতে কাহারও জমা বন্দবস্ত নাই অর্থাৎ তিনি কাহারও নিকট একেবারে বিক্রীত হইয়া থাকেন না; তিনি সকলের আত্মা। এ অহংকার করিবেন না যে, আমি দেব ব্রহ্মকে আহুতি দিতেছি, কারণ কি উঁহার মুখেতে কোটী ব্রহ্মাণ্ড পড়িয়া রহিয়াছে, উঁহার বস্ত উঁহাকেই শ্রদ্ধা প্রীতিপূর্ব্বক দিয়া আপনারই লাভ।

জ্ঞানবান্ পুরুষেরা শাস্ত্রেতে এই জন্য অধিকারী অনধিকারীর উক্তি করিয়াছেন যে কোন ব্যক্তি কোন কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া যদ্যপি অপর কোন কার্য্য করিতে যায় তাহা হইলে তাহার উভয়ের কোন কার্য্যই সম্যক্ রূপে চলে না।

বেদ শাস্ত্রের অধিকারী ও অনধিকারী।

বেদ, শাস্ত্রের অধিকারী অনধিকারীর ও অর্থ এইরূপ যে, যিনি বেদের বাক্যের সত্য অসত্যের বিচার করিয়া যে কর্ম্ম করিবার যোগ্য উহা করিতেছেন, আর যাহা না করিবার যোগ্য তাহা করিতেছেন না, তিনিই অধিকারী ও পণ্ডিত। আর যিনি সত্য অসত্যের বিচার না করিয়া বেদ শাস্ত্রেতে যাহা লিখা আছে, তাহাই করিতেছেন ও তাহাকে বুঝিয়া দুঃখ পাইতেছেন, তিনিই অনধিকারী। যেমন রাজা মন্ত্রীকে আজ্ঞা দিলেন যে, প্রজাকে শাসন করিয়া গ্রাম অধিকার কর। যদি মন্ত্রী অবোধ হন, তবে রাজার আজ্ঞা বিচার না করিয়া প্রজাকে নষ্ট

করেন ও আপনিও দুঃখ পান ও রাজার সহিত প্রজার বিবাদ লাগাইয়া দেন। এইরূপ লোক অনধিকারী হয়। যে মন্ত্রী রাজার আজ্ঞা পাইয়া আপন মনে বিচার করিয়া কৌশলে গ্রাম অধিকার করেন, ও প্রজালোককেও দুঃখ দেন না এবং আপনিও দুঃখ পান না, রাজার কোন ক্ষতি হয় না;—এরূপ লোক জ্ঞানবানও অধিকারী হন।

যত ভাষাতে শাস্ত্র, বেদ, পুরাণ, বাইবেল, কোরাণ লিখা আছে, সকলই কেবল কাগজ ও কালি বুঝিবার প্রভেদ। ইহা জ্ঞানী পণ্ডিত জানেন। কালির উপর যাহার দৃষ্টি আছে, তিনিই শান্ত আনন্দ রূপ থাকেন, আর সকলকে আপন আত্মা বলিয়া জানেন। আর বর্ণের উপর যাহার দৃষ্টি থাকে, তিনিই ভ্রমেতে ভ্রমণ করেন। পূর্ণ পরব্রহ্মেতে যে সকলেরই আত্মা আছে, ইহা বিচার করিয়া নিষ্ঠা কর, মান অভিমানকে ত্যাগ কর, সকলকে সমান দেখ, সদা আনন্দ, নির্ভয় ও সুখী থাকিবে।

অধিষ্ঠাতা নিয়োগের বিধি।

এই সত্য ধর্ম্ম পালনের জন্য রাজা প্রজা পণ্ডিতগণ, আপনারা বিচার করিয়া গ্রামে গ্রামে এমত সুপাত্র জ্ঞানবান্ পুরুষ, যাঁহার সমস্ত জীবের উপর সমদৃষ্টি, দয়া আছে, ও সত্য ধর্ম্মেতে নিষ্ঠা আছে, তাঁহাকে অধিষ্ঠাতা নিযুক্ত করিবেন। অবস্থা বুঝিয়া গ্রামে গ্রামে এক অথবা পাঁচ জনকে অধিষ্ঠাতা কর, যাহাতে নিয়ম প্রমাণ কার্য্য চলে। আর এইরূপে গ্রাম সমূহের উপর প্রতি পরগণাতে একজন অধিষ্ঠাতা নিযুক্ত কর। আর পরগণা সমূহের উপর প্রতি জিলাতে একজন অধিষ্ঠাতা নিযুক্ত কর। আর দশবার জিলা একত্র করিয়া তাহার উপর একজন অধিষ্ঠাতা নিযুক্ত কর। আর এইরূপ সমস্ত দেশের উপর একজন মহাত্মা পুরুষকে অধিষ্ঠাতা নিযুক্ত কর। আর সর্ব্বপ্রধান পুরুষ রাজা হওয়া উচিত, যাঁহার কুলেতে সনাতন ধর্ম্ম প্রতিপালন হইয়া আসিতেছে, আর যিনি সমস্ত প্রজার উপর সমদৃষ্টি রাখিয়া পুত্র কন্যার সমান প্রতিপালন করেন আর দয়া

করেন ; এইরূপ পুরুষকে সকলের উপর অধিষ্ঠাতা করুন। এই সকল অধিষ্ঠাতা পুরুষগণের আজ্ঞানুসারে রাজা প্রজা সকলেই ধর্ম্ম কার্য্যেতে প্রবৃত্ত হইবেন ও সত্য ধর্ম্ম পালন করিবেন। আর পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুর আজ্ঞা পালন করুন, আর সত্যধর্ম্ম ও সত্য কর্ম্মেতে দৃঢ় থাকিবেন। এক্ষণ হইতে যদ্যপি কেহ জয়ঃধ্বনি করিবেন তাহা হইলে সেই পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের জয়ঃধ্বনি করুন অথবা চরাচর ব্রহ্মের জয়ঃধ্বনি করুন, নানা কল্পিত নামের জয় মাননার প্রয়োজন নাই, উহাতে কিছুই লাভ নাই। ব্রহ্মাণ্ডেতে সকল দেশে দেশেতে, দ্বীপে দ্বীপেতে এইরূপ যাহাতে শীঘ্র হয় তাহার অনুষ্ঠান করুন। বর্ত্তমান সময়ে প্রায়ই চরাচর রাজা প্রজা সকলেই অত্যন্ত দুঃখী হইয়াছে, নানা কষ্টভোগ করিতেছে। এই জন্য রাজা প্রজা আপনাদের জন্য যে নিয়ম পূর্ব্বে লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে, ঐ নিয়ম অনুসারে যদ্যপি আপনারা সকলে কার্য্যানুবর্ত্তী হয়েন তাহা হইলে সদা আনন্দ, নির্ভয় মুক্তরূপ থাকিবেন আর ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চারি ফল সৃষ্টির অন্ত পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইবেন ও ভোগ করিবেন, চরাচর রাজা প্রজা সকলে সুখী থাকিবেন, সকলকে পরব্রহ্ম সুখী আনন্দ রাখিবেন, আর যাহাতে আপনারা সুখী হন তাহাই তিনি করিবেন। ইহার বিপরীত করিলে নানা প্রকার দুঃখ পাইবেন। এক দেব জ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় কেহই নাই যে এ দুঃখ মোচন করেন ইহা সত্য সত্য জানিবেন যদ্যপি কেহ কোন শাস্ত্র হইত প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া পূর্ব্বোল্লিখিত কার্য্য করিতে নিষেধ করেন তাহা হে রাজা প্রজাগণ আপনারা শ্রবণ করিয়া আর সকলকে পশুর ন্যায় অবোধ হইতে ইচ্ছা করিবেন না। মনোমধ্যে সত্যাসত্যের বিচার করিয়া বিশেষ করিয়া দেখিবেন তাহা হইলেই সত্য জানিতে পারিবেন। পরম জ্যোতি পূর্ণ পরব্রহ্মের পথ সত্যের উপর দিয়া—অন্যদিকে যাইবার নহে।

রাজা জমিদারগণের সত্য ধর্ম্ম পক্ষে কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

রাজা জমিদার লোকগণের এই ধর্ম্ম যে সত্যাসত্যের বিচার করিয়া সত্য

পরব্রহ্মেতে নিজে নিষ্ঠা রাখেন, ও যাহাতে তাঁহার প্রজাদেরও নিষ্ঠা হয় তাহার অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে রাজা ও প্রজা সকলেই সদা সুখী হইবেন পূর্ণ পরব্রহ্ম নিরাকার রূপেই থাকুন অথবা সাকার রূপে থাকুন, রাজা প্রজা উঁহাকে আত্মা মাতা পিতা গুরু মনে করিয়া সর্ব্বদা তাঁহার উপাসনা করুন তাহা হইলে সকলে সুখী হইয়া নির্ভয়ে আনন্দে থাকিবেন। রাজার উচিত যে প্রতি গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে প্রজার তত্ত্ব লয়েন যে দিন দিন প্রজাগণ কোন্ বিষয়ে কষ্ট পাইতেছে আর কি উপায়ে সুখী হইবে যে বিষয়ে প্রজা দুঃখী আছে, রাজার ধর্ম্মই এই যে, ঐ মুহূর্ত্তে উহার দুঃখ নিবারণ করেন, উহাতে এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করা উচিত নহে, অথবা যেমন তুলসীদাস কৃত রামায়ণে লিখা আছে যে,

"জাসু রাজা প্রিয় প্রজা দুঃখারি।
সো নৃপ অবশ্য নরক অধিকারি।"

অর্থাৎ যে রাজার রাজ্যে প্রজা কষ্ট পায়, সে রাজার অবশ্য নরক ভোগ করিতে হইবেক। প্রজা, ক্ষেত্রের জন্য কিম্বা ঘর করিবার জন্য অথবা পুরাতন ভগ্ন ঘর মেরামত করিবার জন্য অথবা ক্ষেত্রে বীজ বপনের জন্য, বা হালগরুর জন্য কষ্ট পায় তাহা হইলে উহার দুঃখ দূর করা রাজার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। আর যাহারা কোন রূপ অর্থোপার্জ্জন করিতে অশক্ত হইয়া কষ্ট হয় তাহাদের প্রতি অর্থোপার্জ্জনের কোন প্রকার উপায় করিয়া দিবেন। যে ব্যক্তি যে কার্য্যের যোগ্য তাহাকে সেই কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন। আর প্রজা দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করাইয়া প্রজাকেই পালন করিবেন; আর যে বৎসর প্রজার ভূমিতে শস্য না হইবে সে বৎসর খাজনা লওয়া রাজার ধর্ম্ম নহে। যিনি কষ্ট দিয়া প্রজার নিকট অর্থ গ্রহণ করেন, সে রাজা জড় পশু তুল্য। কারণ তাহার দেখা উচিত যে সমস্ত বৎসর প্রজা আপন ঘরেতে লাঙ্গল, বীজ, মজুরি ও গরু লাগাইয়া আর স্ত্রী পুত্র ইত্যাদি সকলে মিলিয়া যথাসাধ্য কষ্ট পরিশ্রম করিল, কিন্তু কাল ক্রমে ভূমিতে কিছুই শস্য উৎপন্ন হইল না; তাহার পর সমস্ত বৎসর উহার স্ত্রী পুত্রগণের

ভরণপোষণ চাই; এখনই উহার ঘরে ভরণপোষণ জন্য হাহাকার হইতেছে, তাহার উপর আবার রাজার পীড়ন মাথায় পড়িলে প্রজার বিপদের উপর বিপদ, প্রজাকে এরূপ বিপদগ্রস্ত করা রাজার ধর্ম্ম নহে। এ অবস্থায় বিচার করিয়া সন্তোষের সহিত উহাকে ক্ষমা করা কর্ত্তব্য। প্রজা, পুত্র কন্যা তুল্য, সন্তুষ্ট হইয়া তাহারা যাহা দিতে পারে তাহাই লওয়া উচিত। প্রজা সুখে থাকিলে রাজার মঙ্গল হয়, এবং রাজার মঙ্গলে প্রজার সুখ বৃদ্ধি হয়। আর পশু দ্বারা অধিক-শ্রম করাইতেছে ও অধিক পরিমাণে ভার বহন করাইতেছে; তাহা নিবারণ করিয়া পরিমাণমত বিনা ক্লেশে উহাদিগকে শ্রম করাণ উচিত। এবং যদ্যপি কেহ কোন পশু পালন করে তবে উহার থাকিবার ঘর করিয়া দিবে ও উত্তম-রূপে যথা সময়ে আহার দিবে। আর দরিদ্র প্রজার দুঃখ তাহাদের নিজ মুখে শুনা উচিত, দরখাস্ত ইত্যাদির প্রয়োজন নাই। ইহা রাজার ধর্ম্ম। আর গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে ইহা প্রচার করিয়া দেওয়া উচিত যে, স্ত্রীলোক কিম্বা পুরুষ কোন দুর্ব্বল ব্যক্তিকে বিনা অপরাধে কেহ দণ্ড দিবে না; আর পুত্র, পিতা-মাতাকে কষ্ট না দেয়, কিম্বা মাতাপিতা সন্তানকে কষ্ট না দেয়। আর বালক-গণ পরস্পর বিবাদ না করে, উহাদিগকে সৎ উপদেশ দিবে। এ সমস্ত বিষয়ে বিচার করিয়া তদারক করা উচিত। আর গ্রামে গ্রামে, গলীতে গলীতে ইহা প্রচার কর যে কেহ বিবাদ করিলে তাহাকে দণ্ড দেওয়া যাইবেক। আর ভয় ও নিয়ম ব্যতীত ঠিক ব্যবহার কার্য্য চলিবে না, তাহা নিশ্চয় জানিবেন। আর আপন আপন রাজ্যেতে প্রজা, বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রী, পুরুষ ইত্যাদিকে জ্ঞান বিদ্যা ও শস্ত্র বিদ্যা কিম্বা ব্যায়াম ইত্যাদি বিষয় পাঠ করান ও শিক্ষা দেওয়া; বলিবার নিয়ম, বসিবার রীতি, অপরের প্রতি যথাযোগ্য মর্য্যাদা ও সত্যধর্ম্ম ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া আর পূর্ণ পরব্রহ্ম প্রত্যক্ষ সাকার জ্যোতির্ম্মূর্ত্তি চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণকে মাতাপিতা জ্ঞানে সম্মুখে নমস্কার প্রণাম করিবার উপদেশ দেওয়া যে, উদয় অস্তের সময় প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে শ্রদ্ধার সহিত প্রণাম করে; যাহাতে সকলে বলবান, তেজস্বী, বুদ্ধিবান, জ্ঞানবান ও সুখী হইবেক।

ধার্ম্মিক রাজাগণের বিবরণ।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগেতে ক্ষত্রিয় রাজাগণ ধার্ম্মিকছিলেন। চন্দ্রবংশীয় বা সূর্য্য বংশীয় রাজা দশরথ, রাজা রামচন্দ্র, বিশ্বামিত্র, জনক, যুধিষ্ঠির, পরীক্ষিত, আর রাজা বলি ও হরিশ্চন্দ্র আদি যে সকল বড় বড় ধার্ম্মিক লোক ছিলেন; তাঁহারা যজ্ঞ হোম করিতেন এবং করাইতেন; এবং পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুতে নিষ্ঠা রাখিতেন ও রাখাইতেন। আর যজ্ঞের নিমিত্ত অত্যন্ত যত্নবানছিলেন; এ জন্য দেব জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্ম প্রসন্ন হওয়াতে সমস্ত চরাচর, রাজা, প্রজা সুখী থাকিতেন। আর সময় মত বৃষ্টি হইয়া অন্ন ও তৃর্ণ আদি উৎপন্ন হওয়াতে পশু আদি বিচরণ করিয়া সহজেই উদর পরিপূর্ণ করিত। আর নানা প্রকার ফল উৎপন্ন হওয়াতে পক্ষী আদির সুখ স্বচ্ছন্দে আহার সংগ্রহ হইত। অধিক পরি-মাণে অন্ন ও শস্য উৎপত্তি হওয়াতে রাজা প্রজাদির স্বচ্ছন্দে ভরণপোষণ হইয়া থাকিত; আর কেহই কোন কারণে দুঃখী ছিল না,—কোন বিষয়ে প্রজা কিম্বা রাজা দুঃখী ছিল না। এই সকল ব্যক্তি সত্য ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন; আপনার দাস, দাসী, চর, অচর, প্রজা, স্ত্রী, পুরুষকে আপন পুত্র কন্যার ন্যায় সম-দৃষ্টিতে দেখিতেন ও পালন করিতেন, এবং উহাদের উপর দয়াবান ছিলেন। আর প্রতি গ্রামে গ্রামে ও প্রতি ঘরে ঘরে অনুসন্ধান করিতেন এবং অনুসন্ধান করা-ইতেন; প্রজার সমস্ত দুঃখ আপনার দুঃখ বলিয়া জানিয়া তাহা নিবারণের নিমিত্ত কটিবদ্ধ থাকিতেন। আর যিনি রাজা হইয়া প্রজাদির দুঃখ নিবারণ করিয়া প্রজাকে সুখী করিতে না পারেন, তিনি পশুর সমান; যেমন শূকর বিষ্ঠা ভক্ষণ করিয়া ও কুকুর হাড় মাংস ভক্ষণ করিয়া উদরপূর্ণ করিয়া থাকে, তিনিও সেইরূপ। আর যিনি রাজা হইয়া প্রজার দুঃখ না বুঝেন, উহাঁকে বারম্বার ধিক্কার। আর হে হিন্দু আর্য্য এবং মুসলমান ও ইংরাজ রাজাগণ! যাহাতে রাজা, প্রজা, উভয়েই সুখী থাক বিচার করিয়া সেইমত কার্য্য করা আপনাদের উচিত। অধিক আর আপনাদিগকে কি বলিব, আপনারা নিজে

জ্ঞানী। এই গ্রন্থের আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত বিচার করিয়া ব্যবহার কার্য্যে প্রবৃত্ত হউন, যাহাতে আপনারা সদা সুখী থাকিবেন। এই গ্রন্থোক্ত সত্য সৃষ্টির শেষ পর্য্যন্ত থাকিবে।

দান পুণ্যের উপদেশ।

রাজা প্রজা সকলেই ব্যবহার কার্য্যেতে বিশেষ বিবেচনা করিয়া সমস্ত কার্য্য কর, আর দান, পুণ্য, যজ্ঞ, ব্যয় ইত্যাদি পরিমাণ মত যথাশক্তি কর, আর মান অহংকার করিয়া অপরিমিত ব্যয় করিও না তাহা হইলে পরে অনুতাপ ও শোচনা হয়, এবং স্ত্রী পুত্র পরিবারগণ কষ্ট পায়। মান, অপমান ও সুখ্যাতিতে কি আছে? কেবল কষ্ট মাত্রই হইয়া থাকে। যদি কেহ বলে যে, আপনি অতি ধনবান ও জ্ঞানবান তবে কি আপনি তাহাতেই মহৎ হইয়া যাইবেন, কিম্বা যদি কেহ বলে যে আপনি অতি নীচ ও মূর্খ তবে কি তাহা হইলে আপনি অতি নীচ ও মূর্খ হইয়া যাইবেন? আপনি যাহা আছেন তাহাই থাকিবেন। কেহ নীচ কহিলেও নীচ হইয়া যাইবেন না এবং কেহ মহৎ কহিলেও মহৎ হইয়া উঠিবেন না। যদি কেহ সোণাকে ছোট বলে তবে সোণা ছোট হইয়া যাইবে, কিম্বা কেহ তাহাকে বড় বলে তবে তাহা বড় হইয়া যাইবে? সোণা সোণাই থাকিবে। আর অবোধ ব্যক্তি অল্পেতেই অহংকারের জন্য শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যায়। যে রূপ

"ক্ষুদ্র নদী ভরী চলী উতরাই,
থস থোড়ে ধন খল বঊরাই।"

ইহার অর্থ এই যে, কিঞ্চিৎ মাত্র বৃষ্টি হইলেই ক্ষুদ্র নদী ভরিয়া পরিপূর্ণ হইয়া যায় ও পরে বর্ষা শেষ হইতে না হইতেই একেবারে শুখাইয়া যায়; সেইরূপ কিঞ্চিৎ ধন হইলেই খল নীচ ব্যক্তি উন্মত্ত হয়। কিন্তু সমুদ্র সদা একই ভাবে পরিপূর্ণ থাকেন। সমুদ্র শব্দ সুপাত্র, জ্ঞানী, গম্ভীর রাজা প্রজা—যে কেহই হউন, যে কুলেতেই তাঁহার জন্ম হউক না কেন, তিনি অহংকার, মান রহিত হইয়া বিচার পূর্ব্বক কার্য্য করেন; ক্ষুদ্র নদী শব্দে অবোধ অহংকারী, যাহার কিঞ্চিৎ ধন হইয়াছে

কিম্বা দশ বিশখানি গ্রাম জমিদারি হইয়াছে, কিম্বা যৌবন অবস্থাতে কিঞ্চিৎ শাস্ত্র বেদ অধ্যয়ন করিয়াছে অথবা কিঞ্চিৎ তপস্যা করিয়া সিদ্ধি পাইয়াছে, সে অহংকার ও মান হেতু বক্রভাবে চলে কাহাকে মিষ্টবাক্য পর্য্যন্তও বলে না, আপন সমান কাহাকেও বোধ করে না, অহংকার মানের জন্য ব্যয় করে তাহা হইলে তাঁহাকে মহৎ বলিবে, এবং পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতাপিতাতে নিষ্ঠা শ্রদ্ধা নাই, তাহাকেই ক্ষুদ্র নদী বলা হয়। খল শব্দে যে কেহ অপরকে মিথ্যা ও ছল করিয়া প্রবঞ্চনা করে অথবা বলপূর্ব্বক দুর্ব্বল ব্যক্তিকে কষ্ট দিয়া তাহার ধন অপহরণ করে আর অপরকে নানা প্রকার কষ্ট দেয়, আর চোর মিথ্যাবাদী নিন্দুক ইত্যাদির নাম, যে কুলেতেই তাহার জন্ম হউক না কেন সে অবশ্যই অত্যন্ত কষ্ট পাইয়া থাকে।

ব্যবহার কার্য্যেতে রাজা প্রজার কি প্রকারে ব্যয় ও দান আবশ্যক ?

যে রূপ একটী আমগাছ যত্ন করিয়া রোপণ করিয়া তাহাতে যে ফল উৎপন্ন হয় উহা দ্বারা নিজ পরিবার পোষণ করিবে তাহার পর যথাশক্তি ক্ষুধার্ত্ত অভ্যাগত (অতিথি) কে দিবে ; কিন্তু ঐ বৃক্ষ সমূলে কাটিয়া নষ্ট করা উচিত নয়, অথবা ঐ বৃক্ষ একেবারে নিসত্ব হইয়া কাহাকেও দান করা উচিত নয়, কাহাকেও দিতে হইলে পরিমান মত দিবে। যদি ঐ বৃক্ষ কাটিয়া ফেল কিম্বা নিসত্ব হইয়া দান কর তবে কি রূপে আপন পরিবার পালন করিবে আর যোগ্য সুপাত্রে ক্ষুধার্ত্ত অভ্যাগত দিগকে দান করিবে ? ইহার তাৎপর্য্য এই যে বৃক্ষ শব্দে রাজা প্রজার রাজ্য, জমিদারি, চাকরি, ব্যবসা ও গৃহস্থালী কৃষি উৎপন্ন শস্যাদি যাহার যে কিছু জীবিকা আছে উহাকে বিচার পূর্ব্বক যত্ন করিয়া রক্ষা করিবে, আর পুরুষার্থ (সদা আলস্য রহিত হইয়া) উদ্যম সহকারে উহা হইতে অধিক লভ্য উৎপন্ন করিয়া ঐ লভ্য হইতে আপন পরিবার সমস্ত প্রতিপালন করিবে ও অবশ্য পোষ্য-

গণকে দিবে ও ব্যবহার কার্য্য করিবে এবং উহা হইতে যোগ্য পাত্র ক্ষুধার্ত্ত অতিথি সেবা করিবে। আর যদ্যপি ঐ বৃক্ষ রূপ বিষয় কার্য্য (ধন উপার্জ্জনের বস্তু) কে সমূলে কাটিয়া ফেল কিম্বা নিসস্ব রূপে দান কর অথবা অভিমান চরিতার্থ জন্য একেবারে সমস্ত ব্যয় করিয়া দেও তবে পরিশেষে স্ত্রী পুত্র পরিবারগণকে কি রূপে ভরণপোষণ করিবে? আর যোগ্য পাত্র ক্ষুধার্ত্ত অভ্যাগতকে কোথা হইতে দান করিবে? অবশেষে নিজ পরিবারগণই কষ্ট পাইবে। অপরকে যোগ্য পাত্র বিবেচনা করিয়া দান করিলেই পুণ্য হয় এমত নহে; আপন গৃহে আত্মীয় স্বজনের কষ্ট নিবারণার্থে সাহায্য করিলে বিশেষ পুণ্য হয় এবং তাহা অবশ্য অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম জানিবে। এ বিচার পূর্ব্বক যথা শক্তি ব্যয় করা উচিত; আপন সম্মুখে যদি কোন ক্ষুধার্থ উপস্থিত হয় তবে যথা শক্তি আহার দিবে। (নিঃস্ব অসহায় যোগ্য পাত্রে) অন্নদানের তুল্য অপর কোন দান পুণ্য কর্ম্ম আর উত্তম ফল অন্য কিছুতেই নাই; ইহা বৈষয়িক লোকের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা কিন্তু প্রকৃত জ্ঞান পক্ষে আত্মজ্ঞান দান তুল্য এ সংসারে আর অন্য কোন দানই নাই কারণ তাহাতে জীব একেবারে অনন্ত চরিতার্থ হইয়া যায়। সমস্ত অন্ন (শস্য,) উত্তম উত্তম ফল ইত্যাদি সুখাদ্য ও সুগন্ধ বস্তু ইত্যাদি যাহা উৎপন্ন হইবে তাহা কেবল চৈতন্য আদির আহার করিবার জন্য, এবং অগ্নি ব্রহ্মেতে আহুতি দিবার জন্য হইয়াছে কিন্তু গৃহেতে কেবল মাত্র সঞ্চয় করিয়া রাখিবার জন্য হয় নাই। যথা শক্তি ব্যয় করিবে যাহাতে কোন প্রকারে কেহ কষ্ট না পায়। অহংকারও মানের জন্য কতই রাজা প্রজা বিবাহ ও তিলক ইত্যাদি ও যজ্ঞ শ্রাদ্ধ ইত্যাদিতে অপরিমিত ব্যয় করিতেছেন আর করাইতেছেন এবং জমিদারী আবদ্ধ রাখিয়া কর্জ্জ লইয়া ব্যয় করিতেছেন ও সন্তোষ হইতেছেন। যখন মহাজন পীড়ন করেন আর উহার কর্জ্জ পরিশোধ করিতে না পারেন তখন মহাজন কষ্ট দেয় ও সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া লন; আর ঐ সময় স্ত্রী পুত্র পরিবারগণ অন্ন বস্ত্র বিনা কষ্ট পায়, আর আর্ত্তনাদ করিতে থাকেন এবং অনুশোচনা করেন যে, কেবল মাত্র সুখ্যাতির জন্য এরূপ কেন করিয়াছিলাম। পূর্ব্বে যে ব্যক্তিরা ছল করিয়া ব্যয়

করায় পরিশেষে তাহারাই সকলে উপহাস করে। এ জন্য বিচার করিয়া পরিমান মত যথা শক্তি ব্যয় করা আর করান উচিত।

দান করা যাহা বলা গিয়াছে, তাহা সুপাত্র, অধিকারি (যোগ্য পাত্রে) আবশ্যক। ইহার অর্থ সংক্ষেপে বলা হইতেছে তাহা শুনন্, যে ব্যক্তি রোগী তাহাকেই ঔষধি দেওয়া যোগ্য (আবশ্যক হেতু উপযুক্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম) কিন্তু নিরোগীকে ঔষধি দেওয়া অনাবশ্যক হেতু অযোগ্য অর্থাৎ নিষ্ফল। ক্ষুধার্ত্ত অভ্যাগতকে অন্ন আর বস্ত্র দেওয়া যোগ্য এবং উহারা এই কার্য্যের প্রকৃত অধিকারী। আর যাহার ক্ষুধা নাই অর্থাৎ যে আহার করিয়াছে, যাহার পেটভরা আছে তাহাকে অন্ন না দেওয়া উচিত। যে ভূমিতে ধান্য শুখাইয়া যাইতেছে ঐ ভূমিতে জল দেওয়া আবশ্যক। এইরূপও যে কোন বিদ্যার্থী অথবা সুপাত্র ব্যক্তি সত্যধর্ম্মী পরোপকারী ব্যক্তি কোন কারণ জন্য কষ্ট পায় কিম্বা কাহারও কন্যার বিবাহ দিতে হয় এবং যদ্যপি ঐ ব্যক্তি দারিদ্র হয় ও লজ্জা জন্য যাচ্ঞা করিতে না পারে তবে এমন ব্যক্তিগণকে ধন দেওয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম, যে কুলেতেই তাঁহর জন্ম হউক না কেন, তাঁহাকে দান করাতে যথার্থ ফল হয়। কোন ধনবান ব্রাহ্মণ, যাঁহার কোন প্রকার অর্থোপার্জ্জনের উপায় আছে, এবং ব্যবহার কার্য্য উত্তম রূপে চলিতেছে কিম্বা কোন মিথ্যাবাদী, লম্পট, নিন্দুক, প্রবঞ্চক, দ্যূতক্রীড়ক, এবং যে ধন পাইলে অপরের প্রতি কষ্টদায়ক কার্য্য (মিথ্যা নালিশ ইত্যাদি) করে, এরূপ চরিত্রের লোক ব্রাহ্মণ হইলেও তাহাকে দান করা নিষ্ফল ও অনুচিত কার্য্য, কারণ ইহাতে জগৎ সংসারের অনিষ্ট হইবারই বিশেষ সম্ভাবনা। ইহা সত্য সত্য জানিবেন। যে রূপ মরুভূমিতে বীজ বপন করিলে শস্য হয় না, সেইরূপ কুপাত্রে দান করিলে নিষ্ফল হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান বলিয়াছেন,

“দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয় মাপ্রযচ্ছেশ্বরে ধনম্।
ব্যাধিতস্যৌষধং পথ্যং নিরূজস্য কিমৌষধৈঃ।”

পুরাতন সত্যধর্ম্মের আরম্ভ বিবরণ।

রাজা, প্রজা পণ্ডিতগণ! আপনারা শ্রবণ করুন, যেরূপ পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগেতে রাজা প্রজা সত্য ধর্ম্ম পথে চলিতেন এক্ষণে সেইরূপ আরম্ভ হইবেক। পূর্ণ পরব্রহ্ম অন্তর্যামির প্রয়োগ হেতু নূতন ব্যবস্থা হইবেক ও মধ্যেতে নানা প্রকারের যে সকল প্রপঞ্চ (মায়িক বস্তু) কল্পনা হইয়া গিয়াছে, সে সকল এক্ষণে আর থাকিবেক না, কারণ উহাতে রাজা প্রজার অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছে।

যে যুগেতে ও বৎসরেতে যাহা হইবার তাহাই হইবেক। আর রাজা প্রজার বুদ্ধিও সেইরূপ হইবেক। যেমন, যখন শীত ঋতুর কালপূর্ণ হইলে বসন্ত ঋতু আইসে, তখন সমস্ত বৃক্ষ ইত্যাদির পাতা খসিয়া পড়িতে থাকে, আর নূতন নূতন পল্লব হইতে থাকে; সে সময় ঐ পুরাতন পাতা কোন রূপ যুক্তি দ্বারা গাছে লাগিয়া থাকিতে পারে না, উহাকে খসিয়া পড়িতেই হয় এবং নূতন পল্লব হইতে থাকে, ইহা ঈশ্বরের নিয়ম কোন মতে প্রতিবন্ধক ঘটে না। এইরূপ সমস্ত বুঝিয়া লইবেন যে, সমস্ত নূতন বন্দোবস্ত হইবেক। যে সময়ে যে মুহূর্ত্তে যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিয়া যাইবেক কোন মতে অন্যথা হইবার নহে। বাহিরে এই উপদেশ করা যাইতেছে এবং অন্তরেতে অন্তর্যামি সকলের অন্তরে প্রয়োগ করিয়া এইরূপ ঘটাইবেন। ইহার বিপরীতে কষ্ট পাইবে। যে সময়ে যাহা ঘটিবার হয় সে সময়ে তাহা অবশ্যই ঘটিবে। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান অর্জ্জুনের প্রতি বলিয়াছিলেন যে, হে অর্জ্জুন! তুমি নিমিত্ত মাত্র দণ্ডায়মান থাক খেদ করিও না, যাহা হইবার হয় তাহা হইবেক। ইহার অর্থ এই যে, রাজা প্রজা আপনারা অর্জ্জুনের ন্যায় আলস্য অজ্ঞান নিদ্রা হইতে এক্ষণে জাগ্রত হন, এই সনাতন ধর্ম্মের প্রতি তীক্ষ্ণরূপে রক্ষা করিবার জন্য আপনারা নিমিত্ত মাত্র দণ্ডায়মান থাকুন; অন্তর্যামি জ্যোতিঃস্বরূপ স্বয়ং প্রয়োগ করিয়া প্রকাশ করিবেন। সত্যের বিস্তার আরম্ভ হইবেক।

শরীরের সম্বন্ধে উপদেশ।

রাজা প্রজা শরীরকে সকল বিষয়ে সাবধান এবং রক্ষা করিয়া চলাতে পরমার্থিক সিদ্ধি হইবে এবং শরীর উত্তম রূপে এবং তোমরা ও আনন্দরূপ থাকিবে। যে রূপ অগ্নিশিখা বায়ু দ্বারা চালিত হইয়া নির্ব্বান হইতে পারে বটে কিন্তু যদি কোন কাচের পাত্রের দ্বারা ঢাকিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে ঐ শিখা স্থির ভাবে থাকে এবং চঞ্চল হয় না সেইরূপ কাচের পাত্র শব্দ বিচার অদ্বৈত জ্ঞান ও স্থির শব্দ পুর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু আত্মাতে সর্ব্বদা নিষ্ঠা রাখা; যাহা হইলে সকল ভ্রম দুঃখ ইত্যাদি নষ্ট হইবে এবং সর্ব্বদা সকল বিষয়ে আনন্দ রূপ থাকিবে এইরূপ ইত্যাদি বুঝিয়া লইবে।

বাসস্থান পরিষ্কার রাখিবার উপদেশ।

সমস্তদেশ গ্রামে বাটী ঘর, গলী রাস্তা ইত্যাদি সমস্ত পরিষ্কার রাখিবে, যাহাতে কোন মতে অপরিষ্কার থাকিতে না পায় কিম্বা যাহা অপরিষ্কার হইবেক তাহা প্রত্যহ পরিষ্কার করিয়া অপরিস্কৃত বস্তু মৃত্তিকাতে পুঁতিয়াফেলা উচিত। আহারিয় অন্ন ঘৃত দুগ্ধ ইত্যাদিতে, লাভের জন্য লোভ করিয়া ব্যবসায়ী লোকগণ কদর্য্য অস্বাস্থ্যকর পদার্থ মিশ্রিত করিয়া নষ্ট করিবে না। আপন লভ্য রাখিয়া উচিত মুল্যে পরিষ্কার দ্রব্য বিক্রয় করিবে, এবিষয়ে রাজার শাসন রাখা উচিত। জ্ঞানি রাজার এই লক্ষণ। যে রাজার এরূপ গুণ নাই, সে রাজার যোগ্য নয়। কেবল হাড় ও চামড়ার নাম রাজা নয়। সদগুণে ও বুদ্ধি বিদ্যাতে সুনিপুণ রাজা হওয়া উচিত সকল কার্য্যে বিচার করা উচিত, কেবলমাত্র প্রজাকে ভয় দণ্ডই দেওয়া রাজার ধর্ম্ম নহে।

রাজনীতি।

রাজার দণ্ড দিবার অর্থ এই যে, যেমন একটী লাঠী যদ্যপি বাঁকা হয়, তাহাকে সোজা করিবার জন্য অগ্নির উত্তাপ দিতে হয় তাহা হইলে কাষ্ঠ নরম হইয়া

সোজা হইয়া যায়। যদ্যপি কিঞ্চিৎ উত্তাপ দিলেই কিম্বা একবার উত্তাপ দিলেই নরম হইয়া সোজা হইয়া যায় তবে উহাকে বারম্বার উত্তাপ দিবার কোন প্রয়োজন হয় না কেবল সোজা হওয়াই আবশ্যক। এইরূপে যে প্রজার দুষ্ট-স্বভাব উহার দুষ্টস্বভাব ত্যাগ করাইবার জন্য দণ্ড দেওয়া ও ভয় প্রদর্শন করা উচিত। একজনকে দণ্ড ভয় দেওয়াতেও অন্য প্রজার ভয় হয় ও সত্য পথে চলিতে থাকে। একবার দণ্ড ভয় দেওয়াতে কিম্বা কিঞ্চিৎ দণ্ড ভয় দেওয়াতে যদ্যপি উহার দুষ্টস্বভাব ত্যাগ হয়, তাহা হইলে পুনশ্চ উহাকে দণ্ড দেওয়া উচিত নহে। আর দুষ্টস্বভাবাম্বিত লোক চোর; কুচরিত্রের লোক, জুয়াচোর, অসত্য প্রপঞ্চী পুরুষ, মিথ্যা কথা বলিয়া কাহারও সহিত কাহার বিবাদ লাগাইয়া দেয়, একজনের কথা অপরজনকে বলিয়া দেয়, দুর্ব্বল ব্যক্তির বস্তু বলপূর্ব্বক অপ-হরণ করে, ও উহাকে কষ্ট দেয় প্রহার করে; দুর্ব্বল স্ত্রী অথবা অপরকে কষ্ট দেয়। এইরূপ দুষ্টস্বভাবাম্বিতকে দণ্ড দেওয়া উচিত। যদ্যপি কেহ দরিদ্র ও দুর্ব্বল হয় আর সে যদি আপনার পুত্র ও গুরুর সহিত কোন বিষয় লইয়া বিবাদ করে তবে তাহার যথার্থ বিচার করিয়া যাহার অপরাধ হয় তাহাকেই দণ্ড দেওয়া উচিত। আর যদ্যপি কোন জ্ঞানাপন্ন ব্যক্তি অপরাধ করে তবে তাঁহাকে অধিক দণ্ড দেওয়া উচিত। যদ্যপি অপরাধী ব্যক্তি নিজ পুত্র কিম্বা ইষ্ট গুরুর গুরু হন তথাপি উঁহাকে ক্ষমা করা উচিত নহে। বিচার কার্য্যে আপন পর বিবেচনা করা অবোধ পশুর কর্ম্ম। সকলের উপর সমদৃষ্টি হইয়া পুত্র কন্যার তুল্য দয়া করিয়া বিচার করা রাজার ধর্ম্ম; নচেৎ রাজ্য নষ্ট হইয়া যাইবে, ও রাজা রাজ্যের অধিকারী হইবার উপযুক্ত হইবে না।

রাজধর্ম্ম।

রাজার অপর একটী ধর্ম্ম এই যে প্রজার দ্বারা কর্ম্ম করাইয়া তাহার উচিত মূল্য দেওয়া উচিত। যদ্যপি পরিশ্রম করাইয়া উহাকে উচিত মূল্য না দেওয়া হয় তাহা অত্যন্ত অন্যায় এবং বিশেষ ঘৃণিত কর্ম্ম। ইহা রাজধর্ম্ম কিম্বা সাধা-

রণ ভদ্রোচিত কর্ম্ম নহে। যদ্যপি রাজা সত্যবাদী হন তাহা হইলে প্রজাও সত্য-বাদী হইবে। যদ্যপি রাজাগণের সংসারে কোন কর্ম্ম হয় তবে সেই সেই কার্য্যে যথা যোগ্যতা বিচার করিয়া সেই কার্য্যে সাধু ও দারিদ্রদিগকে প্রতিপালন ও রক্ষা করা উচিত। যে যে কর্ম্মের যোগ্য, স্ত্রী অথবা পুরুষ, উহা দ্বারা সেই কর্ম্ম লওয়া উচিত। সাধু দরিদ্র ইত্যাদি লোকের ধর্ম্ম এই যে, শরীর দ্বারা পরিশ্রম করিয়া আপন আহার ও বস্ত্র উপার্জ্জন করা। আপন স্বরূপ কি ও পূর্ণ পরব্রহ্মের স্বরূপ কি? ইহাকে বিচার করিয়া পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপকে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ভক্তি করা, বিদ্যা পাঠ করা আত্মবোধ প্রাপ্ত হওয়া এইরূপ জ্ঞান হইলে শীঘ্র কার্য্যসিদ্ধ হইয়া থাকে, আর সে ব্যক্তি শান্ত ও আনন্দযুক্ত হইবে। যদ্যপি লোক সকল সুখের জন্য অহংকারেতে আত্মাকে দুঃখ দিয়া তপস্যা, যোগ করে, তাহা হইলে কোটি যুগেতেও সে কার্য্য সিদ্ধ হইবেক না। পূর্ব্বের লিখিত নিয়ম অনু-সারে চলিলে অদ্য হইতে রাজা প্রজা কার্য্য করিলে গৃহস্থ ধর্ম্মেতে থাকিয়া ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস ও গার্হস্থ এই চারি ধর্ম্মই সিদ্ধ হইবেক, ইহা সত্য সত্য বলিয়া জানিবেন। যাহা পূর্ব্বে লেখা হইয়াছে সেই অনুসারে সকলে কার্য্য করুন। যদ্যপি একেবারে পরব্রহ্ম, রাজা প্রজার অন্তর বাহির প্রকাশ করিয়া দেন তাহা হইলে আশ্চর্য্য মনে করিবেন না; আপনারা সকলে অন্ধকার রাত্রে অন্ধ হইয়া আছেন, আর যখন একই দেব জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্যনারায়ণ উদয় হন তখন সকলের প্রতি দিন অর্থাৎ নেত্র হয়; এইরূপে পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ জ্ঞান সূর্য্য সকলের অন্তঃকরণে প্রকাশ করিয়া দিবেন।

সপ্তম অধ্যায়—বর্ণাশ্রমতত্ত্ব।

জাতি বিচার।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে সাধারণ ধর্ম্মের বিচার হইয়াছে এখন বিশেষ ধর্ম্মের তত্ত্ব বিচার হইতেছে।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র জাতির স্থূলরূপে সংক্ষেপে অর্থ বলিয়া দিতেছি। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র কাহাকে বলে তাহা শুনন্। যেমন ইক্ষু হইতে রস হইয়া উহাতে গুড়, চিনি, মিছরি, ভুরা, ইত্যাদি হইয়া থাকে, আর উহাতে নানা প্রকারের নানা আকারের মিষ্টান্ন প্রস্তুত হয়, ঐ সকলের কারণ ইক্ষুই। গুড় যতই পরিষ্কার করা যাইবেক ততই উহাতে আররূপ গুণ বোধ হইতে থাকিবেক আর উহার ভিন্ন ভিন্ন নাম কল্পনা করা যাইবেক। স্বরূপেতে সকলই সমান উহাতে কেহ মহৎ ও কেহ নীচ নাই। কেবল শব্দমাত্র। ইক্ষুশব্দ শুদ্ধ চৈতন্য কারণ পরব্রহ্ম আর রসশব্দ ঈশ্বর মায়া ব্রহ্ম জগৎরূপ বিস্তার। আর গুড় শব্দ শূদ্র, চিনিশব্দ বৈশ্য, মিছরি শব্দ ক্ষত্রিয়, আর ওলাশব্দ ব্রাহ্মণ; আর মিষ্টান্ন শব্দ তৃণ-ঘাস পশুপক্ষী ইত্যাদি বুঝিয়া লইবেন। কেবল নাম, রূপ, গুণ, ক্রিয়া ও উপাধি ভেদ হেতু ভিন্ন ভিন্ন বোধ হইতেছে।

জাতি বিবরণ।

ব্রাহ্মণে এতগুলিন গুণ হওয়া আবশ্যক, যথা শীলতা, সন্তোষ, দয়া, ধৈর্য্য, শান্তি, সত্যাসত্যের বিচার, সত্যশুদ্ধ চৈতন্য পরব্রহ্মেতে নিষ্ঠা ভক্তি, ইন্দ্রিয় জয় করা, অগ্নিতে আহুতি দেওয়া, আর আঁপনা হইতে পরব্রহ্মকে জ্ঞান করা—অর্থাৎ একইরূপ জানিয়া প্রীতি রাখা; আর চরাচর, রাজা প্রজা, সকলতেই আত্ম দৃষ্টিতে মান অপমান ও জয় পরাজয়, রহিত হওয়া, বিদ্যা অধ্যয়ন করা আর অপর সকলকে বিদ্যাদান করা, সত্য বলা, ও সত্যবাক্য বলিতে শিক্ষা দেওয়া

যজ্ঞ করা ও অন্যকে যজ্ঞ করান, দান লওয়া ও দেওয়া—যাঁহার এই সমস্ত গুণ আছে, তিনিই ব্রাহ্মণ জানিবেন। তিনি পুরুষ হন বা স্ত্রীলোক হন, বিদ্যান্ হন অথবা মূর্খ হন, তিনি যে জাতির ঘরে জন্ম লইয়া থাকেন, তিনিই যথার্থ ব্রাহ্মণ।

"জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাৎ দ্বিজ উচ্যতে।
বেদবিৎচ ভবেদ্বিপ্রো ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ॥"

ইহার অর্থ এই যে, বালক যখন জন্মগ্রহণ করে তখন উহার অবস্থাকে শূদ্র বলা হয়, সংস্কার হইলে উহার দ্বিজনাম হইয়া থাকে (দ্বিজ জীবের নাম, এই সংস্কার দেওয়া যায় যে, এক ঈশ্বর তুমি জীব); বেদাভ্যাস করাতে বিপ্র বলা হয়; বিপ্র শব্দে (বীর, ইন্দ্রিয়জিৎ, তেজ, বল, জ্ঞান সম্পন্ন); পূর্ণ রূপে ব্রহ্মকে যিনি জানেন তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলা হয়। যেমন বশিষ্ঠ দেব ও বিশ্বামিত্র ঋষি। মনুতে লেখা আছে যে,

"শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণ শ্চেতি শূদ্রতাং।
ক্ষত্রিয়াঃ জাতমেবস্তু বিদ্যাৎ বৈশ্যাস্তথৈবচ॥"

অর্থাৎ শূদ্র কূলে জন্মিয়া যদ্যপি উত্তম কর্ম্ম করে তবে সে ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণ কূলে জন্মিয়া যদ্যপি নীচ কর্ম্ম করে তাহাতেই সে শূদ্র হয়। এতগুলিন গুণ ক্ষত্রিয় ধর্ম্মে থাকা আবশ্যক, যথা, শীল, সন্তোষ, দয়া, দান, ধৈর্য্য, ইন্দ্রিয়জয়, তেজ, বল, শক্তি, ব্যবহার কার্য্য ও পরমার্থ কার্য্যেতে তীক্ষ্ণ ভাব আর জ্ঞান বিদ্যা ও শস্ত্রবিদ্যাতে (অস্ত্রাদি চালন কি না যুদ্ধ কার্য্যাতে) অভ্যাস, সত্যাসত্যের বিচার, পরব্রহ্মেতে নিষ্ঠা, ভক্তি, প্রীতি, শ্রদ্ধা, আপনা হইতে পরব্রহ্মেতে অভেদ জ্ঞান অর্থাৎ একই রূপ মনে করিয়া নিষ্ঠা রাখা, পরব্রহ্ম নিরাকার রূপেতে থাকেন অথবা সাকার রূপেতে থাকেন, সূর্য্যনারায়ণ, চন্দ্রমা, অগ্নি ব্রহ্মেতে প্রীতি রাখা, নিত্য অগ্নিতে আহুতি দেওয়া, আর সদা এই বৃত্তিতে থাকা যে, ঈশ্বর জ্যোতিঃ-স্বরূপ কোন্ বিষয়ে প্রসন্ন থাকেন, যাহাতে উহাঁর কৃপায় চরাচর রাজা প্রজা সমস্ত সুখী থাকে, তাহাই করেন ও অন্য লোককে উৎসাহ দেন প্রজাপালনেতে

প্রবৃত্তি থাকে, সমস্ত প্রজাকে আপন আত্মা বলিয়া জানেন, উহাঁদের প্রতি পুত্র কন্যার সমান দয়া রাখেন; আর মনুষ্য, রাজা, প্রজার কি কর্ত্তব্য তাহাই করেন ও করান, সত্য ধর্ম্মেতে নিষ্ঠা রাখেন ও রাখান, যাহাতে প্রজা সুখী থাকে; বিদ্যা পাঠ করেন ও করান; যজ্ঞাহুতি করেন ও করান, আর দাতা হইয়া সকল বিষয়ে নির্ভয় ও মান অপমান হইতে রহিত থাকেন। যাঁহাতে এই প্রকার গুণ সকল বর্ত্তিয়াছে অর্থাৎ বর্ত্তমান থাকে, চাই তিনি পুরুষ হন অথবা স্ত্রীলোক হন, তাঁহার যে কুলেতেই জন্ম হইয়া থাক তিনিই যথার্থ ক্ষত্রিয় জানিবেন। বৈশ্যের এই সকল ধর্ম্ম জানিবেন যে, কৃষি আদি সমস্ত অর্থোপার্জ্জনের ব্যবসা তীক্ষ্ণ হইয়া করে, ধন উপার্জ্জন করে, আর পরব্রহ্মেতে নিষ্ঠা, ভক্তি ও শ্রদ্ধাযুক্ত থাকে, সাধু, ব্রাহ্মণ, অভ্যাগত, খঞ্জ প্রভৃতিকে ভোজন করায়, বস্ত্র দেয়, যথা-শক্তি অগ্নিতে আহুতি দেয়, আর দয়া, সন্তোষ, বিদ্যা অধ্যয়ন করে আর সকলকে বিদ্যাদান করে সমস্ত পরিবারকে উত্তম রূপে ভরণপোষণ করে এবং অকপটভাবে সমস্ত জীবের প্রতি দয়া করে। যাহাতে এই গুণ সকল বর্ত্তমান আছে, তিনি স্ত্রীলোক কিম্বা পুরুষ হন তিনি যে কুলেতেই জন্মগ্রহণ করুন উহাঁকে বৈশ্য শব্দ বলিয়া জানিবেন। শূদ্রের এই সকল ধর্ম্ম যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিনের সেবা করে, পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুর উপাসনা করে, অর্থাৎ শূদ্রের অর্থ এই যে, আলস্যপরবশ অজ্ঞানী, অহংকারী, ক্রোধী, পরব্রহ্মেতে অভক্তি অশ্রদ্ধা, পাষণ্ড, মনের অশুচি, মিথ্যা বলিয়া পরমাত্মা জীবকে দুঃখ দেয়, দয়া শূন্য, শীলতা নাই সদা অসন্তোষ ও অধৈর্য্য, আপনার লাভের জন্য অপরকে কষ্ট দেয়, কিঞ্চিৎ লইয়া মিথ্যা বলে আর অন্যকে মিথ্যা বলিতে উৎসাহ দেয় পরনিন্দা রত ও পরব্রহ্মকেও নিন্দা করে আর অন্যকে করিতে প্রবৃত্তি দেয়—যে ব্যক্তির শরীরে এই প্রকারের দোষ আছে তাহাকেই ম্লেচ্ছ (মলিন বুদ্ধি) শূদ্র জানিবে। সে স্ত্রীলোক হউক অথবা পুরুষ হউক আর তাহার যে কুলেতেই জন্ম হউক। আর্য্য হিন্দু, মুসলমান, ইংরেজ, স্ত্রী, পুরুষ ইত্যাদি সকল লোকেতে এইরূপ বুঝিয়া লইবেন। স্বরূপেতে সকলেই শুদ্ধ, চৈতন্য, কারণ পরব্রহ্মেরই স্বরূপ, স্বরূপেতে

কেহই মহৎ নীচ নাই সকলেই সমান; গুণ ও ক্রিয়ার নাম জাতি। পূর্ব্বে লিখা গিয়াছে যে, যে ব্যক্তি চুরি করে তাহাকেই চোর বলে। ইন্দ্রিয়জয়ের অর্থ এই যে, পূর্ণ পরব্রহ্মেতে নিষ্ঠা, সকলের প্রতি আত্মা রূপে সমদৃষ্টি, ইন্দ্রিয়গণের ভোগ্য পদার্থের ভোগ করিতে যেন কোন অসৎ পদার্থেতে চিত্তের আশক্তি না হয়, এবং সত্যতে নিষ্ঠা থাকে, ইহারই নাম ইন্দ্রিয়জয়; ইন্দ্রিয় দ্বার রুদ্ধ বা নষ্ট করিলে ইন্দ্রিয়জয় হয় না, কারণ তাহা হইলে নবাবি আমলের খোজাদিগকেও জিতেন্দ্রিয় মহাত্মা বলা যাইতে পারে? যতক্ষণ পর্য্যন্ত জীব অজ্ঞান অবস্থায় থাকে ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাকে শূদ্র শব্দ বলা যায়। আর যখন জীব সত্যাসত্যের বিচার করিয়া সত্য শুদ্ধ চৈতন্য পরব্রহ্মের প্রাপ্তি জন্য জ্ঞান বাণিজ্য ব্যাপার করিতে থাকে ঐ সময় জীবকে বৈশ্য শব্দ বলিয়া জানিবে। আর যখন জীব শুদ্ধ চৈতন্য পরব্রহ্মেতে নিষ্ঠা হইয়া সত্যের উপর রাজ্য করিতে থাকে তখন তাহাকে ক্ষত্রিয় শব্দ বলিয়া জানিবে। আর যখন জীব সর্ব্বজ্ঞ পূর্ণ পরব্রহ্ম আত্মা পূর্ণ রূপেতে প্রকাশ থাকেন তখন তাঁহাকে ব্রাহ্মণ শব্দ বলিয়া জানিবে, অর্থাৎ বর্ণ ভেদ খণ্ডন ও লয় হইয়া যায়।

কথিত আছে যে ব্রাহ্মণের রূপ শুক্ল বর্ণ, ক্ষত্রিয়ের রূপ রক্ত বর্ণ, বৈশ্যের রূপ পীত বর্ণ ও শূদ্রের রূপ কৃষ্ণ বর্ণ। ইহার অর্থ এই যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত জীব অজ্ঞান অবোধ রূপে থাকে ততক্ষণ পর্য্যন্ত নানা শঙ্কা ভ্রম হইতে থাকে; যেহেতুক অবস্থা ভেদে সকলেরই এইরূপ হইয়া থাকে। ইহার অর্থ এইরূপে বুঝিবেন যে, পীত বর্ণ শব্দ অগ্নি ব্রহ্ম রূপ বৈশ্যকে জানিবেন, আর শূদ্রের স্বরূপ কৃষ্ণ পক্ষ রাত্রি অজ্ঞান জানিবে, আর ব্রাহ্মণের রূপ চন্দ্রমা ব্রহ্মকে জানিবেন, ক্ষত্রিয়ের স্বরূপ সূর্য্যনারায়ণ ব্রহ্মকে জানিবেন। এই ভিন্ন ভিন্ন রূপ, গুণ, ক্রিয়া বাচক নাম কল্পনা করা গিয়াছে, আর অবোধ ব্যক্তির এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন বোধ হয়। যখন অগ্নিব্রহ্ম নির্ব্বাণ হন তখন আকাশরূপ হইয়া যান। আর যখন কৃষ্ণ পক্ষ থাকে তখন চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ উভয়ই থাকেন না আর যখন সূর্য্যনারায়ণ থাকেন তখন চন্দ্রমা ব্রহ্মও কৃষ্ণ পক্ষ রাত্রি উভয়ই থাকেন না, এক আপনিই স্বয়ং সূর্য্য-

নারায়ণ পরব্রহ্ম বিরাজমান থাকেন। যেরূপ যখন অজ্ঞান (স্বপ্নাবস্থা) থাকে তখন জাগ্রত (জ্ঞান অবস্থা) ও সুষুপ্তি (বিজ্ঞান অবস্থা) উভয়ই থাকে না, আর যখন জাগ্রত অবস্থা হইয়া থাকে তখন স্বপ্নাবস্থা ও সুষুপ্তি অবস্থা থাকে না।

এইরূপ জীব ও পরব্রহ্ম আত্মাতে নানাভ্রম বোধ হইয়া থাকে ইহা বুঝিতে হইবে যে, স্বরূপ বোধ হইলে আর কোনও ভ্রম থাকে না। সমস্ত রাজা, প্রজা, চরাচর, স্ত্রী পুরুষ ইত্যাদি পূর্ণ পরব্রহ্মের রূপ আর সমস্ত আপনারই আত্মা। রাজা প্রজা আপনারা বিচার না করিয়া অকারণ পরস্পর ভেদ করিতেছেন; যাহাতে সকলেই মিলিত হইয়া সুখী থাকেন তাহাই করুন ও সমুদয় লোক যাহাতে করে তাহার উপায় করুন। ব্যবহার কার্য্যেতে যে, যে কর্ম্মের উপযুক্ত হয় তাহার সেই কার্য্য করা উচিত, পরমার্থ পক্ষে সকলেই একরূপ আপন আত্মা জানিবেন। পরব্রহ্ম সকলেতে পূর্ণ এবং সর্ব্বরূপ হন। এই সমস্ত জানিয়া ব্যবহার কার্য্য করা কর্ত্তব্য।

যজ্ঞোপবীত বর্ণন।

যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবার অর্থ এই যে ত্রিগুণময়ী জগৎ হইতে যে অতীত উনিই যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়াছেন। জগৎ হইতে শুদ্ধভাবে অর্থাৎ সাকার ত্রিগুণাত্মা (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ অর্থাৎ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ অগ্নি জ্যোতির্ম্মূর্ত্তি ঈশ্বর) যজ্ঞোপবীত হন, ইহাঁকেই রাজা প্রজা, স্ত্রী পুরুষের ধারণ করা আবশ্যক। ইনিই অজ্ঞান জগৎ হইতে শুদ্ধ করিয়া থাকেন অর্থাৎ মায়া হইতে পরিত্রাণ করেন। ইনিই চরাচর স্ত্রী, পুরুষের নেত্রদ্বারে তেজরূপে বিরাজমান আছেন, নাসিকা দ্বারে প্রাণরূপেতে বিরাজমান আছেন, আর কর্ণ দ্বারে আকাশরূপেতে বিরাজমান আছেন। পঞ্চগ্রন্থি (প্রবর পাঞ্চতত্ত্ব, ইহাঁ দ্বারা চরাচরের সমস্ত শরীর গঠিত হইয়াছে। সূত্রের যজ্ঞোপবীত পরিধান কর, বিনা বিচার ত্যাগ করিও না।

ব্রহ্মা হইতে চারিবর্ণের বিবরণ।

শাস্ত্রে ইহা কথিত আছে যে, ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, ভুজ হইতে ক্ষত্রিয় জঙ্ঘা হইতে বৈশ্য, আর চরণ হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছে। এই কথার অর্থ বিচার করিয়া দেখা কর্ত্তব্য, যে, জ্ঞানী ব্যক্তিরা মন দ্বারা কল্পনা করিয়াছেন, কথার উপর দৃষ্টি দেন না,তুচ্ছ জানেন, যে আম্রের বৃক্ষেতে ফল ধরে, সেই পক্ক আম্র ভূমে পতিত হইয়া এবং তাহার বীজ হইতে যখন বৃক্ষ হইবেক তখন পুনশ্চ আবার সেইরূপ বৃক্ষেতে ফল ধরিবেক, উহার মূলেতে ফল ধরিবেক না, কারণ আদিতে ঐ বৃক্ষের ফলবতী হইবার গুণ আছে ও সেই গুণ অন্তেতে থাকিবে ও অন্তেতে ও উপরেতে সেইরূপ ফল বৃক্ষ শাখায় ফলিবে মূল শিকড়ে ফলিবে না ইহা মনে করিয়া বুঝিবেন যে যদ্যপি এই ব্রাহ্মণগণ আদিতে মুখ হইতে জন্মিত তবে এক্ষণেও সেইরূপ মুখ হইতে জন্মগ্রহণ করিত; মুখ হইতে, ভুজ হইতে, জঙ্ঘা হইতে অথবা চরণ হইতে। আর যেরূপ মনুষ্যেরা আদিতে যেমুখ কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, সেই মুখ কারণ হইতে এখন৫ জন্মগ্রহণ করিতেছেন। একই কারণরূপ মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শূদ্র উৎপন্ন হইতেছেন, তাহা প্রত্যক্ষ দেখিতেছেন। যে মুখ হইতে পুত্র কন্যা জন্মগ্রহণ করিতেছে, তাহা সমস্ত ইন্দ্রিয়গণ চরাচরের মুখ ব্রহ্মদেবের মুখ জানিবেন। আর ব্রাহ্মণ যদি ব্রহ্মার মুখ হইতে বাহির হইয়াছেন তবে পশু ইত্যাদি আর স্ত্রীলোক ও অপরাপর জাতি সকল কোন মুখ হইতে বাহির হইয়াছে, আর ব্রহ্মা আত্মার মুখ কোথায়? তিনি কোথায় থাকেন, আর তাঁহার স্বরূপ বা কিরূপ? রাজা প্রজা আপনারা বিচার করিয়া দেখুন যে, নিরাকারেতে মুখ নাই এবং প্রত্যক্ষ সাকার ত্রিগুণাত্মাতে মুখ কোথায়? পঞ্চতত্ত্ব, পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, আর এক জ্যোতিঃ-স্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্য নারায়ণ দিনরাত্রি প্রকাশিত আছেন। আপনারা কেন বৃথা অভিমানিত হইয়া অন্যরূপ ভাবিতেছেন, বিচার করিয়া দেখুন, সকলকে আপন আত্মা বলিয়া জ্ঞান করুন। ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার মুখ হইতেও হয় নাই, ক্ষত্রিয় বাহু

হইতেও হয় নাই, বৈশ্য জঙ্ঘা হইতেও হয় নাই, আর শূদ্র চরণ হইতে ও হয় নাই। চরাচর রাজা, প্রজা, স্ত্রী, পুরুষ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ইত্যাদি সকলেই শুদ্ধ চৈতন্য কারণ পরব্রহ্ম হইতে জন্ম গ্রহণ করিতেছে আর তাঁহাতেই স্থিত রহিয়াছে এবং তাঁহাতেই লয় হইতেছে। রাজা প্রজাগণ আপনারা অকারণ মৃত্যুভয় করিতেছেন, আর মৃত্যুর পর হাহাকার করিয়া রোদন করিতেছেন ও কষ্ট পাইতেছেন, আর অধিক দিন বাঁচিবার ইচ্ছা রাখিতেছেন। মৃত্যু হইলে আহ্লাদিত হওয়া উচিত; কারণ যেখান হইতে আসিয়াছিলাম সেই স্থানে পুনশ্চ গমন করিব। যেমন কেহ বিদেশেতে চাকরি করিতেছে অথবা ব্যবসা করিতেছে পরে ইচ্ছামত আপন আপন ঘরেতে চলিয়া যাইতেছে। আর যদি চাকরি ও ব্যবসা শব্দ আপনাদিগের বোধ হইয়া থাকে যে কোথা হইতে আসিয়া জন্ম লইয়াছি, ব্যবহার কার্য্য করিতেছি, আর ঘর শব্দ যেখানে আপনারা, মৃত্যুর পর যাইবেন। শুদ্ধ চৈতন্য পূর্ণ পরব্রহ্ম অনাদিই সেই ঘর, আপনারাত সর্ব্বদাই উহাঁতে বিরাজ করিতেছেন, উহাঁ হইতে প্রকাশ পাইতেছেন, উহাঁতেই লয় হইয়া যাইতেছেন আর উহাঁরই স্বরূপ। আত্মা জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুর প্রতি যদ্যপি মনেতে বিরোধভাব হইয়া থাকে ও তাঁহার নিন্দা করা হয় ও যদ্যপি বিবেচনা করিয়া সকলের প্রতি সমদৃষ্টি রাখা না হয়। পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপেতে শ্রদ্ধাভক্তি রাখা না হয়, প্রীতির সহিত নমস্কার না করা হয়; উহাঁকে এবং আপনাকে জানা না হয় তাহা হইলেই পরব্রহ্ম কালরূপ প্রকাশ হইবে ও মৃত্যু কাল ভয় হইবে। যখন আপনাকে বা পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপকে জানিবেন তখন সেই মুহূর্ত্ত তিনি সর্ব্বজ্ঞ মিত্ররূপ আত্মা প্রকাশিত হইবেন। সমস্ত দুঃখ, ভয়, লয় হইয়া যাইবেক, আনন্দরূপ, নির্ভয়, সুখী হইবেন এবং জীবন মৃত্যুর হর্ষ, বিষাদ ও সংশয় থাকিবে না।

জাতি সম্বন্ধ।

জাতি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানের অভাবে যে সকল অনিষ্টজনক ভ্রম উৎপন্ন হয় তাহার উদাহরণ স্বরূপ একটি যথার্থ ঘটনা বর্ণিত হইতেছে।

একজন মহাত্মা কোন মসজিদে যাইয়া উপস্থিত হওয়াতে মুসলমানগণ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তুমি হিন্দু ফকির না মুসলমান ফকির? ফকির উত্তর করিলেন যে, হিন্দু ও মুসলমান ফকির কাহাকে বলে? মুসলমান বলিলেন যে, একটা হিন্দুর 'দিন' আছে আর একটা মুসলমানের 'দিন' আছে। ফকির কহিলেন যে, এই আকাশের মধ্যে একমাত্র দিন রাত্রি হইয়া থাকে! তোমাদের কোন্ দিন, এবং তোমরা কোন্ জাতি? মুসলমানগণ বলিল যে, আমরা মুসলমান অর্থাৎ সেখ, সাএদ, মোগল এবং পাঠান। ফকির বলিলেন যে, তোমরা বলিতেছ যে, "আমি মুসলমান" মুসলমান কি বস্তু এবং কি স্বরূপ? লাল, কালো, হরিদ্রা, সাদা কোন রংঙের? কিম্বা হাড়মাসের নাম মুসলমান? যদ্যপি হাড়মাসের নাম মুসলমান তাহা হইলে পশু ইত্যাদিতেও হাড়মাস আছে। কিম্বা যদ্যপি শরীরস্থ ইন্দ্রিয় ইত্যাদির নাম মুসলমান বল তাহা হইলে পশু ইত্যাদির শরীরেও ইন্দ্রিয় আছে। তবে সকল পশুই মুসলমান অতএব কোন পদার্থকে তোমবা মুসলমান বলিতেছ তাহা স্পষ্ট করিয়া আমাকে বল। তাহার কি স্বরূপ? তখন মুসলনান ভাবিয়া দেখিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না তিনি বহু বিচার করিয়া কেবল মাত্র এই দেখিলেন যে, আমি যাহা তাহাই আছি তবে আমার প্রতি মুসলমান শব্দ কি আছে। তখন বলিলেন যে, হকের নাম মুসলমান। হক শব্দ সত্যকে বলে! তখন ফকির বলিলেন যে তুমি বলিতেছ যে হকের নাম মুসলমান হক শব্দ সত্য। সত্য শব্দে ঈশ্বর আল্লাহ খুদা তিনিই সত্য অর্থাৎ পরব্রহ্ম সত্য অতএব তোমরা কি খুদা? যাহা আজ জন্ম লইয়াছে কাল তাহা মরিয়া যাইবেক। খুদা কি মরেন? কিম্বা তুমি বল যে সত্য কথা বলিবার নাম মুসলমান তাহা হইলে সকল দেশেতেই কতক লোক সত্যও বলে তাহা হইলে কি যে কেহ সত্য বলে তাহারাই মুসলমান তবে যাহারা সত্য না বলে তাহারা কি? তখন মুসলমান ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া ফকিরকে বলিলেন যে, আমরা জানি না আপনি বলিয়া দিন আমরা কি? ফকির বলিলেন যে, যখন তোমরা নিজ নিজ পরিচয় জান না তখন খুদা শব্দ যে সত্য কি মিথ্যা

তাহা কি রূপে জানিলে? তাঁহাকে জানিয়া আমাকে দেখাও তবে আমি তোমার জাতি বলিতেছি। পরের কথা শুনিয়া কেন তোমরা মাথাকুটিয়া কষ্ট পাও।

সাধু জিজ্ঞাসা করিলেন তোমাদের মুসলমান জাতির মধ্যে কথিত আছে যে হালাল করিয়া খাইতে হয় হারাম্ করিয়া খাইতে নাই ইহার যথার্থ মানে কি। জ্ঞানবান মুসলমান বলিলেন ইহার যথার্থ মানে এই যে হালাল করিয়া খাইবার অর্থ এই যে আপনার নিজের শরীরের পরিশ্রম দ্বারা দ্রব্য ইত্যাদি উপার্জ্জন করিয়া আপনাকে এবং আপনার পরিবারবর্গকে উত্তম রূপে পালন করা এবং পরোপকার করা অর্থাৎ অপর কোন ব্যক্তি বা কোন জীবের প্রতি কোন রূপে কষ্ট না দিয়া বরং আপনার শারীরিক পরিশ্রমের দ্বারা যে উপার্জ্জন হইবে তাহাতে সন্তুষ্ট চিত্তে সংসারাদি প্রতিপালন করা যায় তাহাকে হালাল করা বলে অর্থাৎ ইত্যাদি শুভ কার্য্য বিষয়ে নিষ্পন্ন করার নাম হালাল করিয়া খাওয়া জীব হত্যা করিয়া খাওয়াকে হালাল করা বলে না সকলেই ভগবানের সেবক; কাহাকেও দুঃখ দেওয়া উচিৎ নয়। আমার গলা কাটিলে যেরূপ আমার দুঃখ হয় সেইরূপ সকলেরই গলা কাটিলে দুঃখ হয়। ও হারাম শব্দের অর্থ এই যে আপনার নিজের শরীরের দ্বারা পরিশ্রম না করিয়া কেবল অপর ব্যক্তিকে মিথ্যা প্রলোভনের দ্বারা ঠকাইয়া লওয়া কিংবা বলপূর্ব্বক কাহাকেও কষ্ট দিয়া দ্রব্য কাড়িয়া লওয়া এবং বিনা কারণে কোন অবলা জীবের প্রতি হিংসা করিয়া ভক্ষণ করা ইত্যাদিকে হারাম করিয়া খাওয়া বলে। সাধু বলিলেন তোমা-দের মধ্যে কেহ কেহ জীব হত্যা করিয়া আহার করাকে হালাল করা বলে। মুসলমান বলিলেন যে, ইহা অবোধ লোকে বলে এবং মুসলমান ফকিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আমি মুসলমান এবং তুমি হিন্দু ফকির অতএব আমার হাতের দ্রব্য তুমি খাইবে? ফকির বলিলেন যে, তোমার হাতে খাইব কিন্তু মিথ্যা শব্দ মুসলমান শব্দের হাতে খাইব না। মুসলমান বলিলেন যে, "আপনি ঠিক বলিতেছেন, আমরা মুসলমান শব্দের প্রকৃত অর্থ না বুঝিয়া বৃথা বিতণ্ডা

করিয়া থাকি। কেননা হিন্দুর সুন্নুর করিয়া আপন ধর্ম্মে আনিয়া মুসলমান হইত তাহা হইলে ঘোড়া গাধা ইত্যাদি পশুর লিঙ্গ কাটা আছে তবে তাহারা কেন মুসলমান হয় না। আর যদ্যপি মুসলমান শব্দ সত্যই হইত তবে হিন্দুকে সুন্নুর করিবার পূর্ব্ব হইতে কেন তাহাকে মুসলমান বলা হয় না এবং হিন্দু শব্দই যদ্যপি সত্য হইবেক তবে তাহাকে সুন্নুর করিলে কেন আর হিন্দু বলা হয় না অতএব ইহা স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, ইহা আমাদের ভ্রম মাত্র, বাল্যকাল হইতে যাহার যেরূপ সংস্কার পড়িয়া গিয়াছে সে সেই রূপে বলিতেছে। আমরা পরস্পরে ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য না বুঝিয়া কেবল মাত্র বিবাদের পথ প্রশস্ত করিয়া রাখিয়াছি।”

চারি প্রকার আশ্রম বর্ণন।

গৃহস্থ, ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস এই চারি প্রকার আশ্রম শাস্ত্রে কথিত আছে। ধর্ম্মজ্ঞানবান মহাত্মাগণ এই চারি প্রকার আশ্রমের নানা প্রকারে বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু রাজা প্রজাগণ যদ্যপি বিচার পূর্ব্বক সংসার ধর্ম্ম প্রতিপালন করেন তাহা হইলে এই সংসার আশ্রমে থাকিয়াই উক্ত চারি প্রকার আশ্রমের ধর্ম্ম প্রতিপালন হইতে পারে। গৃহস্থ কাহাকে বলে? গৃহ যে শরীর ইহার মধ্যে যাহার অভিমান আছে যে আমি এই শরীরী এবং বিচার পূর্ব্বক কেবল ইন্দ্রিয়ের ভোগের জন্য নিজ চিত্ত সর্ব্বদা পরিবারগণের সহিত আসক্ত থাকে যথা “ইহা আমার, উহা তাহার” এই ভাবে। কিন্তু ইহা তাহার কিছু মাত্র বোধ নাই যে আমি কে এবং পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ শুরু আত্মা কি? এই অবস্থাপন্ন লোককে গৃহস্থ জানিবেন অর্থাৎ যাহার সকল বস্তুতে চিত্তের আসক্তি আছে। যে গৃহস্থ ব্যক্তির এই প্রকার চিত্তের বৃত্তি হয় যথা সত্য অসত্যের বিচার এবং নিত্য অগ্নিব্রহ্মে আহুতি দেওয়া আর পূর্ণ পরব্রহ্ম গুরুতে ভক্তি শ্রদ্ধা হয় এবং ক্ষুধার্ত্ত অভ্যাগতকে যথাশক্তি সেবা করে এবং সকলকে সমদৃষ্টিতে

দেখেন যে সকলেই আমার আত্মা আর শীল, সন্তোষ, দয়া, ধৈর্য্য, স্বল্পে সন্তুষ্ট, এবং বিদ্যাদান করেন এই অবস্থার ব্যক্তি ব্রহ্মচারী। তিনি স্ত্রীলোকই হন আর পুরুষই হন। এইরূপ সদ্গুণশালী যখন আত্মা পরমাত্মার অভেদ করিবার জন্য উপাসনা করিয়া অদ্বৈত জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন তখন সেই অবস্থাপন্ন গৃহস্থ ব্যক্তির নাম বানপ্রস্থ জানিবেন। যখন ঐ অবস্থার ব্যক্তি উপাসনা দ্বারা আত্মা পরমাত্মার অভেদ অদ্বৈত জ্ঞান প্রাপ্ত হইল অর্থাৎ এক স্বরূপ হইলেন কিনা সমস্ত জগৎকে ব্রহ্মময় দেখিতেছেন সেই অবস্থাপন্ন গৃহস্থ ব্যক্তিকে সন্ন্যাসী জানিবেন। এবং এই চারি অবস্থা যাঁহার প্রতি লয় হইয়াছে অর্থাৎ যিনি এই চারি অবস্থার অতীত হইয়াছেন সেই অবস্থাপন্ন গৃহস্থ ব্যক্তির পরমহংস সংজ্ঞা জানিবেন। অর্থাৎ এ অবস্থাতে না সন্ন্যাসী, না পরমহংস, না ব্রহ্ম, না পরব্রহ্ম শব্দ, উনি যাহা আছেন তাহাই আছেন। এইরূপ ইত্যাদি বুঝিয়া বিচার পূর্ব্বক রাজা প্রজা পাঠকগণ ব্যবহার ও পরমার্থ কার্য্য করিবেন।

অজ্ঞান অবস্থা, বিচার অর্থাৎ জ্ঞান অবস্থা এবং বিজ্ঞান অবস্থা এবং তুরীয় অবস্থা এবং তুরীয় অতীত অবস্থা শব্দ মাত্র।

রাজা প্রজা কি প্রকারে চারি ধর্ম্ম বুঝিবে এবং চারি ধর্ম্মটা কি অর্থাৎ যখন তোমরা স্বপ্ন অবস্থাতে থাক বিষয়ভোগের তৃষ্ণাতে চিত্ত আসক্ত থাকে সেই অবস্থাকে গৃহস্থ ধর্ম্ম জানিও এবং স্বপ্ন অবস্থা লয় হইয়া যখন জাগ্রত অবস্থা প্রাপ্ত হয় সেই অবস্থাকে ব্রহ্মচর্য্য অবস্থা জানিও এবং যখন সুষুপ্তি অবস্থা প্রাপ্ত হয় সেই অবস্থাকে বানপ্রস্থ অবস্থা বলিয়া জানিও এবং যখন তুমি তিন অবস্থাকে বিচার করিয়া দেখিবে যে তিন অবস্থাতে কেবল একমাত্র ব্যক্তি আমিই ছিলাম এবং আছি কেবল অবস্থা ভেদ নাম কল্পনা মাত্র এই অবস্থা বিচার বোধ ব্যক্তি সন্ন্যাস অবস্থা জানিও এবং এই চারি অবস্থা বোধ করিয়া আপনাতে যে লয় পায় এই অবস্থাকে পরমহংস শব্দ বলা যায় অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্মই থাকেন। গৃহস্থ ধর্ম্ম সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম এবং গৃহস্থকে সকল ধর্ম্ম ব্যবহার এবং পরমার্থ কার্য্য করিবার অধিকার আছে এবং সকল বিষয়ে ফল প্রাপ্ত হইবে গৃহস্থ ব্যক্তি যদ্যপি সকল ব্যব-

হার কার্য্য করিতেছেন কিন্তু যদি একবার পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুর শ্রদ্ধা পূর্ব্বক প্রার্থনা নাম এবং নমস্কার করেন তাহা হইলে সকল দোষ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া আনন্দরূপ থাকেন কিন্তু যে ব্যক্তি কেবল মাত্র মাথা মুড়াইয়া ভেক লইয়া বাহির মুখে ত্যাগ করিয়া অন্তর মুখে ত্যাগ না করিয়া বিষয় ভোগেতে চিত্তের আসক্তি আছে তিনি যদ্যপি লক্ষ বারও পরব্রহ্মের নাম লন তাহা হইলেও গৃহস্থ ব্যক্তি যে একবার মাত্র নাম লইল তাহার সমতুল্য হইতে পারে না। কারণ গৃহস্থ ব্যক্তি ঈশ্বর পরব্রহ্মের ব্যবহার কার্য্য এবং পরমার্থ কার্য্য উভয় আজ্ঞাই পালন করিতেছেন কেননা জগৎ চরাচরের সৃষ্টি এবং নিয়ম ঈশ্বরের আজ্ঞা। যিনি কেবল হট্ করিয়া তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন না করিয়া কেবল মাত্র কৈলাস বৈকুণ্ঠ সিদ্ধি ইত্যাদি ভোগের নিমিত্ত ব্যাকুল হন তাহার মন কোন বিষয়ে শান্তি পায় না অর্থাৎ ঐরূপে আধ্যাত্মিক বিষয়ে কোন ফল হয় না।

সর্ব্ব বিষয়ে অভিমানের সমন্বয়।

এখন আপনারা গৃহস্থ ও অপর সকলে বিচার করিয়া দেখুন যে, যখন আপনাদের রাজ্য ঐশ্বর্য্য ধন সম্পদ হয়, তখন অহংকারের মোহে অন্ধ হইয়া থাকেন, নেশায় ভোর হইয়া কিছুই দেখেন না; মনে গর্ব্ব করেন যে, আমি বড় রাজা ও ধনী সকল প্রজাই আমার আজ্ঞাবহ রহিয়াছে। এমন কথা বলেন না যে, জ্যোতিঃস্বরূপের কৃপায় এই অতুল ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছি। আর যখন রাজত্বের নাশ হইয়া দরিদ্র হন, তখন বলিয়া থাকেন যে, ঈশ্বর ইহা কি করিলেন, কিছুই আপন বশ নয়। যখন সুখ হয়, তখন ইহা আমি করিয়াছি আর যখন দুঃখ হয়, তখন ঈশ্বর করিয়াছেন—এই বলিয়া ঈশ্বরকে দোষ দিতেছ। আর উভয় অবস্থাতে এ কথা বলেন না, যে ঈশ্বর বিনা এক লোম তুলিতে পারে না ও প্রস্তুত হইতে পারে না। অভিমানে মুগ্ধ হইয়া আপনারা বলিয়া থাকেন, এই রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, পৃথিবী, অট্টালিকা, হাতী ঘোড়া, পালকী, প্রজা ইত্যাদি সকলই আমার, আমিই এই সকল করিয়াছি। কিন্তু ইহা বিচার করেন না যে, কোন্ তপস্যা করিয়া

আপনি পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন আর অগ্নিব্রহ্মকে সৃষ্ট করিয়াছেন, যাহা দ্বারা সমস্ত ব্যবহার কার্য্য চলিতেছে, কোন্ তপস্যা করিয়া ঘোড়া হাতী ইত্যাদি পশু এবং প্রজা ইত্যাদি জীব উৎপন্ন করিয়াছেন? একটি তৃণ ঘাস মাত্রও উৎপন্ন করিতে সক্ষম নহেন; কিন্তু অহংকার করিতেছেন যে এ সকলই আমার। আর যদ্যপি এ সকল আপনার হইত তাহা হইলে মৃত্যুর সময় সঙ্গে লইয়া যাইতেন। আপনার বস্তুকে কি কখন কেহ ত্যাগ করিয়া গিয়া থাকে। বিচার করিয়া দেখুন্ যে, সময়মত বৃষ্টি না হইলে প্রজারা দেব জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্মকে দুর্বাক্য বলিয়া থাকে। আর যখন অতিবৃষ্টি কিম্বা অল্প পরিমাণে বৃষ্টি হয় তখনও তাঁহাকে দুর্বাক্য বলে। আরো বলে যে, জল দিতেছে না যাহাতে অন্ন উৎপন্ন হয়। দেবতা কি কাহারও কেনা চাকর যে তাহার আজ্ঞামত জল দিবেন? আর যখন উনি জল দেন তখন অন্ন ঘাস আদি উৎপন্ন হইয়া রাজা প্রজাদিগের ভরণপোষণ হয়। যদ্যপি উনি জল না বর্ষণ করেন, তবে অন্ন ও ঘাস আদি উৎপন্ন হইবে না, সমস্ত রাজা, প্রজা, পশু আদি দুঃখ পাইবেন। আর ঐ দেবতাকে সকলে দোষ দেন যে জল দিতেছেন না। আর আপনারা রাজা প্রজা বিচার করিয়া দেখুন যে দেব জ্যোতিঃস্বরূপকে কি দিতেছেন যে, আপনারা বলিতেছেন যে, সময় মত জল দেন না যজ্ঞাহুতি দিবার ও করিবার কথা শাস্ত্রে লিখা আছে, তাহা আপনারা করিতেছেন না; উহাঁর বস্তু উহাঁকেই দিতে বক্ষস্থল বিদীর্ণ হইতেছে ও অহংকার করিতেছেন। এক্ষণে বিচার করিয়া দেখুন যে, যে সকল নানা দুঃখ ও উপদ্রব হইতেছে, এ সকল হইতে কে রক্ষা করিবে? বিনা দেব জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্ম এ আকাশেতে কে রক্ষা কর্ত্তা আছে। আর যজ্ঞাহুতি করাতে সকল বিঘ্ন নাশ হইয়া থাকে এবং সময় মত বৃষ্টি হইয়া থাকে। আর অন্ন, ফল, তৃণ ও ঘাস আদি উৎপন্ন হইয়া উহাতে সকলের ভরণপোষণ হয় ও সকলে সুখী হয়। যদি কেহ সন্দেহ করেন যে, ইংরেজ ইত্যাদি লোকে যজ্ঞ করে না তথাপিও কেন সুখী হয়? ইহার উত্তর এই যে, উহারা পূর্ব্ব জন্মে যাহা করিয়াছে, তাহার ফলভোগ করিতেছে।

ঋণত্রয় বিবরণ।

রাজা প্রজার যে তিন ঋণ আছে অর্থাৎ পিতৃ-ঋণ, ঋষি-ঋণ, ও দেব-ঋণ। তাহার অর্থ এই যে, দেবঋণ, সত্য অসত্যের বিচার করিয়া সত্য পূর্ণ পরব্রহ্মেতে নিষ্ঠা করা, নমস্কার, প্রণাম, উপাসনা করা, দেব জ্যোতির্মূর্ত্তির সম্মুখে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক প্রীতির সহিত নিত্য অগ্নিতে হোম করা আর অন্যে যাহাতে হোম করে তাহার উৎসাহ দেওয়া এই দেবঋণকে পূর্ণ করিলে সকলে সদা আনন্দরূপ নির্ভয়, মুক্ত এবং জ্ঞানস্বরূপ থাকিবে; তখন দেবঋণ হইতে নিষ্কৃতি পাইবে। ঋষিঋণ এই যে, শাস্ত্র বিদ্যা পাঠ করা, আর স্ত্রী পুরুষ ইত্যাদিকে বিদ্যাদান করা সত্য ধর্ম্মের উপদেশ দেওয়া ক্ষুধার্ত্ত অভ্যাগত আসিলে উহাকে যথাশক্তি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অন্ন জল দেওয়া,এই ঋষিঋণ পূর্ণ করিলে সুখ পাইবে। পিতৃঋণ এই যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত পিতামাতা জীবিত থাকেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহাদের আজ্ঞানুসারে চলিবে, আর সেবা করিবে, সত্য কথা বলিবে, সত্য কার্য্য করিবে, সত্য ধর্ম্মে নিষ্ঠা রাখিবে ও সমস্ত চরাচর রাজা প্রজা স্ত্রী, পুরুষের এই পিতৃ ঋণ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া আবশ্যক। জ্ঞানবান পুরুষের এই ধর্ম্ম যে, সমস্ত ত্রিগুণাত্মক পিতামাতাকে দুঃখ হইতে উদ্ধার করা। গয়াধামেতে পিণ্ডদিলে, ও মৃত্যুর পরে শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া কর্ম্ম করিলে ঋণ নিষ্কৃতি হয় না। এক্ষণ হইতে শ্রাদ্ধ আদি সমস্ত সমাপ্ত হইল। মৃত্যুর পর যে শ্রাদ্ধাদি হইতে ছিল, গয়াধামেতে পিণ্ড পড়িতে ছিল, তাহা সমস্ত জ্যোতিঃস্বরূপ ক্ষমা করিয়া দিলেন। এই সমস্ত আজ হইতে আর করিতে হইবেক না; আপনাদের পিতৃগণকে মুক্তিপদ দেওয়া হইল। আজ হইতে কেবল জন্ম মৃত্যুর পরে অগ্নিতে যথাশক্তি আহুতি দেও, আর ক্ষুধার্ত্ত অভ্যাগতকে আদর পূর্ব্বক যথাশক্তি আহার দেও; তাহাতে তাঁহাদিগের (পিতৃ লোকদিগের) সমস্ত ফল প্রাপ্ত হইবেক। সকলে আনন্দরূপ থাকিবে। আজ হইতে ভূত হইবে না, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের ভূত এবং আপনাদের পিতৃলোকদিগকে জ্যোতিঃস্বরূপ আপনার রূপ করিয়া লইবেন, যে রূপ অগ্নি বন ইত্যাদিকে ভস্ম করিয়া আপনার রূপ

করিয়া লন ; কোন বিষয়ে চিন্তা করিবেন না। জীবেরই নাম ভূত। দেব ঋষি পিতৃ শব্দ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপেরই নাম জানিবেন অর্থাৎ সাকার ত্রিগুণাত্মা চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ ঈশ্বরকে জানিবেন। রাজা প্রজা আপনারা ভূত ভাবনা করিয়া পরব্রহ্মকে মানিতেছ আর পূজা করিতেছ এ জন্য পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ ভূতরূপ হইয়া আপনাদিগের প্রতি প্রকাশমান আছেন, আর ভূতরূপে পূজা লইতেছেন। যে আপন দেব ঈশ্বর মাতৃ পিতৃকে না চিনিতেছেন; সে জড় পশু তুল্য। জ্ঞানী পুরুষ একই পূর্ণ পরব্রহ্ম চরাচর ইত্যাদিকে দেব, ঋষি, পিতৃ বুঝিয়া থাকেন যে, সমস্ত আমারই পিতৃ আত্মা আর সকলের প্রতি দয়া করিয়া থাকেন। আর অবোধ পুরুষ, যাহার সমদৃষ্টি নাই, আপনার দেব ঋষি পিতৃকে পৃথক্ পৃথক্ বুঝেন, আর অপর সকলকে পৃথক্ পৃথক্ মনে করেন। আর আজ হইতে চৈতন্য জীবিত পিতৃ-ব্রাহ্মণ ক্ষুধার্ত্ত অভ্যাগতকে ভোজন দিবেন, আর অগ্নিতে আহুতি দিবেন ; ইহার ফল আপনার পিতৃলোক মৃত্যুর পর প্রাপ্ত হইবেন।

যেরূপ প্রজালোক ধান্য, গম, বীজ ক্ষেত্রে বপন না করিয়া ঘরেতে এক স্থানে বসিয়া সংকল্প করিয়া রাশি করিয়া দেয় যে ক্ষেতেতে গাছ হইবেক ; পরন্তু মুখে বলিলে কিম্বা মনে মনে সংকল্প করিলে ক্ষেতেতে শস্য ফলিবে না, যেখানের বীজ সেই খানেই পড়িয়া মাটি হইয়া যাইবেক, তখন প্রজাগণ কি করিবে ? যতক্ষণ পর্য্যন্ত মৃত্তিকাতে চাষ দিয়া বীজ বপন করা না যায় ততক্ষণ পর্য্যন্ত কখনই শস্য উৎপন্ন হইবেক না। এইরূপ কোটি কোটি মোন পিণ্ড পিতৃগণের নামেতে দিলেও সমস্ত পড়িয়া পড়িয়া মাটি হইয়া যাইবেক ; পিতৃগণ এক তিল মাত্রও প্রাপ্ত হইবেন না। আর যখন প্রত্যক্ষ চৈতন্য ক্ষেত্র ক্ষুধার্ত্ত জীব অভ্যাগতকে অন্ন ভোজন করাইবেন এবং অগ্নিব্রহ্ম চৈতন্য ক্ষেত্রেতে নানা প্রকারের মিষ্টান্ন সুগন্ধ আহুতি দিবেন, তখন সমস্ত ফল প্রাপ্ত হইবেন ; ইহা সত্য সত্য বলিয়া জানিবেন।

এক প্রত্যক্ষ প্রমা। দেখুন যে, পিণ্ড দেওয়াতে যদি পিতৃলোকের তৃপ্তি হয়,

তবে কাহারও পিতাকে বিদেশে কার্য্যান্তরে পাঠাইয়া দেও, আর উহার পুত্র কন্যা ঘরে বসিয়া রন্ধন করিয়া পিতার নামেতে সংকল্প করিয়া পিণ্ড দেয় তবে সেই দূরদেশবাসী পিতার কি পেট ভরিয়া যাইবে। এরূপ কথনই হয় না; ঐ পিতা ভোজন করিলে তবে পেট ভরিবে। আর ইহাও বিচার করুন যে আপনি আদি হইতে এপর্য্যন্ত কতই বংশেতে জন্ম লইয়াছেন আর কতই আপনার পিতা পুত্র কন্যা হইয়াছে ইহার অন্ত (সংখ্যা) নাই আর সেই সমস্ত পুত্র কন্যা আপনার নামেতে শ্রাদ্ধ আদি করিতেছেন, আমার পিতা মরিয়া গিয়াছেন পিণ্ড পাইবেন; আপনি কি সেই সকল পিণ্ড পাইতেছেন? আর কোনও দিন ভোজন না করিয়া ঐ পিণ্ডের জোরে আপনার পেট ভরিয়া যায়? কথনই না। এইরূপ সমস্ত কার্য্য বুঝিয়া লইবেন।

ইহা কথিত আছে যে গয়াধামে যদ্যপি পিণ্ড না পড়ে তবে গয়াসুর উপদ্রব করিতে থাকেন এক্ষণে আর দৈত্য উপদ্রব করিবে না। সেই দৈত্য পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপকেই জানিবেন। ফল্গু নদী চরাচর জীবগণের ইন্দ্রিয়ের নাম, ক্ষুধার্ত্তকে ভোজন করাইয়া এবং শ্রাদ্ধ কিনা শ্রদ্ধা পূর্ব্বক দান দিলে ফল্গু নদীতে পিণ্ডদানের ফল প্রাপ্ত হইবেন। বিচার করিয়া দেখুন্ কত কষ্ট পাইতেছেন, আপনার পিতৃগণ পিণ্ড পাইবার জন্য বসিয়া থাকেন না, তাঁহারাত নানা কুলেতে (হিন্দু, মুসলমান, ইংরেজ আদির বংশে) জন্ম লইতেছেন; ঐ পিতৃগণকেত আপনারা চিনিতেছেন না যে পিতৃপুরুষ কাহাকে বলে,তাহাদিগের হয়ত নিন্দা করিতেছেন। এইরূপ সমস্ত বুঝিয়া লইবেন। সকলেরই, পিতৃ এক, যে সুপাত্র পুত্র কন্যা জ্ঞানী হন সে সমদৃষ্টিতে সকলের পিতৃগণকে পালন করেন, মুক্তি দেন, সকলকে আপন আত্মা জানেন। আর আজ হইতে যে ব্যক্তি মৃত্যুর পরে শ্রাদ্ধাদি করিবে সে সমস্ত নিষ্ফল হইয়া যাইবেক। ইহা সত্য সত্য বলিয়া জানিবেন।

সাধুশব্দ বর্ণন।

রাজা প্রজা পণ্ডিত ও সাধুজন আপনারা বিচার করিয়া দেখুন যে বাসস্থান

ও স্ত্রী পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়া মস্তক মুণ্ডন পূর্ব্বক নানা প্রকারের বেশ ধারণে কি তাৎপর্য্য ও প্রয়োজন ? যদ্যপি মস্তক-মুণ্ডন ও বেশ ধারণ করিলে পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরুকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিম্বা তিনি প্রসন্ন হন, তবে ভেড়া আদির প্রতিবৎসর মুণ্ডন (অর্থাৎ রোম কাটা হয়) হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহারাওত উত্তম সাধু সন্ন্যাসী এবং সিদ্ধ পুরুষ ? যদ্যপি জটা বৃদ্ধিকরাতে, উর্দ্ধমুখে থাকাতে কিম্বা বাণশয্যায় শয়ন করাতে, ও রঙ্গিণ (গেরুয়া) বস্ত্র পরিধান করাতে সাধু সন্ন্যাসী হয় তাহা হইলে বটবৃক্ষেতে অত্যন্ত বৃহৎ বৃহৎ জটা (ঝুরি) হইয়া থাকে, বাদুড় ও উর্দ্ধ মুখে ঝুলিতে থাকে, এবং সজারুর সমস্ত শরীর কাঁটা পূর্ণ আছে, আর বেশ্যাগণ নানা প্রকার রঙ্গিণ বস্ত্র পরিধান করে তবেত এই সকলে মহাত্মা সিদ্ধ-পুরুষ ? নানা প্রকারের বেশ ধারণ করাতে পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না এবং তিনি প্রসন্ন হন না। সত্যযুগ হইতে অদ্য পর্য্যন্ত মনুষ্যগণ অহং-কারের সহিত তপস্যা করিতেছেন ; কিন্তু সৃষ্টির একটী লোমও বক্র হয় নাই ; রাজা প্রজা সকলই হাহাকার করিতেছেন। বিনা জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্ম কাহার সাধ্য রাজা প্রজার দুঃখ দূর করিবেন ? দীন দুঃখিরা কি করিবে, কাহারও দোষ দিবেন না, সকলই মায়াব্রহ্মের লীলা !

"জানামি ধর্ম্মং নতু মে প্রবৃত্তিঃ জনাম্যধর্ম্মং নতু মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥"

সকলই আপনার আত্মা কাহারও দোষ দিবেন না। কেবল সত্য অসত্যের বিচার করিয়া সত্য শুদ্ধ চৈতন্য পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপেতে নিষ্ঠা রাখিলে ও তাঁহার আজ্ঞা পালন করিলে তিনি প্রসন্ন হইবেন ও আত্মবোধ হইবেক। পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মাতে প্রীতি ভক্তি না করিয়া যে ব্যক্তি পরিশ্রম ভয়ে, অথবা মাতাপিতা ইত্যাদি পরিবারগণের সহিত বিবাদ করিয়া কিম্বা রাজার ভয়ে (অর্থাৎ কোন গুরুতর অপরাধ করায় গুরু দণ্ড ভোগ আশঙ্কাতে,) অথবা বিষয় তৃষ্ণাতে গৃহ (বাসস্থান) হইতে পলাইয়া মস্তক মুণ্ডন করিয়া সাধুর

বেশ ধারণ করত দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ ও সদাব্রতের স্থানে (অতিথি-শালাতে) দল বাঁধিয়া গমন করে, কিম্বা সুখাদ্য পেড়া ইত্যাদি উত্তম উত্তম পদার্থ জন্য প্রজার উপর নানা প্রকার উপদ্রব করে,

"জোয় মরি ঘর সম্পৎ নাশি।
মুড় মড়ায় ভয়ে সন্ন্যাসী॥"

এরূপ লোক সাধু নহে। এই সকল লোক কেবল পেটের সাধু (পেট বৈরাগী) রাজা প্রজা, পরব্রহ্মের ভক্ত যথার্থ সাধুকে চিনিতেছেন না। যথার্থ সাধু মহাত্মার এই লক্ষণ যে সত্য অসত্যের বিচার করিয়া সত্য শুদ্ধ চেতনেতে শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা, দয়া, শীলতা সন্তোষ, ধৈর্য্য, সত্যবাক্য বলা, সমস্ত চরাচরের উপর সমদৃষ্টি, কোমল স্বভাব, কোন জীবকে কোনও প্রকারের কষ্ট না দেওয়া, কাহারও নিকট কোনও বস্তু যাচ্ঞা না করা, কেহ সন্তোষের সহিত যে, যাহা ভোজন করিতে দিবে তাহা প্রাণ রক্ষার জন্য আহার করা, শরীরের ধর্ম্মনির্ব্বাহ জন্য মাত্র বস্ত্র পরিধান করা, এরূপ মহাত্মা সহস্রের মধ্যে একজন হইয়া থাকেন। সকলকে একই বেশ জানিয়া কোনও বিশেষ বেশ করেন না। পণ্ডিত, রাজা জমিদারের এই ধর্ম্ম যে, প্রপঞ্চী, বেশধারী, মিথ্যাসাধু সকলকে ধরিয়া উহাদের মাতা-পিতা অথবা কুটুম্বের নিকট পাঠাইয়া দেন যাহাতে তাহারা গৃহে যাইয়া মাতা-পিতার সেবা করে, কুটুম্ব পালন করে, ও পরব্রহ্মকে ভক্তি করে। ইহাতে ঐ লোকদিগের সমস্ত সিদ্ধি হইবেক। কেবল শরীরকে বাঁচাইয়া (বিনা পরি-শ্রমে) উদর পূরণ করিয়া লইলে কোনই প্রয়োজন সিদ্ধি হইবেক না। যদ্যপি পূর্ব্বোক্ত সকল লোক আপন কুটুম্ব আদির নিকট না যায় তবে আপনারা বিচার করিয়া এমন ব্যবস্থা করুন যে, এই সকল লোক অন্নবস্ত্রের জন্য কষ্ট না পায় এবং প্রজাদিগকেও কষ্ট না দেয়। প্রত্যেক গ্রামেতে এক বাগান প্রস্তুত করিয়া আপন আপন অধিকারের প্রপঞ্চী সাধু ইত্যাদি দ্বারা কন্দমূল ইত্যাদি উৎপন্ন করাইয়া উহার উপসত্ব হইতে উহাদিগকে প্রতিপালন করুন। এবং

দরিদ্র, দুঃখী ইত্যাদি সকলের দ্বারা যথাযোগ্য কার্য্য করাইয়া লইয়া উহাদিগকে বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া এবং বিবাহ দেওয়া উচিত। যদ্যপি তাহারা অভিসম্পাৎ করে তাহাতে ভয় করা উচিত নহে। উহাদিগের দ্বারা কোন ক্ষতি হইবেক না। ইহা সত্য সত্য জানিবেন। এইরূপে বিচার করিয়া দরিদ্র ইত্যাদিকে যুক্তি দ্বারা পালন করিতে না পারা যায় তবে এ পৃথিবীতে কোন কার্য্য কারণের দ্বারা হয় না অর্থাৎ অবশ্যই পালন করা যাইবেক।

ধর্ম্মের বেশ বর্ণন।

রাজা প্রজা! আপনারা বিচার করিয়া দেখুন যে, আর্য্য, হিন্দু, মুসলমান, ইংরেজ, স্ত্রী, পুরুষ, ঔলিয়া, পীর, প্যায়গম্বর, যীশুখৃষ্ট, ঋষি, মুনি, সাধু, সন্ন্যাসী, পরমহংস ইত্যাদি বেশধারী আপনারা পরস্পর শত্রুতা ও বিরোধ ভাব রাখিতেছেন আর বলিতেছেন যে, আমার সম্প্রদায় (দল) মহৎ ও আমি মহৎ। আর অপরের সম্প্রদায় নীচ ও ঐ লোক অজ্ঞানী। গৃহস্থগণ নানা ভেখে মজিয়াছে, মস্তক মুণ্ডন করিয়াও পুনশ্চ কল্পিত ভেখে মজিয়াছে। ভেখ লওয়াতে ও মস্তক মুণ্ডন করাতে কি হইতেছে? মনমুণ্ডন কর ও পরব্রহ্মকে অথবা আপনাকে চেন। ভেখ লইলে অথবা মস্তকমুণ্ডন করিলে পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরু প্রসন্ন হন না; শ্রদ্ধা প্রীতিতেই প্রসন্ন হইয়া থাকেন। সম্প্রদায় ও বেশের নীচ ও মহৎ কাহাকে বলে তাহা বুঝুন। চরাচরের পাঁচ তত্ত্বের শরীর হইয়াছে; আর ভেখ নিরাকার না সাকার? যদ্যপি ভেখ হাড় চামড়ার পুতুল হয় তবে সমস্ত ভেখ একই। যদ্যপি ভেখ ইন্দ্রিয়গণকে বল, তাহা হইলে সেই দশ ইন্দ্রিয়গণ সমস্ত চরাচর স্ত্রী পুরুষেতে আছে তাহা হইলে সাধু, সন্ন্যাসী, রাজা, প্রজা, সকল সম্প্রদায়েরই একই বেশ।

সন্ন্যাসী পরমহংস সংজ্ঞা বর্ণন।

সন্ন্যাসী, পরমহংস, গুণ, ক্রিয়া, অবস্থার এক এক সংজ্ঞা মাত্র কল্পিত হইয়াছে— স্বরূপেতে সন্ন্যাসী পরমহংস শব্দ নাই। যতক্ষণ পর্য্যন্ত সূক্ষ্ম ভাবে অজ্ঞান

অবস্থা থাকিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমি সন্ন্যাসী, আমি অহমস্মি আর আমি পরমহংস। আর যখন পূর্ণরূপে স্বরূপ সর্ব্বজ্ঞ বোধ হইবেক তখন সমস্ত চরাচর রাজা প্রজা, স্ত্রীপুরুষ সকলই পরমহংস অর্থাৎ আমার আত্মা বলিয়া দেখিবেন। আর পরমহংস শব্দ পূর্ণ পরব্রহ্মের নাম। আর উহাঁর প্রত্যক্ষরূপ সূর্য্যনারায়ণ। আপনারা পরস্পর বৃথা বিবাদ রাখিতেছেন, সকলই পরব্রহ্মেরই রূপ, আর সকলেই আপনার আত্মা।

অনেকের দৃঢ় সংস্কার হইয়া গিয়াছে যে পরমহংসগণ বাক্য কহেন না, ও আপন হাতে আহার করেন না। বেচারা পরমহংসগণও ঐ বৃত্তি ধারণ করিয়া থাকেন সত্য বটে; এমন কি ভিতরে ক্ষুধায় কাতর তথাপি লজ্জা ও মানের বশবর্ত্তী হইয়া কাহারও নিকট আহার ভিক্ষা করেন না এবং আপন হাতেও আহার করেন না। কিন্তু ক্ষুধায় ব্যাকুল হইয়া লোকের দ্বারে যাইয়া উপস্থিত হন এবং এ ইচ্ছা প্রবল থাকে যে, যদ্যপি কেহ আহার করাইয়া দেয় তাহা হইলে ভোজন করি। যদি কেহ আহার করাইয়া দেয় তবে ঐ পরমহংস আপন মুখ বিস্তার করিয়া আহার করেন। বিচার করিয়া দেখুন যে তিনি মুখবিস্তার করিয়া ভোজন করিতেছেন তবে আপন হাতে ভোজন করাতে কি দোষ আছে। সমস্ত চরাচরের হাত বিরাট পরব্রহ্মেরই হাত। আপন হাতে খায়, অথবা অপরের হাতে খায়, অর্থ একই কেবল বুঝিবার ভুল। যতক্ষণ পর্য্যন্ত শরীর ধারণ করিতে হইবেক ততক্ষণ পর্য্যন্ত আহার করিতেই হইবেক, যেরূপেই হউক। অতএব এ বিষয়ে লজ্জা ও অভিমান ত্যাগ করা উচিত।

মৌনাবস্থার বিবরণ।

মৌন অবস্থার এই অর্থ যে, সমস্ত ভেদাভেদ তর্ক হইতে নিবৃত্ত থাকিয়া পরব্রহ্মেতে অথবা আপন স্বরূপেতে নিষ্ঠা রাখা। তাহাহইলে মৌন অবস্থা কহা যায়। পরিমাণমত বাক্য বলা উচিৎ। কেবল মাত্র মুখবন্ধ করিয়া চুপ করিয়া

থাকার নাম মৌন নহে; অর্থাৎ মনের বৃত্তি সকলের নিবৃত্তি হইয়া শান্তরূপে বিরাজমান থাকার নাম মৌন। যথা

"ইহেমে ইহেনা হমম্ সর্ব্বকল্প ভয়ছিন্।
পরমাত্ম পূর্ণ সকল জান মনতাল্যন্॥"

সন্ন্যাসীর অগ্নি স্পর্শ নিষেধ।

কেহ কেহ বলেন যে সন্ন্যাসীর অগ্নি স্পর্শ করিতে নাই। এই সংস্কার হেতু সন্ন্যাসী লোক অগ্নিকে স্পর্শ মাত্রও করেন না, অগ্নি হইতে দূরে পলায়ন করেন। বিচার করিয়া দেখা উচিত যে, অগ্নিব্রহ্ম কোন্ স্থানেতে নাই। অগ্নি সর্ব্বব্যাপী, প্রত্যক্ষ ব্যবহারিক অগ্নি, কারণ অগ্নি, ও জ্ঞান অগ্নি, এইরূপে সমস্ত চরাচর জীব ইত্যাদিতে অগ্নি বিরাজমান আছেন। সেই অগ্নিব্রহ্ম দ্বারা সমস্ত জীবের ক্ষুধার উদ্রেক হইতেছে ও উদরের অন্নকে (যাহা ভোজন করা হইয়াছে) পরিপাক করিতেছেন; সন্ন্যাসীর উদরের অন্নকেও পরিপাক করিতেছেন। যদি সন্ন্যাসীর শরীরের অগ্নি কিঞ্চিৎ মন্দ হইয়া যায় তবে বেচারা সন্ন্যাসী রোগগ্রস্ত হন এবং তখন রৌদ্রের উত্তাপ লাগাইয়া শরীরকে গরম করিয়া থাকেন। এ সকলই অগ্নির গুণ। এই আকাশেতে অগ্নি সর্ব্বত্রই রহিয়াছেন তবে সন্ন্যাসী লোক এই আকাশকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় যাইবেন। এমন কোন্ তত্ত্ব আছে যে, তাহাতে অগ্নি নাই? অতএব সন্ন্যাসী অগ্নি পরিত্যাগ করিয়া কি রূপে বাঁচিবেন?

সন্ন্যাসীর কি অগ্নি ত্যাগ করা আবশ্যক? ইন্দ্রিয়গণের ভোগের ইচ্ছা (বাসনা, কামনা) রূপী অগ্নিকে সন্ন্যাসীর ত্যাগ করা উচিত। যদি এই অগ্নিকে সন্ন্যাসী স্পর্শ করে অথবা ইহার সহিত সঙ্গৎ করে তবে সে পরব্রহ্ম হইতে চ্যুত (পতিত) হওয়াতে পশু তুল্য হইয়া নষ্ট হইবেক। গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান বলিয়াছেন যে

"অনাশ্রিতং কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসীচ যোগীচ ন নিরগ্নি র্নচাক্রিয়ঃ॥"

সন্ন্যাসীর কর্ম্ম ত্যাগ বিবরণ।

অনেক সন্ন্যাসী বলেন যে, আমাদের কর্ম্ম ত্যাগ করা আবশ্যক। এ জন্য শুভ কর্ম্ম আদি ত্যাগ করিয়া কেবল ভিক্ষা যাজ্ঞা আদি করিয়া ভ্রমণ করেন। এরূপ লোক অবোধ তাহারা কিছু মাত্র বিচার করিয়া দেখেন না কি যে, কর্ম্ম তিন প্রকার, কায়িক বাচনিক ও মানসিক। কোন কর্ম্ম করিব না বলিয়া মনে ইচ্ছা করা অথবা এরূপ সংকল্প করা তাহাও যে এক প্রকার কর্ম্ম। সেই রূপও ভ্রমণ করা কিম্বা চুপ করিয়া বসিয়া থাকাও কর্ম্ম। তবে কর্ম্ম ত্যাগ কি রূপে করিবেন? ইহার উত্তর এই যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত শরীর থাকিবেক ততক্ষণ পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিতেই হইবেক। নিষ্কাম কর্ম্ম অর্থাৎ ফলের ইচ্ছা না করিয়া কেবল মাত্র কর্ত্তব্য বোধে কর্ম্ম করা, ইহাই কর্ম্ম ত্যাগ। জ্ঞানবান ব্যক্তি জানিতেছেন যে পরব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত কিছুই নাই (অর্থাৎ সকলই পরব্রহ্ম রূপ) উঁহার পক্ষে ত্যাগ ও গ্রহণ উভয়ই সমান। গীতাতে লিখা আছে,

"নহি দেহভৃতা শক্যস্ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ।
যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে॥"

ইহার অর্থ এই যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত শরীর আছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিতেই হইবেক, এ জন্য যে ব্যক্তি কর্ম্মের ফলকে ত্যাগ করেন, তাঁহাকেই ত্যাগী বলা হয়।

শাস্ত্রেতে সন্ন্যাসীর এইরূপ বর্ণন আছে;

"দেহন্যাসোহি সন্ন্যাসো নৈব কাষায়বাসসা।
নাহং দেহোঽহমাত্মেতি নিশ্চয়ো ন্যাসলক্ষণম্॥"

এই শরীরেতে আত্মাভিমান ত্যাগ করাকে সন্ন্যাস বলা যায়, গেরুয়া বস্ত্র পরিধান করিলেই সন্ন্যাসী হওয়া যায় না। যাঁহার মনে সদা এই ভাব থাকে যে, সমস্ত আমার আত্মা, যিনি পরিপূর্ণ আছেন আর যাঁহার পঞ্চকোষেতে (অন্নময়, প্রাণময়,

মনোময়, বিজ্ঞানময় আনন্দময় কোষ) আত্মাভিমান থাকে না, তিনিই সন্ন্যাসী, ইহাই যথার্থ।

ত্যাগ বর্ণন।

ত্যাগ সম্বন্ধে রাজা প্রজা পাঠকগণের এইরূপ বিচার করা আবশ্যক যেমন, কোন ধনী ব্যক্তির নানা প্রকার সুখাদ্য খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত আছে এমন সময় কোন এক ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি আসিয়া সেই সকল খাদ্য হইতে কিঞ্চিৎ খাদ্য সামগ্রী যাচ্ঞা করিল তাহাতে ঐ ধনী ব্যক্তি বিশেষ বিরক্ত হইয়া উক্ত ক্ষুধার্ত্তকে তাড়াইয়া দিল। সুতরাং ঐ ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি নিরুপায় হইয়া গ্রামের প্রান্তে মাঠে যাইয়া অবস্থিতি করিল। পরে উক্ত ধনী ব্যক্তি নিজ সংগৃহীত সুখাদ্য সামগ্রী সকল উত্তম রূপে তৃপ্তিসহকারে যথেচ্ছা আহার করিয়া বিশ্রামান্তর বহির্দেশ গমনেচ্ছায় উক্ত মাঠে যাইয়া নিজ বস্ত্রে নাসিকাচ্ছাদন পূর্ব্বক মলত্যাগ করিয়া গৃহাভিমুখে আগমন উদ্যোগ করিতেছেন এমন সময়ে উক্ত ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে আহ্বান করিয়া বলেন, "মহাশয়! একি করিতেছেন? এই মাত্র কিছু কাল পূর্ব্বে যে বস্তু সকলকে অতি যত্নে উত্তম স্থানে রক্ষা করিতেছিলেন এবং বোধ করিতেছিলেন ইহা আমার জীবনের সর্ব্বস্বধন, এক্ষণে সেই সকল বস্তুকে এত ঘৃণার সহিত জন শূন্য স্থানে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছেন কেন? ইহা শুনিয়া উক্ত ধনিব্যক্তি বিশেষ লজ্জিত হইলেন এবং তথায় বিস্মিত হইয়া কিঞ্চিৎ চিন্তা করাতেই স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, যে সকল বস্তুকে আমরা এত যত্ন করি উহার পরিণাম অবস্থা এইরূপ অতএব এই মায়াময় সংসারে সকলই অসার কেবল মাত্র আমরা মোহান্ধ হইয়া স্বার্থের পরবশ হইয়া বাহ্য চাকচিক্যে মুগ্ধ হইয়া অনবরত ব্যাকুল হইয়া এবং বাদ প্রতিবাদ করিয়া পরস্পরকে দগ্ধ করি। স্বরূপ পক্ষে আমাদের আধ্যাত্মিক দৃষ্টি কোন মতে ঘটে না। ধন্য মহামায়া ব্রহ্মশক্তি যিনি এই পরমাশ্চর্য্য বিচিত্র নানা প্রকার সৃষ্টি রচনা করিয়া পুনশ্চ এক মুহূর্ত্তে তাহাদিগকে এমত ঘৃণিত অবস্থায় লয় করিতেছেন। কিন্তু গৃহস্থ

ধর্ম্মে রাজা প্রজার দ্রব্য সংগ্রহও না করিলে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হয় না এবং তাহা বিশেষ সাবধানে রক্ষা আবশ্যক ও তাহাতে কোনও হানি নাই। তবে দ্রব্য সামগ্রীর বাহ্য চাকচিক্যে মুগ্ধ হওয়া উচিত নয়।

শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ বিবরণ।

অনেকে বলিয়া থাকেন যে, মহাত্মা ও জ্ঞানবান পুরুষগণ শীত, উষ্ণ কিম্বা চন্দন ও বিষ্ঠা আদি দ্বন্দকে একই সমান জ্ঞান করেন। ইহার অর্থ এই যে, অগ্নিতে উষ্ণতা ও বায়ুতে শীতলতা আছে কিন্তু সেই অগ্নি নির্ব্বাণ হইলে বায়ুরূপ হইয়া শীতল হইয়া থাকে। এ জন্য জ্ঞানবান পুরুষ শীত উষ্ণতা উভয়কে একই পদার্থের রূপান্তর মাত্র বুঝিয়া উভয়কে একই ভাবে দেখিয়া থাকেন। কিন্তু অজ্ঞানীর যেমন শীত ও উষ্ণতা বোধ হইয়া থাকে, জ্ঞানীরও সেইরূপই বোধ হইয়া থাকে, প্রভেদ এই যে, অজ্ঞানীরা উহা দ্বারা দুঃখ ও সুখ পায় ও উহাতে আসক্ত থাকে; জ্ঞানীরও সেইরূপই বোধ হইয়া থাকে; কিন্তু জ্ঞানী উহাতে আসক্ত না হইয়া উভয়কেই সমভাবে দেখেন।

চন্দন ও বিষ্ঠার দ্বন্দ বিবরণ।

চন্দন বিষ্ঠার সমভাব জ্ঞানী ব্যক্তি এরূপে বুঝিয়া থাকেন যে, মৃত্তিকা ও সুখাদ্য অন্ন ইত্যাদি ও বিষ্ঠাকে একই সমান দেখিয়া থাকেন; কারণ কি সুগন্ধ অন্ন ইত্যাদি আহার করা যায় আর আহারের পরে সেই অন্ন ইত্যাদি পরিপাক হইয়া বাহির হইয়া যায়, আর পরে কিছু কালেতে সেই বিষ্ঠা মৃত্তিকা হইয়া যায়।

চন্দন, বিষ্ঠা, সোণা, রূপা, কাষ্ঠ ইত্যাদিকে অগ্নিতে দিলে অগ্নি সকলকে ভস্ম করিয়া আপনরূপ করিয়া লন। জ্ঞানিপুরুষ এইরূপ বুঝিয়া সকলেতে সমদৃষ্টি রাখেন।

সমভাবের ভ্রান্তি।

মনুষ্যের একমতি না হওয়াতে অনেক দুর্দ্দশা হইতেছে, যথা একটী ঘরেতে

চারিদিকে আয়না লাগান থাকে, উহাতে একটা কুকুর যে দিকে মুখ ফিরায় সেই দিকে অপনার ছায়াকে অপর কুকুর মনে করে আর তাহার সহিত বিবাদ করিবার জন্য শব্দ করিয়া দুঃখ পায়; এ বোধ নাই যে এ আমারই রূপ, আয়নার জন্য ভিন্ন ভিন্ন বোধ হইতেছে। এইরূপ আপনাদিগের মধ্যেও তাহাই ঘটিয়াছে। ঘর শব্দ আকাশ, আয়না শব্দ অজ্ঞান, অবিদ্যা, আর কুকুর শব্দ নানা মত সম্প্রদায় ইত্যাদিগকে জানিবেন। এই সকল লোক জানিতেছেন না যে, সকলই আমারই আত্মা, আর আপন আপন সম্প্রদায়কে পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন মনে করিয়া দুঃখ পাইতেছেন। যখন পূর্ণ পরব্রহ্ম একই সকলের আদি কারণ তখন ভিন্ন ভাব মনে করিয়া সকলে কষ্ট পাইবার কারণ কি? আপন আপন পক্ষপাত মান অপমান জয় পরাজয়কে ত্যাগ করিয়া যাহাতে আপনারা সুখী থাকেন তাহা করুন।

সাধু মহাত্মার রাত্রি জাগরণ বিবরণ।

ইহা কথিত আছে যে, সাধু রাত্রিতে জাগ্রত থাকেন ও দিনমানে শয়ন করিয়া থাকেন, আর গৃহস্থ লোক দিনমানে জাগ্রত থাকেন ও রাত্রিতে শয়ন করেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সাধুলোক অজ্ঞানরূপী রাত্রিতে জাগ্রত থাকিয়া দিবসরূপী আত্মা পরব্রহ্মেতে নির্ভয় রূপে শয়ন করিয়া থাকেন। আর গৃহস্থলোক অজ্ঞানরূপী রাত্রিতে শয়ন করিয়া থাকেন ও পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মার সহিত বিপর্য্যয় করিয়া থাকেন। সাধু যাহা গ্রহণ করেন গৃহস্থ উহা ত্যাগ করিয়া থাকেন। সাধু অসত্য পদার্থকে ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ উহাতে আসক্ত না হইয়া শুদ্ধ চৈতন্যকে গ্রহণ করেন। আর গৃহস্থ লোক উহাঁকে ত্যাগ করিয়া অসত্য পদার্থেতে আশক্ত থাকেন। রাত্রিতে জাগ্রত (নিদ্রাত্যাগ অবস্থা) থাকাকে রাত্রি জাগরণ বলা যায় না। যদি রাত্রি জাগরণে সাধু হইত তবে বাদুড় ও চোর রাত্রি জাগরণ করে বলিয়া তাহারাও মহাত্মা। আপন আত্মাতে কিম্বা পরব্রহ্মেতে নিষ্ঠা রাখাকে জাগরণ বলা যায়। রাত্রিতে শয়ন কর অথবা জাগ্রত থাক উহাতে কিছুই লাভও নাই ক্ষতিও নাই।

পূর্ণধর্ম্মের অঙ্গহীন বর্ণন।

সত্যযুগেতে সত্য, তপস্যা, দয়া, শীল, সন্তোষ পূর্ণ ছিল; চৈতন্য আত্মাতে নিষ্ঠা ছিল, এজন্য ধর্ম্মের চারিপদ পূর্ণ ছিল। আর ত্রেতাতে যজ্ঞাহুতি প্রভৃতি সত্য ধর্ম্মের অনুষ্ঠান ছিল বটে কিন্তু তাহাতে নিষ্ঠা রহিত হওয়ার উপক্রম হওয়াতে ধর্ম্মের একপদ ভঙ্গ হইয়া তিনপদ ছিল। আর দ্বাপরেতে নানা প্রকার পূজা, পাঠ, তীর্থধর্ম্মেতে মতি হওয়ায় পূর্ণ পরব্রহ্মের প্রতি প্রীতি শ্রদ্ধা ও তাঁহাতে একবারে নিষ্ঠা রহিত হইয়া আসিতেছিল এজন্য ধর্ম্মের আর একপদ ভগ্ন হওয়াতে দুইপদে রহিয়া গিয়াছিল। কলিযুগেতে নানা প্রপঞ্চ অসত্যাতে নিষ্ঠা, মিথ্যা, পাষণ্ডতার বৃদ্ধি হওয়ায় আর যজ্ঞাহুতি না হওয়ায়, সত্য পরব্রহ্মেতে নিষ্ঠা নাই, কেবল ধনের মান, অপরকে বঞ্চনা করিয়া লওয়া, অন্যকে কষ্ট দেওয়া, ক্ষুধার্ত্ত অভ্যাগতের প্রতি আহারের বিষয় জিজ্ঞাসা না করা, অজ্ঞান অহংকারে উন্মত্ত হইয়া কেবল আপন সুখস্বচ্ছন্দতাতে রত থাকা (স্বার্থপরতা), ইহাদ্বারা ধর্ম্মের তিনপদ ভগ্ন হইয়া একই পদে রহিয়া গিয়াছে। চরাচর রাজা প্রজা নানা কষ্টেতে পড়িয়া আত্ম হারা, চৈতন্য শূন্য হইয়া রহিয়াছে।

এপর্য্যন্ত কিছুই নষ্ট হয় নাই, যে প্রকার কার্য্য করিয়া সকলে সুখী থাকিবে তাই লোকজন রাজা প্রজা আপনারা সেই কার্য্যানুবর্ত্তী হউন ও অন্যে যাহাতে সেইরূপ কার্য্য করে তাহার যত্ন করুন তাহা হইলে সদাই সকল বিষয়ে নির্ভয় সুখী থাকিবেন। কিন্তু যদ্যপি যজ্ঞাহুতি ত্যাগ করিয়া ও পরব্রহ্মকে ভুলিয়া থাকিবেন তবে নানা কষ্টেতে পড়িবেন ও বুদ্ধি জড় হইয়া যাইবেক।

কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে, অগ্নিতে আহুতি দিলে কি হয়? অগ্নি স্থূল পদার্থ আমি সূক্ষ্ম পদার্থ সচ্চিদানন্দ। আমি সূক্ষ্ম পদার্থ হইয়া স্থূল পদার্থ অগ্নির সেবা করিয়া কি লাভ হইবেক? ইহার অর্থ এই যে, যেমন স্থূল পদার্থ অন্নকে তুমি সচ্চিদানন্দ সূক্ষ্ম পদার্থ হইয়া ক্ষুধার সময় এক মুহূর্ত্তও না আহার করিয়া সহ্য করিতে পার না অথচ সেই ক্ষুধার সময় ঐ স্থূল পদার্থকে পাইয়া

তোমার কতই আনন্দ হয়। তদ্রূপ বিচার পূর্ব্বক দেখ স্থূল পদার্থ অগ্নির প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত যেমন, তুমি অন্ধকার গৃহে অন্ধ হইয়া বসিয়া থাক কিছুই দেখিতে পাও না কিন্তু তখন সেই স্থূল পদার্থ অগ্নি প্রকাশ হইলে তাহার তেজে তোমার চক্ষুর তেজ বৃদ্ধি হইয়া তোমার দৃষ্টি শক্তি প্রকাশ হয়। কিম্বা শীতলতা হেতু তোমার শরীরে কম্পন উপস্থিত হইলে তখন সেই স্থূল পদার্থ অগ্নির সেবা করিয়া শীতলতা নিবারণ হেতু সুখে কালযাপন কর। যখন স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, স্থূল পদার্থ দ্বারা তোমার সূক্ষ্ম পদার্থের পুষ্টিবর্দ্ধন হইতেছে তখন এই রূপে সেই অগ্নির চেতন শক্তির সেবা করিলে তোমার অন্তঃকরণ সূক্ষ্ম পদার্থের তেজ বৃদ্ধি হইয়া ক্রমশঃ পরমার্থ পক্ষে পরব্রহ্মকে জানিবার সামর্থ জন্মিবে। কিন্তু স্বরূপ পক্ষে স্থূল পদার্থ এবং সূক্ষ্ম পদার্থের অধীনতা এবং স্বাধীনতা নাই। সমস্ত পদার্থ যাহা তাহাই আছে। ব্যবহার ও পরমার্থ কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য যে ধাতুর দ্বারা যে কার্য্য উত্তম রূপে সম্পন্ন হয় বিচার পূর্ব্বক সেই সেই ধাতু দ্বারা সেই সেই কার্য্য সম্পন্ন করা আবশ্যক যাহাতে রাজা প্রজা তোমরা সুখে থাক। কোন বিষয়েতে ভেদ করিতে হয় না।

কোন কোন ব্যক্তির শঙ্কা হইয়া থাকে এবং হইবে, যে অগ্নি ধাতু এবং অন্যান্য দ্রব্যকে ভস্ম করিতে পারেন কিন্তু পৃথিবী যে এতবড় বৃহৎ মৃত্তিকা তাহাকে কিরূপে ভস্ম করিবেন? এখানে গম্ভীরভাবে বিচার করিয়া একরূপ বুঝিয়া লইবে যে যেমন কর্পূর ও বারুদ কোটিমন পর্ব্বতাকার আছে কিন্তু যৎকিঞ্চিৎ আগুন দিলে তৎকালে কর্পূর ও বারুদকে ভস্ম করিয়া অগ্নি আপন রূপ করিয়া আকাশ রূপ কারণেতে লয় হয় কিন্তু ঐ বারুদ ও কর্পূর যদি অগ্নিতে না দিয়া মাটিতে পুতিয়া দেওয়া যায় তাহাহইলে কর্পূর ও বারুদ স্বভাব লয় হইয়া মাটির সহবাসে মাটি হইয়া যাইবে কিন্তু সেই মাটিকে যদি আগুনেতে পোড়ান যায় তাহা হইলে সেই মাটি কখন পুড়িবে না কিন্তু সেই মাটি হইতে বৃক্ষ ইত্যাদি হইলে ঐ বৃক্ষাদিকে পুনরায় অগ্নিতে দিলে তাহা ভস্ম হইয়া যাইবে এইরূপ যুক্তি করিয়া রূপান্তর ভেদে পুড়ে এবং রূপান্তর ভেদে পুড়িবে না। ইহার অর্থ এই যে পরব্রহ্ম যে ঈশ্বর মাটি-

রূপ স্বভাব করিয়া না রাখেন যদ্যপি বারুদ এবং কর্পূর রূপ রাখেন তাহা হইলে অগ্নিব্রহ্মের স্বভাব যে স্থূল পদার্থ ইত্যাদিকে ভস্ম করিয়া একরূপ করিয়া নিরাকার করিয়া দেন এইজন্য ঈশ্বর মাটিরূপ স্বভাব করিয়া রাখেন যাহাতে অগ্নি পুড়াইয়া লয় না করিতে পারেন। কিন্তু যখন এই সৃষ্টির প্রলয় করেন সেই সময়ে পৃথিবীরূপ মাটিকে কর্পূর এবং বারুদরূপ করিয়া অগ্নি স্বরূপ হইয়া সকলকে ভস্ম করিয়া সমস্ত একাকারে কারণেতে স্থিত হয়েন। এইরূপ ইত্যাদি বিষয়ে বুঝিয়া লইবেন।

জ্ঞানের সংশয় বর্ণন।

যে সকল ভোগ ইত্যাদি বোধ হইতেছে, যদি যজ্ঞ না হয় ও জল না হয়, তবে এই সমস্ত ভোগের পদার্থ কি রূপে উৎপন্ন হইবে আর চরাচর ইত্যাদি কি রূপে পালন হইবে? অহমস্মি সচ্চিদানন্দ বলাতে ক্ষুধা পিপাসা নিবৃত্ত হইবে না। একদিন জল কিম্বা অন্ন না পাইলে পরদিন অহমস্মি সচ্চিদানন্দ বলা ভুলিয়া যাইবে; আর এই চিন্তা হইতে থাকিবে যে কোথায় অন্ন জল সচ্চিদানন্দ পাওয়া যায়, যাহাতে প্রাণ বাঁচে। আর যদি অন্ন জল সচ্চিদানন্দ পাওয়া যায় তবে সেই সময় সচ্চিদানন্দের প্রাণ রক্ষা হইয়া থাকে; এইরূপ সকল আত্মাকে বুঝিয়া লইবেন। আজ কালিকার ব্রহ্মজ্ঞানী এইরূপ হইতেছেন যে, শাস্ত্রের সংস্কার করিয়া ভিতর বাহির সর্ব্বজ্ঞ পূর্ণরূপেতে ভাব বোধ হয় না, অর্থাৎ অন্তরেতে পূর্ণরূপেতে প্রকাশ হয় না; যে কি করিলে ব্যবহার কার্য্য, আর কি করিলে পরমার্থ কার্য্যের সিদ্ধি হইয়া থাকে; আর কি করিলে ঐ উভয় প্রকার কার্য্যসিদ্ধি হয় না; তাহা সম্পূর্ণ ভাবে না বুঝিয়া, অবোধ বালকের মতন বাক্য বলিতেছেন যে, আমি এক সর্ব্বজ্ঞ পূর্ণব্রহ্ম, তবে আমি শুভ কর্ম্ম (অগ্নিতে হোম যজ্ঞ) কেন করিব? কিম্বা পূর্ণ পরব্রহ্মের উপাসনা কেন করিব? এই সকল লোক আপন মুখেতে আহুতি দিতেছেন কিন্তু অগ্নিতে আহুতি দিতে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" (চরাচর ইত্যাদি সকলই ব্রহ্ম) এই ভাব দূর হইয়া যায়!

যে জ্ঞানী ব্যক্তির সকল বিষয়েতে সম্পূর্ণ বোধ হইয়াছে, তাঁহার পক্ষে পরমার্থ ও ব্যবহার কার্য্যের কোন কথাতে তর্ক উঠে না, তিনি কোন ভেদও করেন না। যে কার্য্য করিলে পরমার্থ সিদ্ধি হয় অর্থাৎ আত্মবোধ হয়, ও যে কার্য্য করিলে ব্যবহার কার্য্যসিদ্ধ হয়, বিচার পূর্ব্বক তাহাই করেন ও করান। সকলকেই আত্মরূপ জানেন; যাহা কিছু হইতেছে সকলই আত্মার কার্য্য হইতেছে।

উপাসনা ভ্রমভঞ্জন।

রাজা প্রজা আপনারা বিচার করিয়া দেখুন্ যে, যে রূপেতে যাহা লিখা গিয়াছে, তাহা করা আবশ্যক; উহা দ্বারা সকলেরই সুখ প্রাপ্ত হইবেক, কোন বিষয়ে চিন্তা করিবেন না এবং সত্য ধর্ম্ম ত্যাগ করিবেন না। সাকার জ্যোতিঃস্বরূপ ঈশ্বর আত্মা গুরুতে নিষ্ঠা রাখিবেন ও অগ্নিতে আহুতি দিবেন; এবং ক্ষুধার্ত্ত অভ্যাগত অতিথির সেবা করিতে ত্রুটি করিবেন না। সত্যধর্ম্মের সদাই জয় হইতেছে। আদিত্যহৃদয়ে লিখা আছে যে,

"আদিত্যং পশ্যতি ভক্ত্যা মাং পশ্যতি ধ্রুবন্নরঃ।
নাদিত্যং পশ্যতি ভক্ত্যা ন স পশ্যতি মাং নরঃ॥"

ইহার অর্থ এই যে, ভগবান্ বলিতেছেন, যে ব্যক্তি আমাকে আদিত্য কিনা সূর্য্যনারায়ণ রূপেতে ভক্তিপূর্ব্বক দর্শন করেন এবং মানেন, তিনি অবশ্য অবশ্য আমাকে প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ তিনি আমা হইতে অভেদ হইয়া একই আত্মা স্বরূপ হইয়া যান। আর যে ব্যক্তি আমাকে আদিত্য কিনা সূর্য্যনারায়ণ রূপেতে না জানেন তিনি আমাকে প্রাপ্ত হন না এবং আমাকে দেখিতে পর্য্যন্তও পান না। এই কথা সত্য সত্য বলিয়া জানিবেন। কেহ কেহ এইরূপ বলেন যে, যখন চরাচর সমস্ত পদার্থ পরব্রহ্মেরই স্বরূপ তখন চন্দ্র এবং সূর্য্যনারায়ণকে বিশেষ করিয়া ধ্যান করিবার তাৎপর্য্য কি? ইহার উত্তর এই যে, ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বস্তু নিরাকার আর সাকার রূপেতে যাহা কিছু বর্ত্তমান আছে সকলেরই কারণ

পরব্রহ্মের রূপ ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু রূপান্তর ভেদেতে গুণ পৃথক্ পৃথক্ প্রকাশ হয়। জীবের যে সময়ে যে বস্তুর প্রয়োজন হয়, সেই সময় সেই বস্তুর সহিত সঙ্গৎ করে, ও গ্রহণ করে এবং করিতেই হইবেক; অর্থাৎ সেই আবশ্যকীয় বস্তু ব্যবহার করিয়া প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে হয়। যেমন পৃথিবী, জল, অগ্নি এই তিনই পরব্রহ্মের স্বরূপ; কিন্তু এই হেতু যদ্যপি পণ্ডিত, মূর্খ, রাজা, সকলেরই তৃষ্ণা পায় তাহা হইলে এক ভাবে জলের পরিবর্ত্তে অগ্নি পান করে তাহা হইলে কি তৃষ্ণা নিবারণ হইয়া থাকে? কখনই না। সেই সময় জলরূপী ব্রহ্মকেই পান করিতে হইবেক। আর যখন অন্ধকারকে নাশ করিতে হইবেক তখন জলরূপী ব্রহ্ম হইতে অন্ধকার দূর হইয়া আলো প্রকাশ হইবে না; তখন অগ্নিরূপী ব্রহ্মের আশ্রয় লইলে চারিদিকের অন্ধকার দূর হইয়া তৎক্ষণাৎ জ্যোতি প্রকাশ পাইবে। এক্ষণে বিচার করিয়া দেখিবেন যে, যদি পণ্ডিত, মূর্খ, রাজা প্রজা সকলে একই পরব্রহ্ম জানিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকেন তবে কখনই নিয়ম প্রমাণ ব্যবহার কার্য্য চলিতে পারে না; আর কেহ উত্তম রূপে শরীর রক্ষা করিতে পারিবে না। যখন রাজা প্রজার ইন্দ্রিয় বাসনা ভোগ করিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে তখন তাহারা সমস্ত পদার্থের স্থূল অংশ লইয়া ব্যবহার কার্য্য করিতে হইবে। কিন্তু সূক্ষ্মরূপী মনের অন্ধকার ও তৃষ্ণা দূর করিবার জন্য বিচার করিতে হইবে যে জীব আর রাজা প্রজা আমরা কেন পীড়িত, বলহীন, আর তেজহীন হইয়াছি; আমার ইষ্ট গুরু, এই জ্যোতিঃস্বরূপ কি না; আমার কি কর্ত্তব্য, সত্যধর্ম্ম কাহাকে বলে; কি করিলে ও কি রূপে চলিলে আমি সুখী থাকিব; এই সমস্ত বিষয়ের বিচার না করিয়া সত্যধর্ম্ম যজ্ঞাহুতি আর পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপকে ত্যাগ করিয়া নানা ভ্রমেতে মৃগতৃষ্ণার জলের ন্যায় বাসনা (কামনা) তে কাতর হইয়া ঘরের সত্যধর্ম্ম সত্যতীর্থকে ত্যাগ করিয়া অকারণ দেশে দেশে তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছ। অর্থাৎ আপনা ও পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু আত্মাতে নিষ্ঠা না রাখিয়া বৃথা অন্যত্র অন্বেষণ করিতেছ।

"মনোঽন্যত্র শিবোঽন্যত্র শক্তিরন্যত্র মারুতঃ।
ইদং তীর্থং মিদং তীর্থং ভ্রমন্তি তামসা জনাঃ॥
আত্মতীর্থং ন জানাতি কথং মোক্ষং বরাননে।"

এ বিষয়ে বঙ্গদেশে বর্দ্ধমান রাজসভাসদ ৺কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্যও গাহিয়াছেন যে,

"আপনারে আপনি দেখ যেওনা মন কার ঘরে,
যা চাবে এইখানে পাবে খুঁজ নিজ অন্তঃপুরে॥"

ভ্রম বিষয়।

হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান ইত্যাদি অনেকেই বলিয়া থাকেন যে, ঈশ্বর, খুদা, গড অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্মকে মানি কিন্তু সাকার ব্রহ্মকে মানি না। এস্থানে গম্ভীরভাবে বিচার করা কর্ত্তব্য যে, পূর্ণশব্দের অর্থ কি? পূর্ণ তাহাকেই বলে যেমন একটী জল পরিপূর্ণ কলসীতে আর এক বিন্দুও জল থাকিতে পারে না কারণ উহা জল পরিপূর্ণই রহিয়াছে কিরূপে আর উহাতে জল কিম্বা অপর বস্তু থাকিবে? অতএব যদ্যপি সাকার ভাব্ ত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র নিরাকার ভাবেতেই পরব্রহ্ম অদ্বৈতভাবে পরিপূর্ণ হন তবে এই আকাশে পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, চন্দ্রমা, সূর্য্যনারায়ণ এবং জীব প্রভৃতি সাকাররূপে পরিপূর্ণ আছেন তাহা হইলে উক্ত প্রকার জলপূর্ণ কলসীতে অন্য জল কিরূপে থাকিতে পারিবে? জীব যদ্যপি সাকার না হইতেন তবে দুঃখ সুখ কেমনে অনুভব হইতেছে? যদ্যপি সাকার ব্রহ্মভিন্ন হন এবং নিরাকার ঈশ্বর খুদা গড ভিন্ন হন তাহা হইলে পূর্ণ এবং অদ্বৈত শব্দের খণ্ডন হইতেছে। এইরূপ বিচার দ্বারা বুঝিয়া লইবেন।

আত্ম ভ্রমের বিবরণ।

জ্যোতিঃস্বরূপ হইতে আপনারা বিমুখ হইয়া কিরূপ বলহীন হইয়াছেন. তাহার দৃষ্টান্ত লইবেন। যেরূপ ক্ষত্রিয় কুলেতে এক রাজা রামচন্দ্র প্রভু, অতি

সত্যধর্ম্মী, দয়ালু মূর্ত্তি, সকলের উপর সমদৃষ্টিতে দেখিতেন; দাস, দাসী, বড়, ছোট, মন্ত্রী, রাজা প্রজা আদি লোকগণকে সমদৃষ্টিতে পুত্র কন্যার ন্যায় মনে করিতেন। ঐ রাজার সভাতে কোন এক মন্ত্রী অহংকারী, মান্যাভিমানী, অবোধ ও অজ্ঞানী ছিল। সে অপরের সহিত পরামর্শ করিল যে, এই রাজাত আমার মতন অপরকে মান্য করেন; ইহাঁকে কোন উপায়ে সিংহাসন হইতে দূর করিয়া অন্য কাহাকে অথবা ইহাঁর পুত্রকে সিংহাসনেতে বসাইয়া দিব; তাহা হইলে আমার প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি হইবেক, আর আমাকে সকলে মান্য করিবে। তখন সেই চতুর মন্ত্রী এই করিল যে, এক দিন ছল করিয়া শীকার করিবার জন্য বনেতে রাজা রামচন্দ্রকে লইয়া গিয়া আর তাঁহাকে কিছু দিন সেইখানে রাখিয়া, আপনি রাজার পুত্রের নিকট আসিয়া বলিল যে, আপনার পিতা রামচন্দ্র রাজা বনেতে মরিয়া গিয়াছেন আর ভূত হইয়াছেন; আপনি সিংহাসনে বসিয়া রাজত্ব করুন। এবং তাঁহাকে রাজত্ব দেওয়াইয়া বনে আসিয়া রাজার নিকট বলিল যে, আপনার পুত্র রাজসিংহাসনে বসিয়াছে আর বলিতেছে যে, পিতা আসিলে তাঁহাকে রাজ্য দিব না। এই বাক্য শুনিয়া রাজা রামচন্দ্র প্রভুর অত্যন্ত সন্তোষ হইল যে, আমার যোগ্য সুপাত্র পুত্র রাজ্য করিবার যোগ্য হইয়াছে। এবং যে কেহ আপনার নিকট ছিল ঐ সকলকে আপন আপন ঘরে ফিরিয়া যাইতে আদেশ করিলেন এবং আপনি একা বনে রহিলেন। সেই অহংকারী মন্ত্রী আপন সুখ ও মানের জন্য প্রজাকে নানা ক্লেশ দিতে লাগিল। কিছু কাল পরে, রাজার পুত্র শীকারের জন্য সেই বনেতে যান, সেইখানে রাজা রামচন্দ্র বসিয়াছিলেন, আর অহংকারী মন্ত্রীগণ দেখিল যে, সেই রাজা রামচন্দ্র রহিয়াছেন যদি ইহাঁর পুত্র ইহাঁকে চিনিতে পারেন তবে আমার মানভঙ্গ হইয়া যাইবে। তখন মন্ত্রী রাজার পুত্রকে বলিল যে, দেখুন আপনার পিতা আপনাকে ধরিবার জন্য ভূত হইয়া বসিয়া আছেন। রাজার পুত্র ভয়ে পলাইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিল, আর পিতার মুখের দিকে ফিরিয়া দেখিলেও না আর এও বিচার করিল না যে, আমার পিতা সত্যই মরিয়াছেন কিম্বা এই সকল লোক আপন মান

ও স্বখের জন্য কিম্বা আমাকে ও পিতাকে অথবা প্রজাদিগকে বলহীন করিবার জন্য মিথ্যা বলিতেছে। এইরূপ বিচার না করিয়া, যদি লোকে বলে যে তোমার কাণ কাকে লইয়া গিয়াছে, তাহা হইলে কাকের পশ্চাতে দৌড়াইয়া বেড়ান আর কাণে হাত দেন না; এইরূপ সকল বিষয়েতে বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক। রাজা রামচন্দ্র পিতা শব্দ, পূর্ণ পরব্রহ্ম প্রত্যক্ষ সাকার ত্রিগুণাত্মা জ্যোতির্মূর্ত্তি রামচন্দ্রজী শব্দ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ ঈশ্বর পরব্রহ্ম, তাঁহাকে আপনারা ত্যাগ করিয়াছেন তাহাই তাঁহার বনবাস হইয়াছে, আর যে তাঁহাকে অসত্য বলিতেছ তাহাই তাঁহার মৃত্যু হইয়া ভূত হওয়া, আর অহংকারী মন্ত্রীগণ যাহারা পিতার ভূত হওয়ার বিষয় উল্লেখ করিয়াছে তাঁহার অজ্ঞান, অবিদ্যা, পক্ষপাত, নানা মত, আপন আপন পক্ষ ও মানের জন্য প্রপঞ্চকারিগণ। আর পুত্রশব্দ চরাচর রাজা প্রজা আপনারা, যে যাহা বলিতেছে তাহাই শুনিয়া লইতেছেন। উহার বিচার করিয়া দেখিতেছন না যে, এই জ্যোতিঃস্বরূপ কে? আর এই আকাশ ব্রহ্মাণ্ডেতে কে আছে? আর অন্য কেহ কি এই আকাশ ব্রহ্মাণ্ডেতে আসিতে পারে? আমার ইষ্টগুরু কোথায় আছেন? আর তাঁহার স্বরূপ কি আর আমার কি স্বরূপ?

রাজা যুধিষ্ঠিরের সভার বিবরণ।

রাজা প্রজা বিচার করিয়া দেখুন্ যে, শ্রীকৃষ্ণ মহারাজ আর যুধিষ্ঠির রাজার সম্বাদেতে বলা হইয়াছে যে, ইন্দ্রজালের সভাতে দুর্য্যোধন নামে এক অহংকারী রাজা আসিয়াছিলেন, তিনি অহংকারমদে উন্মত্ত হইয়া যেদিকে যাইতেছিলেন এবং বক্ষঃস্থল স্ফীত করিয়া চলিতেছিলেন; এজন্য যেদিকে শুষ্কভূমি সেইদিকে জল, ও যেদিকে জল সেইদিকে শুষ্ক ভূমি; যেদিকে দ্বার সেই দিকে প্রাচীর ও যেদিকে প্রাচীর সেইদিকে দ্বার বোধ হইয়াছিল; আর অহংকার করিয়া যেদিকেই গিয়াছিলেন সেইদিকেই মাথাতে আঘাত লাগাতে কষ্টে কাতর হইয়া কুপিত হইয়াছিলেন; এবং চারিদিকের দর্শকগণ হাততালি দিয়া হাসিয়াছিল। শুষ্ক ভূমিতে যে জল বোধ হইয়া থাকে, ইহার অর্থ যে, শুষ্কভূমি শব্দ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ

আপনাকে অসত্য বোধ হয়। আর যেদিকে জল আছে, সেইদিকে শুষ্কভূমি বোধ হইয়া থাকে, ইহার অর্থ এই যে, জলশব্দ কল্পিত নানাতীর্থ ও অসত্য জড়পদার্থগণ যাহাতে আপনাদের নিষ্ঠা হইতেছে, আর দ্বারশব্দে সূর্য্যনারায়ণ চন্দ্রমা জ্যোতিঃস্বরূপ ঈশ্বর অর্থাৎ আত্মজ্ঞান হওয়ার এই দ্বার অর্থাৎ আত্মা। যাহা রাজা প্রজার মাতাপিতা গুরু আত্মা সেই প্রাচীর অসত্য বোধ হইয়া থাকে আর যাহা প্রাচীর তাহাকে দ্বার বলিয়া প্রকাশ হয়, ইহার অর্থ এই যে, প্রাচীর শব্দে আপনারা যে সকল প্রতিমা নির্ম্মাণ করিতেছেন; আর মক্কা, মদিনা, মস্‌জিদ্ এবং গিরিজাঘর, এবং নানা কল্পনা করিয়া উহাদিগকে সত্য মনে পূজা করিতেছেন, আর অসত্যাতে নিষ্ঠা রাখিতেছেন; আর কেহ পশ্চিমদিকে মুখ করিয়া নমাজ পড়িতেছেন, কেহ পূর্ব্বমুখ হইয়া নমস্কার করিতেছেন। আর যিনি সত্য, শুদ্ধ চৈতন্য পূর্ণ, পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ স্বতঃপ্রকাশ আত্মা তাঁহাকে অসত্য বোধ হইতেছে, আর উঁহার প্রতি নানা ভ্রম হইতেছে। কেহ অপরকে জড় প্রতিমা উপাসক বলিয়া ঘৃণা করিতেছেন, কিন্তু তিনি নিজে হয়ত মস্‌জিদ্ কিম্বা গিরজা ঘরের নিকট হইয়া স্থানান্তরে যাইতে হইলে ঐ ঘরকে সেলাম করেন, তবে প্রতিমা উপাসক ঘৃণিত হয় কেন; প্রতিমাও যেমন জড়, এবং মস্‌জিদ্ ও গিরিজা ঘরও সেইরূপ জড়, অতএব পরস্পর আপন আপন ভ্রম অনুসন্ধান করিলেই সহজে আত্মভ্রম নাশ হইবেক। রাজা প্রজা আপনারা সমস্ত বিষয়ে বলহীন, তেজহীন, শক্তিহীন, বুদ্ধিহীন, নপুংসক হইয়াছেন! সমস্ত অবোধ দর্শক দশদিক হইতে আপনাদিগকে হাততালি দিতেছে, উপহাস করিতেছে ও আপনাদিগকে তুচ্ছজ্ঞান করিতেছে। এখনও আপনারা বিচার করিয়া আপন সনাতন ধর্ম্ম, ইষ্টগুরু আত্মাকে চিনিতেছেন না, যাহাঁর প্রতাপে সকল কার্য্যেই জয় পাইতেছিলেন, উহাঁ হইতে বিমুখ হইয়াছেন। তিনি ইচ্ছা করিবা মাত্র এক মুহূর্ত্তে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে বারুদের মতন লয় করিয়া দিবেন। এই সমস্ত বুঝিবেন। আপনাদের উপর ঘটাইয়া দেখাইয়া দিয়াছি, ইহার সোজা উল্টা বুঝিয়া লইলেম।

অষ্টম অধ্যায়—সিদ্ধিতত্ত্ব।

মুক্তি বিবরণ।

সার বস্তু সুখ ও মুক্তি কাহাকে বলে, ইহার অর্থ এই যে, সত্য, শুদ্ধ, চৈতন্য পরব্রহ্মেতে নিষ্ঠা, শীলতা, সন্তোষ, দয়া, ধৈর্য্য, বাসনা রহিত, চরাচর রাজা প্রজাকে সমদৃষ্টিতে দেখা। আপন আত্মা জানিয়া সকলের প্রতি দয়া, নির্ভয়, দ্বৈত ভাব রহিত, ইহাই সার সুখ, আনন্দ, মুক্তিরূপ; যাহাকে পাইলে আর অন্য কিছু পাইবার ইচ্ছা থাকে না ইহাই বুঝা আবশ্যক। আর পরোপকার করিতে যে মনুষ্যের নিষ্ঠা (দৃঢ় অধ্যবসায়) আছে তিনিই পণ্ডিত ও ধন্য, তাও তিনি অধিক পরিমাণে পুস্তক পাঠ করিয়া থাকুন আর নাই থাকুন যে পুরুষ অথবা স্ত্রীলোক বাসনা (ফল কামনা) রহিত হইয়া সমস্ত ব্যবহার কার্য্য করেন ও মনে করেন যে আমি নিজে করিতেছি না অথচ আমিই করিতেছি। এবং অবোধ পুরুষের বোধ হয় যে, তিনিই নিজে কার্য্য করিতেছেন। কিন্তু জ্ঞানির পক্ষে অহংভাব নাই অর্থাৎ তাঁহাতে কোন কার্য্য করা (অর্থাৎ কোন কর্ম্ম) নাই, এইরূপ জ্ঞানি পুরুষ জীবন্মুক্ত হন।

অপুত্রকের মুক্তি বিবরণ।

বলা যায় যে,যাহার পুত্র কন্যা হয় না তাহার মুক্তি হয় না। ঋষি, মুনি লোকের সন্তান হয় নাই। কিন্তু উঁহাদের তুল্য অপর কাহারও মুক্তিও হয় নাই। যে গৃহস্থ ব্যক্তির, পুরুষ অথবা স্ত্রীলোক হউক সত্যাসত্যের বিচার আছে, আর পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরুতে নিষ্ঠা আছে, উহার সন্তান হউক বা নাই হউক সে আপনাকে ও আপন কুলকে উদ্ধার ও মুক্ত করিয়া দিবেন; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। শাস্ত্রেতে যাহা লিখা আছে যে অপুত্রক ব্যক্তিকে পুৎনামে নরক ভোগ করিতে হয়, ইহা ব্যবহার কার্য্যেতে নিয়ম পূর্ব্বক চলিবার জন্য এক

শাসন মাত্র করা গিয়াছে; যেমন বালককে কোন কার্য্য করিবার জন্য জুজু ইত্যাদি কল্পিত পদার্থের ভয় দেখান যায়; সেইরূপ ইহাও এক ভয় দেখান গিয়াছে। অবোধের জন্য জ্ঞানবান পুরুষগণ শাসন করিয়াছেন। ভয় না থাকিলে নিয়মত শুভ কার্য্য চলে না।

বন্ধন বিবরণ।

বন্ধনেতে কে আছে? যাহার সন্তোষ নাই, অসত্য বস্তুর জন্য বাসনা (ইচ্ছা) করিয়া যে কষ্ট পায়। যেমন কোটী ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াও যদ্যপি কোন ব্যক্তির বিষয়তৃষ্ণার নিবৃত্তি না হয়, তিনিই বন্ধনেতে আছেন। জ্ঞানী তথাপিও কোন চিন্তা করিবেন না। স্বপ্নেতে নানা বাসনা বন্ধন হইয়া থাকে, জাগ্রত হইলে সমস্ত লয় হইয়া যায়। শাস্ত্রেতে বন্ধন আর মুক্তির বিষয় লিখা আছে যে,

"বন্ধোহি কো? যো বিষয়ানুরাগঃ।
কো বা বিমুক্তিঃ? বিষয়ে বিরক্তিঃ॥"

ইহার অর্থ এই যে, বন্ধন কাহাকে বলা যায়? বিষয় বাসনাতে মনের অনুরাগকে বন্ধন বলা যায়। আর মুক্তি কাহাকে বলা যায়? বাসনা রহিত হওনের নাম মুক্তি বলে॥

স্বর্গ ও নরক বিবরণ।

নরক কাহাকে বলে? দ্বৈত, অহংকার, মান, আপমান, লোভ মোহ ইত্যাদি সংযুক্ত শরীরেতে অহংকারের নাম নরক। আর স্বর্গ কাহাকে বলে? সদাজ্ঞান-স্বরূপ একরস, সকলের প্রতি সমদৃষ্টি, আর সকলকে আত্মা স্বরূপ দেখা, আর তৃষ্ণা ক্ষয়কে স্বর্গ বলা যায়। শাস্ত্রেতে নরক আর স্বর্গ কাহাকে বলে তাহা শুন; যথা—

"কোবাস্তি ঘোর নরকঃ? স্বদেহঃ।
তৃষ্ণাক্ষয়ঃ স্বর্গপদং কিমস্তি॥"

ইহার অর্থ এই যে, মল মূত্র যুক্ত যে শরীর ইহাকে নরক জানিবে, আর তৃষ্ণা

ক্ষয়কে, বিষয়তৃষ্ণা (বিষয় অনুরাগ) ক্ষয় করা স্বর্গভোগ বলিয়া জানা উচিত। স্বর্গ শব্দের অপর অর্থ বৈকুণ্ঠ, কৈলাসশব্দ যাহা রাজা বাদসাহাগণ ভোগ করেন অগ্রপশ্চাতে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বসেন আর বসান; অগ্রস্থানভাগের অধিকারিকে দেখিয়া পশ্চাতের স্থানাধিকারি ব্যক্তি জ্বলিয়া কষ্ট বোধ করেন ইহাই স্বর্গ, কৈলাস, বৈকুণ্ঠ ভোগ জানিবে। নিরাকারে নরক সর্গ নাই এবং সাকারে কেবল পঞ্চভুত ও চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ ভিন্ন আর অন্য কিছুই নাই। আর ত্যাগী, সন্তুষ্ট, আর সুখী কে? যাহার লক্ষ কিম্বা কোটী টাকা ক্ষতি হইলে তথাপিও দুঃখিত হন না, আর কোটী টাকা লভ্য হইলেও সুখী হন না। ক্ষতিবৃদ্ধি উভয়েতেই সমভাব চিত্তের আশক্তি ত্যাগ করিয়া আনন্দরূপ থাকেন। জ্ঞানবান পুরুষের ত্যাগের অর্থ এই যে, পরব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত অন্য কোন পদার্থ নাই আর হইবেও না। যখন তিনি সমস্ত পরিপূর্ণরূপে বিরাজমান তখন কোন বস্তুকে জ্ঞানবান ত্যাগ করিয়া অপর কোন বস্তুকে গ্রহণ করিবেন? যাহার এরূপ ভাবনা থাকে তিনিই ত্যাগী, সন্তুষ্ট ও সুখী। যেরূপ দরিদ্র যথাশক্তি আপন সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া ঐ বস্তুতে লোভ কিম্বা ক্ষতিতে চিত্তের আসক্তি না করে; আর কোটী টাকা ঐ দরিদ্রের লাভ হইলেও তথাপি উহাতে সুখী না হয়, ক্ষতিবৃদ্ধি উভয়েতেই সমভাব রাখে, উহাকেই সন্তুষ্ট বলা যায়। এইরূপ দরিদ্রের যেমন এক পয়সাও আসক্তি থাকা, সেইরূপ কৈলাস, বৈকুণ্ঠ ভোগের আসক্তি থাকা উভয়ই সমান। যাহার যেরূপ অবস্থা তাহার সেইরূপ বিষয়ের ত্যাগ ও আসক্তি জানিবে। কোন সন্ন্যাসী মস্তক মুণ্ডন করিয়া বস্ত্রত্যাগ করিয়া তপস্যা করিতেছেন, আর যদ্যপি স্বর্গ লাভ আদি ভোগের ইচ্ছা বর্ত্তমান থাকে সে ত্যাগী নয় ভোগী। সেই ত্যাগীপুরুষ যিনি দানপুণ্য আদি সমস্ত ব্যবহার কার্য্য করেন আর ক্ষতি লাভেতে চিত্তের আশক্তি করেন না সকলেতেই সমভাব থাকেন।

ইন্দ্রত্বের বিবরণ।

ইন্দ্র শব্দ কাহাকে বলে শুনন্। ইন্দ্র শব্দের দুই অর্থ, এক ইন্দ্র চরাচরের

ইন্দ্রিয় ইত্যাদির রাজা ও প্রেরক জ্যোতিঃস্বরূপ ঈশ্বর ; আর দ্বিতীয় ইন্দ্র ছত্রপতি রাজা, যিনি সমস্ত রাজগণ হইতে শ্রেষ্ঠ আর সমস্ত রাজগণকে যিনি পালন করেন

ক্রিয়া যোগাঙ্গের কল্পিত সিদ্ধতা।

উড্যাক্ কুম্ভক প্রভৃতি যোগাঙ্গের ক্রিয়া সকলের যে সিদ্ধতা লক্ষণ কথিত আছে অর্থাৎ উহাতে যোগী আসন বদ্ধ হইয়া ২।৪ হাত উপরে শূন্যে অবস্থিতি করে তাহা শুনিয়া রাজা প্রজা সকলে শুদ্ধ চৈতন্য আত্মায় বিমুখ হইয়া সেইরূপ সাধনে বিব্রত হয় কিন্তু ইহাতে আধ্যাত্মিক বিষয়ের কি উন্নতি হইতে পারে তাহা কেহই বিচার করিয়া দেখেন না। যদ্যপি ২।৪ হাত শূন্যে অবস্থিতি করিলেই পরমপদ প্রাপ্ত হয় তবেত পক্ষীগণ কত শত হস্ত শূন্যে সহজেই উঠিয়া অবস্থিতি করিতেছে তাহা হইলে তাহাদের তুল্য মহাত্মা বিরল এবং জলও তেজশক্তি সহকারে বিনা তপস্যায় মেঘরূপ শূন্যে বিচরণ করিতেছে তাহা হইলে তাহাদিগকেও সিদ্ধপুরুষ বলা যায়। জ্ঞানবান মহাত্মাগণ পূর্ণপরব্রহ্ম আত্মাস্বরূপেতে উড়িয়া বেড়ান। ব্রহ্মের কি অপর কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে যে তথায় যাইয়া তাঁহাকে পাইতে হইবে? তিনি সদা আত্মময়, আত্মায় বিরাজমান আছেন। কোন কোন ব্যক্তির এরূপ বিশ্বাস আছে যে মহাত্মাগণের শরীর অগ্নিতে দগ্ধ হয় না এবং দগ্ধ হইলে কষ্ট অনুভব হয় না। এইরূপ ভ্রমে বদ্ধ হইয়া অবোধ ব্যক্তিগণ সাধু মহাত্মাদিগের শরীরে অগ্নি দগ্ধ করিয়া পরীক্ষা লয়। ইহা বিবেচক ব্যক্তির কার্য্য নহে কারণ স্থূল শরীরের সহিত মিশ্রিত থাকিলে অজ্ঞানির এবং জ্ঞানির উভয়েরই দুঃখ সুখ সমানভাবে বোধ হইয়া থাকে কিন্তু জ্ঞানি ব্যক্তি সহ্য করেন অবোধ ব্যক্তি দ্বারা সহ্য হয় না। মূর্খের যেরূপ কষ্ট অনুভব হয়, শরীর ধারণ করিলে মুনি ঋষি অবতারেরও সেইরূপ হয়। মূর্খের শরীর অগ্নিতে যে রূপ দগ্ধ হয় মুনি ঋষির শরীরও সেইরূপ দগ্ধ হয়। অগ্নির স্বভাবই হইল যে স্থূল পদার্থকে ভস্ম করিয়া আপন স্বরূপ করেন তাহার

জন্য যে, স্থূল শরীরের মাহাত্ম্য যায় এবং অগ্নির মাহাত্ম্য বৃদ্ধি হয় এরূপ নহে কিম্বা যদ্যপি বায়ু অগ্নিকে নির্ব্বাণ করিয়া আপন স্বরূপ করেন তাহার জন্য যে অগ্নির মাহাত্ম্য যায় আর বায়ুর মাহাত্ম্য বৃদ্ধি হয় এরূপ নহে। স্বরূপেতে সকলই একই স্বরূপ; কেবল রূপান্তর ভেদে গুণক্রিয়া সকলেতে পৃথক্ পৃথক্ আছে। একগুণ হইতে অপরগুণরূপকে আপনার স্বরূপেতে মিশাইয়া সূক্ষ্ম করিয়া লন। এইরূপ আত্মা পরমাত্মা সম্বন্ধে বুঝিয়া লইবেন। ইত্যাদি বিষয়েতেও বুঝিয়া লইবেন।

অভিচার কর্ম্ম।

বশীকরণ, উচাটন ইত্যাদি যে সকল অভিচার কর্ম্ম শাস্ত্রে উক্ত আছে তাহা অবোধ লোক সকল নিজ মনকে বশীকরণ না করিয়া ইন্দ্রিয়ভোগের জন্য অপরকে বশীকরণ করিতে যাইয়া নিজে পশু তুল্য হন। নিস্তেজ অর্থাৎ দুর্ব্বল হিন্দুর প্রতি সকলেই বশীকরণ ইত্যাদি কার্য্য করিতে উদ্যত হন কিন্তু অপর ধর্ম্মাবলম্বী প্রবল প্রতাপশালীর নিকট উক্ত প্রকার কোন কার্য্যই খাটে না, কারণ দুর্ব্বল কদাচই প্রবলকে বশ করিতে সাহস করে না যেমন ছাগল কখনই ব্যাঘ্রের প্রতি বশীকরণ ইচ্ছা করিতে পারে না আর তাহা করিলেও তাহা কার্য্যে পরিণত হয় না কিন্তু ব্যাঘ্র সকলকেই বশীভূত করিতে পারে। অর্থাৎ "মারতং সর্ব্বতং জয়ঃ" কি না লাঠির জোর. ভয়ঙ্কর ব্যাপার তাহার সম্মুখে যাওয়া ভার জ্ঞানবান পুরুষকে অজ্ঞানিব্যক্তি বশীকরণ করিতে পারে না। বশীকরণ ইত্যাদির সারমর্ম্ম এই যে, নিজ মনকে বশীকরণ করিলে অর্থাৎ আত্মাকে বশীভূত করিলে সকল জগৎকেই বশীকরণ হয়। সকলের প্রতি সমদৃষ্টি অর্থাৎ আত্ম ভাব না হইলে সকল বশীকরণ হয় না। উচাটন শব্দের সারমর্ম্ম এই যে, অসৎপদার্থ হইতে উচাটন হওয়া অর্থাৎ তাহাতে চিত্তের আশক্তি না হওয়া কেবল পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপেতে মগ্ন থাকা। ইহা ভিন্ন উচাটন শব্দের যে অন্যপ্রকার ভাবার্থ হয় তাহা বৃথা অবোধ লোকের পক্ষে জ্ঞানির

পক্ষে নহে। ইত্যাদিতে এইরূপ বুঝিয়া লইবেন। উড্যাক কুম্ভক প্রভৃতি যোগা-ঙ্গের ক্রিয়া সকলের যে সিদ্ধতা লক্ষণ কথিত আছে তাহা অতীব অসার।

অষ্টসিদ্ধি।

অণিমা, লঘিমা, মহিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ঈশিত্ব, বশিত্ব, এবং কামাবশা-য়িতা। অণিমা অণতুল্য ক্ষুদ্রদেহ ধারণ ক্ষমতা। লঘিমা লঘুত্ব হেতু উর্দ্ধগমন ক্ষমতা। মহিমা বৃহৎ এবং মাহাত্ম্য যুক্ত হওয়ার ক্ষমতা। প্রাপ্তি বিশ্বের তাবৎ দ্রব্য করতলস্থ হওয়া। প্রাকাম্য যথেচ্ছা কারিত্ব। ঈশিত্ব প্রভুত্ব। বশিত্ব সকলকে বশে রাখিবার ক্ষমতা। কামাবশায়িতা সকল প্রকার কামের পরি-পুরণ করিয়া শেষে নিষ্কাম হওয়া। এই প্রকারে এই অষ্টসিদ্ধের নানা প্রকার অর্থ শাস্ত্রে উক্ত আছে। কিন্তু এই অষ্টপ্রকার মহাসিদ্ধি প্রাপ্তির সার মর্ম্ম এই যে, বিরাট পরব্রহ্মের অষ্ট অনাদি প্রত্যক্ষ মহা অঙ্গ যথা, পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ চন্দ্রমা, সূর্য্যনারায়ণ এবং অহংকার রূপ সৃষ্টি ইচ্ছা সংযুক্ত যে পূর্ণ পরব্রহ্ম তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে উক্ত অষ্ট প্রকার মহাসিদ্ধি প্রাপ্ত হয় কিছুই বাকি থাকে না। কিন্তু তাঁহাকে পূর্ণভাবে প্রাপ্ত না হইলে কেবলমাত্র তাহার এক একটী ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের প্রাপ্তি সাধন করিয়া কোনও ফল লাভ হয় না। যেমন কথিত আছে যে; অনিমা প্রাপ্ত হইয়া সূক্ষ্মতারূপ অন্য শরীরে প্রবেশ ক্ষমতা হয়। অর্থাৎ দৃষ্টান্ত যেমন বায়ু দ্বারা সুগন্ধ আসে কিন্তু তাহার রূপ নাই গন্ধে অনুভব হয় তদ্রূপ যখন মন বৃত্তি রহিত হইয়া সূক্ষ্ম হয় তখন সকল চরাচর মধ্যে প্রবৃষ্ট হইয়া সকলকেই আত্ম স্বরূপ দেখিবে। দৃষ্টান্ত যেমন, কোটী মোন পর্ব্বতাকার বারুদ যৎকিঞ্চিৎ অগ্নি সংযোগ হইলে ভস্ম হইয়া আকাশে লয় হইয়া যায় তদ্রূপ পর্ব্বতরূপী মায়া জ্ঞানরূপী অগ্নির সংযোগে লয় হইয়া মন আকাশ স্বরূপ স্থির হইয়া থাকে অর্থাৎ আত্মাকে আকাশময় পরিপূর্ণ দেখেন। মহিমা অর্থাৎ আত্ম বোধ কিনা সর্ব্বজ্ঞ পরিপূর্ণ কেবল আত্মাই প্রকাশমান হন। প্রাপ্তি অর্থাৎ পরব্রহ্মকে পূর্ণরূপে পাইলে কি না, আত্মস্বরূপে নিষ্ঠা হইলে

তাহার আর পাইবার কিছুই বাকি থাকে না। প্রাকাম্য অর্থাৎ যে ব্যক্তির স্বরূপে নিষ্ঠা হইয়াছে তাহার উঠিবার বসিবার ইত্যাদি কোন বিষয়ে নিষেধ বিধি নাই যেরূপ তাহার ইচ্ছা সেইরূপ সেইস্থানে থাকিতে পারে। ঈশিত্ব অর্থাৎ যাহা কিছু গুণক্রিয়া তেজ শক্তি অশক্তি দেখিতেছ তাহা সকলই আত্মার দেখিতেছ ইতিভাবে পূর্ণ তেজ শক্তিতে থাকে। বশিত্ব অর্থাৎ নিজ অন্তর বাহ্য ইন্দ্রিয় ইত্যাদি সহিত সমস্ত জগৎ বশীভূত করিয়াছেন কিনা দৃঢ় রূপে আত্ম স্বরূপ দেখিতেছ কোন বিষয়ে বিরোধ ভ্রম ঘটে না। কামাবশায়িতা অর্থাৎ শুভাশুভ সকল কর্ম্মে জয়ী হইয়া সকাম নিষ্কাম ভাবের অতীত হইয়া আপন স্বরূপেতে আনন্দরূপ থাকেন এবং সকল কার্য্য করিতেছেন বোধ হয় কিন্তু তিনি কিছুই করিতেছেন না। এই যে নানা প্রকার পরমার্থ পক্ষে কার্য্য সকল এবং তাহাদের ফল স্বরূপ অষ্টাঙ্গ যোগ ষট্চক্রভেদ, অষ্টসিদ্ধি প্রভৃতি সিদ্ধি সকল কেবল একমাত্র পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু আত্মাকে ভক্তিশ্রদ্ধা পূর্ব্বক উপাসনা করিলেই সহজেই প্রাপ্ত হয়। যেমন স্বপ্নাবস্থা হইতে জাগৃত হওয়া।

স্বতঃ স্বরূপ জ্ঞান।

কোন্ ব্যক্তিকে কোন প্রকার শাস্ত্রের কোনও শব্দার্থের সংস্কার দেওয়া হয় নাই এমন কি কোনও ভাষার বর্ণ পর্য্যন্ত শিক্ষা পায় নাই অথবা সে ব্যক্তি কথনও শব্দার্থ শুনে নাই কিন্তু সে ব্যক্তির স্বতঃই অর্থাৎ স্বভাবতই আপন স্বরূপেতে অচল অর্থাৎ স্থির ভাবে দৃঢ়তা আছে কি না আত্মজ্ঞান পক্ষে তিলমাত্রও ভ্রম নাই। যেমন নিদ্রাবস্থা হইতে সহজে জাগৃত হয় যথা অষ্টাবক্র, প্রভৃতি স্বয়ং সিদ্ধ মহর্ষিগণ। কিন্তু কোন ব্যক্তি যাহার নানা প্রকার শব্দার্থের সংস্কার হইয়াছে; তিনি যদ্যপি ঐ ব্যক্তিকে শব্দার্থের অর্থ জিজ্ঞাসা করেন যে, "ক" শব্দের কি অর্থ? সে ব্যক্তির কোনও প্রকার কল্পিত শব্দার্থ প্রপঞ্চের সংস্কার হয় নাই অতএব সে কি প্রকারে মিথ্যা শব্দার্থ কালিতে (স্বরূপেতে) বলিবে? সমুদায় পঞ্চাশ বর্ণেতে তাহার কেবল মাত্র কারণ রূপ কালি বোধ হইতেছে এবং ঐ কালির

মধ্যেতে কল্পিত শব্দার্থ কি, সে ব্যক্তি বলিবে ; কিন্তু যে ব্যক্তির সারমর্ম্ম স্বরূপ কালিতে দৃষ্টি নাই কেবল মাত্র বর্ণ শব্দার্থের উপর সংস্কারবশতঃ দৃষ্টি আছে সে ব্যক্তি উক্ত ব্যক্তিকে মূর্খ বলিয়া জ্ঞান করেন। উঁহাকে মূর্খ বলিলে তাঁহার মনে কোন প্রকার গ্লানি হয় না ; উনি বুঝেন যে, যে ব্যক্তি আমাকে মূর্খ বলিতেছে, এবং মূর্খ শব্দ উভয়ই আমার স্বরূপ আত্মা। ইহা জ্ঞানিগণ বিশেষরূপে অবগত আছেন। এস্থানে কালি শব্দ কারণ পরব্রহ্ম ; বর্ণ অর্থে বিশ্ব জগৎ আর শব্দার্থ শব্দে তাহার গুণ।

শাস্ত্রভাব।

এই গ্রন্থ এবং অপর অপর শাস্ত্র বেদ বাইবেল কোরাণ ইত্যাদির সারমর্ম্ম রাজা প্রজা পাঠকগণ এইরূপে বুঝিয়া লইবেন। যেমন কোন এক রাজা রাজসিংহাসনে বসিয়া নিজ মন্ত্রীর প্রতি আজ্ঞা দিলেন যে, "মফস্বলের কোন কর্ম্মচারির প্রতি এই মর্ম্মে এক আজ্ঞাপত্র লিখ যেন সে এইরূপ আজ্ঞা প্রতিপালন করে।" মন্ত্রী রাজাজ্ঞানুসারে যে পত্র লিখিলেন ঐ কর্ম্মচারী যতক্ষণ পর্য্যন্ত ঐপত্রের সার মর্ম্ম না বুঝে ততক্ষণ পর্য্যন্ত ঐপত্রের আবশ্যকতা হয় পরে যখন ঐ পত্রের সারমর্ম্ম বুঝিয়া লয় তখন আর ঐ পত্রের আবশ্যকতা থাকে না। কিন্তু যদ্যপি রাজাজ্ঞার সারমর্ম্ম প্রকৃতরূপে বুঝিয়া ঐ মন্ত্রী রাজাজ্ঞা লিখিত এবং ঐ কর্ম্মচারী ঐ রাজাজ্ঞার সারমর্ম্ম প্রকৃতরূপে বুঝিয়া যথার্থরূপে প্রজার প্রতি রাজার আজ্ঞা চালনা করে আর প্রজাগণ তদনুরূপ চলে তাহাহইলে সেই রাজাজ্ঞার কোন বিরোধ জন্মে না। আর যদ্যপি ঐ মন্ত্রী রাজাজ্ঞার সারমর্ম্ম না বুঝিয়া আজ্ঞাপত্র লিখেন এবং মফস্বলের কর্ম্মচারিও প্রকৃত মর্ম্ম না অবগত হইয়া অযথারূপে রাজাজ্ঞা চালনা করেন তাহা হইলে রাজা প্রজার মধ্যে বিরোধ জন্মিয়া উভয়েই কষ্ট পান। রাজার আজ্ঞা দিবার সারমর্ম্ম এই যে, যাহাতে রাজা প্রজা উভয়েই সুখে থাকেন কোন প্রকার বিরোধ না জন্মায়। এস্থলে রাজাশব্দে পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মাগুরু এবং মন্ত্রীশব্দে জ্ঞানী মুনি ঋষি ইত্যাদি শাস্ত্র রচয়িতা-

গণ এবং স্বকস্থলের কর্ম্মচারী শব্দে শাস্ত্রব্যবসায়িপণ্ডিতগণ আর প্রজাশব্দে রাজা প্রজা ইত্যাদি বৈষয়িক বৃত্তি অবলম্বিগণ। ঐ শাস্ত্ররচয়িতা মুনি ঋষিগণ এবং শাস্ত্রব্যবসায়িপণ্ডিতগণ যদ্যপি পরব্রহ্মের সারমর্ম্ম বুঝিয়া শাস্ত্ররচনা করিয়া থাকেন এবং শাস্ত্র মর্ম্ম চালনা হয় তবেই মঙ্গল নচেৎ এ সংসারে বিরোধ ঘটিবার বিশেষ সম্ভাবনা। পর ব্রহ্মের আজ্ঞা এই যে, যাহাতে তোমরা সকল-বিষয়ে বিচার পূর্ব্বক সুখে থাক এবং সৎ অসতের বিচার করিয়া সৎ যে পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরুতে নিষ্ঠা রাখিবে এবং ব্যবহার কার্য্যেতে যে ব্যক্তি যে প্রকারেই হউক অবিরোধে সুখস্বচ্ছন্দে থাকিবে তাহাতে কোনও নিষেধ বিধি নাই।

সাধুর লক্ষণ।

কেহ কেহ বলেন যে, সাধুর লক্ষণ কি? শুভ কার্য্য ইত্যাদিতে যাঁহার গুণ বর্ত্তায় তাঁহাকেই জ্ঞানবান মহাত্মা সাধু বলা হয়। যিনি বিচার দ্বারা ব্যবহার ও পরমার্থ কার্য্য উত্তমরূপে সম্পন্ন করেন তাঁহাকে জ্ঞানবান মহাত্মা সাধু বলা হয়। নতুবা কেবল মাত্র কোন একটী বৃত্তি অবলম্বন করিয়া তাহাতেই যিনি আবদ্ধ থাকেন তাঁহাকে সাধু বলে না; কারণ যেমন গৃহস্থ লোক গৃহস্থ ধর্ম্মের বৃত্তি অব-লম্বন করিয়া তাহাতে আবদ্ধ আছেন এবং বিবেকাশ্রম অন্তর্গত সন্ন্যাস ইত্যাদি আশ্রমের বৃত্তি অবলম্বি লোকগণ আপন আপন মায়াবৃত্তি অবলম্বনে আবদ্ধ আছেন। কিন্তু জ্ঞানবান মহাত্মা সাধু যিনি পরব্রহ্মেতে অভেদ হইয়াছেন তাঁহার বৃত্তি এবং নিবৃত্তি কি আছে? যেহেতুক পরব্রহ্মের গুণের এবং বৃত্তির সীমা কি আছে তিনি অসীম; অতএব যিনি তাঁহার সমান হন তিনিই তাঁহার বৃত্তি ও গুণ বুঝিতে পারেন নচেৎ কিরূপে বুঝা যাইবেক। যেমন, যে ব্যক্তি স্বপ্নাবস্থাতে শয়ন করিয়া আছে সে কখন অন্য জাগ্রতাবস্থার ব্যক্তির মনের ভাব বুঝিতে পারে না এবং জাগ্রতাবস্থার ব্যক্তি সুষুপ্তি অবস্থার ব্যক্তির অবস্থা বুঝিতে পারে না। যে ব্যক্তি যেমন অবস্থায় আছে তিনি সেই অবস্থার অনুভব করিতে

পারেন তদতিরিক্ত পারেন না। সেইরূপ মহাত্মা জ্ঞানবান সাধুর বৃত্তি অজ্ঞানাবস্থার লোক কি রূপে বুঝিতে পারিবে? জ্ঞানাবস্থার ব্যক্তি বিজ্ঞানাবস্থার ব্যক্তি অর্থাৎ স্বরূপাবস্থার ব্যক্তির অবস্থা অনুভব করিতে পারেন না। সেইরূপ তদবস্থা প্রাপ্ত হইলে তবে তদবস্থা অনুভব করিতে পারেন। অর্থাৎ জ্ঞানবান ব্যক্তি বৃত্তি ও নিবৃত্তির সীমায় আবদ্ধ থাকেন না। তিনি নিজ শরীর ও জগতের নির্ব্বাহ জন্য বিচার পূর্ব্বক কার্য্য করেন তাঁহার বৃত্তি ও নিবৃত্তির বন্ধন নাই কারণ সকলই তাঁহার বৃত্তি।

আজ কাল রাজা প্রজার এমন মতি হইয়াছে যে, যথার্থ সাধুর প্রতি বিচারপূর্ব্বক দৃষ্টি না করিয়া কোন এক বেশধারী আড়ম্বরী ব্যক্তির কতকগুলিন অলৌকিক ঐন্দ্রজালিক বাহ্য কার্য্য দেখিয়া মোহিত হইয়া তাঁহাকেই অলৌকিক অসামান্য মহাত্মা সাধুপুরুষ বলিয়া মনে নিশ্চিত দৃঢ় হইয়া সনাতন ইষ্ট পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুর প্রতি বিমুখ হইয়া বলহীন হওতঃ সেই আড়ম্বরী ব্যক্তির নিকট পশুতুল্য পদানত হইয়া থাকেন। কিন্তু বিচার করিয়া দেখুন! যে বেদিয়া বাজিকর লোক কত কত অদ্ভুত কার্য্য বাজারে পথে দেখাইয়া বেড়ায়, কতকগুলিন খোলাং কুঁচিকে টাকা করিয়া দেয়, আপন স্ত্রীর গলা কাটিয়া পুনর্ব্বার জীবিত করিয়া দেয়, আপন ছেলের পেটে ছোরা মারে, পুনর্ব্বার আরাম করিয়া দেয় এবং বড় বড় পাথর, লোহা, ছুরি, কাঁচি মুখ হইতে বাহির করিয়া দেয়, বড় বড় বিষধর সর্প গলায় করিয়া রাস্তায় রাস্তায় বেড়ায় ইত্যাদি তাহা হইলে তবে উক্ত বেদিয়া বাজিকরেরাও মহাত্মা জ্ঞানবান সাধু কিন্তু তাহাদের পেটের অন্ন জোড়ে না। যদিও বাজিকরেরা এত অদ্ভুত ক্ষমতা দেখায়। কিন্তু পরব্রহ্ম এবং আপন স্বরূপেতে তাহাদের কোন বোধ নাই।

ব্যবহার-কাণ্ড।

প্রথম অধ্যায়—সাধারণ ব্যবহার।

নূতন ব্যবস্থার বিধি।

আপনাদিগকে আর একটী কথা বলিতেছি যে, নানা মতেতে আর্য্যাবর্ত্ত হিন্দু, ইংরাজ, মুসলমান আর রাজা প্রজা ইত্যাদি লোক দ্বারা (একালে) মধ্যে মধ্যে যাহা কিছু প্রপঞ্চ হইয়া গিয়াছে সে সমস্ত সমাপ্ত হইয়া যাইবেক। তীর্থ, প্রতিমা, পাথর পূজন ইত্যাদি যাহাতে ব্রাহ্মণদিগের উপার্জ্জন ছিল, আর যে উপায়ে স্ত্রী পুত্রকে ভরণপোষণ করিতেছিলেন, সমস্ত সমাপ্ত হইয়া যাইবেক। আপনারা বিচার পূর্ব্বক দেখিবেন যদি যাহার যে উপার্জ্জন, ধন ঐশ্বর্য্য ও ভূমি আছে, যাহাতে পরিবারবর্গের ভরণপোষণ হইয়া থাকে, তাহার নিকট হইতে তাহা ছাড়াইয়া দিলে তাহার পরিবারবর্গের কষ্ট হইতে পারে, এজন্য রাজা প্রজা আপনাদের উচিত যে, সে সমস্ত ব্রাহ্মণকে প্রথমে অন্য কোন উপার্জ্জন দিয়া প্রপঞ্চ ইত্যাদি উঠাইয়া দেওয়া উচিত। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান বলিয়াছেন যে, এক পা দৃঢ় করিয়া রাখিয়া তবে অপর পা চালনা করা (উঠান) আবশ্যক। ইহার অর্থ এই যে, প্রত্যক্ষ সাকার ব্রহ্ম ত্রিগুণাত্মা জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্য-নারায়ণ আত্মাতে প্রথমে রাজা প্রজার নিষ্ঠা করাইয়া পরে প্রপঞ্চে, তীর্থ, প্রতিমা আদি সমাপ্ত করা (শেষ করা অর্থাৎ উঠাইয়া দেওয়া) আবশ্যক, যাহাতে সমস্ত রাজা প্রজা সুখী থাকেন তাহাও আপনাদের কর্ত্তব্য। যদি কোন ব্রাহ্মণ দরিদ্র হয়, পুরুষ অথবা বিধবা স্ত্রী, যাহার কোন অবলম্বন (আশ্রয়) নাই অর্থাৎ নিঃসহায়, নিরুপায়, গ্রামে গ্রামে অন্বেষণ করিয়া চেষ্টাকরা যে উহার কোন বিষয়ে কষ্ট না হয়, উহাদিগকে প্রতিপালন করা এবং উহাদের কোন প্রকারে উপায়ের সংযোগ করিয়া দেওয়া, যাহাতে উহারা প্রতিপালন হয়

এবং কষ্ট না পায়। এই কথা কেবল মাত্র ব্রাহ্মণের জন্য বলা হইতেছে না; কিন্তু সকলেরই জন্য চাই, যে কুলেতেই জন্ম হউক না কেন। রাজা জমিদার লোকের এই ধর্ম্ম। সমস্ত আপনারই আত্মা পরব্রহ্মের স্বরূপ।

পঞ্চ উপাসক।

সাকার পঞ্চ উপাসক পাঠকগণ! গম্ভীরভাবে বিচার করিয়া দেখুন যে, আপনারা পরস্পরে আপন আপন ইষ্টদেবতাকে পৃথক্ পৃথক্ এবং শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করেন এবং অপরের ইষ্টদেবতাকে নিকৃষ্ট বলিয়া মনে করেন কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলেই সহজে বুঝিতে পারেন যে, এই আকাশের মধ্যে সেই পঞ্চ-দেবতা কোথায় আছেন? তাঁহার আধার কোথায়? তিনি সাকার কি নিরা-কার? কিন্তু নিরাকারেতেও পঞ্চ উপাসক নাই কেবল মাত্র সাকারেতে পঞ্চ উপাসক কল্পনা করা গিয়াছে সুতরাং পঞ্চ উপাসকের উপাস্য সাকার। অতএব তাঁহার কি রূপ? এবং তোমরা নিজে কিরূপ হইয়া কোন্ স্বরূপের উপাসনা করিতেছ? তিনিত সাকার ব্রহ্ম তবে প্রত্যক্ষ দেখা যাইতে পারেন। সাকার মধ্যে এই সকল প্রত্যক্ষ পদার্থ আছেন যথা পাঁচতত্ত্ব আর কেবলমাত্র এক জ্যোতি দিবসে এবং রাত্রিতে প্রকাশমান থাকেন। দিবসে সূর্য্যনারায়ণ রূপ এবং রাত্রিতে চন্দ্রমারূপ। ইহা ভিন্ন সাকার মূর্ত্তি কখন হন নাই, হইবেন না, এবং হইতে পারিবেন না। ইহার মধ্যে কোন্‌টী কাহার ইষ্ট আর কোন্‌টী নহে। ইহার মধ্যে পৃথিবী শিবরূপ? না বিষ্ণুরূপ, না গণেশরূপ, না শক্তিরূপ না সৌররূপ? কিম্বা জল, কিম্বা বায়ু, কিম্বা অগ্নি, কিম্বা আকাশ কিম্বা সূর্য্য কিম্বা চন্দ্রের যদ্যপি বলেন যে, ইহাদের মধ্যে কোন্‌টীই আমাদের ইষ্টদেবতা নহে তবে ইহা ভিন্নত আর এই আকাশে আর অন্য কোনবস্তুই প্রত্যক্ষ হন নাই তাহা হইলে তোমাদের ইষ্টদেবতা কোথায় থাকেন? যদ্যপি বল যে কৈলাস বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি স্থানে তিনি আপন বাটীতে গৃহমধ্যে নিশ্চিন্ত হইয়া দিবারাত্রি অবস্থান করিতেছেন তাহা হইলে তোমাদের অন্তরে কে

প্রয়োগ করিতেছেন? যদ্যপি তোমাদের ইষ্টদেবতা তোমাদের অন্তরে বাহিরে বিরাজমান না থাকেন তবে তোমরা উপাসনা কিম্বা পাপপুণ্য করিলে কিরূপে তিনি বুঝিতে পারিবেন? এবং তোমাদের ভিতরে বাহিরে তিনি বিরাজমান না থাকিলে তিনি কিরূপে তোমাদের কষ্ট নিবারণ করিতে পারিবেন? যখন চন্দ্রমা সুর্য্যনারায়ণ সকল স্থানে ও অন্তর বাহিরে প্রত্যক্ষ হইতেছেন তখন অপর চারিটী কেন প্রত্যক্ষ হন না? যদ্যপি সত্য হন তাহা হইলে প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষ উভয় ভাবেই পাওয়া যায় কিন্তু মিথ্যা কদাচই প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ ভাবে পাওয়া যায় না। হে পাঠকগণ! এই বিরাট পরব্রহ্মের সমষ্টি শরীরেরই পাঁচ প্রকার নাম শাস্ত্রে রাখা হইয়াছে; যেমন যে অধিকারী তাহাকে তেমনি নাম কল্পনা করিয়া উপাসনা করিতে বলা হইয়াছে। কিন্তু বিচার পুর্ব্বক সকল ভ্রম ত্যাগ করিয়া এই জ্যোতিঃস্বরূপ বিরাট পরব্রহ্মের সম্মুখে আপন ইষ্ট জানিয়া শ্রদ্ধা ভক্তিপুর্ব্বক নমস্কার প্রণাম এবং উপাসনা কর; তাহা হইলে সকল ভ্রমও দুঃখ দুর হইবেক আর ভ্রমে ডুবিয়া থাকিও না এক্ষণে বিচার করিতে আরম্ভ কর।

ব্যবহার কার্য্যে নাম উপাধির বিবরণ।

যতক্ষণ পর্য্যন্ত জীব অজ্ঞান অবিদ্যা আচ্ছন্ন থাকেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত উহাঁর ইচ্ছা থাকে যে, আমি ব্রহ্ম হইব বা সকলেই আমাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানুক পূর্ণ পরব্রহ্মেতে এভাব নাই যে আমি পরব্রহ্ম অথবা সকলেই আমাকে পরব্রহ্ম বলুক। এজন্য রাজা, প্রজা, পণ্ডিত বিচার করিয়া দেখুন যে, মহৎনাম কল্পিত শব্দকে সকল লোকই পাইবার ইচ্ছা করে; এজন্য জীব নাম উপাধি ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মনাম উপাধি দেওয়া হইল। যেমন ফেন বুদ্‌বুদ্ নাম উপাধি ত্যাগ করিয়া জলনাম উপাধি দেওয়া যায়। ইহাতে ব্রহ্ম বা পরব্রহ্ম ঈশ্বরের কিছুই ক্ষতিলাভ নাই। অথবা স্বরূপেতে আপনাদের কোন হানিলাভ নাই। এ সমস্ত কেবল শব্দের বিবাদ। পরব্রহ্মের উপাসনা কর আর এই বলিয়া নমস্কার প্রণাম কর, আপনা নিজকে লইয়া অন্তরে পরিপূর্ণ ভাবে, "হে পূর্ণ পরব্রহ্ম, জ্যোতিঃস্বরূপ, গুরু, মাতা-

পিতা, আত্মা আপনাকে নমস্কার প্রণাম করি।" প্রত্যক্ষ সাকার মূর্ত্তি চন্দ্রমা সূর্য্য নারায়ণ, উহাঁকে পরব্রহ্ম মাতা পিতা আত্মা বলিয়া জানিবেন। উহাঁর সম্মুখে নমস্কার প্রণাম করিবেন, তিনি সমস্ত যন্ত্রণা, ভ্রম, লয় করিবেন। ইহা সত্য সত্য বলিয়া জানিবেন। আর উনি (অর্থাৎ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ পরব্রহ্ম শব্দ) ভিন্ন সকলকেই ব্রহ্মশব্দ বলিয়া জানিবেন। সমস্ত উহাঁরই রূপ। আর "পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ ভিন্ন আর কিছুই নাই" ব্যবহার কার্য্যেতে এইরূপ বলিবে আর বলাইবে, কি না যখন ব্যবহার কার্য্যেতে আবশ্যক মতে কাহাকেও ডাকাইতে হয় তবে হিন্দু অর্থাৎ আর্য্যাবর্ত্ত ব্রহ্মকে ডাক, ইংরেজ ব্রহ্মকে ডাক, মুসলমান ব্রহ্মকে ডাক, রাজা ব্রহ্মকে ডাক, পণ্ডিত ব্রহ্মকে ডাক, ব্রাহ্মণ ব্রহ্মকে ডাক, ক্ষত্রিয় ব্রহ্মকে ডাক, বৈশ্য ব্রহ্মকে ডাক, শূদ্র ব্রহ্মকে ডাক, জমীদার ব্রহ্মকে ডাক, পুরুষ ব্রহ্মকে ডাক, স্ত্রী ব্রহ্মকে ডাক, গুরু মাতা পিতা ইত্যাদি ব্রহ্মকে ডাক, বেশ্যা ব্রহ্মকে ডাক, ডোম (মুরদফরাস্) মেথর ইত্যাদি ব্রহ্মকে ডাক, পশু ইত্যাদি ব্রহ্মকে জল, অগ্নি ব্রহ্মকে আন ইত্যাদি। কোন বিষয়ে মান আর শঙ্কা করিবেন না, এইরূপে সকলকে বলিবে আর বলাইবে। সকলই আপনারই আত্মা পরব্রহ্মের স্বরূপ। ব্যবহার কার্য্যেতে উহাঁকে নমস্কার করিবে আর করাইবে; স্বরূপেতে কাহাকেও নমস্কার করিবার অধিকার নাই ও আশীর্ব্বাদ দিবার অধিকার নাই। ব্যবহার কার্য্যেতে আপন অবস্থা এবং বয়স অনুসারে নমস্কার, প্রণাম, আশীর্ব্বাদ আদি হইয়া থাকে; এবং করা উচিত। পরস্পর আপন আত্মা জানিয়া নমস্কার করা ও করান, স্বরূপেতে কেহই নীচ ও মহৎ নহে সকলেই সমানরূপে পরব্রহ্মের রূপ। আর কাহাকেও নমস্কার করিলে মহৎ হইয়া যায় না, আর না করিলে কেহ নীচ হইয়া যায় না, বুঝিবার ভেদ মাত্র। যিনি হন তিনিই থাকেন। ব্যবহার কার্য্যেতে সমস্ত কর্ম্ম বিচার করিয়া করা ও চলা আবশ্যক। আর্য্য, ইংরেজ, মুসলমান রাজা প্রজাগণ। সকলে মিলিত হইয়া সকলকে আপন আত্মা জানিয়া যাহাতে সকলেই সুখে থাক তাহাই কর ও করাও। ব্রাহ্মণ চণ্ডাল আদি সকলে আপনারই আত্মা, যাহাতে কোন বিষয়ে

উঁহাদের কষ্ট না হয় তাহা করিবে। আর ব্যবহার কার্য্যেতে, যে, যে কার্য্যের যোগ্য তাহা দ্বারা সেই কার্য্য লইবে। স্বরূপেতে সকলকে সমান জানিবে।

ব্যবহার কার্য্যে সমভাব বর্ণন।

কাহার কাহার মনে এ শঙ্কা উঠিতে পারে যখন সকলেই পরব্রহ্মের রূপ, তখন ব্যবহার কার্য্যেতে একজনের দ্বারা অপরকে ধমকাইয়া কিম্বা অন্য কোন প্রকারে ভয় দেখাইয়া কার্য্য করাইয়া লওয়া উচিত নহে; কারণ কি উহার মনে কষ্ট হইতে পারে। ইহাতে এমত বুঝা আবশ্যক যে, স্বরূপেতে চরাচর, বালক বৃদ্ধ, পণ্ডিত মূর্খ, আদি সকলেই সমান, কিন্তু ব্যবহার কার্য্যেতে যাহার যেরূপ অবস্থা আর যে, যে কার্য্যেতে উপযুক্ত হয় তাহা দ্বারা সেই কর্ম্ম করাইয়া লওয়া উচিত; উহাতে ব্রহ্মভাব সমদৃষ্টি নষ্ট হয় না। অর্থাৎ অবোধ বালককে এক ব্রহ্ম ভাবেতে বিদ্যা পড়ান আদি শুভ কার্য্যেতে শাসন না করায় ন্যায় অনু-সারে (বিধিমত) বালকের অপকার করা হয়; উহাকে আপন আত্মা জানিয়া এবং উহার উপকারের জন্য উহাকে ভয় দেখান ও দণ্ড দেওয়া উচিত; ব্যব-হার কার্য্যেতে এইরূপ বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক। আপনারই স্বরূপ জানিয়া বিদ্যা জানিয়া বিদ্যা পড়ান এবং ভয় দেখাইয়া সত্যধর্ম্ম পথে চলান উচিত। যদি আপন স্বরূপ জানিয়া উহাকে ভয় না দেখাইবে তবে কদাচই ঐ বালকের উত্তম সৎ-কার্য্যেতে প্রবৃত্তি হইবে না এবং সে শুভ কর্ম্ম করিতে পারিবে না। এইরূপ সমস্ত বুঝিয়া লইবেন। যদি অবোধ ব্যক্তিকে বল যে, আমার এই কষ্ট হইয়াছে, এই কার্য্য করিয়া আমার কষ্ট নিবারণ করিয়া দেও; তাহা হইলে সে কখনই ঐ কার্য্য করিবে না। কারণ কি সে অবোধ তাহারত সমদৃষ্টি নাই। সে কেবল ভয় কিম্বা লোভে ঐকার্য্য করিবে। যেরূপ যদ্যাপি পথে গরু দাঁড়াইয়া থাকে, আর উহাকে বলা যায় যে পথ ছাড়িয়া দে, তবে সে কখনই পথ ছাড়িবে না, কারণ কি উহার বোধ নাই; উহাকে পরিমাণ মত দণ্ডদিয়ে ও ভয় দেখাইলে আপনিই পথ ছাড়িয়া দিবে। উহার এই জ্ঞান মাত্র আছে। কিন্তু জ্ঞানিব্যক্তিকে বলিবামাত্রই বিনা

লোভ ও ভয়ে আপন আত্মা জানিয়া এবং পরোপকার বোধে তৎক্ষণাৎ ঐ কার্য্য করিয়া দিবে। এইরূপে ব্যবহার ও পরমার্থ কার্য্যে বুঝিয়া লইবেন।

নীচ ও মহৎ স্বভাবের তাৎপর্য্য।

দরিদ্র কাহাকে বলে? যাহার ব্রহ্মাণ্ডের রাজ্য ও ঐশ্বর্য্য আছে কিন্তু উহাতে সন্তোষ না হইয়া আরও ইচ্ছা থাকে যে, আরও অধিক রাজ্য ও ঐশ্বর্য্য হয়, বিষয়তৃষ্ণা দূর হয় না, সেই ব্যক্তিই মহাদরিদ্র আর দুঃখী। আর যথার্থ ধনীকে? যাহার সত্য পরব্রহ্মতে নিষ্ঠা আছে কিঞ্চিৎ অর্থেতে, কিনা নির্ব্বাহ মাত্রতে সন্তুষ্ট থাকেন, তিনিই সন্তোষী, মহাধনী আর সুখী। যথা,—

"কোবা দরিদ্রো, যস্য বিশালতৃষ্ণা।
শ্রীমাংশ্চ কো, যস্য সমস্ততোষঃ।"

চোর কাহাকে বলে? এক কড়ির চোর আর এককোটী টাকার চোর উভয়ই সমান, যে চুরি করে সেই চোর। অসত্যবাদী, মিথ্যুক কে? যে এক কড়ির জন্য মিথ্যা বলে সেও মিথ্যুক কিম্বা মিথ্যা কথা বলিয়া কাহারও রাজ্য অপহরণ করিয়া লয় সেও মিথ্যুক; যেমন এক কড়ির মিথ্যুক সেইরূপ লক্ষটাকার মিথ্যুক উভয়ই সমান। সত্যবাদী পুরুষকে? যে সত্য কথা বলে আর অন্য যাহাতে সত্য বলে তাঁহার চেষ্টা করেন সেই সত্যবাদী; আর সত্য শুদ্ধ চৈতন্য পূর্ণ পরব্রহ্মেতে নিষ্ঠা রাখে; আর ধন্য ধন্য সেই পুরুষ যিনি সত্যাসত্যের বিচার করিয়া, সত্য-শুদ্ধ চৈতন্য পূর্ণ পরব্রহ্মেতে শ্রদ্ধা প্রীতি পূর্ব্বক নিষ্ঠা হয়, সমস্ত চরাচরেতে সম-দৃষ্টি থাকে, সকলকেই আপন আত্মা জানেন, আর সকলের প্রতি দয়া করেন পরোপকারী, তিনিই জগতে ধন্য ধন্য।

শত্রু মিত্র শব্দের তাৎপর্য্য।

শত্রু কাহাকে বলে? যে অসত্যতে নিষ্ঠা করায় তাহাকেই শত্রু বলা হয়। আর তিনিই মিত্র, যিনি সত্যশুদ্ধ চৈতন্য পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতা-পিতা আত্মাকে নিষ্ঠা করেন ও করান।

পণ্ডিতগণের বিবরণ।

আপনারা বিচার করিয়া দেখুন! যে আপনারা আপনাকে মহৎ, পণ্ডিত, জ্ঞানী, পবিত্র মনে করেন। আর অপরকে তুচ্ছ নীচ বলিয়া মনে করেন। মহৎ পণ্ডিত জ্ঞানী ও পবিত্রের অর্থ এই যে, যেমন সমুদ্র, উহাতে ব্রহ্মাণ্ডের যত নদী আছে, মিষ্ট, লোণা, উত্তম মধ্যম সকলে যাইয়া মিলিত হয়, আর ঐ সমুদ্র সকল-কেই আপনরূপ করিয়া লন, আপনি একই ভাবে (হ্রাস বৃদ্ধি রহিত হইয়া) বর্ত্তমান থাকেন ইহাকেই মহৎ বলা হয়। শুদ্ধ (পবিত্র) শব্দ অগ্নি স্বরূপ জানা আবশ্যক। কারণ কি শুদ্ধ, অশুদ্ধ, উত্তম, মধ্যম যে পদার্থ অগ্নিতে দেওয়া যায় অগ্নি সকলকেই সমান দৃষ্টিতে ভস্ম করিয়া আপনারই রূপ করিয়া লন,আর আপনি শুদ্ধরূপে বর্ত্তমান থাকেন। এইরূপে যে, আপনারা মহৎ, শুদ্ধ, জ্ঞানী আর পণ্ডিত হইতেছেন তবে এই পৃথিবীর উপর নানা সম্প্রদায় এবং নানা সামাজিক ধর্ম্ম পক্ষপাত কেন করি-তেছেন, আর এক্ষণে কেন উহাতে বিরোধ করিতেছেন। যদ্যপি সকলকেই আপন আত্মা স্বরূপ জ্ঞান করিয়া সকলের উপকার করেন ও সকলকে আপন আত্মা জানিয়া মিষ্টবচনে প্রীতিপূর্ব্বক পরব্রহ্মের সত্য উপদেশ প্রদান করেন তাহা হইলে সকলে নানা দোষ, মিথ্যা প্রপঞ্চ আদি হইতে রক্ষা করিয়া মান, অপমান, জয়, পরাজয় হইতে রহিত করিয়া সত্যধর্ম্ম পথে লইয়া যাইতে পারিবেন আপন-স্বরূপ জ্ঞান করেন তাহা হইলে আপনি সেই পণ্ডিত থাকিবেন ও অন্য সকলকে উত্তম কার্য্যে চালনা করিয়া আরো প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেন সন্দেহ নাই। মহৎ, পণ্ডিত ও পবিত্রের ইহাই লক্ষণ। আর জ্ঞানিপুরুষ, পণ্ডিতের এই ধর্ম্ম যে, তুচ্ছ তুচ্ছ বিষয়ে এবং দোষে দৃষ্টি না দেন কারণ কি; যাহার যে দোষ আছে তাহারই আছে। অমুক ব্যক্তি অমুকের ছোঁয়া জল পান করিয়াছে এবং কোন অখাদ্য বস্তু খাইয়াছে; আর অমুক সে অমুক দ্বীপেতে গিয়াছিল, উহার শরীরেতে জলের ছিটা পড়িয়াছিল, উহার জাতি গিয়াছে, উহাকে সমাজেতে লইব না, উহাকে নানা কষ্ট ভয় দেখাইব, জ্ঞানি পণ্ডিতের ইহা ধর্ম্ম নয়; ইহা অবোধ

পশু বুদ্ধির কর্ম্ম। যাহার নাম জীব, সে যদি কোন দ্বীপেতে যায়, আর ব্রহ্মাণ্ড কে খায় তথাপিও সে পবিত্র থাকিবে, কখনও অশুদ্ধ হইতে পারিবে না।

সম্প্রতি যথার্থ পণ্ডিত অতি অল্পই দৃষ্টিগোচর হয়। যাঁহারা পণ্ডিত বলিয়া অভিমান করিতেছেন, উহাঁদিগের মধ্যে কেহ কেহ শাস্ত্র পড়িয়াছেন ও বিদ্বান জ্ঞানবান, কেহ কেহ কিঞ্চিৎ মাত্র শাস্ত্র পড়িয়াছেন; এবং কেহ কেহ কিছুই পড়েন নাই। কিন্তু

"তর্ক সাহিত্য বেদান্ত বেদ বেদাঙ্গগামিনী।
পণ্ডা বুদ্ধি রিতি খ্যাতা তদ্যোগাৎ পণ্ডিতঃ স্মৃতঃ॥"

অর্থাৎ তর্ক শাস্ত্র, সাহিত্য, বেদ, বেদান্ততে যাহার অভ্যাস আছে তাহাকেই পণ্ডিত বলা হয়। আর পণ্ডিতের লক্ষণ যেরূপ হওয়া আবশ্যক, শাস্ত্র প্রমাণ বর্ণন ইহার নীচে লিখা যাইতেছে। যথা,

"আত্মজ্ঞানং সমারম্ভ স্তিতিক্ষা ধর্ম্মনিত্যতা।
নিষেবতে প্রশস্তানি নিন্দিতানি ন সেবতে॥
অনাস্তিকঃ শ্রদ্দধান এতৎ পণ্ডিত লক্ষণং।
ক্রোধো হর্ষশ্চ দর্পশ্চ হ্রস্তম্ভো মান্যমানিতা॥
যমর্থানাপকর্ষন্তি সবৈ পণ্ডিত উচ্যতে।
যস্য কৃত্যং ন জানন্তি মন্ত্রং বা মন্ত্রিতং পরে॥
কৃতমেবাস্য জানন্তি সবৈ পণ্ডিত উচ্যতে।
যস্য কৃত্যং নবিঘ্নন্তি শীতমুষ্ণ ভয়ং রতিঃ॥
সমৃদ্ধি রসমৃদ্ধির্ব্বা সবৈ পণ্ডিত উচ্যতে।
যস্য সংসারিণী প্রজ্ঞা ধর্ম্মার্থাবনুবর্ত্ততে॥
কামাদর্থং বনীতে যঃ সবৈ পণ্ডিত উচ্যতে॥"

ইহার অর্থ এই যে, যাঁহার আত্মজ্ঞান হইয়াছে অর্থাৎ দেহাদি নাশ্য জড়

পদার্থতে আত্মভাব না রাখিয়া নিত্য শুদ্ধ চৈতন্য পরব্রহ্মেতে আত্মভাব আছে, ও নিষ্ঠা করিতেছেন, যিনি উত্তম সৎকর্ম্ম করিতেছেন, আর শীত, উষ্ণ, মান অপমান বিনা ক্লেশে সহ্য করেন, সর্ব্বদা সৎকার্য্য করেন, কিম্বা নিন্দিত কর্ম্ম করেন না; যিনি নাস্তিক নহেন, ও পরব্রহ্মেতে শ্রদ্ধা ভক্তি রাখেন; যাঁহাকে ক্রোধ, হর্ষ, অহংকার, লজ্জা, মান, অপমান ইত্যাদি সৎপথ হইতে ফিরাইতে পারে না; যাঁহার সংকল্প ও মন্ত্র সাধনা প্রথমে কেহ জানিতে পারে না, কিন্তু কার্য্যসিদ্ধি হইলে সকলেই জানিতে পারে; যিনি ভয় লজ্জা ইত্যাদির ভয়ে শুভ কর্ম্ম ত্যাগ করেন না; যিনি সাংসারিক কর্ম্মও কেবল মাত্র ধর্ম্মের জন্য করিতে থাকেন; তিনিই যথার্থ পণ্ডিত। এইরূপ পণ্ডিত ব্যক্তি "আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু" সমস্ত চরাচরকে আপনার তুল্য অর্থাৎ সমভাবে দেখেন। যাঁহাতে এমত গুণ নাই তিনি মূর্খ, চাই তিনি রাশীকৃত গ্রন্থ পাঠ করুন আর নাই পাঠ করুন।

সামাজিক ভয় রক্ষা করা উত্তম; কিন্তু যথোচিত বিচার করিয়া রক্ষা করা আবশ্যক যে, ভয় করিয়া সত্য ধর্ম্ম ও সত্য পথে চলিবে আর পরব্রহ্মেতে নিষ্ঠা রাখিবে আর সকলকে সমান দেখিবে, কিন্তু তাহা বলিয়া অপরিমিত ভয় দেখান উচিত নহে, সকলে মিলিত হইয়া সুখী থাকেন; সকলই আপনারই আত্মা। অর্থাৎ যদ্যপি কোন পুরুষ কিম্বা স্ত্রীলোক সমাজেতে কোন প্রকার অপরাধ করেন তবে তাহাকে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত যে, যাহা করিয়াছে তাহা ক্ষমা হইল; কিন্তু পুনর্ব্বার দোষ করিলে তাহার পর সমাজ হইতে দণ্ড হইবেক; আর পরব্রহ্মের নিকটও কষ্ট পাইবেক, আর উহার মুখে পরব্রহ্মের নাম দশবার কিম্বা "ওঁ" কার দশবার বলাইয়া সমাজেতে (জাতিতে) লইবে। যদি আপনি মান গৌরবের জন্য তাহাতে সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে দেখুন আপনাদিগের যে কি দুর্দ্দশা হইতেছে, আর আপনারা সমস্ত বিষয়ে বলহীন হইতেছেন, আর ক্রমে ক্রমে আপনার দলের হ্রাস হইয়া যাইবে। বিচার করিয়া দেখুন যে, কোন কোন মতের মনুষ্য জল ছিটাইয়া আপন মতে আপন সমাজেতে লইয়া থাকেন আর আপন দলকে প্রবল করিতেছেন, আর মহৎ

আনিতেছেন আর কোন কোন সমাজেতে প্রজার লিঙ্গ কাটিয়া আপন সমাজেতে মিলাইয়া দল বাঁধিতেছে; আর কতই মতের ফকির, সাধু কাণে ফু দিয়া (কাণে গুরু মন্ত্র দিয়া) আর মস্তক মুণ্ডন করাইয়া আপন আপন মত আর সম্প্রদায়েতে লইয়া দল বাঁধিতেছেন। আর আর্য্যাবর্ত্তের প্রজা লোকদিগের কি রূপ দুর্দ্দশা হইয়া রহিয়াছে; যেমন, ভেড়ীওলা ভেড়া ছাগলকে মুণ্ডন করিয়া আপন পালে রাখে সেইরূপ নিঃসহায় প্রজার অবস্থা হইয়াছে। কোন্ সম্প্রদায়কে মিথ্যা বলিতেছ কোন্ সম্প্রদায়ের বাক্যকে সত্য বলিয়া মানিতেছ কোন্ সম্প্রদায়েতে নিষ্ঠা রাখিবে? সকলেই আপন আপন সমাজ, সম্প্রদায়, ও মতের প্রশংসা করিতেছেন আর অপরকে মিথ্যা জ্ঞান করিতেছেন। আপনারা পরব্রহ্মেতে নিষ্ঠা করিতেছেন না, আর চিন্তা করিতেছেন না যে আমার সনাতন ধর্ম্ম কি? পরব্রহ্ম নিরাকার রূপেতে অথবা সাকার রূপেতে? আমার মাতাপিতা গুরু আছেন কি নাই? আর রাজা প্রজা সকলে মিলিত হইয়া কি উপায়ে সুখী থাকিবেন তাহাই কর্ত্তব্য। মান অহংকার বশতঃ বক্ষঃস্থল স্ফীত করিয়া চলিতেছ, সত্যধর্ম্ম আর পূর্ণ পরব্রহ্মকে চিনিতেছ না; আপনারা যে পণ্ডিত জ্ঞানী বলিয়া অভিমান করিতেছেন তাহাতে ধিক্। আপনারা বিচার করিয়া দেখুন্! এই কথা সত্য, কি মিথ্যা। গ্রামে গ্রামে সত্য ধর্ম্মের চর্চ্চা করিতেছেন না; যাহাতে সমস্ত চরাচর রাজা প্রজা সুখী থাকেন। বিবেচনা করিয়া দেখুন্ যে তুচ্ছ তুচ্ছ বিষয়ের জন্য আপনারা পরস্পর বিরোধ করিতেছেন, যাহা বেদ শাস্ত্রেতে আছে তাহাই বাইবেল, কোরাণেতে আছে; যাহা সংস্কৃতেতে আছে তাহা অন্য অন্য ভাষাতেও আছে; যাহা অন্য অন্য ভাষাতে আছে তাহাই সংস্কৃত ভাষাতে আছে, দেশদেশের ভাষা পৃথক পৃথক, একই বস্তুকে কোন দেশের ভাষাতে জল বলে, কোন দেশের ভাষাতে উহাকে পানি বলে, কোন দেশেতে ওয়াটর আর কোন দেশেতে আব বলে আর কোথাও নীলু ও তন্নী বলে, আর সংস্কৃততে অম্বু আর বারি বলে, এইরূপ নানানাম কল্পিত হইয়াছে কিন্তু জল বস্তু সর্ব্বত্রই এক। এইরূপ পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের নানা দেশে ও নানা ভাষাতে নানা প্রকার নাম কল্পিত আছে; পরব্রহ্ম একই।

এইরূপ সমস্ত ভাবেতে বুঝিয়া লইবেন। আপনি ভাষা (যে বাক্য প্রণালী সাধারণে ব্যবহার করে) পাঠ করুন অথবা সংস্কৃত পাঠ করুন, সংস্কৃত শাস্ত্রেতে সেই পুর্ণপরব্রহ্ম আছেন আর ভাষা শাস্ত্রেতে ও সেই পুর্ণপরব্রহ্ম আছেন। উহাতে (ভাষাতে) কোন অপর পদার্থ নাই আর সংস্কৃত শাস্ত্রেতে কোন অপর পদার্থ নাই যে বস্তু সংস্কৃততে লিখা আছে, সেই বস্তু ভাষাতে ও লিখা আছে। ইহার জন্য যদি কেহ বলে যে সংস্কৃত পড়িবার প্রয়োজন কি আছে? উহার উত্তর এই যে, পণ্ডিত আদি আপনারা বলেন যে সংস্কৃত দেব ভাষা এজন্য পড়া আবশ্যক আর অন্য অন্য ভাষা মনুষ্যকৃত এজন্য উহা পাঠ করিবার আবশ্যক নাই। একথা অসত্য, যখন পার্থিব পূর্ণপর-ব্রহ্মের বিষয় কোন ভাষাতে লিখা আছে তখন সেই ভাষাই দেব ভাষা। যখন পার্থিব বিষয় ঐ সকল ভাষাতে লিখা এবং বলাযায় তখন সকল ভাষাই মনুষ্যকৃত যে কোন ভাষা পড়িতে আর বিদ্যা বৃদ্ধি করিতে আবশ্যক হয়, উহার জন্য সংস্কৃত পড়া আবশ্যক; আর পুত্রকে সংস্কৃত পড়ান মাতা পিতার উচিত। যে বিদ্যা পড় ঐ বিদ্যার সার অর্থ (মানে) বুঝা আবশ্যক, নচেৎ ব্রহ্মাণ্ডের যত শাস্ত্র, পুরাণ কোরাণ, বাইবেল আদি আছে সমস্ত বিনা বিচার পূর্ব্বক পড়িয়ে কেবল অবিদ্যা বৃদ্ধি হয়। যে ভাষাতে পরমার্থ ও ব্যবহার কার্য্য উত্তমরূপে বুঝান যায় তাহাকেই দেবভাষা জানিও; এবং যে ভাষাতে তাহা না হয় তাহাই অশুদ্ধ ভাষা।

বিচারের দ্বারা সকল কার্য্য করিতে হয়। যখন যে ভাষা বলিলে যে কার্য্য হয় তখন সেই ভাষা বলিয়া সেই কার্য্য করিতে হয় কেবল হট্ করিয়া ইংরাজি অথবা সংস্কৃত ভাষাই চলুক অপর ভাষা না হউক নতুবা এরূপ একজন পণ্ডিত

ভো হল্ গ্রাহিন পণ্ডিতঃ কূপে পততি।

ইহার অর্থ এই যে একজন মহান পণ্ডিত তিনি সংস্কৃত বিষয়ে অদ্বিতীয় ছিলেন এমন কি তাঁহার চাকর নাকর প্রভৃতিকে সংস্কৃত শিখাইয়াছিলেন এবং তিনি সকলের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেন এবং সকলকে উপদেশ দিতেন সংস্কৃত ভাষা দেব বাক্য ভাষা কথা অশুদ্ধ। পরে ঈশ্বরের এমনি দেব ঘটনা এক দিবস পণ্ডিত

মাঠে যাইয়া মুখ হাত ধুইবার জন্য জল তুলিতে কূপের নিকট গেলেন যাওয়াতে হঠাৎ পা লাগিয়া কূপে পতিত হইলেন তাহার চাকর দৌড়িয়া আসিয়া দেখিল যে একলা তুলিতে পারিব না, তখন সেই চাকর মাঠের হলগ্রাহি চাষাদিগকে সংস্কৃত ভাষায় ডাকিতে আরম্ভ করিল যে, ভো হল্ গ্রাহিন পণ্ডিতঃ কূপে পততি ঐ চাষারা সংস্কৃত জানে না কাজেই ঐ চাকরের কথা বুঝিতে পারিল না এ দিকে পণ্ডিত ডুবিয়া মরেন তখন পণ্ডিত চাকরের উপরে রাগ করিয়া বলিলেন যে বেটা ভাষা কথায় ডাক্ নতুবা ডুবিয়া মরিলাম তাহাতে চাকর বলিল মহাশয় ভাষা অশুদ্ধ হইয়া যাইবে তখন পণ্ডিত তাহাকে ধম্‌কাইয়া, সে ভাষা কথায় চাষাদিগকে ডাকিতে লাগিল তখন চাষারা আসিয়া সেই পণ্ডিতকে কূপ হইতে উঠাইল তখন চাকর বলিল মহাশয় আপনিতো সংস্কৃত বলিয়া ডুবিয়া মরিতে ছিলেন যখন আমি ভাষা করিয়া ডাকিলাম তখন উহারা আসিয়া আপনাকে রক্ষা করিল ইহার মানে কি ? তখন পণ্ডিত কিছু বলিতে পারিল না।

জ্ঞানবান্ পুরুষ এখানে বিচার করিয়া গম্ভীর ভাবে বুঝিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন ইংরাজি যে পড়িয়াছে সে যদি যে ইংরাজি জানে না তাহার কাছে যদি ইংরাজি বলে তাহাহইলে সে বুঝিতে পারে না তখন সেখানে সে ভাষায় কোন ফল নাই এইরূপ সংস্কৃত অনভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট সংস্কৃত বলা নিষ্ফল কিন্তু যে ব্যক্তি কেবল সংস্কৃত বুঝে ভাষা বুঝে না তাহার কাছে ভাষা বলা নিষ্ফল যে ভাষার দ্বারা যে সময় যে কার্য্য উত্তমরূপে হয় ও যে ভাষা বলিলে উত্তমরূপে বুঝিতে পারে তাহাকে দেব (শুদ্ধ) ভাষা এবং যে ভাষা না বুঝা যায় তাহাই অশুদ্ধ ভাষা এই প্রকারে যাহাকে যে ভাষা বলিলে ব্যবহার কার্য্য এবং পরমার্থ বিষয় উত্তমরূপে বুঝিতে পারে তাহাকে সেইরূপে ভাষা বলিয়া বুঝাইতে হইবে অর্থাৎ সেই ভাষাই দেব ভাষা

সদসৎ কার্য্যের বিচার।

জ্ঞানবান ব্যক্তি বিচার করিয়া যে কর্ম্ম ব্যবহার কার্য্যেতে করিয়া থাকেন,

উহার বিধি নিষেধ কিছুই নাই। এই বিচার করিয়া যে কার্য্য করা হয়, তাহাই বিধি অনুসারে অর্থাৎ পরব্রহ্মের আজ্ঞানুসারে কার্য্য। যাহাতে কাহারও দুঃখ না হয় কিম্বা আপনারও দুঃখ না হয়; সেই কার্য্য করা উচিত; উহাতে কোন সংশয় নাই। জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্ম গুরু আত্মার প্রতাপে যে নানা প্রকারের ভোগ করিতেছ; আর যাঁহার প্রতাপে কৈলাস, বৈকুণ্ঠ আর নানা অপ্সরা ইত্যাদি ভোগ হইতেছে ঐ ভোগকেও অসত্য বলিয়া জানিবে; উহাতে চিত্ত আসক্ত না করিয়া শুদ্ধ চৈতন্যতে নিষ্ঠা রাখিবেক। যে পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু আত্মার প্রতাপে রাজ্য ও সুখ ভোগ করিতেছ, তাঁহাকে বিস্মরণ হইবেক না। কারণ কি, বিচার করিয়া দেখ যে, এই সময় যে সকল দাসদাসী আদি তোমার যে কোন ঐশ্বর্য্য আছে; আর আতর, গোলাব, কেওড়া, যাহা কিছু গাত্রে লাগাইতেছ, আর হুকুম চালাইতেছ; কিন্তু যে সময় তোমার মৃত্যু হইবে, সে সময় তোমার সম্মুখেই তোমার ফৌজ, পলটন্, কামান, বন্দুক, ডাক্তার, হকিম, রাজ্য, ঐশ্বর্য্য আদি সকল দ্রব্যই থাকিবেক; অথচ এ সকল দ্রব্যের মধ্যে এমন একটীও নাই যে, সে সময় তোমাকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও বাচাইয়া রাখিতে পারিবে। আর রাজশক্তি প্রভাবে সকলেরই উপর আপনার হুকুম্ চলিতেছে, আর অনেককে দণ্ড (শাস্তি) দিতেছেন, ফাঁসি দিতেছেন; কিন্তু সেই সময় (মৃত্যু-কালে) আপনারও সামর্থ্য থাকিবে না যে, আপনি ইচ্ছামত এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিতে পারেন কিম্বা বাঁচিতে পারেন। ঐ সময় প্রাণ বহির্গত হইবাই যাইবে। আর যখন চিকিৎসকগণ আপনারাই মরিয়া যাইতেছেন, তখন অন্য লোকের কথা আর কি বলিবার আছে। আর যতক্ষণ আপনারা জীবিত রহিয়াছেন, ততক্ষণ অহংকার করিতেছেন যে, "আমি ধনী মহাজন আমার সমান কেহই নাই; আমি রাজা, আমি বাদসাহ। আমার এই সমস্ত রাজ্য, সকলেই আমার প্রজা, আমি সকলই করিয়াছি। আমার মতন বিদ্বান, আমার সমান রাজা কেহই নাই।" যদ্যপি এইরাজ্য আদি সমস্ত আপনাদের হইত, তবে মরিবার সময় এই সকলই সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেন; কিন্তু একটুকু জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডও সঙ্গে যায়

না। আর আপনার রাজ্য ঐশ্বর্য্যকে কে ত্যাগ করিয়া যায়? এই জন্য আপনাদের অহংকার, মদ, পক্ষপাত পরিত্যাগ করা উচিত। পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুর শরণ লউন; তাহা হইলে করুণানিধান, রাজা প্রজা আদি সকলের সমস্ত দুঃখ, ভয়, মৃত্যু ইত্যাদি নিবারণ করিবেন। তিনি সকল দণ্ড নিবারণ করিবার জন্য দণ্ডায়মান আছেন (অর্থাৎ প্রস্তুত রহিয়াছেন)। বিচার করিয়া দেখুন! যে কত রাজা ও বাদসাহ হইয়া গিয়াছেন ও হইতেছেন; এবং কত হইবেন ইহার অন্ত নাই, কিন্তু এক পরব্রহ্ম সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ সদাই একরূপ প্রকাশমান রহিয়াছেন; কিম্বা পৃথিবী যেরূপ সেইরূপই রহিয়াছেন। যত মূর্ত্তি চরাচর দশদিকে দেখা যাইতেছে, সকলই বিষ্ণু ভগবান অর্থাৎ পরব্রহ্মের মূর্ত্তি; সকলই আপনারই আত্মা, কাহারও সহিত শত্রুভাব করিবেন না। বিচার করিয়া সকলকেই জানিবেন (চিনিয়া লইবেন)। পুনশ্চ পরব্রহ্মের নাম, শাস্ত্র, বাইবেল, আর কেরাণে ঋষি, মুনি আর পয়গম্বর প্রভৃতিরা নানা প্রকার কল্পনা করিয়াছেন। নানা দেশে নানা মত।

হিন্দু আর্য্যদিগের দুঃখের বিষয় এই যে সকল জাতি মিলিয়া পরস্পর সনাতন সৎধর্ম্ম পালন না করা এবং সৎপথে না চলা যাহাতে সকলে সকল বিষয় সুখে থাকিতে পারে এবং পরস্পর হিংসা না হয়। এরূপ না বিচার করিয়া চলিয়া কেবল পরস্পর দ্বেষ হিংসা হইতেছে। কেহ বলেন ওবেটা মেড়ুয়াবাদি কেহ বলেন ওরা বাঙ্গালি এবং এক বাঙ্গালি অন্য বাঙ্গালিকে বলেন বেটা বাঙ্গাল ইত্যাদি—এরূপ বুদ্ধিকে ধিক্কার! বিচার করিয়া দেখেন না যে সকলই আমার আত্মা পরব্রহ্মের স্বরূপ যাহার যে দ্বীপেতে জন্ম হউক না কেন সকলেই আমার আত্মা সকলে মিলিয়া সৎধর্ম্ম পালন করা উচিত। এরূপ ইত্যাদি বুঝিয়া লইবে।

সর্ব্ব ধর্ম্ম সার।

রাজা, প্রজা, হিন্দু, মুসলমান, ইংরাজ ইত্যাদি পাঠকগণ আপনারা সকলে গম্ভীর ভাবে বিচার করিয়া দেখুন যে এই জগতে নানা প্রকার ধর্ম্ম প্রচলিত

আছে। সকলেই আপন আপন ধর্ম্মকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানেন এবং অপরের ধর্ম্মকে নিকৃষ্ট ও হেয় জ্ঞান করেন। এই প্রকার সকলে আপন ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ জানিয়া অপর ধর্ম্মাবলম্বি ব্যক্তিগণকে আপন ধর্ম্মেতে আনিতে চাহেন কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে ইহা স্পষ্টই অনুভূত হইতে পারে যে ধর্ম্ম কি, ধর্ম্মের স্বরূপ কি, আপন ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া অপর ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে তাহাতে কি হয়, এবং উহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি কি, সত্য ধর্ম্মে চলিলে কি হয়, এবং কোন ধর্ম্মই বা সত্য এবং কেনই বা সত্য ধর্ম্মে চলিবে তাহার কারণই বা কি ইহার তাৎপর্য্য এই যে সত্য ধর্ম্মে চলিলে সত্য অসত্যকে বিচার করিয়া সত্যতে নিষ্ঠা এবং ব্যবহার কার্য্য এবং পরমার্থ কার্য্য উত্তম রূপে বুঝিয়া চলিতে হয় যাহাতে সকল বিষয় রাজাপ্রজা, সকলেতে সুখে থাকে সেই প্রকার করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। তৃষ্ণা নিবারণার্থে জল পান করিতে হয় এই সত্য ধর্ম্ম সম্বন্ধে বুঝিয়া লইতে হয় বিচার পূর্ব্বক সত্য ধর্ম্ম চলিলে সকলে সকল বিষয় সুখে থাকে যাহাতে কোন অজ্ঞানতা, দ্বৈত ভাব থাকে না। সকল রাজা প্রজা, হিন্দু, মুসলমান, ইংরাজ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের সত্য ধর্ম্মের একই আধার কেবল বুঝিবার ভ্রান্তি মাত্র। প্রমাণ—যেরূপ প্রত্যক্ষ স্থূল পদার্থ জল সকলের আধার তৃণ হইতে বৃক্ষ পর্য্যন্ত কীট হইতে হস্তী পর্য্যন্ত স্ত্রীপুরুষ মনুষ্য ইত্যাদি একই আধার জলকে পান করে, জল পান না করিলে সকলে ব্যাকুল হয় কীট হইতে হস্তী পর্য্যন্ত যদ্যপি জলপান না করে তাহা হইলে ব্যাকুল হইয়া মরিয়া যায় এবং তৃণ হইতে বৃক্ষ পর্য্যন্ত জল বিনা শুষ্ক হইয়া যায়। যে প্রকার একই আধার স্থূল জল হইতে সকলেরই প্রাণ রক্ষা হয় সেই রূপ সত্য ধর্ম্ম শব্দ সূক্ষ্মভাবে সকলের একই আধার; অর্থাৎ পরমেশ্বর, আল্লা, খোদা, ঈশ্বর অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরু সকলের আধার তিনিই সত্য ধর্ম্ম। তাঁহাকে সকলেরই ধারণ করা চাই সকলে এই ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া বিচার পূর্ব্বক শান্তভাবে চলিলে ব্যবহার এবং পরমার্থ বিষয়ে সর্ব্বদা আনন্দরূপে সকল বিষয়ে থাকিতে পারে—ইহাকে সত্য ধর্ম্ম বলা যায়—নানা দেশে নানা মতে নানা জাতি-ভেদে নানা ধর্ম্ম কল্পনা করিয়া চলেন এবং অন্যের ধর্ম্ম দেখিয়া জ্বলিয়া মরেন

ইহাকে সত্যধর্ম্ম বলা যায় না বরঞ্চ ইহাকে জ্ঞান পক্ষে অধর্ম্ম বলা যায় নতুবা স্বরূপ পক্ষে সকলই উত্তম ধর্ম্ম।

কেহ গাঁজা, কেহ অহিফেন, কেহ ভাঙ্ খান এবং খাইতে ভালবাসেন। কিন্তু যে গাঁজাখোর ব্যক্তি সে অহিফেনখোর ব্যক্তিকে নিন্দা করেন এবং বলেন আমি যাহা খাই তাহা ভাল ; তুই অবোধ তোর ধর্ম্ম ভাল নহে। অহিফেন-খোর ব্যক্তিও ঐ প্রকার গাঁজাখোর ব্যক্তিকে নিন্দাবাদ করিয়া থাকে সেই রূপ মদিরাসক্ত ব্যক্তি গুলিখোর ব্যক্তিকে নিন্দা করে ও গুলিখোর ব্যক্তি মদিরাসক্তকে নিন্দা করে। এইরূপ খাদ্যাখাদ্য সকল বিষয় যে যাহা ভাল বাসে সে তাহার ভিন্নমতাবলম্বি ব্যক্তিদিগের উপর নিন্দা এবং দোষারোপ করিয়া থাকে। অতএব যে যাহা ভাল বাসে এবং যাহার প্রতি যাহা অনুকূল হয় তাহাই তাহার ভাল ধর্ম্ম এবং যাহা প্রতিকূল তাহাই তাহার অধর্ম্ম—এইরূপ সকল ধর্ম্মের তাৎপর্য্য স্থির এবং গম্ভীর ভাবে বিচার পূর্ব্বক বুঝিয়া লইবেন জ্ঞানবান ব্যক্তি সকলকে আত্মরূপ দেখেন এবং সকলকে সৎপথ অবলম্বন করান কাহাকে ও কোন বিষয় নিন্দা করেন না—

> “সর্ব্বভূতস্থ মাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
> ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥”

সকলের ধর্ম্ম একই। হিন্দুদিগের মধ্যে এইরূপ আছে যে, সত্যতে নিষ্ঠা অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরুতে নিষ্ঠা এবং সকল জীবের উপর সমান দয়া এবং সর্ব্বভূতে আত্মবৎ দর্শন ও ক্ষুৎপিপাসুকে আহার এবং জল প্রদান করা ধর্ম্ম। মুসলমানদিগের মধ্যে খোদা, অর্থাৎ পরব্রহ্মে নিষ্ঠ জীবের উপকার করা এবং ক্ষুধার্ত্ত পিপাসুকে আহার এবং জল দেওয়াই ধর্ম্ম ইংরাজদিগের মাধ্য গডের উপরে নিষ্ঠা করা অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্মে নিষ্ঠা করা জীবের উপকার করা এবং অন্ধ, খঞ্জ, ক্ষুৎপিপাসুকে অন্নজল দেওয়া প্রভৃতি ধর্ম্ম। এইরূপ সকল ধর্ম্মেতেই আছে ইহা সকলে বিচার না করিয়া আপন আপন ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ

মানিয়া বৃথা বিবাদ বিষম্বাদ করিয়া কষ্ট পান যাহাতে রাজা প্রজা সকলে মিলিয়া সুখে থাকে তাহা না করিয়া, সেইরূপ না চলিয়া বৃথা কুতর্কের বশীভূত হইয়া আপন আপন মত সমর্থন করিতে গিয়া কষ্টপান। এইরূপে হিন্দু মুসলমান, ইংরাজ প্রভৃতি পাঠকগণ, আমি কে, আমার স্বরূপ কি ঈশ্বর, গড্ আল্লা খোদা অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরুর কি স্বরূপ, এতকাল আমি-কোথায় ছিলাম এবং কোথা হইতে আসিয়াছি এবং কোথায় যাইতে হইবে এবং আমাদের কি করা কর্ত্তব্য এবং কি করিলে ব্যবহার এবং পরমার্থ বিষয়ে সিদ্ধ হয় যাহাতে আমরা সকল বিষয়ে সর্ব্বদা সুখে থাকি তাহা সকলকার করা কর্ত্তব্য এই প্রকার সকল বিষয়ে বিচার পূর্ব্বক ধীর এবং গম্ভীরভাবে সকলে বুঝিয়া লইবেন।

এ স্থানে গড্, আল্লাহ, খুদা, ঈশ্বরের পূর্ণ অদ্বৈত বর্ণিত হইয়াছে ইহাতে পাঠক বিচার পূর্ব্বক বুঝিবেন যে পূর্ণ শব্দ এবং অদ্বৈত শব্দের সারভাবার্থ এই যে নিরাকার নিগুণ পরব্রহ্ম সাকার ব্রহ্মকে লইয়া পূর্ণ এবং অদ্বৈতশব্দ নিষ্পন্ন হয় এবং এইরূপ সাকার নিরাকার ব্রহ্মতে ভেদাভেদ না করিয়া পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুভাবে উপাসনা করিলে সকল শান্তি হয়। সকল রাজাপ্রজা, স্ত্রীপুরুষ ইংরেজ মুসলমান প্রভৃতি সকলে জানিয়া এইরূপ বিচার করিয়া পরব্রহ্ম গুরুর উপাসনা করিবে। জ্ঞানী ব্যক্তির দ্রষ্টব্য এই যে, যে যেখানে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে ও সেই স্থানের চলন অনুযায়ী খাদ্য বস্তু খাইতেছে ও তাহাতে তাহাদের শরীর সুস্থ অবস্থায় আছে, কিম্বা কোন কোন ব্যক্তি নানা প্রকারের নেশা করে ও নানা খাদ্য খায় তাহাকে নিন্দা না করিয়া বিচার পূর্ব্বক সকলকে স্বরূপেতে সমদৃষ্টি করিয়া অর্থাৎ সব আমার আত্মা পরব্রহ্মের স্বরূপ সকলের প্রতি এরূপ দয়া করিয়া বিচার এবং সৎপথে লইয়া যাওয়া এবং বিচার দ্বারা প্রীতি পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে তাহাদের ভক্ষ্যাভক্ষ্য ও নেশা ইত্যাদি ত্যাগ করাইয়া সমাজে উত্তমরূপে তাহাদিগকে রক্ষা করিবেন যাহাতে কোন বিষয় কেহ কষ্ট না পায় পরব্রহ্ম যাহার অন্তঃকরণেতে যেরূপ গুণ দিয়াছেন তাহার সেইরূপ বস্তু খাইবার ইচ্ছা করে এবং

খায় তাহাতে তাহাদের কোন দোষ নাই যেমন কাহার ও অম্ল খাইতে ইচ্ছা হয় কাহারও মিষ্ট খাইতে ইচ্ছা হয় কাহারও নেশা করিতে ইচ্ছা হয়। যাহার যেমন স্বভাব সেই বস্তু খাইলে তাহার সুখবোধ হয় পরব্রহ্মের অনন্ত সৃষ্টি অনন্ত লীলা যাহা যে আহার বা পান করুক কিন্তু তাহাকে সৎপথে অর্থাৎ পূর্ন পরব্রহ্ম জ্যোতিঃ স্বরূপ গুরুর পথে আপনার আত্মা জানিয়া লইয়া যাইবেন।

ব্যবহার কার্য্যে জ্ঞান উপদেশ।

যে গ্রামে পণ্ডিত ব্যক্তি থাকেন সেই গ্রামের অজ্ঞানি ব্যক্তিগণকে যদি বিদ্যা পাঠ না করান ও সৎ উপদেশ দ্বারা সৎপথে লইয়া না যান কেবল আপনার উদর পোষণের জন্য চিন্তিত থাকেন, তাহা অপেক্ষা পশুগণ শ্রেষ্ঠ। এবং যে জ্ঞানবান ব্যক্তি পণ্ডিত যে গ্রামে থাকিয়া বিদ্যা পাঠ করান এবং সকলকে সৎপথে লইয়া যান এবং পরোপকারে রত থাকেন তিনিই জগতে ধন্য। এবং যে গ্রামে ধনী মহাজন থাকেন ও সেই গ্রামে নির্ধনি ব্যক্তি কোন কারণবশত অন্ন বস্ত্রের কষ্ট পাইয়া লজ্জা প্রযুক্ত আপন দুঃখ কাহাকেও প্রকাশ করে না এইরূপ ইত্যাদি অভ্যাগত ব্যক্তিকে যদ্যপি সেই গ্রামের ধনি ব্যক্তি অনুসন্ধান করিয়া তাহার যথাশক্তি দুঃখ না মোচন করেন তাহার ধন মিথ্যা এবং তাহার জীবনও বৃথা তাহা অপেক্ষা পশু ভাল আর যে ধনিব্যক্তি ধন প্রাপ্ত হইয়া জগতের মধ্যে দুঃখিব্যক্তিদিগকে ধনদানের দ্বারা দুঃখ মোচন করেন ও পরোপকারেতে সর্ব্বদা রত থাকেন তাহার জীবন সার্থক ও জগতে তিনিই ধন্য। এবং যে গ্রামে ডাক্তার চিকিৎসক ইত্যাদি থাকেন সেই গ্রামে যদি কোন অক্ষম ব্যক্তি অর্থ দ্বারা চিকিৎসা করাইতে অপারক হয়েন আর যদি সেই ব্যক্তি চিকিৎসককে আপন দুঃখ জানান এবং সেই চিকিৎসক অর্থ না পাওয়াতে তাহার প্রতি যথাশক্তি দয়া প্রকাশ না করেন ও গ্রামে তদারক করিয়া রোগী ব্যক্তির কষ্ট নিবারণ না করেন তাহা হইলে তাহার জীবন বৃথা এবং যে ব্যক্তির অর্থ দিবার সামর্থ আছে তাহার নিকট হইতে অর্থ লইতে হয় এবং যাহার অর্থ দিবার সামর্থ নাই

তাহার প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া তাহাকে রোগ হইতে মুক্ত করিতে হয় এইরূপ বিচার করিয়া যিনি পরোপকার করেন সেই চিকিৎসকের জীবন সার্থক ও জগতে তিনিই ধন্য। এবং রাজা বাদশাহ থাকিতে তাহার রাজ্যে যদ্যপি প্রজা কোন বিষয়ে কষ্ট পায় সেই রাজা বিচার দ্বারা গ্রামে গ্রামে আপনার রাজ্যের প্রজাদের দুঃখ মোচন না করেন তাহা হইলে সেই রাজার জীবন বৃথা ও সেই রাজাকে পশুতুল্য জানিতে হয় এবং যে রাজা বাদসাহ প্রজার কষ্টনিবারণের জন্য সর্ব্বদা যত্নবান থাকেন এবং কষ্ট নিবারণ করেন তাঁহার জগতে জীবন সার্থক এবং তিনি ধন্য এবং তাঁহার মাতা পিতাও ধন্য এবং তাঁহার কুলও পবিত্র। এবং যে ব্যক্তি বলবান হইয়া দুর্ব্বল ব্যক্তির উপর বলপ্রকাশ করেন এবং কষ্ট দেন ও দুর্ব্বল ব্যক্তিকে রক্ষা না করে তাহার জীবন ও বল বৃথা। বল হইবার কারণ এই যে যদি কেহ কোন দুর্ব্বল ব্যক্তিকে বলপূর্ব্বক কষ্ট দেয় জ্ঞানবান বলবান ব্যক্তি ঐ দুর্ব্বল ব্যক্তিকে নিজ বলদ্বারা রক্ষা করিবেন যিনি ঐরূপ রক্ষা করেন সেই বলবান ব্যক্তিই জগতে ধন্য ও তাহার বলও সার্থক যে দুর্ব্বল ব্যক্তিকে বলপূর্ব্বক কষ্ট দেয় তাহাকে বলবান বলা যায় না পরোপকারি-ব্যক্তিকে বলবান বলা যায়।

শুদ্ধ অর্থাৎ পরিষ্কার।

যে বস্তু দ্বারা বস্ত্র এবং শরীর ও মন শুদ্ধ অর্থাৎ পরিষ্কার হয় তাহাকেই শুদ্ধ বস্তু বলিয়া জানিয়া তাহার দ্বারা ব্যবহার কার্য্য উত্তমরূপে করিবেন। যেমন জ্ঞানরূপ সাবান দ্বারা মনের ময়লা পরিষ্কার হয়। তাহা কখনই অশুদ্ধ হইতে পারে না কারণ সে যখন অপর বস্তুকে শুদ্ধ করিতে পারে তখন সে নিজে কিরূপে অশুদ্ধ হইবেক? নিজে অধিকতর শুদ্ধ না হইলে অপর বস্তুকে কখনই শুদ্ধ করিতে পারে না। যে বস্তু দ্বারা শরীরের ময়লা পরিষ্কার ও সৌগন্ধ বৃদ্ধি করে তাহা ব্যবহার করা বিশেষ আবশ্যক ইহাতে মনের স্ফূর্ত্তি করে এবং আয়ু-বৃদ্ধি করে তাহাতে ঘৃণা অথবা লজ্জা করা উচিত নহে। এইরূপ ব্যবহার কার্য্য এবং পরমার্থ বিষয়ে বুঝিয়া লইয়া কার্য্য করিবেন।

আহারীয় দ্রব্য ব্যবস্থা।

আপনারা বিচার পূর্ব্বক অন্ন, ফল আদির যাহা আহারের যোগ্য, অর্থাৎ যাহাতে শরীরেতে কোন ব্যাধি ও কষ্ট না হয়, সেই বস্তু বিচার পূর্ব্বক আহার করিবেন; আর যাহা খাইবার যোগ্য নয় তাহা খাইবেন না। আর যাহাতে পীড়া ও বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা হ্রাস হয় এমত বস্তু খাইবেন না। নিরুপায়েতে যাহা পাইবে তাহাই খাইবে ইহাতে কোন দোষ নাই। অখাদ্য বস্তু খাইলে অর্থাৎ মৎস্য মাংস আদি ভোজন করিলে, এবং মাদক দ্রব্য (যাহাতে নেশা হয়) পান করিলে বুদ্ধি নষ্ট হয়, আর শরীর ও ইন্দ্রিয়গণ বলবান হয়, ইন্দ্রিয় ভোগ আদির বাসনা বৃদ্ধি হয়; কাম, ক্রোধ আদি বৃদ্ধি হয়; এবং পরব্রহ্ম সম্বন্ধে সূক্ষ্মভাবে বুঝিবার ক্ষমতা হয় না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত নেশা থাকে ততক্ষণ পর্য্যন্ত উত্তম (আমোদ) বোধ হয়; আর যখন নেশা ছাড়িয়া যায় ও তাহা পাইবার উপায় না থাকে তখন এক দণ্ড নেশার দ্রব্য না পাওয়াতে হায় হায় করিতে থাকে, পরাধীন হইয়া অন্যের নিকট ভিক্ষা করিতে হয়; আর যদি কেহ না দেয় তবে সে পাষণ্ড চুরি করিতে বাধ্য হয়, বুদ্ধি জড় হইয়া যায়। এইরূপে খাদ্যাখাদ্যের বিচার করিয়া সমস্ত বুঝিয়া লইবে। পূর্ণ পরব্রহ্মের নেশা পান করিলে, সে নেশা সদা এত রঙ্গে বর্ত্তমান থাকে যে তাহা কদাচ ছাড়ে না, আর তাহা বিনা পয়সার নেশা (অমূল্য রতন,) উহা পান কর। আর অপর নেশাখোরকেও নিন্দা করিবে না, সমস্ত আপনারই আত্মা; যাহার যে রুচি হয় সে তাহা খায় ও পান করে। ইহা পরব্রহ্মের লীলা। উহাকে মিষ্ট বচনে বুঝাইয়া দিবে, বোধ হইলে আপনিই কখন না কখন ছাড়িয়া দিবে; একেবারে ছাড়িয়া দিলে কষ্ট বোধ হয়। আপনি বিচার করিয়া দেখুন, যে, ঈশ্বর মনুষ্যের জন্য নানা উত্তম উত্তম পদার্থ উৎপন্ন করিয়া দিয়াছেন তাহা ভোজন করিলে চিত্ত শান্ত হইবেক, পরব্রহ্মেতে নিষ্ঠা হইবেক, সূক্ষ্ম ভাব বোঝা যাইবেক, জ্ঞানস্বরূপে নির্ভর থাকিবেক। উত্তম উত্তম পদার্থ ডাল, ভাত, রুটি, পুরি, মিষ্টান্ন আদি ভোজন কর, আর জিহ্বার কিঞ্চিৎ আস্বাদনের

অন্য কেন অভক্ষ্য পদার্থ খাইবে? যাহা মনুষ্যের আহার তাহাই খাইবে। যাহা পশুগণের আহার উহা পশুই খাইবে, এইরূপ বুঝিয়া লইবেন।

দিবা অথবা রাত্রি নয়টা কিম্বা দশটার ভিতর যদি আহার করেন তাহা সাত্বিকী অর্থাৎ দেবতার আহার বলা হয়, বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত রাজসিক আহার বলা যায়; দুই প্রহরের পরে আহার করা তামসিক, চাণ্ডালী, পশুর আহার বলা হয়। অর্থাৎ আত্মাকে কষ্ট দিয়া আহার করা কর্ত্তব্য নহে। যে সময় ক্ষুধা ও পিপাসা পায় ঐ সময় কিছু আহার করা আবশ্যক। আত্মাকে প্রসন্ন রাখা উচিত। গীতাতে লিখা আছে যে,।

"আয়ুঃ সত্ব বলারোগ্য সুখপ্রীতি বিবর্দ্ধনাঃ।

রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরাঃ হৃদ্যা আহারাঃ সাত্বিকপ্রিয়াঃ॥ ইত্যাদি"

কি না পরমায়ু, উৎসাহ, বল, মনঃ-প্রসন্নতা, রুচি এই সমস্ত যে দ্রব্য বৃদ্ধি করে, আর যে দ্রব্য আরোগ্য জনক আর স্নেহযুক্ত আর যে দ্রব্যের সার অংশ শরীরেতে অধিক বিলম্ব পর্য্যন্ত থাকে, আর যে দ্রব্য অতি সুদৃশ্য হয়, এরূপ দ্রব্য আহার সাত্বিক লোকের প্রিয় আহার। তিক্ত, অম্ল, উষ্ণ আদি রাজসিক আহার আর পচা দুর্গন্ধ যুক্ত আহারকে তামসিক (রাক্ষসী) আহার বলা যায়।

ভোজন করিবার সময় এই মন্ত্র পাঠ করিয়া ভোজন করিবেন। যথা,

"পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরবে নমঃ স্বাহা।"

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া ভোজন করিলে সকলকেই ভোজ্য বস্তু নিবেদন করা হইবেক। তদ্ব্যতীত সমস্ত জীবের প্রতি দয়া করা, আর প্রত্যক্ষ চৈতন্য জীব ইত্যাদিকে আর অগ্নি ব্রহ্মকে আহার দিবে।

আহারের সময় নিরূপণ বিবরণ।

কোন কোন মতাবলম্বী বালকস্বরূপ অবোধ ব্যক্তি দিনেতে আহার করেন, রাত্রিতে আহার করেন না। আর কেহ কেহ রাত্রিতে আহার করেন, দিনেতে

আহার করেন না। আর কেহ বা বাম নাসার স্বর বা নিশ্বাস থাকিলে ব্যাধিভয়ে আহার করেন না আর কেহ ব্যাধি হইবেক না ভাবিয়া দক্ষিণ নাসিকায় নিশ্বাস পড়িলে আহার করেন, দক্ষিণস্বরের মতাবলম্বী বামস্বরেতে আহার করেন না। এই প্রবন্ধকে বিচার করিয়া দেখুন যে, উভয় স্বর অর্থাৎ নিশ্বাস তো আপনারই; যে কোন স্বর থাকুক না কেন—যখন ক্ষুধিত হইবেন তখন আহার না করিলে তাহার কষ্ট নিজেই ভোগ করিতে হইবে। যখন ভোজন করিতেছেন তখন আপনারই সুখ হয়; উহাতে কোন স্বর আপনার মিত্র আর কোন স্বর আপনার শত্রু? আপনার শরীরেতে যে উভয় হাত আছে তাহা আপনারই আছে. বামহাতকে কাটিলে কিম্বা দক্ষিণ হাতকে কাটিলে আপনারই কষ্ট হয়। এইরূপ উভয় স্বর একই পরব্রহ্মের অর্থাৎ পরব্রহ্মই। যে স্বরেতে আর রাত্রিতে অথবা দিনেতে যখনই ক্ষুধা পিপাসা পায় তখনই খাইবে ও পান করিবে, কোন সন্দেহ করিবে না। ইহার অর্থ এই যে, যদি দক্ষিণস্বর চলে আর ক্ষুধা না পায়, কিম্বা সামান্য রূপে ক্ষুধা পায় তবে সে সময় ভোজন করিলে অন্ন পরিপাক হইবে না এবং ব্যাধি হইবেক। আর যখন ক্ষুধাপায় সে সময় যে কোন স্বর চলুক না কেন, তখনই ভোজন করিয়া লইবে, উহাতে অন্নরস পরিপাকজনিত ব্যাধি হইবে না; ইত্যাদি বুঝিয়া লইবেন।

আহারের ফলবর্ণন।

রাজা প্রজা বিচার করিয়া দেখ যে, সর্ব্বদা অসৎ পদার্থতে তোমাদের চিত্ত আসক্ত থাকে। তোমরা বিচার করিয়া দেখ না যে, বালক অবস্থা বৃদ্ধ অবস্থা পর্য্যন্ত কত পরিমাণে আহার করিতেছ তাহার সংখ্যা নাই কিন্তু যদ্যপি তোমরা আহার করিতে তাহা হইলে মৃত্যুকালে সেই সব এই শরীর হইতে পর্ব্বতাকার হইয়া বাহির হইত; কিন্তু আহারীয় দ্রব্য সকলের কিছুই তোমরা আহার করিতেছ না ইহা কেবল মুখ ইন্দ্রিয়ে প্রবেশ করিয়া মলদ্বারে বাহির হইয়া পৃথিবীর সংযোগে মাটি হইতেছেন। এবং যে জলপান করিতেছ তাহা ইন্দ্রিয় মুখ হইতে

নির্গত হইয়া পুনর্ব্বার জলরূপ হইতেছে। যদ্যপি তোমরা প্রকৃত পক্ষেই আহার করিয়া ভস্ম করিতে তাহা হইলে পৃথিবীর সমস্ত অন্নশেষ হইয়া যাইত কারণ সৃষ্টির আদ্যন্ত নাই। তোমাদিগের শরীরপুষ্টি বর্দ্ধনের জন্য পরব্রহ্ম এই সকল অন্ন সৃষ্টি করিয়াছেন।

চিকিৎসা বিবরণ।

কবিরাজ, হকীম, ডাক্তারগণ সকল রোগেরই ঔষধি জানেন। কতশত রোগী গণকে উৎকট উৎকট রোগ হইতে আরোগ্য করিতেছেন এবং এক শত রোগী আবার সেই রোগে, সেই ঔষধি সেবন করিয়াও আরোগ্য হইতেছে না। আবার অপরের যে রোগ চিকিৎসক আরোগ্য করিতেছেন সেই রোগে তাঁহার নিজের ঘরে স্ত্রী পুত্র আদি মরিয়া যাইতেছে এবং সময় ও ব্যক্তি বিশেষে চিকিৎসক ও সেই রোগে মরিয়া যাইতেছে। আর কোন কোন চিকিৎসক এইরূপ বলেন যে, অমুক চিকিৎসক হইতে আমি চিকিৎসা বিদ্যা উত্তমরূপ জানি; আমার ব্যবস্থাতে রোগী বাঁচিবে ও রোগ আরোগ্য হইয়া যাইবেক। কিন্তু তাঁহার নিজ শরীরে রোগ হইলে তাহা হইতে নিজেই রক্ষাপান না। ইহা বিধাতার লীলা, ইহাতে কাহারও দম্ভ ও অহংকার করা উচিত নয়। যে দণ্ডে যাহা হইবার আছে তাহা অবশ্যই হইবেক। অকারণ কোন বিষয়ে জেদ করা ভাল নয়। যে যাহার নিমিত্তক, তাহা দ্বারা তাহাই হইবেক। আর যাহার নিবারণ করিবার নিমিত্তক হইবেক না উহাতে লক্ষ প্রকার যুক্তি করেন এবং লক্ষ প্রকারের ঔষধি দেন কখনই নিবারণ হইবেক না এবং মৃত্যু হইবেক। প্রমাণ। যেমন, জলপান করিলে পিপাসা নিবারণ হয় জল পিপাসানিবৃত্তির নিমিত্তক, কিন্তু যখন সান্নিপাতিক জ্বর হয়, এবং পিপাসা পায় তখন যতই জলপান কর তৃষ্ণা নিবারণ হয় না। বস্ত্র গায়ে দিলে শীত নিবারণ হয় কিন্তু কম্প জ্বরে শাল দুশালা, লেপ গায়ে দিলেও শীত কম্পও নিবারণ হয় না। আর যদি জ্যোতিঃস্বরূপ নিবারণ করেন তবে তাহা সহজেই নিবারণ হইয়া থাকে। আর ব্যবহার কার্য্যেতে যাহা

কিছু করিতে হয় তাহা বিচার পূর্ব্বক করিবে। যে রোগের যে ঔষধি তাহা চিকিৎসকের ব্যবস্থানুযায়ী করা আবশ্যক; কোন বিষয়ে জেদ করা উচিত নহে। আর চিকিৎসকগণের নিকট মৃত্যু রোগের ঔষধি নাই, তাহা কেবল মাত্র ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন। যাহা ইচ্ছা যে কোন ব্যবহার করিবে আর করাইবে, কিন্তু পরব্রহ্মেরই ভরসা রাখিবে আর যথাশক্তি পরের উপকার করিবে। বিচার করিয়া দেখুন্! এই সামান্য বাসগৃহ যাহাতে বাস করা যায় তাহার ভিতর বাহির অপরিষ্কার থাকিলে তাহাতে বাস করিতে মনের কতই ঘৃণা জন্মে, তখন, এই অমৃতরূপী শরীর যাহাতে পরমাত্মা ও তুমি বাস করিতেছ তাহা অপরিষ্কার ক্লেদযুক্ত থাকিলে যে তোমার কতই বিকার—মানসিক ও শারীরিক যথা, মনোবিকার বুদ্ধি স্থূল হওয়া, চিত্তের প্রফুল্লতা রহিত হওয়া, এবং শারীরিক বিকার, শীরঃপীড়া, অম্লশূল আদি এবং অপর উৎকট উৎকট রোগ জন্মে—তাহার ইয়ত্তা নাই; অতএব সেই অপরিষ্কার ক্লেদরূপ মল যাহা নাড়ীতে বদ্ধ থাকে; ভুক্ত বস্তুর রসের ন্যায় সেই বদ্ধ মলের বিষময় রস সমস্ত শরীরের সর্ব্বস্থানে যাইয়া উৎকট উৎকট রোগ উৎপন্ন করে; অতএব সেই বিষজনক বদ্ধমল, নাড়ী হইতে বহির্গত হইয়া যাইলেই চিত্তের প্রফুল্লতা এবং শরীরের সুস্থতা সহজেই জন্মে। এজন্য শরীরের ভিতর বাহির পরিষ্কার রাখা বিশেষ আবশ্যক ও অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। জলের দ্বারা শরীরের বাহির যত্ন পূর্ব্বক ধৌত করা এবং নির্ম্মল স্থানে বাস করা, আর শরীরের ভিতর পরিষ্কার করিবার উপায় নাড়ীর বদ্ধমল বহির্গত করা ভিন্ন আর অপর কোন উপায় নাই অতএব রেচক ঔষধি (জোলাপ—যে বস্তু সেবনে নাড়ীর বদ্ধমল নির্গত হয়, অথচ পীড়াদায়ক না হয়, কারণ উগ্র রেচক প্রাণনাশক; মৃদু অর্থাৎ মধ্য ভাব রেচক বিহিত) প্রতি সপ্তাহে, না হয় প্রতিমাসে, না হয় প্রতিপক্ষে, না হয় তিনমাস মধ্যে, একান্ত পক্ষে না হয় ছয় মাস মধ্যে ব্যবহার করা অতি আবশ্যক নচেৎ শরীর সুস্থ থাকা অতীব দুষ্কর। এবং মনের পরিষ্কার অর্থাৎ আন্তরিক ক্লেদ, পীড়া যথা, আশা, তৃষ্ণা, লোভ, মোহ, অভিমান ইত্যাদি মান অপমান জয় পরাজয় যুক্তি পূর্ব্বক বিচার করিয়া, সেই সকলকে

ত্যাগ করিয়া ভক্তি ও শ্রদ্ধা পূর্ব্বক মনকে ব্রহ্মরূপ সাগর জলে ধৌত করিয়া শান্তিরূপ পরিষ্কার করিয়া আনন্দরূপ নির্ভর সন্দেহ রহিত ও জন্ম মৃত্যুর ভয় রহিত মৃত্যুঞ্জয় হইয়া থাকিবেক। জ্ঞানবান্ পণ্ডিত, রাজা, জামদারগণ আপন আপন অধিকারেতে গ্রামে গ্রামে প্রজার স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য চিকিৎসক নিযুক্ত এবং যথা বিহিত ঔষধির ব্যবস্থা করিবেন ইহা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য; এবং প্রতি ঘরে ঘরে তদন্ত করিয়া যাহাতে প্রজা সুখী থাকে তাহার ব্যবস্থা করিবেন।

জোলাপ বিবরণ।

দ্রব্য গুণে কোন কোন জোলাপ এমন আছে যে, যদ্যপি দাস্ত পরিষ্কার না হইয়া উদরে পরিপাক হয় তাহা হইলে উদর গরম হয় এবং শরীরের নানা পীড়া হয়। ইহা চিকিৎসকগণ জানেন। কিন্তু হরীতকী সোণামুগীর জোলাপ লইলে পর যদ্যপি দাস্ত পরিষ্কার না হইয়া উদরে পরিপাক হয় তাহাতে শরীরের কোনও বিকার হয় না বরং তাহাতে উপকার হয়। আর হরীতকী সোণামুগীর জোলাপে দাস্ত পরিষ্কার হইলে বিশেষ ফলদায়ক হয়, এমন উপকার আর অন্য কোন জোলাপ লইলে হয় না। এ জন্য বুদ্ধিমান ব্যক্তি বিচার পূর্ব্বক নিম্নলিখিত মতে জোলাপ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে শরীরের সুস্থতা পক্ষে আশু ফল পাইবেন।

জাঙ্গীহরীতকীর গুঁড়া	১ তোলা।
সোণামুগীরপাতার গুঁড়া	১ ঐ
পরিষ্কার মিছরির গুঁড়া	১ ঐ
গোলমরীচ গুঁড়া	৵৹ আনা।
মধু	৷৹ অর্দ্ধতোলা।
পরিষ্কার কিস্‌মিস্	২ তোলা।

কিম্বা যে পরিমাণে কিস্‌মিস্ মিশ্রিত করিলে গুলি বাঁধা যায় তাহাই ইহার পরিমাণ। হরীতকী প্রভৃতির গুঁড়া কাপড়ে ছাঁকিয়া লইয়া ওজন করিতে হই-

বেক। প্রথমে হরীতকী, সোণামুখী, মিছরি, গোলমরীচের গুঁড়া ওজন করিয়া কোন একটী প্রস্তরের পাত্রে রাখিয়া একত্রে সমস্ত উত্তম রূপে মিশ্রিত করিয়া পৃথকরূপে কিস্‌মিস্ বাটিয়া লইয়া পরে ঐ গুঁড়ার সহিত মিশ্রিত করিয়া উত্তম রূপে ঐ প্রস্তর পাত্রে বাটিয়া গুলি বান্ধিতে হইবেক। একটী টোপা কুলের আকারের ন্যায় গুলি বান্ধিয়া পরিমাণ করিতে হইবেক কিম্বা ঐ সমস্ত জোলাপের ছয় মাত্রা করিয়া লইলেই হইবেক। প্রতি মাসে কিম্বা দুই মাস অথবা তিন মাস মধ্যে এই জোলাপ তিন দিবস প্রত্যহ রাত্রে আহারের পর শয়নের পূর্ব্বে একটী গুলি দুগ্ধের কিম্বা পরিষ্কার জলের সহিত সেবন করিতে হইবেক। পর-দিন বেলা ৮টা পর্য্যন্ত যদ্যপি দাস্ত পরিষ্কার না হয় তবে এক পোয়া গরম দুগ্ধ কিম্বা জল পান করিলে দাস্ত পরিষ্কার হইবে। দাস্ত পরিষ্কারের সময় আম নির্গত হয় বলিয়া কিঞ্চিৎ পেটের বেদনা হইয়া থাকে তাহাতে কোন ভয় নাই। প্রাতে যদ্যপি দাস্ত পরিষ্কার না হয় তবে আহারের পর নিশ্চয়ই দাস্ত পরিষ্কার হইবেক। শরীরের কোন গ্লানি না থাকে তবে স্বচ্ছন্দে স্নান করা যায় ও করিবেন তাহাতে কোন নিষেধ নাই। যে দিন জোলাপ লইয়া দাস্ত হয় সে দিন মুগের ডালের খিচুড়ি খাইলে ভাল হয় অভাবে যাহার যেরূপ সংযোগ সে সেই রূপ সরু পুরাতন চাউলের অন্ন খাইবে তদভাবে যে দেশে যাহার যেরূপ আহার সে সেই রূপ আহার করিবেন ঐ আহারের সহিত লঙ্কার ঝাল ও অম্ল নিষেধ। বালক বালিকাগণের জন্য উপরোক্ত পূর্ণ মাত্রার অর্দ্ধেক পরিমাণ। এই জোলাপের অপর একটী বিশেষ গুণ এই যে, গর্ভবতী স্ত্রীলোক সিকি মাত্রায় ইহা সেবন করিলে তাহার গর্ভপাতের কোন সম্ভাবনা নাই বরঞ্চ বিষময় রস শরীর হইতে বাহির করিয়া দিয়া জোলাপ গর্ভ ও গর্ভধারিণীর পরম উপকার করে।

স্ত্রী ও পুরুষের শুদ্ধাশুদ্ধ বর্ণন।

কোন কোন সাধু, ঋষি, মুনি, সন্ন্যাসী কহেন যে, অহমস্মি সচ্চিদানন্দ আমিই হই; আপনাকে শুদ্ধ (পবিত্র মনে করেন; আর স্ত্রীলোকদিগকে নিন্দা করিয়া

বলেন যে তাঁহারা অশুদ্ধ, শূদ্র, ও নরক। কিন্তু দেখুন্ যে, উহাঁরাও ঐ স্ত্রীলোক হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। রাজা, প্রজা, ধীর, বীর, বলবান, অবতার, পণ্ডিত, সাধু, ঋষি, মুনি, ঔলিয়া, পীর, পেগম্বর, পরমহংস, সন্ন্যাসী, অহমস্মি সচ্চিদানন্দোঽহং ইত্যাদি সকলেই স্ত্রীলোক হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, ও হইতেছেন এবং হইবেক আর হইয়া লয় হইয়া যাইতেছেন। যদ্যপি স্ত্রীলোক অশুদ্ধ হয় তবে উহার পুত্রও অশুদ্ধ, নরক। বিচার করিয়া দেখা উচিত যে, স্ত্রী অথবা পুরুষ কাহাকে বলে নিরাকারকে বলে কি সাকারকে বলে। যদ্যপি সাকার রূপকে স্ত্রী অথবা পুরুষ বলা হয় তবে সাকার এই পাঁচ তত্ত্বই ব্রহ্ম। এই পাঁচ তত্ত্ব হইতে সমস্ত চরাচর স্ত্রী পুরুষের শরীর গঠিত হইয়াছে। ইহাতে কোন এক তত্ত্ব শুদ্ধ আর অপর কোন এক তত্ত্ব অশুদ্ধ হইতে পারে না। যদ্যপি পৃথিবী ব্রহ্মকে স্ত্রী বলা যায়, তবে ঐ পৃথিবীর অংশ হাড়, চামড়া, মাংস আদি সমস্ত স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েতেই আছে তবে সকলেইত স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছে। যদ্যপি জল ব্রহ্মকে পুরুষ কিম্বা স্ত্রী বলা যায় তবেত সকলের শরীরেতে জলের অংশ রক্ত আছে তাহা হইলে সমস্ত চরাচরই স্ত্রী কিম্বা পুরুষ হয়। যদি অগ্নি ব্রহ্মকে স্ত্রী বলা যায় তবেত তিনিও চরাচর স্ত্রী পুরুষেতে আছেন, আর অন্ন আদি পরিপাক করিতেছেন অতএব সকলেই স্ত্রী কিম্বা পুরুষ। যদি বায়ু (প্রাণ) ব্রহ্মকে স্ত্রী বলা যায় তবেত সমস্ত স্ত্রী পুরুষের নাসিকা দ্বারা বায়ু চলাচল হইতেছে তাহা হইলে সকলেই স্ত্রী। আর যদ্যপি আকাশ ব্রহ্মকে স্ত্রী বলা যায় তবেত সকলেই শ্রবণ দ্বারে শুনিতেছেন, তাহা হইলে সকলেই স্ত্রীলোক। যদি চন্দ্রমা জ্যোতিঃস্বরূপকে স্ত্রীলোক বলা যায় তবেত তিনি সমস্ত চরাচর স্ত্রী পুরুষের কণ্ঠেতে বলিতেছেন ও বলাইতেছেন। "ওঁ নমঃ" শব্দ ত সমস্ত স্ত্রী হইয়াছে। যদি প্রাণ সূর্য্যনারায়ণ ব্রহ্মকে স্ত্রী অথবা পুরুষ বলা যায় তবে উনি সকলেরই শরীরের ভিতর বাহির পরিপূর্ণ আছেন উহাঁর শক্তি দ্বারা নেত্র দ্বারে জীবগণ দেখিতেছে। উনি মস্তক, কণ্ঠ, হৃদয়, ও নাভি চক্রেতে বিরাজমান আছেন, জ্ঞান দিতেছেন ও প্রকাশ করিতেছেন, আর উহাঁদ্বারা বেদ শাস্ত্রের বিচার হইতেছে এবং যোগপূর্ণ (সিদ্ধি) হইতেছে।

তাহা হইলে সকলেই, স্ত্রী হইল। এই নিমিত্ত যদি স্ত্রীলোক শূদ্র, অশুদ্ধ, নরক হয় তবে সমস্ত পুরুষ, সাধু, সন্ন্যাসী, পরমহংসও শূদ্র ও অশুদ্ধ নরক; এবং যদি স্ত্রীলোক শুদ্ধ হয় তবে পুরুষ ইত্যাদি সকলেই শুদ্ধ। বিচার করিয়া দেখ যে, স্ত্রীলোকেরও যেমন হাড় মাংস, মল মূত্রের শরীর, পুরুষেরও সেইরূপ হাড় মাস, মল মূত্রের শরীর। উভয়ের নাক কাণ কাটিলে উভয়কেই কুৎসিৎ বিশ্রী দেখায়। যদি হাড়, মাস, চামড়ার পুতুল, পুরুষ কিম্বা স্ত্রীলোক কিম্বা উভয়েরই মৃত শরীর (মড়া) একই অগ্নিতে নিক্ষেপ করা যায় তাহা হইলে উভয়কেই ভস্ম করিয়া অগ্নি আপন রূপ করিয়া লইবেন আর নির্ব্বাণ হইয়া যাইবেন, নিরাকার (নামরূপ রহিত) হইবেন। যদি উভয় পুতুল একই রূপ না হইত তবে অগ্নিতে কেন ভস্ম হইয়া যাইবে? যদি স্ত্রীলোকের শরীর ভিন্ন পদার্থে গঠিত হইত তবে অগ্নিতে জ্বলিত (পুড়িত) আর পুরুষের শরীর জলেতে ভস্ম হইত। যদি উভয় শরীরই এক না হইবে তবে একই অগ্নিতে কেন ভস্ম হইবে। যখন উভয়ের স্থুল শরীর একেতেই লয় হয় তখন উহার সূক্ষ্ম শরীরও একই; অর্থাৎ স্ত্রীলোক শূদ্র ও অশুদ্ধ নয় এবং পুরুষও শুদ্ধ নয়। যদি স্ত্রীলোক শূদ্র ও অশুদ্ধ হয় তবে পুরুষও শূদ্র অশুদ্ধ। যতক্ষণ পর্য্যন্ত অবোধ অবস্থা থাকে ততক্ষণ পর্য্যন্ত শুদ্ধ অশুদ্ধ পৃথক্ পৃথক্ স্ত্রী পুরুষ বোধ হইতে থাকে, বস্তুতঃ কেহই অশুদ্ধ অথবা শুদ্ধ নয়। স্ত্রীলোক পুরুষ উভয়েই শুদ্ধ, অর্থাৎ স্ত্রীলোকও শুদ্ধ কারণ পরব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং পরব্রহ্মের স্বরূপ। যদি পুরুষ পণ্ডিত হয় তবে তিনি পুরুষের পক্ষপাত করেন, আর যদি স্ত্রীলোক পণ্ডিত হয় তবে তিনি স্ত্রীলোকের পক্ষপাত করেন। এ রূপে নানা ধর্ম্মাবলম্বিগণ আপন আপন ধর্ম্ম ও সম্প্রদায়কে শুদ্ধ ও মহৎ বলিয়া মনে করেন। অজ্ঞান হেতু উভয়েতেই পশুভাব বুঝিয়া লইবেন; কিন্তু যাহাদের পূর্ণ জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছে তাঁহারা পরস্পরকে স্ত্রী কিম্বা পুরুষ বলিয়া ভেদাভেদ জ্ঞান করেন না। রাজা প্রজা! আপনারা বিচার পুর্ব্বক দেখুন যে, অবলা স্ত্রীলোকগণের কি অপরাধ যে, উহাদিগকে অশুদ্ধ বলিতেছ, আর পুরুষকে অশুদ্ধ বলিতেছ না। স্ত্রীলোকদিগকে বিদ্যা শিক্ষা করা-

হইতেছ না, আর সত্য পূর্ণ ওঁকার পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের উপদেশ দিতেছ না, গুপ্ত করিয়া রাখিতেছ অতএব উঁহাদিগের অপরাধ কি? শাস্ত্রের উপদেশ এই যে,

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতু যত্নতঃ।"

লিঙ্গ নির্ণয়।

* ক্লীবলিঙ্গ, পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গের অর্থ এই যে, যেমন এক বৃক্ষ উহা হইতে শাখা (মোটা ডাল) কাটিয়া নৌকা প্রস্তুত করা হইল তখন ঐ 'নৌকা" শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ হইল কিন্তু ঐ নৌকাতে অপর কাষ্ঠগুলি ঐ "কাষ্ঠ" বোঝাই করিলে শব্দ পুংলিঙ্গ হইল। আর ঐ বৃক্ষকে ক্লীবলিঙ্গ বলা হইল। ঐ তিন একই বীজ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; আর এক কারণ বীজ ঐ বীজ হইতেই বৃক্ষ হইয়াছে, একমাত্র, গুণ ক্রিয়া রূপ-হেতু বৃক্ষ, কাষ্ঠ ও নৌকা তিন নাম হইয়াছে; এইরূপও স্ত্রীলোক পুরুষ ইত্যাদিতে বুঝিয়া লইবেন। বীজ শব্দ, কারণ পরব্রহ্ম সার বীজ হইতে যে বৃক্ষ হইয়াছে, তাহা জগৎরূপ বিস্তার ঈশ্বর, আর নৌকা শব্দ দ্বারা স্ত্রীলোক, কাষ্ঠ শব্দ পুরুষ, এই তিন শব্দ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের রূপ। আর স্বরূপেতে চরাচর, রাজা প্রজা, স্ত্রী পুরুষ, সন্ন্যাসী পরমহংস সকলে একই আত্মা।

দ্বিতীয় অধ্যায়—বিশেষ ব্যবহার।

বিবাহ।

বিবাহ কিরূপে দিতে হইবেক তাহা শুনুন। কন্যা বর উভয়ের হাতে ফুলের মালা দিবেন, কন্যা বরের গলাতে মালা দিবে ও বর কন্যার গলাতে মালা দিবে (অর্থাৎ মালা বদল করিবে)। কন্যার মাতাপিতা কন্যার হাত বরের হাতেতে এই মন্ত্র বলিয়া দিবেন—

ওঁ গুরু পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপায় নমঃ।

উভয় হস্ত একত্র করিয়া দিলে এই যথার্থ বিবাহ হইবে। আর যে দেশে একেবারে ফুল পর্যাকও পাওয়া যায় না সেখানে কেবলমাত্র হস্তযোগ করিতে হইবে। তাহাতে কোনও বিধি নিষেধ নাই সেজন্য কোন চিন্তা করিবেন না। পূর্ণপরব্রহ্মের নাম স্মরণেতেই সমস্ত বিধিই সম্পূর্ণ হয়। যে বৎসরে এবং যে মাসেতে বিবাহ কর, পূর্ণমাসী বা অমাবস্যাতে, দিনে কিম্বা রাত্রিতে, যখন হয় বিবাহ করিবে। আর বিবাহের সময়ে প্রথমে উত্তম উত্তম পদার্থ মিষ্টান্ন সুগন্ধ আদি যথাশক্তি অগ্নিতে আহুতি দিবে এবং বরও কন্যা দ্বারা দেওয়াইয়া দিবে। যদি জ্যোতিঃ স্বরূপ সূর্য্যনারায়ণ চন্দ্রমা রূপে সাকার প্রত্যক্ষ হন, তবে তাঁহার সম্মুখ হইয়া শ্রদ্ধাভক্তি নম্রতাভাবে হাত যোড় করিয়া নমস্কার প্রণাম করিয়া পরে কন্যাকে ফুলের মালা দিয়া বরের হাত ধরাইয়া দিবে; আর বর কন্যা উভয়কে বলিয়া দিবে যে, এই জ্যোতিঃস্বরূপকে প্রাতে সন্ধ্যায় নমস্কার প্রণাম করিবে আর এই তোমার গুরু, মাতা, পিতা, আত্মা। ঘরের ভিতরে কিম্বা বাহিরে প্রণাম করিবে; যে সময়ে যে স্থানে দর্শন হইবে, সেই স্থানে সেই সময়ে প্রণাম নমস্কার করিবে ও করাইবে। আর যদি জ্যোতিঃস্বরূপ প্রত্যক্ষ সাকার রূপ না থাকেনও বোধ না হন তবে আহুতি দিয়া যে দিকে ইচ্ছা হয় সেই দিকে মুখ করিয়া নমস্কার প্রণাম করিয়া ঐ মন্ত্র দ্বারা কন্যার হাত বরকে ধরাইয়া দিবেন। ইহাতে কোন বিষয়ের

সংশয় ভ্রম করিবে না।” যদি ইহাতে কেহ নিষেধ করে তবে শুনিবেন না। এই নিয়মেতে রাজা প্রজা মিলিত হইয়া পুত্র কন্যার বিবাহ দিবে ও দেওয়াইবে; তাহা হইলে সকল বিষয়ে সুখী, নির্ভয়, আনন্দরূপে থাকিবে এবং কন্যা অসময়ে বিধবা হইবে না। যদাপি কেহ বিধবা হয় তবে সময়েতে হইবে, এবং পুত্র কন্যা সদা জ্ঞানানন্দরূপে সুখী থাকিবে, মাতাপিতার আজ্ঞানুসারে চলিবে ও আয়ুর্বৃদ্ধি হইবেক আর পরস্পর কাহার সহিত শত্রুভাব থাকিবে না এবং সমস্ত ভ্রম কষ্ট নাশ হইবেক; ইহা সত্য সত্য বলিয়া জানিবে। যদাপি অহংকার অভিমানের জন্য না শুন ও না চল তাহা হইলে পরাধীন হইয়া থাকিবে ও অনুশোচনায় কাতর হইয়া দিনযাপন করিতে হইবেক। ইহা ভিন্ন অন্য কোন প্রকার প্রপঞ্চ বিবাহ কার্য্যেতে করিবে না এবং অপর কাহাকেও করাইবে না। পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতাপিতাকেই শুভ দিন, দণ্ড, মুহূর্ত্ত, লগ্ন যথার্থ বলিয়া জানিবে এবং উঁহার নাম লইয়া পুত্র কন্যার বিবাহ দিবে এবং ইত্যাদি ব্যবহার কার্য্য করিবে। কোন গ্রহ দেবতাই বিরুদ্ধ হইবেন না। গ্রহ শব্দ পূর্ণ পরব্রহ্মবাচক জানিবে। উঁহারই ভরসা কর। রাজা প্রজাগণ আপনারা বিচার করিয়া দেখুন যে, নিরুপায়ী পণ্ডিতগণ আপন পুত্র কন্যার বিবাহ, শাস্ত্রের টীকা টীপ্পনি নির্ঘণ্ট করিয়া ঠিকুজী কোষ্ঠী অনুযায়ী গণন মিলন করিয়া দণ্ড মুহূর্ত্ত ইত্যাদির শুভ কাল নির্ণয় করিয়া যথাশাস্ত্র বিধিপূর্ব্বক আপন পুত্র কন্যার বিবাহ দিয়া থাকেন, তথাপিও তাঁহাদের পুত্র অকালে মরিয়া যায়, আর কতও কন্যা অসময়ে বিধবা হইয়া যায়; এবং কতক পুত্র কন্যার সন্তান হয় না বন্ধ্যা হয় ও মৃতবৎসাদি দোষ জন্মায়; আর কোন কোন বিবাহের পরে বিবাহিত পুত্র কন্যার পিতাও মরিয়া যায়।

আমাদের সাধারণ জ্ঞানে ব্যবহার মতে কুল শব্দে বংশ বুঝায়, অর্থাৎ যে বংশে যাহার জন্ম হয় তাহাকে সেই কুলের ব্যক্তি বলা হয়। কিন্তু আপনারা বিচার করিয়া দেখুন যে সর্ব্ব আদি কুল (অর্থাৎ যাহা হইতে ইহ সৃষ্টি চরাচর জগৎ ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়া যাহাতেই স্থিত রহিয়াছেন) সেই অনাদি কারণ গুরু

চৈতন্য পরব্রহ্ম, যিনিই মহাদেবী, মহাশক্তি, মহামায়া রূপে এই জগৎ চরাচর ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ করিয়াছেন, সেই এক অনাদি কারণ শুদ্ধ চৈতন্য পূর্ণ পরব্রহ্ম সর্ব্বত্রই সর্ব্বকুল। সেই কুলকেই রাজা প্রজা সকলেরই চিন্তা করা কর্ত্তব্য এবং বিশেষ আবশ্যকীয়। সাধারণতঃ বিবাহ শব্দে আপনারা বুঝিয়া থাকেন যে, শাস্ত্রোক্ত শ্লোক দ্বারা মন্ত্রপূত হইয়া হস্তে হস্ত বন্ধন করিয়া দেওয়ার নাম বৈধ অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত বেদবিহিত বিবাহ, কিন্তু যদ্যপি তাহাই যথার্থ বিবাহ হইত তবে কেন বিবাহের পর ব্যক্তি বিশেষে বর কন্যা উভয়েরই ব্যভিচার দোষ ঘটে? পরন্তু প্রকৃত বিবাহ শব্দ ভাবার্থে এইরূপ ঘটনা সম্ভব নয়; এ কারণ উহাকে প্রকৃত বিবাহ বলা যাইতে পারে না। অর্থাৎ উভয়ের পরস্পর সদা একমতি হওয়াই (পরস্পরের মনোবৃত্তি একত্রে মিলিত হওয়া) প্রকৃত বিবাহ। প্রচলিত বিবাহকে বহির্বিবাহ বলে, অন্তর্বিবাহ, অর্থাৎ জীব মূলা প্রকৃতির সহিত পরব্রহ্মে লীন হইলেই তাহা যথার্থ পক্ষে সিদ্ধ হয় ইহাই নিশ্চয় জানিবেন।

বিবাহ সম্বন্ধে ব্যবস্থা বিবরণ।

আপনারা বিচার করিয়া দেখুন, যে এক কুলীন নাম কল্পিত শব্দের এক ব্যক্তি বিশ বিশ বাইশ বাইশ বংশের কন্যাকে বিবাহ করেন; ঐ ব্যক্তি বৃদ্ধই হউন, আর যুবাই হউন, কেবল কুলীন শব্দ কল্পিত নাম শুনিয়াই উহাকে কন্যা দেন। আর যখন ঐ ব্যক্তি মরিয়া যান সেই সমস্ত যুবতী স্ত্রীলোক বিধবা হওয়াতে ব্যভিচারিণী হইয়া থাকেন। পুত্র কন্যার পিতা মাতাকে ধিক্কার যে, কুলীন্ নাম শুনিয়া বিনা বিচারে বিবাহ দেন আর এই স্ত্রীলোকগণ যৌবন হইতে বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত কষ্ট পান। যথার্থ কুলীন শব্দের অর্থ এই যে, যাহার নবগুণ (নয়টী মহৎগুণ) আছে, যথা

"আচারো বিনয়োবিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনং।
নিষ্ঠাবৃত্তি স্তপোদানং নবধা কুললক্ষণং॥"

এইরূপ যে পুরুষের আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থ দর্শন, পরব্রহ্মেতে

নিষ্ঠা, বুদ্ধি, তপস্যা আর দান এই নয়টী গুণ থাকে, তিনি যে কুলেতেই জন্ম-গ্রহণ করুন, তাঁহাকে কুলীন শব্দ বলা হয়। আর পুত্র কন্যার শৈশব অবস্থাতে বিবাহ দিতেছেন ও দেওয়াইতেছেন; কিন্তু ঐ কন্যার এ জ্ঞান নাই যে, পতি কাহাকে বলে, আর উহা দ্বারা কি সুখ হয়; এবং পুত্রেরও এ জ্ঞান নাই যে, স্ত্রী কাহাকে বলে আর উহা দ্বারা কি সুখ হয়। আর আপনারা পুত্র কন্যাকে বাল্যা-বস্থাতে বিদ্যাভ্যাস করান না, এবং সত্যধর্ম্ম পূর্ণ পরব্রহ্ম সাকার জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্যনারায়ণ ও চন্দ্রমাকে নমস্কার প্রণাম করান না; আর মান, মর্য্যাদা, কথা কহিতে, বলিতে, সন্তোষ, দয়া, ধৈর্য্য, দান করা, অগ্নিতে আহুতি দেওয়া, সত্য কথা বলা, সত্য কথা বলান, সত্যধর্ম্ম পথে চলা, ইত্যাদি শিক্ষা দেন না; যাহাতে তাহারা সুখে থাকে এবং তাহাদের বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হয়। সকলের উপর আত্মদৃষ্টি থাকে, মৃত্যুর ভয় থাকে না, নির্ভয় হইয়া বিচরণ করে ও সুখী থাকে। বিদ্যা-দ্বারা জ্ঞান উপার্জ্জন হয় আর পুরুষার্থ করিয়া ধন উপার্জ্জন করে, এবং স্ত্রী পুত্র পরিবারগণকে প্রতিপালন করে, ক্ষুধার্ত্ত অভ্যাগতগণকে যথাশক্তি দান দেয়, আর মাতা পিতার আজ্ঞানুসারে চলে, ও জ্ঞানবান পুরুষের আজ্ঞা বিচার পূর্ব্বক পালন করে, সমস্ত লোকের উপর দয়া রাখে। এসমস্ত উত্তম শিক্ষা না দিয়া, পুত্রকে এই শিক্ষা দিতেছ যে, তোমার বিবাহ হইবেক, উত্তম সুন্দরী কন্যা পাইবেক, সেই তোমার ইষ্ট। কন্যাকে বলিতেছেন যে, তোমার বিবাহ হইবেক, উত্তম বর পাইবেক, সেই তোমার ইষ্ট। আর এইরূপে শয়ন করিবে, বসিবে, কোন ব্যক্তিকে বঞ্চনা করিয়া ধন লইয়া আসিবে, আর মিথ্যা পাষণ্ড ইত্যাদি প্রপঞ্চ শিখাইতেছ, আর বালক অবস্থাতে বিবাহ দিতেছ, যুবতী হইতে না হইতে কত ও বিধবা হইয়া যাইতেছে; আর যৌবন অবস্থা হইতে বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত দুঃখ পাইতেছে। উহাদিগকে লোকে কষ্ট দেয়; এই নিঃসহায় বিধবা স্ত্রী লোকদিগের প্রতি লোকের তাচ্ছিল্য হওয়াতে সমাজের এত দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। পরিবারের মধ্যে কেহ স্বচ্ছন্দে থাকুক আর কেহ পশুর ন্যায় দুরবস্থায় থাকে ইহার অপেক্ষা নিষ্ঠুর দৃশ্য চিন্তায় আইসে না। ভদ্রবংশোদ্ভব জ্ঞানবান মনুষ্যেরা

বিশেষ কর্ত্তব্য এই যে, এই নিঃসহায় বিধবা স্ত্রীলোকদিগের প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিয়া যথাসাধ্য তাহাদিগকে স্বচ্ছন্দ ভরণ পোষণ করেন যাহাতে তাহারা আপনাদের শোচনীয় অবস্থায় সর্ব্বদা কাতর না হয়। ঐ নিঃসহায় কত কত বিধবা ব্যভিচারিণী হওয়ায় সন্তান হইতেছে ও তাহাকে নষ্ট করিতেছে। কতকে মারিয়া ফেলিয়া দিতেছে, কেহই জানিতে পারে না, আর কতও ধরা পড়িতেছে। আর কতও [illegible]সহায় স্ত্রীলোক কামদেবের উদ্বেগে কাতর হইয়া কুলত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া যাইতেছে ও কুচরিত্র লোকের সহিত বেশ্যাবৃত্তি করিতেছে। আর দশদিক হইতে অবোধ লোক করতালি দিয়া উপহাস করিতেছে ও নিন্দা করিতেছে, ঐ গ্রামের অমুকের কন্যা গ্রামের মুখে চুণকালি দিয়াছে। এরূপ অপেক্ষা এই ধর্ম্ম উত্তম যে, রাজা প্রজা পণ্ডিত। আপনারা সকলে বিচার করিয়া যাহার যে মান মর্য্যাদা যোগ্য তাহা নির্দ্ধার্য্য করিয়া দিন। তাহাতে পুত্র ও কন্যার পিতাদিগের মান অপমান বোধ করা উচিত নহে। আর বিচার করিয়া দেখুন যে, মাতা পিতার এই ধর্ম্ম যে, পুত্র ও কন্যা কোন বিষয়ে কষ্ট না পায়, সকল বিষয়ে সুখী থাকে তবে তাহাই করুন। আর পুত্র কন্যার এই ধর্ম্ম যে, যাহাতে পিতা মাতার কোন বিষয়ে কষ্ট না হয়, আর সকল প্রকারের সুখ হয় তাহাই করুন, উঁহাদের আজ্ঞা পালন করুন। আর কুমারী অথবা বিধবা কন্যা যাহার ইন্দ্রিয়গণের ভোগের কোন ইচ্ছা না হয় কেবল পতিশব্দ যে শুদ্ধচৈতন্য পূর্ণ পরব্রহ্ম পতিশব্দোচ্চারণ তাহার প্রতি নিষ্ঠা শ্রদ্ধা হয়, তাহার বিবাহ দেওয়া উচিত নহে। এরূপ কন্যাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার।

বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, আপনারা দুইচারি দিনের জন্য বিদেশে যান ও স্ত্রীলোক পান না, তখন রাত্রে কামদেবের উদ্বেগে কাতর হইয়া হায় হায় করেন; আর অন্তরেতে এইরূপ ভাবেন যে কবে ঘরে যাইব আর গৃহলক্ষ্মী দেবীর চরণ ধূলি পাইব, যাহা দ্বারা কৃতার্থ হইব। তবে নিঃসহায় অবলা স্ত্রীলোকদিগের অপরাধ কি? কিরূপে ইন্দ্রিয়ের কষ্ট সহ্য করিবে? পশুতেও আপন কষ্ট বুঝিতে পারে, কিন্তু যিনি অপরের কষ্ট বুঝেন তিনিই যথার্থ চৈতন্য জানি

পণ্ডিত পুরুষ, চাই যে কুলেতেই তাঁহার জন্ম হউক। আপনারা (পুরুষগণ) এক দিনও সহ্য করিতে পারেন না এবং সহ্য করেন না এবং আপন স্ত্রী মরিয়া যাইলে সর্ব্বদা বিবাহ করিবার ইচ্ছা করিতেছ আর পুনর্ব্বার বিবাহ করিতেছ; কিন্তু নিঃসহায় স্ত্রীলোকগণ কি করিবে? নির্দ্দয় হইয়া অবিচারে বেচারা স্ত্রীলোকের উপর নানা পীড়ন করায় জ্যোতিঃস্বরূপ অপ্রসন্ন হন এবং যাহারা ঐরূপে স্ত্রীপীড়ন করে পরব্রহ্ম তাহাদের ধন, রাজ্য বৈভব অতি অল্পকালেই নষ্ট করেন ও করিবেন, ইহা নিঃসন্দেহে সত্য বলিয়া জানিবে। আর যাঁহার নাম স্ত্রী পুরুষ, জীব শব্দ কল্পিত হইয়াছে তিনি কখনই অশুদ্ধ হন নাই; আর তাঁহার বিবাহ কখনও হয় না, তিনি জীব সদা অনাদি শুদ্ধ ও কুমাররূপে বিরাজমান থাকেন; যদি বিবাহ করিলে অশুদ্ধ হয়, তবে আদি হইতে আজ পর্য্যন্ত কতই বংশেতে জন্ম হইয়াছে, আর কতই কুলেতে বিবাহ হইয়া গিয়াছে তাহার সংখ্যা নাই, তবে ত সমস্ত লোকেরই পুত্র কন্যা বিবাহ করিয়াছে এবং তাহারে এক্ষণে অশুদ্ধ আর বিবাহের যোগ্য নয়। জীব সদা কুমারই থাকেন, যদিও জীবের বহু বিবাহ হয় তিনি শুদ্ধের শুদ্ধ কুমারই থাকেন, পুরুষ বা স্ত্রী রূপেই জন্ম গ্রহণ করুন; প্রমাণ, যেরূপ সোণার স্ত্রী ও পুরুষ দুই প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া শ্লোক পাঠ করিয়া উভয়েরই বিবাহ দেন তথাপিও তাহা শুদ্ধ সোণাই থাকিবে। বিবাহের পূর্ব্বেও যেমন এবং বিবাহের পরেও তেমন। এইরূপ জীব বিবাহের পূর্ব্বেও যেরূপ ছিল এবং বিবাহের পরেও সেইরূপ শুদ্ধের শুদ্ধ থাকে, কেবল বুঝিবার ভেদ। আপনারা বিচার করিয়া দেখুন, যে, শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, কন্যার অল্প বয়সেতে বিবাহ দেওয়া উত্তম। রজঃস্বলা হইলে দ্বিতীয় বিবাহ হয়, আর অশুদ্ধ হইয়া থাকে। যদি রজঃস্বলা হইলে বিবাহ ও কন্যা (স্ত্রীলোক) অশুদ্ধ হয় তবে কতই পুরুষ বাল্যাবস্থাতে, যৌবনাবস্থাতে বিবাহ করেন এবং কত পুরুষগণের অর্শ ও অন্য অন্য রোগ হেতু অর্দ্ধেক এবং একসের পর্য্যন্ত রক্ত পড়ে, আর ইহাতে কি জীব অশুদ্ধ হইয়া যায়। এই স্ত্রী পুরুষের শরীরস্থ জলের পুতলি, হাড়, মাস, রক্তের শরীর, নিয়ম কিম্বা রোগ জন্য রক্ত পড়িবে অথবা শরীরকে কাটিলে রক্ত

পড়িলেও এজন্ত জীবব্রহ্ম স্ত্রীলোক অথবা পুরুষ অশুদ্ধ হয় না। আর ইহার নিয়ম এই যে, যখন কন্তার বয়ঃক্রম নিয়ম প্রমাণ হইবেক (অর্থাৎ সচরাচর যৌবনের আরম্ভে) সেই সময় রজস্বলা হইবেক, চাই যে সময় সে কুমারী থাকুক অথবা বিবাহিতা হউক, তাহাতে অশুদ্ধ হয় না; শুদ্ধ অশুদ্ধ কেবল মনের ভাব। আর যখন পুরুষগণের যৌবনাবস্থা হয় তখন দাড়ি গোঁপ হয়; কুমার থাকিলে অথবা বিবাহিত হইলেও সময়েতে নিয়ম পূর্ণ হইবেক; ইহাতে অশুদ্ধ হয় না।

বিবাহ হইয়া স্ত্রীলোকের সন্তান হইলেও সে অশুদ্ধি হয় না। যদি সন্তান হইলে স্ত্রীলোক অশুদ্ধ হইত তবে পুরুষের পেটেতেও কৃমি জন্মিয়া মলের সঙ্গে বহির্গত হয়; যেরূপ বৃহৎ জীবকে সন্তান বলিয়া জানেন সেইরূপ ক্ষুদ্র জীবকেও সন্তান বলিয়া জানিবেন। এজন্য অশুদ্ধ হয় না, উভয় স্ত্রী পুরুষ জীব সদাশুদ্ধরূপে বিরাজমান আছেন। যদি কোন পুরুষের পেটে সন্তান জন্মে তবে আশ্চর্য্য মনে করিবেন না। কারণ এই অপার, অগম্য, অনন্ত বিশ্বসংসারে তাঁহার মহিমায় অসম্ভব কিছুই নাই; সর্ব্বদাই নূতন নূতন মনোহর আশ্চর্য্য পদার্থ উৎপন্ন হইতেছে; এ সংসারে আশ্চর্য্য আর কিছুই নাই, পরব্রহ্মের ইচ্ছায় সকলই হইতে পারে, এই আশ্চর্য্য। রাজা প্রজা আপনারা বিচার করিয়া দেখুন, আর সকল কার্য্য করুন; ও সকলে যাঁরা করান, যাহাতে সকলে মিলিত হইয়া সুখী থাকেন তাহাই করুন ও করান। আর যিনি জ্ঞানিপুরুষ, তিনি বিচার করিয়া শুদ্ধ কর্ম্ম এবং ব্যবহার কার্য্য করুন ও করান্। বিচার করিয়া করিলে উঁহার জন্ত বিধি নিষেধ নাই, আর কোন বিষয়ের চিন্তা করিবেন না। রাজা প্রজা আপনাদের নিকট যে নিয়ম প্রমাণেতে বিবাহ দিতে হইবে বলিয়াছি ঐ প্রমাণেতে চলিলে কন্তা অসময়ে (বাল্যাবস্থা ও যৌবনাবস্থাতে) বিধবা হইবেক না; যদি কেহ বিধবা হয় তবে সময় মত বিধবা হইবেক ইহাতে কাহার কোন সন্দেহ থাকা উচিত নহে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত পুত্র কন্তা জীবিত থাকিবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত সকল বিষয়ে সুখী আনন্দরূপ জ্ঞান সম্পন্ন মুক্ত স্বরূপ থাকিবে, জন্ম মৃত্যুর ভয় থাকিবে না, আর পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপেতে অর্থাৎ আপন স্বরূপেতে আনন্দরূপ বিরাজমান থাকিবে;

ইহা সত্য সত্য বলিয়া জানিবেন। বার বৎসরের ভিতর পুত্র কন্যার বিবাহ দিবে না এবং বিশ বৎসরের পর বিবাহ দিতে রাখিবে না; অর্থাৎ বার বৎসরের পর বিশ বৎসর পর্য্যন্ত এই আট বৎসর পুত্র কন্যার বিবাহ দিবার বিহিত কাল জানিবে; এই সময় মধ্যে বিবাহ দিবে। পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রম হইতে পুত্র কন্যাকে বিদ্যা শিক্ষা করাইবে। রাজাগণ। আপন আপন রাজ্যে প্রজাগণকে বিদ্যা শিক্ষা দিবেন, মনন, মর্য্যাদা, যুক্তি অনুসারে সামাজিক নিয়ম ব্যবস্থা, কথা কহিবার ও বসিবার রীতি, এবং সত্য ধর্ম্ম পথে চলিবার শিক্ষা দিবেন। আর মাতা পিতাকে নমস্কার প্রণাম করিবেন। আর পূর্ণ পরব্রহ্মকে শ্রদ্ধা পূর্ব্বক নম্রভাবে নমস্কার করিবেন। আর প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে যখন প্রত্যক্ষ ত্রিগুণাত্মক সূর্য্যনারায়ণ চন্দ্রমা জ্যোতিঃস্বরূপ পরমেশ্বর সাকার হন তাঁহার সম্মুখে হাত জোড় করিয়া আপনাদের পুত্র কন্যা যাহাতে ভক্তি শ্রদ্ধা পূর্ব্বক নমস্কার প্রণাম করে, আর কোন বিষয়ে অহংকার মান অভিমান না করে, বিশেষ যত্নের সহিত মনোযোগ পূর্ব্বক প্রাণপণে এইরূপ শিক্ষা দিবেন। এই জ্যোতিঃস্বরূপ হইতে বিমুখ হইয়া (তাঁহার প্রতি একান্ত, নিঃসন্দেহ রূপে, শ্রদ্ধা ভক্তি রহিত হইয়া) রাজা প্রজাগণ অত্যন্ত দুর্দশাপ্রস্ত হইয়াছ।

জড় পদার্থ প্রতিমারূপমুখে কতই প্রীতির সহিত নমস্কার করিতেছ, কিন্তু প্রত্যক্ষ জ্যোতিঃস্বরূপকে নমস্কার করিতেছ না যে, একি? পুত্র কন্যাকে এই বলিয়া শিক্ষা দিবে যে, জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্ম তোমাদিগের মাতাপিতা গুরু এবং আত্মা। জীবন মৃত্যুতে ইনিই রক্ষা করিবেন ও করিতেছেন, তোমাদিগকে বিদ্যা শিক্ষা দিবেন, এবং ইহাঁ দ্বারা জ্ঞানরূপ হইয়া মুক্ত স্বরূপ নির্ভয় থাকিবে; এই সমস্ত কষ্ট নাশ করিবেন এবং ধন ঐশ্বর্য্য দিবেন। পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রম হইলে পুত্র কন্যাকে অগ্নিতে আহুতি দিতে দিবেন, আর প্রীতি শ্রদ্ধা যুক্ত হইয়া অগ্নি শক্তি আহুতি দিতে আর ওঁ সত্য গুরু বলিয়া ওঁকার শব্দ উচ্চারণ করিতে শিক্ষা দিবে, তাই তোমাদের যে সুসন্তানই জন্ম হয়। এইরূপে আপনিও করিবেন, এবং পুত্র কন্যা দ্বারাও করাইবেন। বার বৎসরের ভিতর পুত্র

তত্ত্বের জ্ঞানস্বরূপ হইয়া নির্ভয় মুক্তরূপ হওয়া আবশ্যক। যেমন প্রহ্লাদ ও ধ্রুব ইত্যাদি হইয়াছিলেন। যিনি জ্ঞানস্বরূপ হইয়া এই সকল ব্যবহার করিবেন, তাঁহার কোন বিষয়ে সংশয় ও ভ্রম থাকিবে না, আর সদা সুখী থাকিবেন, সকলকেই আত্মস্বরূপে দেখিবেন। আর যখন পুত্র কন্যা বিবাহের যোগ্য হইবেক ঐ সময় মাতাপিতা বিচার করিয়া কন্যাদিগের যথাযোগ্য যাহার যেমন অবস্থা হয়, সেই মত অবস্থানুসারে সুপাত্র বর আপনি দেখিয়া মনোনীত করিবেন; কিম্বা অন্য কোন জ্ঞানবান ব্যক্তি দ্বারা দেখাইয়া যাহার যে কুলেতে বিবাহ দিলে মান মর্য্যাদা রক্ষা হইবে সেই কুলেতে বরকর্ত্তা এবং কন্যাকর্ত্তা উভয়ের সম্মতি বিচার করিয়া বিবাহ দিবেন।

বিবাহের ব্যয় সম্বন্ধের বিবরণ।

রাজা প্রজা আপনারা গম্ভীরভাবে বিচার পূর্ব্বক শুনন্ যে, আপনারা পুত্র কন্যার বিবাহ দেন ও তিলকের জন্য নির্ধনী সদ্বংশের কন্যাকে বিনা যৌতুক গ্রহণ করিতেছেন না এবং নীচ ঘরের কন্যা দশ বিশ হাজার টাকার যৌতুকের লোভে লইয়া যাইতেছেন আর তাহার চরণধূলি পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতেছেন, অতএব আপনাদিগকে ধনের দাস বলা উচিত। রাজা প্রজা পণ্ডিত আপনাদিগকে ধিক্কার। সত্যধর্ম্ম পরিত্যাগ করাতে আপনাদের কুকুরের অপেক্ষা অধিক দুর্দ্দশা হইয়াছে। আপনাদের আর্য্যাবর্ত্তেতে যখন সনাতন ধর্ম্ম ছিল আপনাদের তেজের সম্মুখে কেহ কথা কহিতে পারিত না। এবং যদ্যপি অর্থ অভাবে দরিদ্র ব্যক্তির পুত্র কন্যার বিবাহ হইতে না পারিত তবে তখনকার সত্যধর্ম্মী রাজা, জমিদার, পণ্ডিত ও প্রধান প্রধান প্রজাগণ গ্রামে গ্রামে অন্বেষণ করিয়া আপনার ভাণ্ডার হইতে যথা শক্তি ধন দিয়া বিবাহ দিত। আপন পুত্রের বিবাহ দিতে হইলে তখন যদ্যপি কোন উত্তমবংশের দরিদ্র কন্যা পাইলে যৌতুক আদি না লইয়া নিজ হইতে উভয় পক্ষের ব্যয় বহন করিয়া বিবাহ দিতেন, আর সকলকে এইরূপই করাইতেন।

সুপাত্র জ্ঞানীগণ ! আপনাদের এই ধর্ম্ম যে, কন্যাকর্ত্তা ব্যক্তি আপন ইচ্ছাতে (বিনা কষ্টে) লগ্ন পত্রাদি বিষয়ে যাহা দেয় তাহাই গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্ট হওয়া। যাঁহার ধন দিবার ক্ষমতা নাই এবং যদি তাঁহার কন্যা উত্তম গুণবতী হয় তবে মানের জন্য যিনি তাঁহার নিকট অধিক ধন যাচ্ঞা করেন ও পীড়ন করেন তাঁহার কার্য্য কসাইয়ের অধম, কারণ কসাই শীঘ্রই গলা কাটিয়া মারিয়া ফেলে। দরিদ্র লোকের পুত্র কন্যার ধনের জন্য বিবাহ হয় না অধিক বয়স হইয়া যায়। ইহা অপেক্ষা আর্য্যাবর্ত্তবাসীদের মৃত্যু উচিত। যেহেতু এ বিষয়ে বিচার না করিয়া কোন উপায় বিধান করিতেছেন না। যদি বরকর্ত্তা দরিদ্র হয় আর কন্যাকর্ত্তা ধনী হয়, তবে সন্তোষের সহিত উহাকে বিবাহ দিয়া তাঁহাকে প্রতিপালন করিবেন। আর যদি বরকর্ত্তা ধনী হয় ও কন্যাকর্ত্তা দরিদ্র হয় তবে আপন নিজ হইতে ধন দিয়া বিবাহ দিয়া সন্তোষে থাকিবেন আর তাহার পরিবার-গণকেও প্রতিপালন করা আবশ্যক। কিম্বা ধনী ব্যক্তি আপন নিকট হইতে ধন ব্যয় করিয়া ঐ কন্যার অপর ঘরে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দিবেন, ইহাতে ধর্ম্ম এবং বিশেষরূপ পুণ্য আছে।

রাজা, জমিদার ও প্রজাগণ। আপনারা বিচার করিয়া দেখুন যে সুখ্যাতি ও মানের জন্য বিবাহ ও যৌতুক আদিতে, যজ্ঞ ও শ্রাদ্ধ আদিতে কত লোকের কতই জমিদারি রাজ্য প্রভৃতি বিক্রয় হইয়া যাইতেছে। তখন উন্মত্ত হইয়া বিবাহ শ্রাদ্ধাদিতে ব্যয় করেন তখন কিছুই বুঝিতে পারেন না কিন্তু পরে যখন ঋণী হইয়া বিপদগ্রস্ত হন এবং অন্ন অভাবে স্ত্রী পুত্র কষ্ট পায় তখন অতি কাতরে অনুশোচনা করিতে থাকে। রাজা প্রজা! আপনারা বিচার করিয়া বিবাহ কার্য্যের আদান প্রদানের ব্যয় একেবারে উঠাইয়া দিন, ইহাতে কিছুই লাভ নাই ও কোন বিধি নিষেধ নাই। ইহা কেবল লোকাচার ও সামাজিক ব্যবহার। তুচ্ছ মানের জন্য আপনি দুঃখ পাওয়া আর অপরকেও দুঃখ দেওয়া উচিত নয়। এরূপ মানেতে কি আছে যে, অমুকের নিকট যৌতুকাদির জন্য এত টাকা লইব এবং পূর্ব্বেও লইয়াছি, আমারি বংশ মহৎ বংশ। এই কথা সুপাত্র ভদ্র লোকদিগের

কথা নয়। ঘোড়া গরুর ন্যায় পুত্রকন্যার জন্য মূল্য লওয়া ও দেওয়া ভদ্রলোকের কর্ত্তব্য নয়। ইহা অবোধ, অজ্ঞ, পশুবুদ্ধি লোকদিগের কার্য্য।

মহৎবংশের সুপাত্র ভদ্র জ্ঞানিলোকদিগের এই রীতি ও ধর্ম্ম যে, যাহাতে রাজা চরাচর আদি সকলে সুখী থাকেন এবং কোন বিষয়ে দুঃখ ও কষ্ট না পান, তাহাই যত্ন পূর্ব্বক করেন ও করান; তাহাই আপনাদের করা ও করান যোগ্য এবং বিশেষ কর্ত্তব্য।

প্রায়শ্চিত্ত বিবরণ।

সামাজিক শাসন অভিপ্রায়ে পাপের প্রায়শ্চিত্তের কথা যাহা বলা গিয়াছে যথা জীবহিংসা, ব্রহ্মহত্যা, গোহত্যা, ইত্যাদি বুঝিবেন। আর আজিকার দিন হইতে নিরুপায়ের জন্য যদ্যপি কোন ব্যক্তি দ্বারা কোন হত্যাদি হইয়া যায়, কাহারও অখাদ্য ভোজন করা হয়, কাহার দ্বারা কোন গুরুতর পাপ করা হয়, তাহা হইলে সেই অপরাধি ব্যক্তি প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে কিম্বা যে দিনে অপরাধি হয়, ঐ দিনে, ঐ দণ্ডে, ঐ মুহূর্ত্তে যথাশক্তি অগ্নিতে হোম করিবে এবং দশবার এই মন্ত্র জপ করিবে যথা,।

"ওঁ সত্যগুরু পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপায় নমঃ স্বাহা"

কিম্বা "ওঁ অঃ ওঁ"। আর চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ পরমেশ্বরকে হাত যোড় করিয়া নম্রতা পূর্ব্বক শ্রদ্ধা ভাবে নমস্কার করিবে, আর একান্ত সরল অন্তঃকরণে বলিবে যে, হে জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতাপিতা এই আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা কর। ঐ সময় তিনি ব্রহ্ম-হত্যাদি সমস্ত পাপ ক্ষমা করিবেন। মৃত্যুর পর আর ভোগ করিতে হইবেক না; ইহা সত্য সত্য বলিয়া জানিবেন। আর ইহা ভিন্ন যদি কোন প্রায়শ্চিত্তে এক পয়সা ব্যয় করিবে তাহা নিষ্ফল হইবেক ও পরিণামে কষ্ট ভোগ করিতে হইবে। বিনা পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ অন্য কে আছে যে, অপরাধ ক্ষমা করিবে। প্রমাণ যেমন অগ্নি ভিন্ন দ্বিতীয় কে আছে যে, বন জঙ্গল ভস্ম করিবে। এইরূপ সমস্ত বুঝিয়া লইবেন।

মৃত্যু কালীন পীড়ন।

লোকে বলে যে, ঘরের বন্ধনে (ঘরের ভিতরে) মৃত্যু হইলে দোষ হয়, ঐ ভয়ে জীবিত লোককে ঘর হইতে বাহির করিয়া বাহিরেতে রৌদ্র বৃষ্টি আদিতে রাখে; ইহা ঐ নিঃসহায় মুমূর্ষু ব্যক্তির প্রতি অতিশয় কষ্টদায়ক হইয়া থাকে। বন্ধন কাহাকে বলে? ইহার অর্থ এই যে, জীবের মৃত্যুর সময় নিম্নলিখিত বন্ধন সকলেতে মরা কর্ত্তব্য নয়, যথা আশা, তৃষ্ণা, মোহ, বাসনা ইত্যাদি ভোগের ইচ্ছা রূপ বন্ধন না থাকে। সেই সময় যাহাতে উহার চিত্তের বৃত্তি শুদ্ধ চৈতন্য পূর্ণ পর ব্রহ্মেতে থাকে তাহাই উপদেশ দেওয়া উচিত; তাহাকেই বন্ধন রহিত মৃত্যু বলা হয়; চাই ঘরের ভিতরেই হউক আর বাহিরেই হউক। আর যাহার মৃত্যুর সময় আশা, তৃষ্ণা, লোভ, মোহ আদি ঘেরিয়া থাকে এবং পরিবারের প্রতি প্রীতি ও ভোগের ইচ্ছাতে আশক্তি হয়, তাহারই বন্ধন সহিত মৃত্যু হয়; সে যেখানেই মরে, ঘরের ভিতরে কিম্বা বাহিরে অথবা কল্পিত তীর্থ কাশীতে কিম্বা গঙ্গাতে অথবা যেখানে মরে, তাহার বন্ধন সহিত মৃত্যু হইয়া থাকে। এই বন্ধনেতে মরিলে দোষ হইয়া থাকে, পুনর্জ্জন্মের ভাগী হয় এবং জন্ম মৃত্যুর সংশয় বর্ত্তমান থাকে। অকারণ নিঃসহায় মুমূর্ষুকে মরিবার সময় ঘর হইতে বাহির করিয়া বাহিরে ফেলিয়া রাখা হয়। ঘর দ্বারের বন্ধনকে বন্ধন বলা যায় না। যদি ঘরের বন্ধনেতে মৃত্যু হওয়াতে দোষ হয় তবে ইহা হইতে অধিক অন্যায় আর কি আছে। বিচার করিয়া দেখ যে, আপনাদের শরীর আর ইন্দ্রিয়গণেতে হাড় মাংস আদির কত যে বন্ধন আছে তাহার সংখ্যা নাই; এ সকল বন্ধন হইতে কিরূপে বাহির করিয়া নির্বন্ধন করিতে পারিবে? ইহা বিচার করিয়া দেখুন, জীবের মৃত্যু ঘরের ভিতর হয় অথবা বাহিরে কিম্বা বাসনা রহিত মৃত্যু হয় অথবা বাসনাদি সংযুক্ত হয় ইহাতে কোন যথার্থ চিন্তা করিবে না, কেবল এক ভ্রম মাত্র, বুঝিবার ভেদ। প্রমাণ, যেমন, চারি ব্যক্তি স্বপ্নাবস্থাতে চারি প্রকারের স্বপ্ন দেখিতেছেন; এক ব্যক্তির কৈলাস ভোগকরা বোধ হইতেছে, আর এক ব্যক্তি পণ্ডিত হইয়া বেদপাঠ

করিতেছে এরূপ বোধ হইতেছে, আর এক জন তপস্যা করিতেছে এরূপ বোধ হইতেছে, আর এক জন দেখিতেছে যে অত্যন্ত দরিদ্র হইয়া কালের ভয়ে কাঁদিতেছে। চারি জন কেহ আপন্ আপন স্বপ্ন সত্য বলিয়া বোধ হইতেছে, কিন্তু পরস্পরেই অপর কাহারও স্বপ্নের বিষয় জানিতে পারিতেছে না, এবং জাগ্রত হইলে চারিজনেরই স্বপ্নাবস্থার প্রপঞ্চ লয় হইয়া যায়, এইরূপ বুঝিয়া লইবেন।

যদ্যপি প্রদীপের শিখারূপ অগ্নি ঘরের ভিতরে কিম্বা বাহিরে নির্ব্বাণ হয় তাহাতে ঐ অগ্নির কোন লাভ ক্ষতি নাই; এইরূপ ও মনুষ্যের ঘরের ভিতর মৃত্যু হয় অথবা বাহিরে মৃত্যু হয় তাহাতে কোন দোষ অথবা চিন্তা নাই। আজ হইতে আপনাদের মধ্যে যদি কেহ পীড়িত হয় তবে তাহাকে অতি যত্ন ও প্রীতির সহিত রাখিবে। আর যে ঘরেতেই থাকুক্, ছাদের উপর অথবা নীচে, উহাতে কিছুই দোষ নাই। আর ঐ ঘর পরিষ্কার রাখিবে এবং ঐ রোগীকে পরিষ্কার বস্ত্র বিছানা আদি দেওয়া আবশ্যক। আর ঐ ঘরেতে সুগন্ধ ইত্যাদি উত্তম পদার্থ অগ্নিতে আহুতি দিবে, আর ঐ রোগীর যাহাতে সর্ব্বদা পূর্ণ পরব্রহ্ম স্মরণ হয় তাহাই করিবে। সূর্য্যনারায়ণ চন্দ্রমা জ্যোতিঃস্বরূপ ঈশ্বরের ধ্যান করাইবে, এবং কোন বিষয়ের চিন্তা ও ভয় করিবে না, এবং অপর ধাতু আদির প্রতিমা কি কাগজের পট ইত্যাদি অসৎজড় পদার্থের ধ্যান করাইবে না। মৃত্যুকালিন যেরূপ সঙ্গৎ হইবে সেই মত ভোগ হইবেক; অতএব ঐ সময় যদ্যপি তাঁহাকে অসৎ জড় পদার্থের সহিত সঙ্গৎ করাও তবে নিশ্চয়ই তাঁহাকে জড় যন্ত্রণা ভোগ করিতে আসিতেই হইবেক। কেবল মাত্র ঐ সময়েতে জ্যোতিঃস্বরূপের ধ্যান করাইবে। আর মৃত্যুর সময় মুমূর্ষুর নিকট রোদন ও গোলমাল করা কর্ত্তব্য নয়, আর যাহাতে মুমূর্ষু ব্যক্তির চিত্ত একাগ্র হইয়া শুদ্ধ চৈতন্য পরব্রহ্মেতে লীন হয় তাহাই করিবে। নারায়ণ মৃত্যুর পর উহাকে আনন্দস্বরূপ করিবেন ইহা সত্য সত্য বলিয়া জানিবেন। পুরুষ কিম্বা স্ত্রীলোক যদি ঘরের ভিতর মৃত্যু হয় ঐ সময় তাহাকে ঘর হইতে বাহির করিয়া বাহিরে ফেলিয়া দেওয়া ভাল নয় বরং তাহাতে নৃশংসতা জন্য (নিষ্ঠুর স্বভাবের জন্য) মহাপাপের ফল ভোগ করিতে হইবেক। এ বিষয়ে অধিক কথা বলিয়া

বুঝাইবার আবশ্যক নাই কেবল মাত্র বিবেচক ব্যক্তি কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া দেখিলেই অতিসহজে বুঝিতে পারিবেন যে তুচ্ছ সামাজিক মানের জন্য মুমুর্ষু ব্যক্তিকে পীড়ন করিলে, কার্য্যটী কিরূপ গুরুতর হয়! আর ঐ মৃত্তিকারূপ মৃতশরীরকে যাহা ইচ্ছা তাহাই কর, কিন্তু কোনই প্রচলিত ধর্ম্ম মতে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াদিতে অন্য কোন প্রপঞ্চ করিবে না। আর পুরোহিত মহাপুরুষগণ ধন লোভে যে কষ্ট দিতেছেন, আজ হইতে তাহাদের কিছুই পাইবার অধিকার নাই।. ইহাতে আপনাদের উপর শাস্ত্র পুরাণের কোন দণ্ড দোষ হইবেক না; জ্যোতিঃস্বরূপ পরমেশ্বর সমস্ত ক্ষমা করিয়াছেন। সন্তোষের সহিত উহাঁদিগকে যাহাই ইচ্ছা দেও, আর ইচ্ছা না হয় কিছুই দিও না, তাহাদের কিছুই পাইবার অধিকার নাই—যদি কেহ আপন লভ্য (আত্মস্বার্থ) উপার্জ্জন মনে করিয়া ইহাতে প্রপঞ্চ করে ও রাজা প্রজাকে কষ্ট দেয় তবে তাঁহার বংশ নাশ হইয়া যাইবেক। রাজা প্রজার ইহাতে প্রপঞ্চ শুনা কর্ত্তব্য নয়, কেবল মাত্র মৃত শরীরের অন্ত্যেষ্টি কার্য্য করিবার পরে অগ্নিতে আহুতি দিবে অন্য কিছুই করিবার আবশ্যক নাই। আজ হইতে সমস্ত মিথ্যা প্রপঞ্চ সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে; কেহ কাহারও দোষ দিবে না; কাহারও কিছুই দোষ নাই। পণ্ডিত, রাজা প্রজা সকলেই নির্দ্দোষী; মায়া ব্রহ্মের লীলাই এইরূপ; কাহার দোষ দিবে? চরাচর, রাজা, প্রজা পরব্রহ্ম স্বরূপ আপনারই আত্মা, কাহারও নিন্দা করিলে পরব্রহ্মের নিন্দা করা হয়। আর কোন মনুষ্যের প্রশংসা করিলে পরব্রহ্মেরই প্রশংসা করা হয়। যেরূপ কোন এক বৃক্ষেতে অনেক পাতা আছে, যদি উহার একটী পাতা ঐ বৃক্ষের অপর পাতাকে নিন্দা করে তবে সমস্ত বৃক্ষের নিন্দা হয়। বৃক্ষ শব্দ পূর্ণ পরব্রহ্ম বিরাট স্বরূপ আর পাতাশব্দ চরাচর রাজা প্রজা ইত্যাদি।

অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার বিবরণ।

আজ হইতে যাহার যে ব্যক্তি মরিবে, উহার শরীর অগ্নিতে দাহ করিয়া দিবেন কিম্বা মৃত্তিকাতে পুঁতিয়া ফেলিবেন অথবা জলেতে ফেলিয়া দিবেন,

যাহার যাহাতে সুবিধা হয় তাহাই করিবেন, তাহাতে হানিলাভ কিছুই নাই॥ আর যে জীব মরে তাহার মৃত শরীরেতে কোন লাভ বা ক্ষতি নাই। আপনাদের যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই করুন। যেমন যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রদীপে অগ্নিজ্যোতি থাকেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত প্রদীপ ও অগ্নির উভয়ের সম্বন্ধ থাকে পরস্পরের আবশ্যকতা থাকে আর তেল সলিতা দেওয়া আবশ্যক এবং অগ্নি তাহা আহার করিতে থাকেন। আর যখন অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়া যাইবেক তখন তাহার তেল সলিতারও প্রদীপেতে কিছুই প্রয়োজন থাকে না; ঐ প্রদীপকে যাহা ইচ্ছা তাহাই কর। আর যে অগ্নি ঐ প্রদীপ হইতে নির্ব্বাণ হন, উহাঁর ঐ প্রদীপেতে কোন প্রয়োজন এবং হানিলাভ থাকে না।" প্রদীপ শব্দ জীবের মৃত শরীর, সলীতা শব্দ অন্ন, অগ্নি শব্দ জীব, পুরুষ, তেলশব্দ জল। যতক্ষণ পর্য্যন্ত জীব ঐ শরীরেতে থাকিবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার সুখদুঃখ বোধ হইবেক, আর অন্ন জল দিতে হইবেক, আর উনি আহার করিবেন এবং শরীরেতে উহাঁর প্রয়োজন থাকিবে। আর যখন জীবের মৃত্যু হইবেক, অর্থাৎ অগ্নিরূপ নির্ব্বাণ হইয়া যাইবেক, তখন মৃতশরীর প্রদীপেতে উহার কোন প্রয়োজন কিম্বা লাভ ও হানি হইবেক না, আর ঐ মৃত শরীর প্রদীপকে যাহা ইচ্ছা তাহাই কর; এইরূপ বুঝিয়া লইবেন।

অশৌচ বিবরণ।

যাহার অশৌচ হইলে শুভ কর্ম্ম এবং সত্যধর্ম্ম, নিত্য নিয়ম, হোম, উপাসনা, ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন দেওয়া (ভিক্ষা দেওয়া) আদি ত্যাগ করে, তাহারা অবোধ, বালক সদৃশ তুল্য; তাহারা বিপরীত বুঝেন অশুচি অবস্থাতে আরও অধিক করিয়া পুণ্য কর্ম্ম করা আবশ্যক যাহাতে শীঘ্র অশুচি নষ্ট হইয়া যায়, এমত চেষ্টা বিশেষ আবশ্যক। উহাতে শুভকর্ম্ম আরও ফলদায়ক হইয়া থাকে, কি জানি কখন মৃত্যু হইয়া যায়।

শ্রাদ্ধ বিবরণ।

মৃত্যুর পরে যে দশপিণ্ড; শ্রাদ্ধ এবং পিণ্ডদান আদি করিতেছে, কেহ এগার দিনে, কেহ বার দিনে, কেহ একমাসে শুদ্ধ হইতেছেন। আজ হইতে যে দিন মৃত দেহের অন্তেষ্টিক্রিয়া নির্ব্বাহ করিবে, সেই দিনে সেই সময়ে বাটী আসিয়া যথাশক্তি উত্তম উত্তম পদার্থ এবং সুগন্ধ ইত্যাদি অগ্নিতে হোম করিবে আর হাত জোড় করিয়া শ্রদ্ধাপুর্ব্বক সূর্য্যনারায়ণ ও চন্দ্রমা পরমেশ্বরকে প্রণাম নমস্কার করিবে। তখন ঐ দিনে সেই সময় হইতে আপনারা শুদ্ধ হইয়া যাইবেন, ইহা সত্য সত্য বলিয়া জানিবেন। ইহাতে কোন সংশয় করিবেন না। ঐ দিনে ক্ষুধার্ত্ত, অভ্যাগত, ব্রাহ্মণ ইত্যাদিকে যথাশক্তি ভোজন করাইয়া দিবেন ও ভোজন করিবেন; আপন আত্মাকে কষ্ট দিবার কোন প্রয়োজন নাই। যদি কোন অবোধ ব্যক্তি ইহাতে সন্দেহ করিয়া আপন মান মর্য্যাদার জন্য ঐ দিনে কিছুই আহার না করিতে চান তজ্জন্য আপনারা কোন চিন্তা করিবেন না। মৃত্যুর পূর্ব্বে অথবা মৃত্যুর পরে জ্যোতিঃস্বরূপ ঈশ্বরের আজ্ঞাতে আপনি সদৈব শুদ্ধ, কখনই অশুদ্ধ হন না ও হইবেন না, সদা শুদ্ধই আছেন; ইহা কেবল মনের কল্পনার ভ্রম মাত্র। যদি কেহ ভোজন না করে, তবে সমস্ত পদার্থ অগ্নিতে আহুতি দিবেন, এবং ক্ষুধার্ত্ত অভ্যাগত জীব পশু আদিকে ভোজন করাইয়া দিবেন, তখন আপনাদের পিতৃলোক পরব্রহ্ম পরিতুষ্ট হইবেন; ইহা সত্য বলিয়া জানিবেন। অগ্নিতে আহুতি দেওয়াকে এবং ক্ষুধার্ত্ত জীব ইত্যাদিকে ভোজন করাইয়া দেওয়াকে ফলদায়ক বলিয়া বুঝিবেন। রাজা প্রজা আপনারা কোন বিষয়ের চিন্তা কিম্বা ভয় করিবেন না। পূর্ণ পরব্রহ্ম সমস্ত বন্ধ, কষ্ট মোচন করিবেন। উহাতে নিষ্ঠা কর, তিনি প্রত্যক্ষ সাকার জ্যোতির্ম্মূর্ত্তি সূর্য্যনারায়ণ চন্দ্রমা পরমেশ্বর, তোমাদিগের আত্মা, মাতাপিতা, কোনই চিন্তা করিবেন না।

জ্যোতিষ শাস্ত্রের বিবরণ।

জ্যোতিষ শাস্ত্রের অর্থ বিচার কিরূপ হয়, যেরূপ শিল্পকার ঘড়ি নির্ম্মাণ করিয়া

উহার নিয়ম প্রমাণ করিয়া দেন। আর ঠিক যখন নিয়ম প্রমাণেতে কাঁটা আসে তখন বাজিবে; আর যে কেহ কাঁটার নিয়ম শিক্ষা করিয়াছে সে তাহার অবস্থা অবগত আছে এবং সাধারণকে জানাইতেও পারে। যদি কখন ঘড়ি বাজিতে পাঁচ, দশ কিম্বা ত্রিশ মিনিট্ বাকি থাকে তবে সে সত্যই তাহা বলিয়া দিতে পারে। যদি সে বলে তথাপিও ঘড়ি বাজিবে এবং যদি না বলে তথাপিও বাজিবে, চাহি কেহ জানে আর না জানে। আর যে ব্যক্তি কাঁটার নিয়মের বিষয় না শিখিয়াছে সে বলিতে পারিবে না। শিখিয়া যাহাকে শিখাইয়া দিবে সেও বলিয়া দিবে। এইরূপ জ্যোতিষশাস্ত্র পাঠ করিলে, যে যুগে, যে বৎসরে যে দণ্ডে যে মুহূর্ত্তে যে সময়ে শুভ অশুভ রয় যাহা হইবার আছে অথবা মৃত্যু ও গ্রহ হইবার আছে তাহা যথার্থ বলিয়া দিবে। আর কেহ বলিলেও যাহা হইবার আছে তাহা হইবেক আর কেহ না বলিলে ও তাহাই হইবেক। আর জানাতেও যাহা হইবার আছে তাহা হইয়া যাইবেক। কেহ সময়ের কম বলিলেও কম হইবেক না এবং কেহ বৃদ্ধি করিলেও তিলমাত্র বৃদ্ধি হইবেক না। আর যে সময় মৃত্যু হইবার আছে ঐ সময়ে মৃত্যু হইবেক। এইরূপ বুঝিয়া লইবেন। যে জ্যোতিষ-শাস্ত্র অধ্যয়ন করে নাই সে বলিয়া দিতে পারে না। আর যদি কাহাকেও নিয়ম প্রমাণ জ্যোতিষ শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইয়া দেও, তাহা হইলে সে যথার্থ বলিবে ইহাতেও কিছুই মহত্ব নাই। যে পড়িতে জানিবে সে বলিয়া দিবে, এবং যাহা হইবার আছে তাহাত হইয়াই যাইবেক। যে পণ্ডিত জ্যোতিষ-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছে; উহাঁরও কত ক্ষতি হইতেছে আর মঙ্গলও হইতেছে; এইরূপ সকলে বুঝিয়া বিবেচনা পূর্ব্বক কার্য্য করিবে ও অন্যকে করাইবে অথবা বিনা বিচারে কর ও করাও, যাহা বলিয়া দিয়াছি সেই প্রমাণ মত চলিবে আর চালাইবে, পরব্রহ্মের ভরসা করিয়া সকল কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে। সমস্ত বিঘ্ন বিগ্রহে শান্তি থাকিবেক। আর যাহা কিছু ব্যবহার কার্য্য করিবে তাহার পূর্ব্বে সত্য পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের নাম লইয়া করিবে ও করাইবে।

বারের ভ্রম নির্ণয়।

কোন মতেতে রবিবারকে সূর্য্যনারায়ণের দিন বলিয়া মান্য করেন আর কোন মতেতে সোমবারকে চন্দ্রমার দিন বলিয়া মান্য করা হয়। কিন্তু সাতটী দিনই পরব্রহ্মের বিচার করিয়া দেখুন যে, চারি যুগেতে, বৎসর, আর মাসেতে আর পক্ষেতে তথা সাতটী দিনেতে এক সূর্য্যনারায়ণ পরব্রহ্মই থাকেন, দিনেতে সূর্য্যনারায়ণরূপ আর রাত্রিতে চন্দ্রমারূপ ব্রহ্মই আছেন। সকল দিনই এক পরব্রহ্মেরই জানিবেন; অবোধ লোক পৃথক পৃথক মনে করেন, ইহা ভ্রম মাত্র।

ন্যায় ও বেদান্তের নির্ণয়।

এই গ্রন্থের পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে নানা প্রকারে বর্ণন করা হইয়াছে বটে তথাচ পুনরুক্তি দ্বারা বর্ণন হইতেছে অতএব পাঠকগণ এস্থানে গম্ভীর ভাবে চিন্তা করিয়া বুঝিয়া লইবেন। শাস্ত্র সকল প্রধানতঃ দুই মতে বর্ণন হইয়া থাকে। একটী ন্যায়মতে অপরটী বেদান্ত মতে। যেরূপ রামলীলাতে দুই দলে বিভক্ত হইয়া সং সাজে। সেই উভয় দল সঙের সার মর্ম্ম গম্ভীর ভাবে বুঝিলেই সকল ভ্রম দূর হয়। ন্যায়মতে বলে যে, ঈশ্বর এবং জীব পৃথক পৃথক পদার্থ এবং পাঁচটী তত্ত্ব যেমন স্থূল রূপে অনুভব হইতেছে সেইরূপ তাহারা সূক্ষ্ম আকারে পরমাণুরূপে আছে। সেই পঞ্চতত্ত্বের সূক্ষ্ম পরমাণু হইতে এই বাহ্য অর্থাৎ স্থূল পরমাণু বিকশিত হয় এবং পুনশ্চ সেই সূক্ষ্ম পঞ্চ প্রকার পরমাণুতে পৃথক্ পৃথক্ লয় হইয়া যায় কদাচ এক অর্থাৎ একাকার হইতে পারে না। যেরূপ ধূলি রাশি উড়াইয়া দিলে ক্রমে তাহা সূক্ষ্ম আকারে আকাশ ব্যাপ্ত হইয়া আর দৃষ্টিগোচর হয় না। এবং বেদান্তমতে বলেন যে, সত্য শুদ্ধ কারণ স্বরূপ পরব্রহ্ম হইতে এই স্থূল বিস্তার রূপে জগৎ ভাসিতেছে এবং কারণ স্বরূপেতেই আছেন যখন মহাপ্রলয় হইবেক তখন এই স্থূল জগৎ সূক্ষ্ম কারণ পরব্রহ্মেতে মিশাইয়া কারণরূপই থাকিবেক। যেমন অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়া বায়ুতে মিশাইয়া অভেদ

হইয়া যান। পুনশ্চ যখন স্ফূর্ত্তি হইয়া জগৎরূপ বিস্তার হন কারণ কার্য্য ভাবে জানিতে থাকেন। কিন্তু উভয়মতই গম্ভীরভাবে অপক্ষপাতরূপে বিচার করিয়া বুঝিয়া লইতে হয়। যদ্যপি অনাদি দুই পদার্থ হয় যথা জীব এবং ঈশ্বর অথবা পাঁচতত্ত্বের পাঁচটী স্বয়ং সিদ্ধ পরমাণু তাহা হইলে উপাসনা দ্বারা জীবের মুক্তি অর্থাৎ ঈশ্বরে অভেদ হইতে পারে না কারণ ভিন্ন পদার্থ ভিন্ন গুণবিশিষ্ট হইয়া থাকে অতএব কোন মতে, ভিন্ন পদার্থের সহিত ভিন্ন পদার্থের মিশ্রণ অর্থাৎ অভেদ হইতে পারে না। তাহা হইলে উপাসনা এবং জ্ঞান অকারণ হইয়া পড়ে। যদ্যপি জীব ও ঈশ্বর পৃথক্ ভাবেই থাকিল তবে আর উপাসনা এবং জ্ঞানের প্রয়োজন কি আছে? দুইই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে থাকুন না কেন? বিচার-জ্ঞান এবং উপাসনা করিবার সারমর্ম্ম এই যে," পরমাত্মাতে জীবাত্মা অভেদ হইয়া সদানন্দরূপ থাকেন কোন ভেদাভেদ থাকে না। এস্থানে গম্ভীর ভাবে এই স্থূল জগৎ পক্ষে বিচার করিয়া দেখিলেই সহজেই বুঝা যায় যে, এই জগতের বৃক্ষ সমষ্টি যাহা পৃথক্ পৃথক্ রূপ দেখা যাইতেছে যদ্যপি উহা ভূমিতে পুতিয়া ফেলা হয় তাহা হইলে তাহার নাম রূপ লয় হইয়া একই মৃত্তিকারূপ হইয়া যায়। ঐ বৃক্ষ সমষ্টি যদ্যপি অগ্রে একই কারণ মৃত্তিকারূপ না থাকিত তবে উহা পরিশেষে কখনই একই মৃত্তিকারূপ হইত না। এইরূপে সূক্ষ্ম পরমাণু পক্ষেও বুঝিয়া লইতে হয়। যেমন একটী কঠিন মিছরির চাপ জলে ফেলিয়া দিলে গলিয়া জল হইয়া যায় এবং জল অগ্নিতে দিলে জলিয়া অভেদ অগ্নি হইয়া যায় আর অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়া বায়ুকে মিসাইয়া অভেদ বায়ু হইয়া যায়। এবং বায়ু নিষ্পন্ন হইলেই আকাশে মিশাইয়া অভেদ আকাশ হইয়া যায়। এবং আকাশ শব্দ লয় হইয়া মহা আকাশেতে অভেদ হইয়া যায়। এইরূপ সূক্ষ্ম কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়া সূক্ষ্ম কারণেতে লয় অর্থাৎ মিশাইয়া (অভেদ) হইয়া যান। পুনশ্চ এই রূপে কারণ, সূক্ষ্ম এবং স্থূলভাবে বিস্তার হন। স্থূলভাবে বিস্তার হইলে মায়ারূপান্তর জন্য নানা প্রকার ভ্রম উৎপাদন করে। মহা আকাশ অর্থে, যে স্থান হইতে শব্দ উৎপন্ন হয় এবং সেই শব্দ যেখানে লয় হয় তাহাকেই মহা-

কাশ বলা অর্থাৎ তোমা হইতে যে শব্দ উৎপন্ন হইল পুনশ্চ তাহা তোমাতেই লয় পাইল তুমিই মহাকাশ।

নানাপুস্তক রচনা বিবরণ।

রাজা প্রজা! আপনারা বিচার করিয়া দেখুন যে, আজ কাল পরোপকার এবং উপার্জনের জন্য কিম্বা সুখ্যাতির জন্য জ্ঞানিলোক নানামতে নানা নামে কল্পনা করিয়া পুস্তক রচনা করিতেছেন, কিন্তু প্রজালোক কোন পুস্তকে নিষ্ঠা রাখেন? বিদ্যালয়ে বালকগণকে কতই পুস্তক পড়ান যাইতেছে বালকগণ কাহাকে যথার্থ বলিবে? তাঁহাদিগকে বিচার পূর্ব্বক সকল পুস্তকের সার অংশ সংগ্রহ করিয়া এক পুস্তকে রাখা উচিত যাহাতে ব্যবহার ও পরমার্থ কার্য্য উভয়ই থাকে অথচ বালকেরা বুঝিয়া সুখে থাকে ইহা করা কর্ত্তব্য; আর বালকগণকে প্রথমে এক বিদ্যা উত্তমরূপে পড়াইয়া দিবে আর পরে নানা দেশের ভাষা শিক্ষা দিবে। আর এক্ষণ হইতে দেবনাগরী অক্ষর ভাষাতে পড়াইবে, আর যাহাতে উত্তমরূপে পরমার্থ ও ব্যবহার কার্য্য বুঝে তাহা করা আবশ্যক। বালকগণকে উত্তম ইহাই শিক্ষা দেওয়া উচিত যে তাহারা সেই পূর্ণ পরব্রহ্মকে জানিতে পারে ও নিজে এই সংসারে স্বাধীন হইয়া বিচরণ করিতে পারে ও নিজ নিজ কর্ত্তব্য জ্ঞান হয়।

উপসংহার।

এক্ষণে পরিশেষে আর অধিক কি লিখিব; পণ্ডিত, রাজা, প্রজা! আপনাদের বিচার করিয়া মিলিত হইয়া ব্যবহার কার্য্য করা আবশ্যক; যাহাতে আপনারা সকলে সুখী থাকেন। ইহা সমস্ত শাস্ত্র, বেদ, বাইবেল, কোরাণ, পুরাণ আদির সার অংশ; এবং এই রীতিতে রাজা, প্রজা চলিলে সদা আনন্দ ও নির্ভয় থাকিবেন; অর্থাৎ সর্ব্বদা সত্য অসত্যের বিচার করিয়া অসত্য পদার্থতে চিত্তের আসক্তি ত্যাগ করিয়া সত্য শুদ্ধ, চৈতন্য, পূর্ণ, পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা শুরুতে কি না আপন স্বরূপেতে নিষ্ঠা রাখিবেন। নিরাকার নির্গুণ পরব্রহ্ম সেই সাকার ত্রিগুণাত্মা জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ ঈশ্বরেতে সদা

নিষ্ঠা রাখা, রাজা প্রজার উচিত। ইনিই আপনাদের মাতা পিতা আর আত্মা, ইনিই আপনাদের সমস্ত ত্রিতাপ যন্ত্রণা মোচনকর্ত্তা। আর আপনারা রাজা প্রজা যথাশক্তি প্রত্যহ অগ্নিতে হোম করিবেন এবং করাইবেন; আর ক্ষুধার্ত্ত এবং পীড়িত জীবের প্রতি দয়া করিবেন। আর সৎউপায়ে যাহাতে টাকা উপার্জ্জন করিয়া আপন পরিবারকে এবং প্রতিবাসী নিরুপায়ি দরিদ্রগণকে ভরণ-পোষণ করিতে পারেন এবং বিদ্যাশিক্ষা দিতে পারেন সে জন্য বিশেষ যত্নসহকারে উদ্‌যোগ করা অতি আবশ্যক ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম—ইহাতে কোন সন্দেহ করিবেন না, তাহাতে পরমার্থ পক্ষে কোন হানি হইবে না। সকল জাতির বালক, বৃদ্ধ, যুবা, স্ত্রী, পুরুষ আদি সকলকেই আজ হইতে ওঁকার, প্রণব, ব্রহ্ম এবং ওঁ সত্য শুক শব্দ অথবা "ওঁ অঃ ওঁ" শব্দ যত ইচ্ছা হইবে দশবার অথবা যত অধিক তাহা জপিবার অধিকার দেওয়া গেল। ওঁকার জ্যোতিঃস্বরূপকে জপিলে ও প্রীতি পূর্ব্বক ধ্যান ও নমস্কার করিলে চিত্তশুদ্ধ হইয়া পরব্রহ্মেতে নিষ্ঠা হইয়া উঁহা হইতে অভেদ থাকিবে, আপনাকে পরিপূর্ণ দেখিবে আর সকলে ফল প্রাপ্তি হইবেক ও সদা আনন্দেতে মগ্ন থাকিবেক; এই কথা সত্য বলিয়া জানিবে।

পুত্র কন্যাকে কোন কল্পিত ও নির্ম্মিত প্রতিমাতে নমস্কার প্রণাম করিতে বলিবে না, এবং অন্য কোন প্রতিমাকে উঁহাদের দ্বারা নমস্কার না করান; কেবল জ্যোতিঃস্বরূপ অর্থাৎ সাকার ত্রিগুণাত্মা চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতি মূর্ত্তির সম্মুখে নমস্কার করান; আর বলিয়া দিবে যে এই তোমাদের মাতাপিতা গুরু ঈশ্বর আত্মা। যেমন সঙ্গ হয় সেইরূপ বুদ্ধি আর স্বরূপ হইয়া থাকে। প্রতিমা জড়, উঁহার সঙ্গ দ্বারা বুদ্ধি ও স্বরূপ উভয়ই জড় হইয়া যাইতেছে। আর চৈতন্য জ্যোতির্ম্ময়ের সঙ্গ দ্বারা বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হইয়া থাকে, ও আপন স্বরূপ এবং পরব্রহ্মেতে নিষ্ঠা হইয়া থাকে; এবং সাকার পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের সঙ্গ হেতু ক্রমে সহজেই বুদ্ধি সূক্ষ্ম হইয়া নির্গুণ পরব্রহ্মে লীন হইয়া যাইবে অর্থাৎ যখন স্বরূপেতে নিষ্ঠা হইবে তখন সাকার জ্যোতিঃস্বরূপ নির্গুণরূপে প্রকাশ হইবেন। প্রত্যক্ষ প্রমাণ কাষ্ঠ মৃত্তিকাতে রাখিলে মৃত্তিকার সঙ্গ পাইয়া তদ্রূপ মৃত্তিকা

হইয়া যায়, আর সেই কাষ্ঠকে অগ্নিতে দিলে অগ্নি ভস্ম করিয়া আপনি স্বরূপেতে নির্ম্মাণ করিয়া লইবেন ; তখন তাহা নামরূপ রহিত হইয়া যাইবে, আর পুনশ্চ ঐ কাষ্ঠের কোন জীব আদি নির্ম্মাণ হইতে পারিবে না। যেরূপ সঙ্গৎ হইয়া থাকে, সেই মত ও রূপ হইয়া যায়। মৃত্তিকা শব্দ নানা কল্পিত নির্ম্মাণ করা জড় প্রতিমা, আর কাষ্ঠ শব্দ জীব; অজ্ঞান, দ্বৈতভ্রম, মৃত্যুর ভয় ইত্যাদিকে লয় করিয়া পূর্ণপরব্রহ্ম জীবকে আপনস্বরূপ করিয়া নির্ভয় মুক্ত স্বরূপ করিয়া দিবেন ; জন্ম মৃত্যুর ভয় থাকিবে না,সদা আনন্দ জ্ঞানস্বরূপ থাকিবে। জ্ঞানী পুরুষ অথবা বৃদ্ধ ব্যক্তির সৎসঙ্গ করিলে উত্তম সত্য ধর্ম্মের উপদেশ পাইবে, তখন সত্যবুদ্ধি হইবে, নচেৎ অবোধ মূর্খ ব্যক্তি ও প্রবঞ্চকের সঙ্গত হইতে কি সত্যবুদ্ধি ও সত্যধর্ম্মের উপদেশ পাইবে ? ইত্যাদিতে এইরূপ বুঝিয়া লইবেন। স্বরূপেতে জড়তা আর চৈতন্যতা একই ; রূপান্তর ভাবেতে গুণক্রিয়া পৃথক্। জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা হইতে বিমুখ হইয়া জীব কষ্ট পাইতেছে। এক্ষণে দ্বিতীয় আর কে আছে যে সহায়তা করিবে।

শিষ্য পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুকে প্রশ্ন করিলেন যে হে গুরু যথার্থ আপনার কোন স্বরূপের ধ্যান এবং ধারণা করিলে আপনাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় গুরু বলিলেন যে হে শিষ্য স্বরূপ পক্ষে কি তোমাকে আমি বলিব সর্ব্বত্র পরিপূর্ণ রূপে আমি আছি কিন্তু যদ্যপি রাজা প্রজা আমাকে কিম্বা আপনাকে উভয়কে জানিতে ইচ্ছা করেন তবে নিরাকার রূপে তো আমাকে ভাবিতে পারিবেন না কিন্তু আমি যে সাকার জগৎ রূপে বিস্তার হইয়া আছি প্রত্যক্ষ জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা, সূর্য্যনারায়ণ রূপে প্রকাশমান আছি এই স্বরূপে আমাকে যে ভক্তজন আত্ম পিপাসু জানিবেন এবং মানেন তিনি নিশ্চয় আমাকে প্রাপ্ত হইবেন নিরাকার সাকার সকল রূপে আমি প্রকাশ হইব তাহা সত্য সত্য জানিবে এবং এই রূপে ভক্তজনের সকল প্রকার দুঃখ নিবারণ করি ও এই জ্যোতির্ম্ময় রূপে চারি ফল প্রদান করিয়া থাকি এবং আমি এইরূপে জগতের বীজ মাতাপিতা গুরু আত্মা হই কিন্তু মূঢ় জন বিষয় ভোগে আসক্ত হইয়া আমাকে চিনিতে পারে না।

পরিশিষ্ট।

পূর্ব্ব জন্মের স্মরণ নির্ণয়।

২৪ পৃষ্ঠা

কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে, পূর্ব্ব জন্মের ঘটনা এ জন্মে স্মরণ থাকে না কেন? ইহার দৃষ্টান্ত এই রূপে বুঝিয়া লইবেন যেমন, স্বপ্নাবস্থাতে ইন্দ্রিয় গণের নানা প্রকার গুণ ও ক্রিয়া বোধ হইতে থাকে কিন্তু যখন সেই স্বপ্নাবস্থার লয় হইয়া সুষুপ্তি অবস্থার উদয় হয় তখন ইন্দ্রিয়গণের গুণ ও ক্রিয়া এক মাত্র কারণেতে লয় হইয়া থাকে আর কোনই বোধাবোধ থাকে না। যেহেতু ইন্দ্রিয়গণের গুণ দ্বারাই বোধাবোধ জন্মে কিন্তু যখন সেই ইন্দ্রিয়গণই গুণ সহিত লয় হইয়া রহিল তখন আর কাহার দ্বারা বোধাবোধ জন্মিবে? আর যখন ঐ পুরুষ জাগ্রত হয় তখন তাহার ঐ উভয় অবস্থারই স্বরূপ বোধ হইতে থাকে। অর্থাৎ যেমন, স্বপ্নাবস্থায় ইন্দ্রিয়গণের গুণ সকল অবস্থাভেদ হেতু সুষুপ্তি অবস্থাতে পরিবর্ত্তন হওয়ায় উক্ত স্বপ্নাবস্থার বিষয় তদবস্থায় স্মরণ হয় না; এইরূপে অপর অপর জন্মের ইন্দ্রিয়গণের গুণ সকল এ জন্মে পরিবর্ত্তন হওয়াতে পূর্ব্ব অবস্থার কোন বিষয় স্মরণ হয় না। কিন্তু স্বরূপ পক্ষে জন্ম মৃত্যু রূপ কোন প্রকার পরিবর্ত্তন হয় না যাহা তাহাই থাকে অনাদি অখণ্ডরূপে সূক্ষ্ম ভাবে এক অদ্বিতীয় ধারা স্রোতে চলিয়া আসিতেছে কেবল মাত্র অবস্থা ভেদে রূপান্তর প্রযুক্ত গুণ ও ক্রিয়ার প্রভেদ ঘটিতেছে। যেমন পরিশুদ্ধ জল হইতে বাষ্প উঠিতেছে সেই বাষ্প মেঘ হইতেছে সেই মেঘ দৃঢ় হইয়া শিলাবৃষ্টি হইতেছে সেই শিলা পৃথিবীর উপর পতিত হইয়া গলিয়া পুনশ্চ জলই হইতেছে। বস্তুতঃ স্বরূপেতে বাষ্প, মেঘ ও শিলা কিছুই নাই সকলই কেবল মাত্র জল অবস্থাভেদে রূপান্তর দৃষ্টিগোচর হয়। উক্ত তিন প্রকার রূপান্তরের বিষয়ে আধ্যাত্মিকভাবে দৃষ্টি কেবল মাত্র জলই ভাসমান হয়। তদ্রূপ আত্ম পক্ষে যখন আধ্যাত্মিক দৃষ্টির

পরিপক্কতা জন্মে তখন তাঁহাকে জন্ম মৃত্যু রহিত সদা অনাদি অখণ্ড একধারাবাহি নিত্য পদার্থ প্রতীয়মান (ভাসমান) হয়। তাহাদের প্রতি আধ্যাত্মিক দৃষ্টি দ্বারা গূঢ়ভাব বুঝিয়া যথাযুক্তি অনুসারে নিজপক্ষে এবং যোগ্যপাত্রে ব্যায় করিয়া সংসারের শান্তিস্থাপনাই বিচার সঙ্গত।

রজ্জুতে সর্প ভ্রম।

২৯ পৃষ্ঠা

বেদান্ততে উল্লেখ আছে ও জ্ঞানবান ব্যক্তিরাও বলিয়া থাকেন যে, রজ্জুতে সর্প বোধ হয়। কিন্তু বাস্তবিক রজ্জু সর্প নহে, কেবল অজ্ঞানতাবশতঃ ভ্রম হইয়া থাকে মাত্র। রজ্জু শব্দের অর্থ দড়ি। অন্ধকার স্থানে রজ্জু পড়িয়া থাকিলে উহাকে সর্প বলিয়া ভ্রম হয় কিন্তু উহাকে স্থিরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বোধ হয় যে উহা প্রকৃত রজ্জু। ইহার ভাবার্থ এই যে, যেমন মৃত্তিকা হইতে অর্থাৎ মাটি হইতে ইষ্টকাদি ঘর ও নানা রূপ স্ত্রী পুরুষের আকৃতি প্রস্তুত হয় এবং হাতী, ঘোড়া, সরা হাঁড়ি নানা প্রকার পৃথক্ পৃথক্ রূপকে কল্পনা করিয়া রচনা করা হয় কিন্তু বাস্তবিক সকলই এক মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন হইয়া মৃত্তিকা-রূপই হইয়া যাইবেক। যে ব্যক্তির স্থূলের উপর দৃষ্টি আছে সেই ব্যক্তি নানা-রূপ ও নানা নাম দেখিতে পাইতেছে। ঐ ব্যক্তির প্রতি রজ্জুতে সর্প ভাসিতেছে বলা যাইবেক। কারণ উহার মৃত্তিকার উপর দৃষ্টি নাই। কিন্তু যে ব্যক্তি নানা রূপ ঘট পটাদির উপর দৃষ্টি না রাখিয়া এক কারণ মৃত্তিকার উপর লক্ষ্য রাখে তাহার পক্ষে রজ্জু ভাসিতেছে বলিতে হইবেক। রজ্জু শব্দ কারণ শুদ্ধ চৈতন্য পূর্ণ পরব্রহ্ম আত্মা গুরুকে জানিবে। তিনি জগৎরূপে যে বিস্তার তাহার স্বরূপ ভাসমান আছেন। যাহার দৃষ্টি এইরূপ আছে যে, পূর্ণপরব্রহ্ম আত্মাই সর্ব্বরূপে পরিপূর্ণ আছেন অপর কোন বস্তুই নাই সেই ব্যক্তির রজ্জুর উপর দৃষ্টি আছে; অর্থাৎ তাহার আত্মবোধ, সমদৃষ্টি আছে। উহার পক্ষে সর্পভ্রম নাই অর্থাৎ দ্বৈত ভাব নাই। এবং যে ব্যক্তির আত্মবোধ নাই অর্থাৎ নানা নামরূপ জগৎ-

রূপ রূপান্তর উপাধি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন ভাসিতেছে। আত্মা পরমাত্মাতে ভিন্ন ভিন্ন ভ্রম জন্মিতেছে। এবং যতদিন পর্য্যন্ত উহার অজ্ঞানতা আছে ততদিন পর্য্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন আত্মা পরমাত্মাতে ভ্রম জন্মে। এইরূপ অবস্থার ব্যক্তির রজ্জুতে সর্পভ্রম হইতেছে বলিতে হইবেক ও মায়া এবং ব্রহ্মশব্দ এইরূপ বুঝিয়া লইবেক। মায়া-শব্দ সর্প এবং রজ্জু শব্দ ব্রহ্ম বলিয়া জানিবেক।

জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান বিষয়।

৩৯ পৃষ্ঠা

শাস্ত্রেতে পরব্রহ্মের রূপান্তর ভেদে অঙ্গের নানা প্রকার নাম কল্পনা করিয়াছে জ্ঞাতা, জ্ঞান, ও জ্ঞেয় এবং ধ্যাতা ধ্যান ও ধেয় এই ছয়টির একই অর্থকে বুঝিবার ভ্রান্তি মাত্র। কোন কোন ব্যক্তি যাহার কেবল শাস্ত্রের সংস্কার পড়িয়াছে কিন্তু স্বরূপে যথার্থ নিষ্ঠা হয় নাই তিনি বলেন যে সূর্য্য নারায়ণ জ্ঞেয় তাহাকে কেন আমি জ্ঞাতা হইয়াও ধ্যান করিব? জ্ঞাতা, জ্ঞানও জ্ঞেয় কাহাকে বলে তাহার দৃষ্টান্তে এইরূপ বুঝিয়া লইবেন। জ্ঞাতাপদার্থ যে তুমি এবং জ্ঞেয় পদার্থ যে আকাশ আর জ্ঞানপদার্থ ঐ আকাশ হইতে যে শব্দ হইল সেই শব্দ জ্ঞান দ্বারা তুমি জানিতে পারিলে যে, আমি জ্ঞাতা, এবং শব্দ হওয়া বোধকে জ্ঞান বলে, আর যাহা হইতে শব্দ উৎপন্ন হইতেছে অর্থাৎ আকাশ তাহাকে জ্ঞেয় বলে, এইখানে গম্ভীরভাবে বিচার করিয়া দেখুন যে, আপনি যে জ্ঞাতা, যদ্যপি জ্ঞেয় যে আকাশ তাহা হইতে যথার্থই কোন পৃথক্ পদার্থ হইতেন তাহা হইলে ঐ জ্ঞেয় আকাশ হইতে যে শব্দ হইল তাহা আপনার কর্ণে প্রবেশ হওয়াতে কখনই আপনার শব্দ বোধ রূপ জ্ঞান হইত না। জ্ঞেয় পদার্থ আকাশ, আপনারই স্বরূপ ছিল এই জন্য তাহা হইতে উৎপন্ন শব্দ আপনার কর্ণে প্রবেশ হওয়াতে তাহার বোধ রূপ জ্ঞান আপনার হইল। যদ্যপি তাহা আপনার স্বরূপ না হইত তাহা হইলে কখনই আপনাতে প্রবেশ করিতে পারিত না। যত-ক্ষণ পর্য্যন্ত আপনার এইরূপ বিশ্বাস থাকিবে যে, জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় পৃথক্

পৃথক্ পদার্থ ততক্ষণ পর্য্যন্ত আপনি অজ্ঞান অবস্থাতে আছেন, ইহা নিশ্চয় জানি-বেন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত অজ্ঞান অবস্থা থাকে ততক্ষণ পর্য্যন্ত জ্ঞানবান তেজঃপদা-র্থের সহিত সঙ্গত করিবার বিশেষ আবশ্যক হইয়া থাকে নচেৎ কোন মতে অজ্ঞান নাশ হয় না। যেরূপ ঘোর অন্ধকার নাশের জন্য দীপ জ্বালিতে হয় নচেৎ কোন মতেই ঘোর অন্ধকার নাশের দ্বিতীয় উপায় হইতে পারে না। ইহা নিশ্চয় জানিবেন যে, জ্ঞাতা ব্যক্তির জ্ঞেয় এবং জ্ঞান ভিন্ন ব্যবহার ও পরমার্থ কার্য্যে বেদান্ত সিদ্ধান্তের ভাবার্থ অন্তর মুখে প্রবেশ হইতেই পারে না। কেবল মাত্র জ্ঞান এবং জ্ঞেয় দ্বারায় বোধও অবোধতা অনুভব হইয়া থাকে অর্থাৎ জ্ঞেয়, জ্ঞান দ্বারা স্বরূপেতে নিষ্ঠা হইয়া থাকে যে নিশ্চবই আমি এই পদার্থ। যখন স্বরূপেতে নিষ্ঠা হয় তখন জ্ঞাতা, জ্ঞান, জ্ঞেয় এই তিনকে পৃথক্ পৃথক্ বলিয়া বোধ হয় না তখন তিন শব্দই লয় হইয়া পরিপূর্ণরূপ পরব্রহ্মই ভাসমান হন। কেহ কেহ জ্ঞাতা শব্দকে স্বরূপ পক্ষে ঈশ্বর বলিয়া উক্তি করেন। আর জ্ঞেয় ও জ্ঞান শব্দকেও ঈশ্বরই জানিবেন।

বীজ বিষয়।

৪০ পৃষ্ঠা

যে সকল ব্যক্তির সম্পূর্ণ জ্ঞান হয় নাই সেই সকল ব্যক্তির নানা প্রকার শঙ্কা এবং ভ্রম উপস্থিত হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন যে কারণ পরব্রহ্মরূপ বীজ হইতে এই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে বীজশব্দে কারণ পরব্রহ্ম। কেহ কেহ বলেন যে প্রথমে বীজ হইয়াছে, কি প্রথমে গাছ হইয়াছে। তখন অন্য এক ব্যক্তি বলি-লেন আগে বৃক্ষ না হইলে ফল অর্থাৎ বীজ কোথা হইতে আসিল এইস্থলে এই-রূপ গম্ভীর ভাবে নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তের দ্বারা সকলে বুঝিয়া লইবেন। যেমন কারণ জল হইতে মেঘরূপী বৃক্ষ হয় এবং তাহার দ্বারা ফল ফুলরূপী বৃষ্টি এবং শিলা বর্ষণ হয়। কিন্তু এক জলরূপ কারণ বীজ হইতেই রূপান্তর ভেদে নানারূপ, নানা গুণ এবং নানা নাম কল্পনা করা গেল এবং বোধ হইতে লাগিল যে পৃথক

পৃথক জলের গুণ এবং রূপ অন্য রকম এবং মেঘের রূপ গুণ অন্য রকম এবং বৃষ্টির এবং শিলার ও বরফের রূপ গুণ অন্য অন্য রকম ঘটিতে লাগিল; কিন্তু জল যে কারণ, কারণরূপেই আছে। কেবল নাম কল্পনা মাত্র জল, মেঘ ইত্যাদি। এইরূপ কারণ পরব্রহ্ম বীজ স্বরূপ এবং বৃক্ষ শব্দে জগৎ চরাচর বিরাট স্বরূপ। যদিও রূপান্তর ভেদে গুণ ক্রিয়া, পৃথক পৃথক বোধ হইতেছে তথাপি তিনি পরিপূর্ণরূপে কারণ স্বরূপ আছেন স্বরূপেতে বীজশব্দও নাই বৃক্ষ শব্দও নাই স্বরূপেতে তিনি যাহা তাহাই আছেন। কেবল অজ্ঞানি ব্যক্তিদিগকে বুঝাইবার নিমিত্ত বীজ এবং বৃক্ষ ইত্যাদি নাম কল্পনা করা হইল। যদ্যপি কোন অজ্ঞানি ব্যক্তি এরূপ বুঝেন যে এই পৃথিবীর উপরে নানা বৃক্ষ, নাম, রূপ, গুণ, ইত্যাদি নানাপ্রকার সৃষ্ট বস্তু পৃথক পৃথক দেখা যাইতেছে—ইহারা কি প্রকারে একরূপ হইবে? এখানে বিচার করিয়া দেখ যেমন বৃক্ষ ফল, ফুল ইত্যাদি মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে কিন্তু যদি টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া মৃত্তিকাতে পুতিয়া রাখ মৃত্তিকার সংযোগে মৃত্তিকা হইয়া যাইবে অথবা যদি ঐ সকল বস্তুকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করা যায় তাহা হইলে ঐ সমস্ত বস্তু দগ্ধ হইয়া অগ্নিরূপ হইয়া যাইবে এবং সেই অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়া সূক্ষ্মরূপে বায়ু নিষ্পন্ন হইয়া ক্রমে ক্রমে কারণে স্থিত হইবে। সেইরূপ যখন তোমাদের অদ্বৈত ভাব প্রকাশ হইবে তখন এই সকল ভাব বুঝিতে পারিবে। এই প্রকার অগ্নিরূপে কারণ পরব্রহ্ম উপাধি ভেদে যে নানা বস্তু নানা নাম, রূপ, ও গুণ আছে সেই সকলকে স্বরূপেতে একত্র করিয়া লইবেন।

আকাশ বাণীর অর্থ কি।

৬০ পৃষ্ঠা

যে আকাশবাণী হইতে লোকের বিশ্বাস যে শাস্ত্র উৎপন্ন হয় সে আকাশবাণী কাহাকে বলে—অর্থাৎ অন্তর্যামিগুরু পরব্রহ্ম অন্তর হইতে কিরূপে আমাদের মধ্যে আছেন এবং আমরা তাহার মধ্যে যে আছি তাহা কি প্রকারে বুঝিব; এবং তিনি কিরূপে আমাদিগের অন্তর হইতে হইতে প্রেরণ করিয়া বুঝাইয়া দিতে-

জন ও কি প্রকারে আমরা বুঝিব ? ইহা এইরূপে গম্ভীর ভাবে বুঝিবে, যে যখন তোমরা পূর্ণপরব্রহ্ম গুরুর উপাসনা এবং তাঁহার চিন্তা কর তখন তোমাদের মনে কোন ভ্রম জন্মায় নাই কিন্তু তৎকালে হঠাৎ একটা ভ্রম তোমাদের মনেতে উৎপত্তি হইল এবং সেই ভ্রম জন্মাইবার জন্য চিত্ত চঞ্চল হইয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিল কিন্তু বুঝিতে পারিতেছ না যে ইহার ভাব কি। সেই কালে অন্তর্যামিগুরু যখন জ্ঞানদ্বারা সেই ভ্রম লয় করিয়া তোমাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন তখন সেই ভাব অর্থ অন্তর হইতে বুঝিবা তোমাদের চিত্ত প্রসন্ন হয় ইহাকেই আকাশবাণী এবং বেদবাক্য বলে আকাশ হইতে কোন শব্দ হইলে তাহাকে আকাশবাণী বলা যায় না। তাহা হইলে আকাশেতে কত মেঘ ডাকিতেছে ও কত বজ্রাঘাত হইতেছে তাহাকেও তো আকাশবাণী বলা যাইত। তোমরা গম্ভীর ভাবে মনে মনে বুঝিও যে আমার মধ্যে যে এই নূতন কথা উঠিল, নানা ভ্রম উদয় হইল এবং পরে সেই সকল ভ্রম লয় হইতেছে আমি কিছুই নিবারণ করি নাই ; যদি আমার মধ্যে অন্তর্যামিগুরু পরব্রহ্ম না থাকিতেন তাহা হইলে মনের এই সকল ভ্রমকে নিবারণ করিত ? তাঁহার মধ্যেও আমি আছি আমার মধ্যেও তিনি আছেন তবেই তো নিবারণ ভ্রম করিতেছেন এইরূপে স্থূল ভাব বুঝিতে বুঝিতে ক্রমে সূক্ষ্মভাবে পরব্রহ্ম গুরুর ভাব আপনার অন্তরদিকে বুঝিতে পারিবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত আপনার অন্তরেতে অন্তর্যামিগুরুর কথা ভাব অর্থ না বুঝিতে পারিতেছ না ততক্ষণ পর্য্যন্ত জ্ঞানবান ব্যক্তি জ্যোতিঃস্বরূপ এবং সৎশাস্ত্রের সহিত সঙ্গত করিবে যখন আপনার অন্তরেতে অন্তর্যামিগুরুর ভাব বুঝিতে পারিবে তখন আর বাহিরের আলোচনার প্রয়োজন নাই।

গুরুমন্ত্র।

৭৬ পৃষ্ঠা

যদ্যপি মাতাপিতা গুরুমন্ত্র শিক্ষা করিয়া থাকেন তাহা হইলে তিনি নিজপুত্র কন্যাকে ইহা শিক্ষা করাইয়া দিবেন কিম্বা অপর জ্ঞাতি কুটুম্ব যে কেহ ইচ্ছা করে

শিক্ষা করাইয়া দিতে পারেন কিন্তু স্বার্থপর অবোধ ব্যক্তি স্বার্থ রক্ষার জন্য বলিতে পারেন যে, শ্রেষ্ঠকুলসম্ভূত ব্যক্তি ভিন্ন অপর ব্যক্তির নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিলে কদাচই মন্ত্রসিদ্ধি হইবেক না। ইহার উত্তর, যেমন কোন পিপাসাতুর ব্যক্তিকে শ্রেষ্ঠকুলসম্ভূত ব্যক্তি এক ঘটী শীতল জল পান করাইয়া দেয় কিম্বা অপর কোন ব্যক্তি এক ঘটী শীতল জল পান করাইয়া দেয় তাহা হইলে উভয় বিধি মতে ঐ পিপাসাতুর ব্যক্তির পিপাসার শান্তি হইবেক তৎপক্ষে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রকৃত শীতল জল পিপাসাতুর ব্যক্তিকে পান করান চাহি নচেৎ কোন মতে শান্তির উপায় নাই। তদ্রূপ শীতল জলরূপী পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুর মন্ত্র যে কেহ হউক না কেন যে কোন ব্যক্তিকে শিক্ষা দিবেক সেই ব্যক্তি ভক্তি সহকারে উপাসনা করিলে সত্য সত্যই সিদ্ধি লাভ করিবেক তৎপক্ষে কোনও সন্দেহ নাই।

ভূমিকম্প বর্ণন।

১৪৮ পৃষ্ঠা

কেহ কেহ বলেন যে, অনন্ত মস্তক পরিবর্ত্তন করিলে ভূমিকম্প হয়; আর কেহ কহেন যে, পৃথিবী পাপের ভারে কাতর হওয়াতে কাঁপিতে থাকে, কেহ কহেন যে, পৃথিবীর ভিতরে গন্ধক আছে, তাহার যেখানে অগ্নি লাগিয়া যায়, সেই খানেই ভূমিকম্প হয়, আর আর নানা মতের লোক নানা মতের কথা বলেন। যাঁহার যে পর্য্যন্ত বুদ্ধি, তিনি সেই পর্য্যন্ত বলেন। আর পূর্ব্বযুগেতে কি পৃথিবীর ভিতর গন্ধক ও বারুদ ছিল না? এত ভূমিকম্প কেন হইত না? আর আজ কাল এত ভূমিকম্প হইতেছে কেন? পৃথিবীর ভিতরে কি এত অধিক পরিমাণে গন্ধক হইয়াছে? পৃথিবীর ভিতরে কি জল নাই? বর্ষাতে যে এত বৃষ্টি হইতেছে ইহাতে কি গন্ধক ভিজিয়া যায় না? কেন আপন আপন জেদ করিতেছ, সত্য ধর্ম্মের পথে চল ও চালাও তাহা হইলে সকল বিপদ দূরে হইবেক। আর কেহ বলিয়া থাকেন যে, অনন্তদেব যখন পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করেন তখন পৃথিবীর

একদিক দুলে। একদিকে কেন দুলে? ইহার উত্তর এই যে, যেমন [illegible] অঙ্গে বায়ুর প্রবলতা অঙ্গ কম্পন হয়, অথবা যখন ক্রোধ হয় তখন মনুষ্যের একইদিকে কম্পন বোধ হয়, আর যখন সমস্ত অঙ্গ কম্পন হইতে থাকে তখন সমস্ত অঙ্গের কম্পন বোধ হয়; এইরূপে বুঝিয়া লইবেন। পৃথিবীর একদিক কম্পনেতে এক অঙ্গ পৃথিবীর কম্পন বোধ হইয়া থাকে অর্থাৎ একদেশ ভূমিকম্প হয়; আর সমস্ত পৃথিবীর কম্পনেতে সমস্ত পৃথিবীর ভূমি কম্প বোধ হইয়া থাকে অর্থাৎ সকল দেশেতেই ভূমি কম্প হয়। আর পৃথিবীর উপর যখন অত্যন্ত উপদ্রব হয়, রাজা প্রজার দুঃখভার গুরুতর হয়, তখন পৃথিবীর অত্যন্ত কষ্ট বোধ হওয়াতে, পৃথিবীর কম্পন হয় ও কষ্ট হয়। ইহাই ভূমিকম্প। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, পৃথিবী শেষ (অনন্ত) নাগের মাথার উপর আছে; অর্থাৎ অনন্ত কিনা জ্যোতিঃস্বরূপ, তাঁহাকেই আধার করিয়া পৃথিবী আছে। যেরূপ আপনারা আকাশকে দেখেন, যাঁহাকে আধার করিয়া আকাশেতে মেঘ থাকে, সেই পরব্রহ্ম জ্যোতির্ম্ময় পৃথিবীর আধার। যেমন মেঘের নীচে কোন স্তম্ভ (খুঁটী) সংযুক্ত নাই, কিন্তু দেখ, বিনা স্তম্ভ কেবল মাত্র জ্যোতিঃস্বরূপের আধার করিয়া, শূন্য আকাশেতে থাকে। সেইরূপ পৃথিবী জ্যোতিঃস্বরূপের আধারে আছে। আর যখন জ্যোতিঃস্বরূপ বৃষ্টিবর্ষণ করেন, তখন পৃথিবী জলপূর্ণ হইয়া যায়। আর যতক্ষণ পর্য্যন্ত বৃষ্টি হইতে না দিবেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আকাশেতে মেঘ স্থির হইয়া থাকিবে, একবিন্দু বৃষ্টিও পৃথিবীর উপর পড়িবে না। আর যখন বর্ষাইবেন তখনই বৃষ্টি হইবেক। আর এইরূপ পৃথিবীর নীচে স্তম্ভ সংযুক্ত নাই বুঝিয়া লইবেন। আর যেমন যখন মেঘকে জমাট দেন তাহা তখন পর্ব্বতের মতন দেখায়; পুনরায় যখন ঐ মেঘকে খণ্ড খণ্ড করিয়া সরাইয়া দেন, কিম্বা পৃথিবীর উপর বর্ষণ করিয়া দেন, তখন আর ঐ সকল মেঘের কোন চিহ্ন মাত্রও থাকে না। এইরূপ পৃথিবীকে জমাইয়া রাখিয়াছেন, পুনর্ব্বার যখন খণ্ড খণ্ড করিয়া পাতালে মিলাইয়া দিবেন অথবা জলময় করিয়া দিবেন তখন এই সকল নগর রাজ্য কোথায় উড়িয়া যাইবেক, ইহার কোন চিহ্নও থাকিবেক না। এইরূপ বুঝিয়া লইবেন।

পূর্ণ যজ্ঞ বিষয়।

১৮৭ পৃষ্ঠা

যদ্যপি পূর্ণ মহাযজ্ঞ করা যায় এবং যদি কাহারও সহিত ঘৃণা করিয়া ভেদ করা যায়, অর্থাৎ তাঁহাকে যজ্ঞেতে না লওয়া যায়, তাহা হইলে যজ্ঞ পূর্ণ হয় না। যদ্যপি শরীরের মধ্যে সমস্ত ইন্দ্রিয় জয় হইয়া, একটি ইন্দ্রিয় ও চঞ্চল থাকে; অর্থাৎ নয়টি বশীভূত হয়, আর একটী প্রবল থাকে, তাহা হইলে যজ্ঞ পূর্ণ হয় না। অর্থাৎ মনের যখন শান্তি প্রাপ্তি হয় না, যখন বিচার পূর্বক প্রীতি ও কৌশল করিয়া ইন্দ্রিয়গণকে সত্য পূর্ণ পরব্রহ্মেতে নিযুক্ত করা যায়, তাহা হইলে সহজে সমস্ত শান্ত এবং জয় হয়। সদা আনন্দরূপ জীব মুক্ত স্বরূপ থাকেন। যেরূপ সকল ইন্দ্রিয়গণকে মনুষ্যগণের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বলিয়া বোধ করা হয়, যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে কার্য্য দেহের সেই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সেই কার্য্য হইতেছে কাহাকেও ঘৃণা করা উচিৎ নয়, এবং যদ্যপি একটি ইন্দ্রিয় বিফল হয় তাহা হইলে কত কষ্ট মনের মধ্যে হয়, সেইরূপ বিরাট পরব্রহ্মের সমস্ত চরাচর রাজা, প্রজা, স্ত্রী পুরুষ, সকল জাতি বিরাট পরব্রহ্মের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বলিয়া জানিবে, যদ্যপি একজনকে ঘৃণা পূর্ব্বক পরিত্যাগ করা যায, অর্থাৎ যজ্ঞের মধ্যে না লওয়া হয়, তাহা হইলে কোন উপায়ে যজ্ঞ সম্পূর্ণ কখন হইতে পারিবে না। পাঠকগণ যখন তোমরা যজ্ঞ সম্পূর্ণ করিতে আরম্ভ করিবে, সেই সময়ে নানা সামাজিক উপাধি জাতিভেদ সাম্প্রদায়িক ব্যক্তিগণকে স্ত্রী পুরুষ ইত্যাদিকে ঘৃণা না করিয়া তাহাদিগকে প্রীতি পূর্ব্বক শ্রদ্ধা করিয়া আনিয়া যজ্ঞ আহুতি করিবে এবং করাইবে, তাহা হইলে যজ্ঞ সম্পূর্ণ হইবে কোন বিঘ্ন ঘটিবে না এবং সদা আনন্দরূপ থাকিবে। ব্যব-হার কার্য্য বিষয় যজ্ঞ অথবা পরমার্থ বিষয় যজ্ঞ সমাধা করিবে এবং করাইবে কাহার ও উপর দ্বেষ, হিংসা বা ঘৃণা করিবে না, সকলই পরব্রহ্মের স্বরূপ। জাতি উপাধি-ভেদে নানা দেশে নানা মতে কেবল আপন আপন সামাজিক কল্পনা মাত্র বিচার পূর্ব্বক কার্য্য করিতে হয়। যদ্যপি কেহ অজ্ঞানতা বশতঃ

বলেন যে আমাদের সামাজিক নিয়মে করিতে নাই তাহা হইলে তাহাকে বিরোধ করিয়া না লওয়াইয়া বিচার দ্বারা কৌশল করিয়া হিতোপদেশ দিয়া অজ্ঞানতা লয় করিয়া যজ্ঞ করাইতে হয়—প্রত্যক্ষ যজ্ঞ কিম্বা জ্ঞান যজ্ঞ অথবা আত্ম-যজ্ঞ। যদি তোমরা প্রীতি পূর্ব্বক তাহাদিগকে যজ্ঞ করাইতে চাও তাহাতে যদি অজ্ঞান বশতঃ তাহারা করিতে ইচ্ছা না করে তাহা হইলে তোমাদের কোন হানি নাই তাহাদেরই হানি।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫	২৪	সগ	সর্গ
১২	১৫	বর্ণেব	বর্ণের
১৭	২৪	অনুলম	সকল স্থানেই অনুলোম
ঐ	ঐ	বিলম	ও বিলোম হইবে
৩৯	২০	[illegible]বর	জীবের
৪০	১৩	লকার	উকার
ঐ	২১	রকারকে	উকারকে
ঐ	২২	রঁকারকে	মকাবকে
ঐ	[illegible]	আরশব্দকে	আরউশব্দকে
৪৭	২৩	সম্প্রদায়িক	সাম্প্রদায়িক
৫৩	২১	স	ল
৫৫	৪	তেরই	তেবটী
৫৭	২৫	উঠীতে	উঠিতে
৬৭	৮	সঙ্গতি	সঙ্গই
৬৮	১০	তাঁহাকে	তাঁহাতে
৬৯	৭	অদৃষ্ট	অদৃশ্যে
ঐ	১১	সমাধিস্থম্ভ	সমাধিস্তম্ভ
৭০	১৮	উনি	মনু
৭২	২০	উক্ততা তাহা শব্দ তাঁহা	উক্ততা শব্দ তাহা
৮৬	১৩	পৃথিবীকে	পৃথিবীকে
৯৮	[illegible]	যাহার	যাহার মন
ঐ	২১	[illegible]	কর্ত্তব্য
১০৪	৬	অভিপ্রাদে	অভিপ্রায়ে
ঐ	১৩	অজ্ঞানটা	অজ্ঞানতা
১১৩	১৪	প্রকাষ	প্রকার
১১৫	১৩	অহুতি	আহুতি
১১৬	১৪	জীবত্মা	জীবাত্মা
১১৭	১৪	ব্রহ্মাণ্ড	ব্রহ্মাণ্ড
১২৫	২৪	জ্যোতিব্রহ্মকে	জ্যোতির্ব্রহ্মকে
১৩৫	৯	আর আর	আর
১৩৭	১৩	ফুকোর	ফুৎকার
১৪৯	১	[illegible]	অসৎ
১৫২	১১	কাণ্ঠ	কাষ্ঠ
১৫৪	৩	ফের	ফের